













## Research Section

# জোত্র-রত্নমালা ।

( বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ সহ )

‘পরিণতি’ অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবের অবস্থা

প্রতীতি পুস্তক প্রণেতা—

শ্রীসারদাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ

কর্তৃক অনুদিত ও

৮কাশীধাম  $\frac{১৯}{১৯৬৬}$  মণিকর্ণিকা ঘাট হইতে

তৎকর্তৃক প্রকাশিত ।

—o—

প্রাপ্তিস্থান—

লিফট, কর্ণওয়ালিস্ ট্রাটে গুরুদাস লাইব্রেরী ও

মনোমোহন লাইব্রেরী এং ৮কাশীধাম

গ্রন্থকারের নিকট ।

১৩২৫ লাল ।

মূল্য উৎকর্ষীয়াই ৫০ মানী মাত্রঃ

---

**Printed by Agbica Charan Bag,**  
**At The Beauty Press,**

**2-1, UPPER CIRCULAR ROAD, CALCUTTA**

---

# স্তোত্ররত্নমালা ।

## গণেশাষ্টকম্ ।

শ্রী শ্রীগণেশায় নমঃ ।

যতোহনন্তশক্তেরনন্তাশ্চ জীবা যতোনিগুণাদপ্রমেয়াগুণান্তে ।

যতোভাতি সর্বং ত্রিধাভেদভিন্নং সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥১

যত্চাবিরাসীজ্জগৎ সর্বমেতত্তথাজ্ঞাসনো বিশ্বগো-বিশ্বগোপ্তা ।

তথৈজাদয়োদেব-সংঘা-মনুষ্যাঃ সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥২

## গণেশাষ্টক ।

যে অনন্তশক্তিশালী (পুরুষ) হইতে অনন্ত জীব সম্ভূত হইয়াছে,  
যে নিগুণ ( পরমাত্মা ) হইতে সমস্ত অপ্রমেয় গুণরাশি প্রকাশিত  
হইয়াছে এবং যাহা হইতে গুণত্রয়ে ( সত্ত্বরজঃ তমঃ গুণে ) বিভক্ত  
সমস্ত বিশ্ব বিদ্যুষ্ট হইয়াছে সেই গণপতিকে সর্বদা প্রণাম করি  
ও ভজনা করি ॥১

এই সম্পূর্ণ জগৎ যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা হইতে  
বিশ্বব্যাপী বিশ্বরক্ষক কমলাসন ( ব্রহ্মা ) উৎপন্ন হইয়াছেন এবং  
ইজাদি দেবসমূহ ও মনুষ্য নিচয় যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই  
গণপতিকে সর্বদা প্রণাম করি ও ভজনা করি ॥২

যতোবহ্নিভান্-ভবোভূর্জলঞ্চ যতঃ সাগরাশ্চক্রমাব্যোমবায়ুঃ ।

যতঃ স্বাবরাজ্ঞমাবৃক্ষসংঘাঃ সদা তং গণেশং নমামো ভজ্যামঃ ॥৩

যতো দানবাঃ কিম্বরাযক্ষসংঘা যত্শচারণাবারণাঃ স্বাপদাশ্চ ।

যতঃ পক্ষিকীটা যতো বীৰুধশ্চ সদা তং গণেশং নমামো ভজ্যামঃ ॥৪

যতোবুদ্ধিরজ্ঞাননাশো মুমুক্শো যতঃ সম্পদোভক্তসংতোষিকাঃ স্যাঃ ।

যতো বিঘ্ননাশো যতঃ কার্য্যাসিদ্ধিঃ সদা তং গণেশং নমামো ভজ্যামঃ ॥৫

যতঃ পুত্রসম্পদযতো বাক্তিতার্থো যতোভক্তবিঘ্নান্তথানেকরূপাঃ ।

যতঃ শোকমোহৌ যতঃ কাম এত্ৰ সদা তং গণেশং নমামো ভজ্যামঃ ॥৬

যাঁহা হইতে অগ্নি, সূর্য্য, শিব, পৃথিবী এবং জল উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহা হইতে সমস্ত সাগর, চন্দ্র, আকাশ এবং বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহা হইতে স্বাবর রাজ্ঞম সমস্ত পদার্থ এবং বৃক্ষসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে সেই গণপতিকে সর্বদা প্রণাম করি ও ভজনা করি ॥৩

যাঁহা হইতে দানব, কিম্বর এবং যক্ষসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহা হইতে চারণ ( দেবঘোনি বিশেষ ) বারণ ( হস্তী ) ও স্বাপদগণ উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাঁহা হইতে পক্ষী, কীট ও লতামণ্ডলী উৎপন্ন হইয়াছে সেই গণপতিকে সর্বদা প্রণাম করি ও ভজনা করি ॥৪

যাঁহা হইতে বুদ্ধির বিকাশ হয় এবং মুমুকুর ( মুক্তিলাভেচ্ছুর ) অজ্ঞান নাশ হয়, যাঁহা হইতে ভক্তজনের সন্তোষকর সম্পৎলাভ ঘটে এবং যাঁহা হইতে বিঘ্ন বিনাশ হইয়া সমস্ত কার্য্য সিদ্ধি হয় সেই গণপতিকে সর্বদা প্রণাম করি ও ভজনা করি ॥৫

যাঁহা হইতে পুত্র, সম্পত্তি এবং বাক্তিত্ব অর্থের লাভ হয় এবং

যতোহনন্তশক্তিঃ সশেষো বভূব ধরাধারণেতেনেকরূপে চ শক্তঃ ।  
যতোহনেকধা স্বর্গলোকা হি নানা সদা তং গণেশং নমামো ভজ্যামঃ ॥  
যতো বেদবাচোক্তিকুণ্ডামনোভিঃ সদা নেতি নেতাতি যন্তাগুণস্তি  
পরব্রহ্মরূপং চিদানন্দভূতং সদা তং গণেশং নমামো ভজ্যামঃ ॥৮

### গুরুষ্টকস্তোত্রম্ ।

শরীরং সুরূপং সদা যোগমুক্তং  
যশস্চারু চিত্রং ধনং মেরুতুলাম্ ।  
গুরোরজ্যুপদো মনশ্চেন্ন লগ্নং  
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥১

অভক্তজ্ঞানের অনেক প্রকাব বিঘ্ন উৎপন্ন হয়, এবং যাঁহা হইতে  
শোক মোহ ও কামনার উদয় হয়, সেই গণপতিকে সর্বদা প্রণাম  
করি ও ভজনা করি ॥৬

যাঁহা হইতে অসীমশক্তি অনন্তদেব পৃথিবী ধারণে অনেক প্রকার  
শক্তি লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহা হইতে অনেক প্রকারে স্বর্গাদি  
নানা লোক সৃষ্ট হইয়াছে সেই গণপতিকে সর্বদা প্রণাম করি ও  
ভজনা করি ॥৭

যাঁহা হইতে বেদবাক্যসমূহ মনের সহিত অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া  
সাধানে নেতি, নেতি (জগৎ ব্রহ্ম নহে,) বলিয়া নির্দেশ করে সেই  
চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম গণপতিকে প্রণাম করি ও ভজনা করি ॥৮

### গুরুষ্টক স্তোত্র ।

নিত্য সূস্থ ও সুরূপ শরীর, বিচিত্র সুষম এবং মেরুপর্বত তুল্য  
ধন লাভ হইলেও ( তৎকালে ) গুরুর পাদপদ্মে যদি চিত্ত লগ্ন না

কলত্রং ধনং পুত্রপৌত্রাদি সৰ্ব্বং

গৃহং বান্ধবাঃ সৰ্বমেতদ্ধি ভূষাৎ।

শুবোবজ্জ্বপদে মনশ্চেন্ন লগ্নং

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥২

ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা

কবিত্বাদি গদ্যাং স্পদ্যাং কৰোতি।

শুবোবজ্জ্বপদে মনশ্চেন্ন লগ্নং

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৩

বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু দনাঃ

সদাচাব্যুত্তেষু মন্তো ন চান্যঃ

শুবোবজ্জ্বপদে মনশ্চেন্ন লগ্নং

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৪

হয় তাহা হইলে কি লাভ হইল ? কি লাভ হইল ? অর্থাৎ কিছুই লাভ হইল না । সমস্ত বিফল হইল ॥১

পত্নী, ও ধন-পুত্র-পৌত্রাদি সমস্ত এবং গৃহ, স্বজন এ সকল লাভ হইলেও (তৎকালে) শুক্ল পাদপদে যদি চিত্ত লগ্ন না হয়, তাহা হইলে কি লাভ হইল ? কি লাভ হইল ? অর্থাৎ কিছুই লাভ হইল না ॥২

ষড়ঙ্গাদি বেদ, সমস্ত শাস্ত্রবিদ্যা এবং কবিত্ব (গদ্যা, পদ্যা), মুখাগ্রে থাকিলেও (তৎকালে) শুক্ল পাদপদে যদি চিত্ত লগ্ন না হয়, তাহা হইলে কি লাভ হইল ? কি লাভ হইল ॥৩

বিদেশে মাননীয়, স্বদেশে প্রশংসনীয় এবং সমস্ত সদাচার

ক্ষমামগ্নোহশেষভূপালবৃন্দৈঃ

সদা সেবিতং যশ্চ পাদারবিন্দম্ ।

গুরোরজ্যুপদ্যে মনশ্চেন্ন লগ্নং

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৫

যশশ্চেদ্ গত্যং দিক্ষু দানপ্রতাপা-

• জগদ্বস্ত্ব সৰ্ব্বং করে যংপ্রসাদাং ।

গুরোরজ্যুপদ্যে মনশ্চেন্ন লগ্নং

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৬

ন ভোগে ন ষোগে ন বা বান্ধিমেষে

ন কান্তাস্থখে নৈব বিস্তেবু চিত্তম্ ।

গুরোরজ্যুপদ্যে মনশ্চেন্ন লগ্নং

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৭

কায্যে রত হইলেও ( তৎকালে ) গুরুর পাদপদ্মে যদি চিত্ত লগ্ন না হয় তাহা হইলে কি লাভ হইল ? কি লাভ হইল ? ৪ ।

পৃথিবী মণ্ডলে অশেষ ভূপালবৃন্দ সৰ্ব্বদা ষাহার পাদারবিন্দ সেবা করে, তাঁহারও চিত্ত যদি গুরুর পাদপদ্মে লগ্ন না হয় তবে ( তাঁহার ) কি লাভ হইল, কি লাভ হইল ? ৫ ।

দান প্রভাবে চতুর্দিকে যশ বিস্তারিত হইলেও ষাহার প্রসাদে সমস্ত জগৎবস্ত্ব করতলগত হয়, সেই গুরুর পাদপদ্মে যদি চিত্ত লগ্ন না হয়, তাহা হইলে কি লাভ হইল, কি লাভ হইল ? ৬ ।

ভোগে, ষোগে, অখমেধাদি ষাগে, পত্নীস্থখে বা ধনে চিত্ত আসক্ত না হইলেও ( তৎকালে ) যদি গুরুর পাদপদ্মে চিত্ত লগ্ন না হয়, তাহা হইলে কি লাভ হইল, কি লাভ হইল ? ৭ ।



অরণ্যে ন বা স্বস্তি গেহে ন কাষ্যে

ন দেহে মনো বৰ্ত্ততে মেত্বনর্থে

গুবোবজ্জি পদে মনশ্চেন্ন লগ্নং

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥১

অনঘ্যাণি বত্তানি ভুস্তানি সমাক্

সমালঙ্ঘিতা কামিনী যামিনীসু।

গুবোবজ্জি পদে মনশ্চেন্ন লগ্নং

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥২

গুবোবষ্টকং যঃ পঠেৎ পুণ্যদেহী

যতিভূপতিব্রহ্মচারী চ গেহী ।

লভেদ্‌বাঙ্কিতার্হং পদং ব্রহ্মসংজ্ঞং

গুরোকৃত্বাক্যে মনো যন্ত লগ্নম্ ॥১০

তি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং গুরুষ্টকং সমাপ্তম্ ।

অরণ্যবাসে ইচ্ছা নাহ, গৃহবাসে প্রীতি নাই, কাষ্যে আসক্তি নাই, আদৃত দেহেও আস্থা নাই কিন্তু এই অবস্থায়ও যদি গুরুর পাদপদ্মে চিত্ত লগ্ন না হয়, তাহা হইলে কি লাভ হইল, কি লাভ হইল ? চ ।

অমূল্য রত্ন সকল সমাক্ ভোগ করিয়া এবং যামিনীতে কামিনী আলিঙ্গন করিয়াও যদি গুরুর পাদপদ্মে চিত্ত লগ্ন না হয়, তাহা হইলে কি লাভ হইল, কি লাভ হইল ? ২ ।

যে পুণ্যাশ্রা, সন্ন্যাসী, ভূপতি, ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ গুরুষ্টক ( স্তোত্র ) পাঠ করেন, এবং গুরুকৃত্বাক্যে যাহার চিত্ত লগ্ন থাকে, তিনি বাঙ্কিতার্হ ব্রহ্মপদ লাভ করেন । ১০ ।

ইতি—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিত গুরুষ্টকস্তোত্রানুবাদ সমাপ্ত ।

## শ্রীগণেশ প্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

প্রাতঃ স্মরামি গণনাথমনাথবন্ধুং

সিন্দূরপূর-পরিশোভিত গণ্ডযুগ্মম্ ।

উদগুণ্ডবিষ্মপরিখণ্ডনচণ্ডদণ্ড-

মাধণ্ডলাদিস্নর-নায়কবৃন্দ-বন্দ্যম্ ॥১

প্রাতর্নামামি চতুরাননবন্দ্যমান-

মিচ্ছাকুলমণিলাঞ্চ বরং দদানম্ ।

তং তুন্দিলং দ্বিরসনাধিপ-বজ্রসূত্রং

পুত্রং বিলাসচতুরং শিবয়োঃ শিবায় ॥২

প্রাতর্ভক্ত্যভয়দং খলু ভক্তশোক-

দাবানলং গণবিভূং বরকুঞ্জরাস্তম্

অজ্ঞান-কানন-বিনাশন হব্যবাহ-

মুংসাহবর্দ্ধনমহং স্তম্যমীশ্বরস্ত ॥৩

## গণপতির প্রাতঃস্মরণ স্তোত্র ।

প্রাতঃকালে অনাথবন্ধু গণপতির স্মরণ করি । তাঁহার গণ্ড-  
যুগল সিন্দূরপ্রবাহে পরিশোভিত, তিনি প্রবল বিষ্মের পরিখণ্ডনেব  
(নাশের) প্রচণ্ড দণ্ডস্বরূপ এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেবনায়কগণ  
কর্তৃক বন্দিত । ১ ।

প্রাতঃকালে চতুরানন (ব্রহ্মা) কর্তৃক বন্দ্যমান, ঈশ্বিত  
বরদাতা, স্থলোদর, নাগযজ্ঞোপবীত ধারক, শিবভূগার বিলাস-  
নিপুণ পুত্রকে মঙ্গলের নিমিত্ত প্রণাম করি । ২ ।

প্রাতঃকালে অভয়দাতা, ভক্তের শোকের দাবাগ্নি স্বরূপ,\*  
শিবের পুত্র গজানন গণপতিকে ভজনা করি । তিনি অজ্ঞান বনের  
বিনাশক অগ্নি স্বরূপ এবং উৎসাহবর্দ্ধক । ৩ ।

---

\* বন্যাগ্নি বৈরূপ বনকে ভস্ম করে তদ্রূপ তিনি শোক নাশ করেন ।

## শ্রীশিব-প্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিহরং হরেশং

গঙ্গাধরং বৃষভবাহনমম্বিকেশম্ ।

খট্वाङ्गशूलवरदाভयहस्तमीशং

সংসার-রোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্ ॥ ১

প্রাতনর্মামি গিরিশং গিরিজার্দ্ধদেহং

সর্গস্থিতিপ্রলয়কারণমাদিদেবম্ ।

বিশ্বেশ্বরং বিজিতবিশ্বমনোভিরামং

সংসার-রোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্ ॥ ২

প্রাতর্ভজামি শিবমেকমনস্তমাচ্ছং

বেদান্তবেদমনঘং পুরুষং মহাস্তম্ ।

নামাদিভেদরহিতং ষড়্ভাবশূন্যং

সংসার-রোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্ ॥ ৩

\*

## শিবের প্রাতঃস্মরণ স্তোত্র ।

প্রাতঃকালে, ভবভয়হারক,\* দেবেশ, গঙ্গাধর, বৃষবাহন অম্বিকা-  
পতি, খট্वाङ्ग, শূল, বর ও অভয় হস্ত, সংসার রোগনাশন 'অদ্বিতীয়  
ঔষধ ( শিবকে ) স্মরণ করি ।

প্রাতঃকালে গিরিশ, অর্দ্ধ নারীশ্বর, উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়-  
কারণ, আদিদেব, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বজয়কারী, মনোভিরাম, সংসার-  
রোগনাশন অদ্বিতীয় ঔষধ ( শিবকে ) প্রণাম করি ( ১ ) ।

প্রাতঃকালে অদ্বিতীয় অনন্ত আচ্ছ, বেদান্তবেদ নিষ্পাপ মহা-  
পুরুষ, নামাদি ভেদশূন্য ও ষট্‌প্রকার অভাবশূন্য + সংসার রোগ-  
নাশন অদ্বিতীয় ঔষধ শিবকে ভজনা করি ( ৩ ) ।

\* ভবভয়হারক—ভব = সংসার অথবা উৎপত্তি ( জন্ম ) ।

+ নামাদি—নাম,রূপ,গুণ প্রভৃতি হীন অর্থাৎ নিরূপাধি, নিরাকার নিগুণ পরব্রহ্ম ।  
অস্তাব । প্রাগভাব ধ্বংসাত্মক প্রভৃতি ।

## চণ্ডীপ্রতিঃস্মরণস্তোত্রম্ ।

প্রাতঃ স্মরামি শরদিন্দুকরোজ্জ্বলাভাং

সদ্রত্নবন্মকরকুণ্ডল-হার-ভূষাম্ ।

দিব্যায়ুধোজ্জিত-সুনীল-সহস্রহস্তাঃ

রক্তোংপলাভচরণাং ভবতীং পরেশাম্ ॥ ১

প্রাতর্নামামি মহিষাসুর-চণ্ডমুণ্ড-

শুস্তাসুরপ্রমুখ-দৈত্য-বিনাশদক্ষাম্ ।

ব্রহ্মেন্দ্রকুদ্ৰমুনি মোহন-শীললীলাং

চণ্ডীং সমস্তস্বরমুক্তিমনেকরূপাম্ ॥ ২

## চণ্ডীর প্রাতঃস্মরণস্তোত্র ।

প্রাতঃকালে শরচ্চন্দ্রের কোমুদীতুল্য উজ্জ্বল দীপ্তিমতী, উৎকৃষ্ট রত্ননির্মিত মকর-কুণ্ডল \* এবং হারে ভূষিতা, স্বর্গীয় অস্ত্রের তেজে বিক্রান্তা, সুনীলবর্ণা, সহস্র-হস্তবিশিষ্টা এবং রক্তপদ্মবৎ লোহিত চরণাভাশালিনী পরমেশ্বরীকে স্মরণ করি ( ১ ) ।

প্রাতঃকালে, মহিষাসুর-চণ্ডমুণ্ড-শুস্তাসুর প্রভৃতি দৈত্য বিনাশে দক্ষা, লীলাক্রমে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুদ্ৰ ও মূনিগণের মোহনকারিণী, সমস্তদেবমুক্তিস্বরূপা এবং বহুরূপা চণ্ডীকে প্রণাম করি ( ২ ) ।

\* মকরকুণ্ডল—মকরচিহ্নিত কুণ্ডলধারিণী ; হাঙ্গরমুখ বলয় প্রভৃতির স্তায় মকর চিহ্নিত কুণ্ডল ভূষিতা ।

প্রাতঃকালমি ভজ্যতামভিলাষদাত্রীং,

ধাত্রীং সমস্ত-জগতাং দুঃখিতাপহন্ত্রীম্ ।

সংসার-বন্ধনবিমোচন-হেতুভূতাং

মায়াং পরাং সমধিগম্য পরশ্চ বিষ্ণোঃ ॥৩

### শ্রীবিষ্ণুপ্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্ ।

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিমহার্জিশাস্ত্রৈ

নারায়ণং গুরুডবাহনমজনাভম্ ।

গ্রাহ্যভিভূত-বরবারণ-মুক্তিহেতুং

চক্রায়ুধং তরুণ-বারিজপত্ৰনেত্রম্ ; ১

প্রাতঃকালে ভজনকারীর অভিলাষদায়িনী ও পালনকারিণী এবং সমস্ত জগতের দুর্গতিনাশিনী, সংসারবন্ধনের হেতুভূতা, পরম বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ মায়াস্বরূপা ( ভগবতী ) দেবীকে ভজনা করি ( ৩ ) ।

### বিষ্ণুস্তোত্র ।

জন্মভয়রূপমহাদুঃখ ( পীড়া ) শাস্তির নিমিত্ত প্রাতঃকালে গুরুডবাহন, পদ্মনাভ ( যাহার নাভিতে কমল আছে ) কুন্তীরাভিভূত গজেশ্বর মুক্তিহেতু, চক্রায়ুধধারী, তরুণ পদ্মপলাশলোচন নারায়ণকে স্মরণ করি ( ১ ) ।

প্রাতর্নামামি মনসা বচসা চ মূৰ্দ্ধা ।

পাদারবিম্বযুগলং পরমশ্চ পুংসঃ ।

নাবায়ণশ্চ নরকার্ণবতারণশ্চ

পারায়ণ-প্রবণ-বিপ্রপরায়ণশ্চ ॥ ২

প্রাতভজামি ভজতামভয়করং তং

প্রাক্সর্ব্বজন্ম-কৃতপাপভয়াপহিত্যৈ ।

যো গ্রাহবক্তু-পতিতাঙ্ঘ্রি-গজেন্দ্রঘোর-

শোকপ্রণাশনকরো ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥ ৩

সূর্য্যস্তোত্রাণি ।

প্রাতঃ স্মরামি খলু তং সবিতুর্বরেন্যং

রূপং হি মণ্ডলমুচোত্থ তল্লুহজুংষি ।

সামানি যশ্চ কিরণাঃ প্রভবাদিহেতুং

ব্রহ্মাহরাত্মকমলক্ষ্যমচিস্তনীরম ॥ ১

প্রাতঃকালে বাক্য মন ও মন্তক দ্বারা পরমপুরুষ, নরক সমুদ্র-  
তাবণ, সংসারতরণেচ্ছু ব্রাহ্মণের প্রধান অবলম্বন নারায়ণের পাদ-  
পদ্মযুগলে প্রণাম করি ( ২ ) ।

যিনি ভজনাকারীর পক্ষে অভয়কর ( মনোরম ), এবং কুস্তীরা-  
ক্রান্ত গজেন্দ্রের ঘোর শোকবিনাশন, আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পাপ-  
ভয় বিনাশের নিমিত্ত, প্রাতঃকালে সেই শঙ্খচক্রধারী নারায়ণকে  
ভজনা করি ( ৩ ) ।

শ্রীসূর্য্যপ্রাতঃস্মরণ স্তোত্র ।

প্রাতঃকালে সূর্য্যদেবের সেই বরণীয় রূপ চিন্তা করি, ঋগ্বেদ-  
সমূহ ঘাঁহার মণ্ডল ( সূর্য্যমণ্ডল ) যজুর্বেদ সকল শরীর এবং

প্রাতঃস্নানমি তরণিঃ তত্ত্ববাহুনোক্তিঃ

ব্রহ্মেন্দ্রপূর্বকস্তরৈশ্চ তমর্চিতঞ্চ ।

বৃষ্টিপ্রমোচন-বিনিগ্রহ-হেতুভূতং

ত্রৈলোক্যপালনপরং ত্রিগুণাত্মকঞ্চ ॥ ২

প্রাতঃতর্জামি সবিত্তারমনন্তশক্তিং

পাপৌঘ-শত্রুভয়-রোগহরণং পরঞ্চ ।

তং সর্বলোক-কলনাত্মক-কালমূর্ত্তিং

গোকর্পবন্ধন-বিমোচনমাদিদেবম ॥ ৩

সামবেদ কিরণ সমূহ, তিনি উৎপত্তি আদির হেতু, ব্রহ্মা ও হর স্বরূপ, অলক্ষ্য এবং অচিন্তনীয় ( চিন্তাতীত ) ॥১

প্রাতঃকালে শরীর, বাকা, মন দ্বারা সূর্য্যাকে প্রণাম করি । তিনি ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ দ্বারা অর্চিত, তিনি বৃষ্টির মোচন ও নিগ্রহের নিদানস্বরূপ, ত্রিভুবন-পালন-পরায়ণ এবং ত্রিগুণাত্মক । ( সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ত্রিগুণস্বরূপ ) ॥২

প্রাতঃকালে অনন্তশক্তি, পাপসমূহ নাশক, শত্রুভয়নাশক এবং রোগনাশন-প্রধান সেই সর্বলোক-বিনাশক কালমূর্ত্তিস্বরূপ সূর্য্য-দেবকে ভজনা করি । তিনি গোকর্প-রজ্জ্ব-বিমোচনের হেতু \* এবং আদিদেব ॥৩

\* প্রাতঃকাল হইলে গবর কণ্ঠরজ্জ্ব মুক্ত করিবার বিধান আছে ।

## প্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্ ।

প্রাতঃ স্মৰামি হৃদি সংস্কুরদাত্তত্বং

সচ্চিৎস্বত্বং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্ ।

যং স্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তমবৈতি নিত্যং

তদব্রক্ষ নিষ্কলমহং ন চ ভূতসজ্জাঃ ॥ ১

প্রাতঃভজামি মনসো বচসামগম্যঃ

বাচো বিভাণ্ডি নিখিলা যদমুগ্রহেণ ।

যদ্নেতি নেতি বচনৈনিগমা, অবোচং-

স্তং দেবদেবমজ্জমচ্যুতমাহরগ্রাম্ ॥ ২

## শঙ্করাচার্য্যকৃত প্রাতঃস্মরণস্তোত্র ।

প্রাতঃকালে হৃদয়ে দীপ্তিমং ( প্রকাশমান ) সচ্চিদানন্দ, পরম-  
হংসগণের গতি, তুরীয় ( জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিনের অতীত  
চতুর্থ অবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্ম ), আত্মতত্ত্ব স্মরণ করি। যে ব্রহ্ম সতত  
স্বপ্ন জাগরণ ও সুষুপ্তি লাভ করে আমি সেই নিষ্কল ( কলারহিত =  
অংশ রহিত অর্থাৎ নিত্যপূর্ণ স্বরূপ ) ব্রহ্ম । জীব-নিচয় নহি ॥ ১

প্রাতঃকালে মন ও বাক্যের অগম্য পুরুষকে ভজনা করি।  
নিখিল বাক্য বাঁহার অমুগ্রহে প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং বেদ সমূহ  
তন্ন তন্ন ( ইহা নহে, ইহা নহে ) করিয়া বাঁহার নির্দেশ করিয়াছে,  
সেই দেবদেব পণ্ডিতগণ কর্তৃক জন্মরহিত, অচ্যুত ( চ্যুতিহীন ) এবং  
অগ্র্য (সকলের আদি) বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ॥ ২



প্রাতনম্যামি তমসঃ পরমর্কবর্ণঃ

পূর্ণং সনাতনপদং পুরুষোত্তমাখ্যম ।

ষশ্বিন্দিং জগদশেষমশেষমুত্তো

রজ্জ্বাং ভুঙ্কম ইব প্রতিভাসিতং বৈ ॥ ৩

ভগবৎ প্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্ ।

ওঁ প্রাতঃস্মরামি ফণিরাজতনৌ শয়ানং

নাগামবাহুরনগাদি-জগন্নিদানম ।

বেদৈঃ সহাগঠৈরুপগীয়মানং

কান্তার-কেতনবতাং পরমং নিধানম্ ॥ ১

প্রাতঃকালে তমের ( অন্ধকারের ) অতীত অরুণ বর্ণ, পূর্ণ, পুরুষোত্তম নামক সনাতন ( ব্রহ্মপদ ) পদে প্রণাম করি, সেই অনন্তমূর্ত্তি ব্রহ্মে এই অশেষ জগৎ রজ্জ্বুতে সর্পের ন্যায় প্রতিভাসিত ॥৩

ভগবৎ প্রাতঃস্মরণস্তোত্র ।

প্রাতঃকালে সর্পরাজপরীয়ে শয়ান, সর্প-দেবতা-অম্বরমহুস্তাদি-ময় জগতের নিদান, আগম ও নিগম ( তন্ত্র ও বেদ ) দ্বারা উপগীত, বনবাসী ও গৃহবাসীদিগের আশ্রয়স্বরূপ নারায়ণকে স্মরণ করি ॥ ১

ভগবৎপ্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্ ।

১৫

ভবনাগর-বারিপারং

দেবদ্বিসিদ্ধিবিবৈ-বিহিতোপহারম্ !

নবকদম্ব-মদাপহারং

সৌন্দর্য্যরাশি-জলরাশি-সুতাবিহারম্ ॥ ২

প্রাতন্যামি শরদম্বরকাস্তিকান্তং

পাদারবিন্দ-মকরন্দজুষাং ভবাস্তম্ ।

নানাবতার-হৃত ভূমিভরং কৃতাস্তং

পাথোজ-কম্বু-রথপাদকরং প্রশান্তম্ ॥ ৩

প্রাতঃকালে ভবসিদ্ধিজলপারকারী, দেবর্ষি ও সিদ্ধসমূহ কর্তৃক  
অর্চিত ( তাহার উপহার প্রদান করে ), গর্ভিত দানব সমূহের  
গর্হনাশক, লক্ষ্মীবিহারকারী নারায়ণকে ভজনা করি । ( লক্ষ্মী  
সমুদ্রতনয়া বলিয়া কথিত ) ॥ ২

প্রাতঃকালে শারদাকাশ শোভাতুলা রমণীয়াকার, পাদপদ্মের  
মকরন্দ ( মধু ) সেবিগণের জন্মনাশক, নানা ( দশ ) অবতার দ্বারা  
ভূমিভারহারী, কৃতাস্ত্বরূপ, ( অন্তকারক ) শঙ্খ-চক্র-পদ্মহস্ত  
প্রশান্ত নারায়ণকে প্রণাম করি ॥ ৩

## স্তবপঞ্চকম্ ।

নমন্তে সতে সৰ্বলোকাশ্রয়ায় নমন্তেচিতে বিশ্বরূপাস্বকায় ।  
 নমোহঁততত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে নিগুণায় ॥১  
 ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরণ্যং ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্ ।  
 ত্বমেকং জগৎকর্তৃগাতৃপ্রহর্তু ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পম্ ॥২  
 ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনংপাবনানাম্ ।  
 মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তু ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্ ॥৩

## স্তবপঞ্চকম্ ।

তুমি সৰ্বলোকের আশ্রয় এবং সংস্বরূপ তোমাকে নমস্কার  
 করি, তুমি বিশ্বরূপ এবং জ্ঞানস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি । তুমি  
 অদ্বিতীয় ( স্বরূপ ) এবং মুক্তিদাতা তোমাকে নমস্কার করি, তুমি  
 সৰ্বব্যাপী এবং নিগুণ (গুণাতীত) ব্রহ্ম তোমাকে নমস্কার করি ॥১

তুমিই সকলের আশ্রয় স্থান, তুমি একমাত্র বরণীয়, তুমি এক-  
 মাত্র জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালক এবং সংহারক, তুমি পরাংপর,  
 নিশ্চল এবং অদ্বৈত ॥২

তুমি ভয় সমূহেরও ভয় এবং ভীষণেরও ভীষণ, তুমি সমস্ত  
 প্রাণীর গতি এবং পাবনগণেরও পাবন ( পবিত্রতাকারক ), অতুচ্চ  
 পদেরও তুমি নিয়ন্তা, তুমি শ্রেষ্ঠগণের শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকগণের  
 রক্ষক ॥৩

পরেশ প্রভো ! সৰ্ব্বকপাবিনাশিন্-নির্দেশ্য সৰ্ব্বেন্দ্ৰিয়াগম্য সত্য ।

অচিন্ত্যাক্ষর ! ব্যাপকাব্যাক্ততত্ত্ব জগদ্ভাসকাধীশ ! পায়াদপায়াং ॥৪

স্বদেকংস্বরাম স্বদেকংভজাম স্বদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ ।

সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবান্তোষিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥৫

ইতি তন্ত্ৰোক্তস্তবপঞ্চকং সমাপ্তম্ ।

### বেদসার শিবস্তোত্রম্ ।

পশুনাং পতিং পাপনাশং পরেশং

গজেন্দ্রস্য কৃতিং বসানং বরেনাম

জটাজুটমধ্যে স্মরদগ্ধাবারিঃ

মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারি ॥১

হে পরমেশ ! হে প্রভো ! হে সৰ্ব্বময়, হে অবিনাশিন্, হে অনির্দেশ্য, হে ইন্দ্ৰিয়গণের অতীত ( পুরুষ ), হে সত্যস্বরূপ, অচিন্ত্য, অক্ষর, সৰ্ব্বব্যাপক অব্যাক্তস্বরূপ, জগৎ-প্রকাশক এবং সকলের অধীশ্বর, আমাকে ধ্বংস ( বিনাশ ) হইতে রক্ষা কর । ৪

এই জগতেব একমাত্র সাক্ষিস্বরূপ তুমি আমি তোমাকে স্মরণ করি, তোমারই ভজনা করি এবং তোমাকেই নমস্কার করি ; তুমি সংস্বরূপ, সকলের আশ্রয়, অবলম্বনরহিত, সংসার-সমুদ্রের একমাত্র তরণি এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর আমি তোমার শরণ লইলাম ॥৫

ইতি স্তবপঞ্চকাত্মবাদ সমাপ্ত ।

### বেদসার শিবস্তোত্র ( শঙ্করাচার্য্য ) ।

যিনি জীবগণের পতি, পাপনাশক, পরমেশ্বর, গজচৰ্ম্মবসান, ও বরগীষ, ঐহার জটাজুট মধ্যে গন্ধাবারি প্রস্রাবিত সেই অদ্বিতীয় স্রষ্টারি মহাদেবকে স্মরণ করি ॥১

মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং

বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্ ।

বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবাহু-ত্রিনেত্রং

সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ২

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং

গবেন্দ্রাধিরূঢং গুণাতীতরূপম্ ।

ভবং ভাস্বরং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং

ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ৩

শিবাকান্ত শস্তো শশাকার্কমৌলে

মহেশান শূলিন্ জটাজূটধারিন্ ।

অমেকে জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপ

প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ ॥ ৪

যিনি মহেশ্বর, দেবগণের ঈশ্বর ও তাঁহাদের শত্রুনাশক, যিনি বিভূ. বিশ্বনাথ, বিভূতি ( ভস্ম ) ভূষিতাঙ্গ, বিরূপাক্ষ, যিনি চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি এই ত্রিনেত্র ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি প্রভু সদানন্দ-স্বরূপ পঞ্চবক্ত্র ( পঞ্চবদন ) তাঁহাকে পূজা করি ॥২

গিরীশ গণদেবের ঈশ্বর, নীলকণ্ঠ, বৃষভারূঢ় গুণাতীতরূপ, ভব, দীপ্তিমান, ভস্মভূষিতাঙ্গ ভবানীপতি পঞ্চাননকে ভজনা করি ॥৩

হে শিবানীপতে, হে শস্তো, হে মস্তকে চন্দ্রকলাধারিন্, হে মহেশ্বর, হে শূলিন্ হে জটাজূটধারিন্ ! তুমি একমাত্র জগদ্ব্যাপক, বিশ্বরূপ এবং পূর্ণরূপ । প্রভো ! তুমি প্রসন্ন হও ॥৪

পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাণ্ডং

নিরীহং নিরাকার-মোক্ষারবেতম্ ।

যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং

তমীশং ভজ্যে লীয়তে যত্র বিশ্বম্ ॥ ৫

ন ভূমির্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ু-

ন চাকাশমাস্তে ন তদ্রা ন নিদ্রা ।

ন গ্রীষ্মো ন শীতং ন দেশো ন বেষো

ন বস্ত্রান্তি মূর্ত্তিষ্মমূর্ত্তিঃ তমোড়ে ॥ ৬

অজং শাস্তং কারণং কারণীনাং

শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্ ।

তুরীয়ং তমঃপারমাণুন্তহীনং

প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্ ॥ ৭

যিনি অদ্বিতীয়, পরমাত্মা, জগদ্বীজ, আত্ম, নিরীহ ( চেষ্টাহীন ),  
নিরাকার ওঙ্কারবেত এবং যাহা হইতে এই বিশ্ব জন্মিয়াছে, যাহা  
দ্বাবা পালিত হইতেছে এবং অস্তে যাহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে সেই  
ঈশ্বরকে ( শিবকে ) ভজনা করি ॥ ৫

যিনি ভূমি নহেন, জল নহেন, অগ্নি, বায়ু বা আকাশ নহেন  
এবং যাহার নিদ্রা, তদ্রা ( নিদ্রাবৎ ক্লাস্তি , গ্রীষ্ম, শীত, দেশ,  
বেশ কিছু নাই বা কোন মূর্ত্তি নাই, সেই ত্রিমূর্ত্তিধারীকে ( ব্রহ্মা-  
ক্ষি-মহেশ্বর-মূর্ত্তিধারীকে ) পূজা করি ॥ ৬

যিনি জন্মরহিত, শাস্ত ( নিত্য ) সকল কারণের কারণ, যিনি

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে

নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে ।

নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য

নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥৮

প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ

মহাদেব শস্তো মহেশ ত্রিনেত্র ।

শিবাকান্ত শান্ত স্মারারে পুরারে

অদন্তোবরেণ্যো! ন মাত্তো ন গণাঃ ॥৯

শস্তো মহেশ করুণাময় শূলপাণে

গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্ ।

কাশীপতে করুণয়া জঙ্ঘদেতদেক-

স্থং হৃসি পাসি বিদনাসি মহেশ্বরোহসি ॥১০

কেবল শিব ( মঙ্গলস্বরূপ ), সমস্ত দীপ্তিকারিগণের প্রকাশক এবং তুরীয় ( আগ্র্য, স্বপ্ন, জাগ্রুপ্ত এই তিন অবস্থার অতীত ) যিনি তমঃ ( অন্ধকারের ) পার, আনন্তহীন, পরম পাবন ( পবিত্রতা-কারক ) ও অষ্টৈত তাঁহার শরণ লইলাম ॥৭

হে বিভো, হে বিশ্বমূর্ত্তে তোমাকে বারংবার প্রণাম করি ।  
হে চিদানন্দমূর্ত্তে ! তোমাকে বারংবার প্রণাম করি । হে তপশ্রা  
ও যোগগম্য ! তোমাকে বারংবার প্রণাম করি । হে বেদজ্ঞানগম্য !  
তোমাকে বারংবার প্রণাম করি ॥৮

হে প্রভো, হে শূলপাণে, হে বিভো, হে বিশ্বনাথ, হে মহাদেব, ।  
হে শস্তো, হে মহেশ, হে ত্রিনেত্র, হে শিবাকান্ত, হে শান্ত, হে  
মদনারে, হে ত্রিপুরারে, তোমা ভিন্ন আর কেহ বরণীয়, মাননীয়  
বা গণনীয় নাই ॥৯

হে শস্তো, হে মহেশ, হে করুণাময়, হে শূলপাণে, হে গৌরী-

## শিবার্কটকং স্তোত্রম্ ।

প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং জগন্নাথ নাথং সদানন্দভাজম্,  
ভবন্তব্যভূতেশ্বরং ভূতনাথং শিবং শঙ্করং শঙ্কুমীশানমীড়ে ॥১  
গলে রুণ্ডমালং তনৌ সর্পজ্বালং মহাকালকালং গণেশাধিপালম্ ।  
জটাজুট-গন্ধোত্তরকৈবিশালং শিবং শঙ্করং শঙ্কুমীশানমীড়ে ॥২  
মুদামাকরং মণ্ডনং মণ্ডয়ন্তং মহামণ্ডনং ভস্মভূষাধরং তম্ ।  
অনাদিং হ্যপারং মহামোহমারং শিবং শঙ্করং শঙ্কুমীশানমীড়ে ॥৩  
তটাদোনিবাসং মহাট্টাট্টিহাসং মহাপাপনাশং সদা সুপ্রকাশম্ ;  
গিরীশং গণেশং সুরেশং মহেশং শিবং শঙ্করং শঙ্কুমীশানমীড়ে ॥৪

---

## শিবার্কটক স্তোত্র ।

যিনি সকলের প্রভু, প্রাণনাথ, বিভু, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ ও সর্বজীবের নাথ, সর্বদা আনন্দ-ভাজন, বর্তমান-অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিনের ঈশ্বর অর্থাৎ ত্রিকালজ্ঞ ও ভূতনাথ সেই মঙ্গলময় শঙ্কর—শঙ্কু ঈশানকে পূজা করি ॥১

যাঁহার গলদেশে অক্ষমালা, গাত্র সর্পজালে বেষ্টিত, যিনি মহাকালেরও কাল ও গণদেবতাগণের অধিপতি, যাঁহার জটাজুট গন্ধার উন্নত তরঙ্গে শোভিত সেই মঙ্গলময় শঙ্কর শঙ্কু ঈশানকে পূজা করি ॥২

আনন্দের আকর, গাত্রস্থিত ভূষাকেও অলংকারী অর্থাৎ যিনি গাত্রে ভূষা পরিধান করাতে ভূষণ সকলও ভূষিত হইয়াছে, যিনি মহাভূষণ স্বরূপ, ভস্মভূষাধারী, অনাদি, অপার এবং মহামোহনাশক সেই মঙ্গলময় শঙ্কর শঙ্কু ঈশানকে পূজা করি ॥৩

( পর্ত্ত ) তটের নিম্নস্থলবাসী, মহাট্টাট্টিহাস, মহাপাপনাশক



গিরীশ্ৰীঅজ্ঞা-সংগৃহীতাক্ষ-দেহং গিরৌ সংস্থিতং সৰ্বদা-সন্নগেহম্ ।

চতুৰ্বাক্তমুখ্যৈঃ সদা বন্দ্যমানং শিবং শঙ্করং শক্তুমীশানমীড়ে ॥ ৫

কপালং ত্রিশূলং করাভ্যাং দধানং পদাস্তোজনম্রায় কামং দদানম্ ।

বলীবর্দধানং সুরাণাং প্রধানং শিবং শঙ্করং শক্তুমীশানমীড়ে ॥ ৬

শরচ্চন্দ্রগাত্রং গণানন্দপাত্রং ত্রিনেত্রং পবিত্রং ধনেশস্ত্র মিত্রম্ ।

অপর্ণাকলত্রং চারিত্রৈবিচিত্রং শিবং শঙ্করং শক্তুমীশানমীড়ে ॥ ৭

হরং সর্পহারং চিতাভূবিহারং ভবং বেদসারং সদা নিবিকারম্ ।

শ্মশানে বসন্তং মনোজং দহন্তং শিবং শঙ্করং শক্তুমীশানমীড়ে ॥ ৮

সৰ্বদা সুপ্রকাশ, গিরীশ, গণদেবমূহুরে ঈশ্বর, দেবেশ, মহেশ, মঙ্গল-  
ময় শঙ্কর শক্তু ঈশানকে পূজা করি ॥ ৪

যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গে পার্শ্বতী শোভিত, যিনি পরতে অবস্থিত ও  
সৰ্বদা গৃহে নিবিষ্ট, এবং যিনি ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কর্তৃক সৰ্বদা  
বন্দ্যমান সেই মঙ্গলময় শঙ্কর শক্তু ঈশানকে পূজা করি ॥ ৫

যাঁহার হস্তদ্বয়ে নরকপাল ও ত্রিশূল, যিনি পাদপদ্মে নত  
মানবকে সৰ্ব-অভীষ্ট দান করেন, যিনি বৃষভবাহন ও সৰ্বদেব-  
গণের প্রধান সেই মঙ্গলময় শঙ্কর শক্তু ঈশানকে পূজা করি ॥ ৬

যাঁহার গাত্রদীপ্তি শরচ্চন্দ্রের ত্রায় ( স্তম্ভ ) যিনি গণদেবগণের  
(প্রমথগণের) আনন্দপাত্র, যিনি ত্রিনেত্র, পবিত্র, কুবেরমিত্র, অপর্ণা-  
পতি এবং বিচিত্র চরিত্রবান্ সেই মঙ্গলময় শঙ্কর শক্তু ঈশানকে  
পূজা করি ॥ ৭

যিনি সর্পহারে ভূষিত, চিতাভূমি যাঁহার বিহারস্থান, যিনি হর,  
ভব, বেদাস্তসার, সৰ্বদা নিবিকার, শ্মশানবাসী ও মদনভ্রমকারী  
সেই মঙ্গলময় শঙ্কর শক্তু ঈশানকে পূজা করি ॥ ৮

স্তবং যঃ প্রভাতে নরঃ শূলপাণেঃ পঠেৎ সৰ্বদা ভগ্নভাবানুরক্তঃ ।  
স পুত্রং ধনং ধাতুমিত্রং কলত্রং সমগ্রং সমাসাত্ত মোক্ষং প্রয়াতি ॥ ৯

• ইতি শ্রীশিবাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

### শিবাষ্টক-স্তোত্রম্ ।

প্রভুমীশ মনীশ-মশেষগুণঃ গুণহীন-মহীশগরাভরণম্ ।  
রুণনির্জিত-দুর্জয়-দৈত্যাপুরং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥ ১  
গিরিরাজ-সুতান্বিত-বামতনুং তনুনিন্দিত-রাজিত-কোটিবিধুম্ ।  
বিদ্যিবিষ্ণু-শিরস্তুত-পাদযুগং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥ ২

যে শিবভাবানুবাগী মানব প্রভাতকালে শূলপাণির ( শিবের )  
এই স্তব পাঠ করে, সে ধন, ধাতু, পুত্র, মিত্র, কলত্র সমস্ত লাভ  
করিয়া পরিণামে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । ইতি শিবাষ্টক স্তোত্র সমাপ্ত ।

### শিবাষ্টক-স্তোত্র ।

যিনি সকলের প্রভু ও ঈশ্বর এবং যাহার উপর অন্য ঈশ্বর  
নাই, যিনি অশেষগুণশালী, নিগুণ, এবং পৃথিবীর ঈশ্বর, যাহার  
গরল আভরণ, এবং যিনি রণে অজেয় দৈত্যাপুর জয় করিয়াছেন  
সেই মঙ্গলের কল্প-বৃক্ষ স্বরূপ শিবকে প্রণাম করি ( ১ ) ।

যাহার বামতনুতে গিরিরাজ-কন্যা পার্বতী বিরাজিত এবং  
যাহার দেহকান্তি বিরাজিত কোটি চন্দ্রকেও নিন্দা দান করে,  
এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু মন্তকদ্বারা যাহার পাদপদ্মযুগলের স্তুতি করে সেই  
মঙ্গলের কল্প-বৃক্ষ স্বরূপ শিবকে প্রণাম করি ॥ ২

শশলাঙ্ঘিত-রঞ্জিত-সম্মুকুটং কটিলঙ্ঘিত সুন্দর-কুন্তিপটম্ ।  
 সুরশৈবলিনী-কৃত-পূতজটং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥ ৩  
 নয়নত্রয়-ভূষিত চারুমুখং মুখপদ্ম-পরাজিত-কোটিবিধুম্ ।  
 বিধুগুণ-বিমণ্ডিত-ভালতটং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥ ৪  
 বুধরাজ-নিকেতন-মাদিগুরুং গরলাশন-মাজি-বিষাণধরম্ ।  
 প্রথমাধিপ-সেবক-রঞ্জনকং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥ ৫  
 মকরধ্বজ-মস্ত-মতঙ্গহবং কবিচর্ম্মগ-নাগ-বিবোধকব° ।  
 বরদাভয়-শূলবিষাণ-ধরং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥ ৬

চন্দ্র দ্বারা ( চন্দ্র ভালে থাকিয়া ) যাহাব মুকুট রঞ্জিত হইয়াছে, যাহার কটিতটে বিলম্বিত সুন্দর চর্ম্মবসন, সুর শৈবলিনী ( দেব-নদী অর্থাৎ গঙ্গা ) যাহার জটাজাল পবিত্র করিয়াছে সেই মঙ্গলের কল্প বৃক্ষ স্বরূপ শিবকে প্রণাম করি ॥৩

যাহার সুন্দর আনন নয়নত্রয়-ভূষিত এবং মুখপদ্মেব শোভায় কোটি চন্দ্রও পবাজিত হইয়াছে এবং চন্দ্রের কলা যাহাব ভাল-দেশে বিভূষিত সেই মঙ্গলের কল্প-বৃক্ষ স্বরূপ শিবকে প্রণাম করি ॥৪

যিনি বুধভবান, সকলের আদিগুরু এবং গবলাশন যিনি বুদ্ধে শৃঙ্গ ( অস্ত্র ) ধারণ করিয়াছেন, যিনি প্রমথগণের অধিপতি এবং সেবকরঞ্জন সেই মঙ্গলেব কল্প-বৃক্ষস্বরূপ শিবকে প্রণাম করি ॥৫

যিনি কম্বর্পরূপ মস্ত করীর সংহারক. ( অর্থাৎ মদমত্ত মাতঙ্গ-

জগদুদ্ভব-পালন-নাশকরং ত্রিদিবেশ-শিরোমণি-মুষ্টিপদম্ ।  
 প্রিয়মানব-সাধুজ্ঞানৈক-গতিং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৭  
 ক্ষুরদন্তুত কীকসমালাধরং হৃদয়স্থ-তমো-বিনাশকরং ।  
 ভজতোহখিল-দুঃখসমুদ্বিহরং প্রণমামি শিব-শিবকল্পতরুম্ ॥৮  
 ইতি শিবাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

### শিবাপরোধ-ক্ষমাপন-স্তোত্রম্ ।

আদৌ কৰ্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুলো স্থিতঃ মাং  
 বিগ্নত্ৰ্যামেধ্য-মধ্যে কথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ ।  
 যদ্যদবৈ তত্র দুঃখং বাথয়তি সততং শক্যতে কেন বক্তুং  
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥১

বং মদনের নিহস্তা ) হস্তিচৰ্ম্মগত সর্পের বিবোধকর ( হস্তিচৰ্ম্ম  
 পরিধান করিয়া সর্পদ্বারা তাহা বেষ্টন করিয়াছেন, এবং যাহার  
 সংস্পর্শে সর্পগণও বিবোধিত হইয়াছে এবং বর, অভয় শূল ও  
 শৃঙ্গধর সেই মঙ্গলের কল্প-বৃক্ষ স্বরূপ শিবকে প্রণাম করি ॥৬

যিনি জগতের সৃষ্টিস্থিতি এবং বিনাশকর্তা, যাহার পাদপদ্ম দেব-  
 রাজের শিরোরত্ন দ্বারা ঘষিত ( দেবরাজ মন্তকদ্বারা যাহার  
 পাদপদ্মে প্রণাম করেন ) যিনি প্রিয়মানব ( ভক্ত ) এবং সাধুজনের  
 একমাত্র গতি সেই মঙ্গলের কল্প-বৃক্ষ স্বরূপ শিবকে প্রণাম করি ॥৭

যিনি উজ্জ্বল অদ্ভুত অস্থিমালা ধারণ করিয়াছেন, যিনি হৃদয়ের  
 অঙ্ককার দূর করেন এবং ভজনাকারীর সমস্ত সম্পদ্বিপদ নাশ করেন  
 মঙ্গলের কল্প-বৃক্ষস্বরূপ সেই শিবকে প্রণাম করি ॥

ইতি শিবাষ্টক সমাপ্ত ।

### শিবাপরোধক্ষমাপনস্তোত্র ।

প্রথমে ( পূৰ্ব্ব পূৰ্ব জন্মে ) কৰ্ম্মে আসক্তি হেতু ( কুৰ্ম্ম-  
 পতঙ্গদ্বারা আচরিত হওয়ায় ) পাপ সকল মাতৃজঠরে অবস্থিতি

বাল্যে দুঃখাতিরেকাঝল-লুলিতবপুঃ স্তম্ভপানে পিপাসা

নো শক্তশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভব গুণজনিতা জন্তুবো মাং তুদান্ত ।

নানা-রোগোৎসাহ-রুদনপববশঃ শঙ্কবৎ ন স্মরামি

কন্তুব্যো মেতপবাবঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ২

প্রোচোহুং যৌবনস্তো বিষয় বিষয়বৈঃ পঞ্চভিষ্মসঙ্কো

দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ স্মৃত-ধন-যুবতী-স্বাদসৌখ্যো নিযগঃ।

শৈবে চিস্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগকাদিকটং

কন্তুব্যো মেতপবাবঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৩

কালে আমাকে ক্লেশ দিয়াছে\* এবং মাতার জঠবাগ্নি বিষ্ঠামূত্র মধ্যে আমাকে সিদ্ধ করিয়াছে । সেই গর্ভবাস কালে যে সকল দুঃখ সতত যন্ত্রণা দান করে তাহা কাহাব বর্ণনা করিবার শক্তি আছে ? অতএব হে শিব, হে শিব হে মঙ্গলময় শিব, হে শ্রীমহাদেব শম্ভো ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥১

শৈশবে দুঃখের আতিশয্যে কবিতা, আমার মলযুক্ত দেহ ছিল, তখন স্তন্যপানে অত্যন্ত আসক্তি ছিল এবং ইন্দ্রিয়গণের উপর, শক্তি ছিল না, এ নিমিত্ত জগতের কাট পতঙ্গাদি জন্তুরা আমাকে পীড়া দিয়াছে । আমি তৎকালে নানাবোগ জনিত দুঃখে রোদন পরবশ হইয়া শঙ্করকে স্মরণ করি নাই, অতএব, হে শিব হে শিব হে মঙ্গলময় শিব, হে শ্রীমহাদেব শম্ভো । আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ২

আমি প্রোচ ও যৌবন অবস্থায় পঞ্চবিষয়রূপ \* সর্পদ্বারা

\* ক্লেশ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দ এই পঞ্চ বিষয়, ইহার অর্থ সেবিত হইয়া সর্পদংশনের ভুল্য যন্ত্রণা দান করে ।

বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিমাণাং বিষয়গতমতেশ্চাধিদৈবাদিতাপৈঃ

পাপৈপ বোগৈর্কিটোঠৈগ স্বনবসিতবপুঃ প্রৌঢ়হীনঞ্চ দীনম্ ।

মিথ্যা-মোহা-ভিলাষৈ-ভ্রমতি মম মনো ধূর্জটেশ্যানশূন্তং

ক্ষন্তবো। মেপবোধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥৪

নো শক্যং স্মৃৎকর্ম্য প্রতিপদগহনং পতাবাযাকুলাখ্যং

শ্রোত্রে বাস্তা কথং মে দ্বিজকুলাবহিতে ব্রহ্মমার্গে স্মবাস্যে ।

জ্ঞাতো ধন্যো বিচাটৈঃ শ্রবণমননযোঃ কিং নিদিপ্যাসিতব্যং

ক্ষন্তবো। মেপবোধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥৫

মমসন্ধি স্থলে দষ্ট হইয়াছি, তাহাতে কবিয়া আমার বিবেক নষ্ট হইয়াছে, তখন আমি পুত্র-ধন-যুবতী-সন্তোষ-স্থখে বসে ছিলাম এবং আম'ব মানস শৈব চিন্তা বিহীন হইয়া কেবল অভিমান ও গর্বের অধিকৃত ছিল। অতএব হে শিব, হে শিব, হে মঙ্গলময় শিব, হে শ্রীমহাদেব শস্তো। আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৩

বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয়বিষয়াকুণ্ঠ-চিত্ত আমি, এক্ষণে, আবিদৈবাদি তাপত্রয়, পাপ, বোগ, স্বজনবিয়োগ এত দুঃখেও আমার দেহ অবসান না হইয়া প্রৌঢ়-হীন ও দীন হইয়াছে, (এখনও) আমার মন ধূর্জটির ধ্যানশূন্ত হইয়া মিথ্যা মোহাভিলাষে ভ্রমণ কবিতেছে, অতএব হে শিব হে শিব হে মঙ্গলময় শিব হে শ্রীমহাদেব শস্তো। আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥৪

হে মদনারে! প্রতিপদে দুর্বোধ এবং প্রতাবায়-সঙ্কুল অর্থাৎ অকরণে পাপ আছে এক্রপ বিষলকুল স্মৃতি-উপনিষ্ট

দ্বাত্তা প্রত্যক্ষকালে অগ্ন-বিধি-বিধৌ নহিতং গাঙ্গতোয়ং

পূজার্থং বা কদাচিদবহুতরগহনাং খণ্ডবিল্বীদলানি ।

নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধধূপৌ অদর্শং

ক্ষন্তব্যো মেঃপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥৬

দুঃস্থৈঃ স্পৃধাজ্যযুক্তৈঃ দ্বিষিতসংহিতৈঃ আপিতং নৈব লিঙ্গং

নো লিপ্তং চন্দনাঠৈঃ কনকবিরচিতং পূজিতং ন প্রসূনৈঃ ।

ধূপৈঃ কপূর্বদীপৈঃ কিংবিধরসযুক্তৈঃ নৈব ভক্ষ্যোপহাটৈঃ

ক্ষন্তব্যো মেঃপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ৭

কর্ম করিবাব আমার শক্তি নাই, আর ব্রাহ্মণকুলোচিত ব্রহ্মমার্গ  
স্বরূপ বেদবিহিত কর্মের ত কথাই নাই। আমি ধর্ম ও বিচাবহান,  
আমার শ্রবণ মননে অভিনিবেশ কে ধায়? অতএব হে শিব  
হে শিব হে মঙ্গলময় শিব হে শ্রীমহাদেব শস্তো! আমার অপরাধ  
ক্ষমা কর ॥৫

আমি ষথাবিধী পাতঃকালে জ্ঞান কবিত্তা বিধানানুসারে  
তোমার পূজাব নিমিত্ত গন্ধাজল আহরণ করি নাই, গহন বন হইতে  
খণ্ড বিল্বপত্র চয়ন কবি নাই, এবং সরোবরে বিকসিত পদ্ম  
সমূহ ও গন্ধ পুষ্প আনয়ন কবি নাই, অতএব হে শিব হে শিব  
হে মঙ্গলময় শিব হে শ্রীমহাদেব শস্তো। আমার অপরাধ ক্ষমা  
কর ॥৬

আমি কোনও দিবস তুষ্ণ মধু স্তুত দ্বিধী শর্কবা (পঞ্চ মৃত) সহ  
শিবলিঙ্গকে জ্ঞান করাই নাই বা চন্দন লিপ্ত করি নাই আমি

ধ্যাত্মা চিন্তে স্বরারিং প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজৈভ্যো.

হব্যং তে লক্ষসংখ্যে-হুতবহ-বদনে নার্পিতং বীজমন্ত্রেঃ ।

নো তপ্তং গাক্ষ্যতীরে ব্রত-জপ-নিয়মৈ রুদ্রজ্ঞাপ্যৈ ন বেদৈঃ

ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥৮

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মকুণ্ড-কুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে

শান্তে স্বাস্থ্যপ্রলীনে প্রকটিতবিভবে জ্যোতিরূপে পরাখ্যে ।

লিঙ্গং তদ্ব্রহ্মবাচ্যং সকলতনুগতং শঙ্করং ন স্মরামি

ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ৯

স্বর্ণনির্মিত পুষ্প ( স্বর্ণচম্পকাদি ), ধূপ, কর্পূর, দীপ, এবং  
বিবিধরস-সমন্বিত নৈবেদ্য দ্বারাও তোমার পূজা করি নাই,  
অতএব হে শিব, হে শিব, হে মঙ্গলময় শিব, হে শ্রীমহাদেব  
শস্তো ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥৭

আমি চিন্তে মদনাস্তক শিবকে ধ্যান করত কোনও দিন  
ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধন দান করি নাই । (কোনও দিন) তোমার  
বীজ মন্ত্রে অগ্নিতে লক্ষ সংখ্যক আহুতি দান করি নাই, গাক্ষ্যতীরে  
বসিয়া ব্রত জপ নিয়ম এবং রুদ্রসূক্ত জপ দ্বারা তপস্যাও করি  
নাই ; অতএব হে শিব হে শিব হে মঙ্গলময় শিব হে শ্রীমহাদেব  
শস্তো আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥৮

আমি প্রণবময় বায়ু-কুস্তিত-সূক্ষ্মপথে অর্থাৎ প্রণবমন্ত্রে বায়ু  
কুস্তক করিয়া শান্ত হৃৎপদ্মাসনে লীন এবং প্রকটিত ঐশ্বর্য  
(অগ্নিাদি ঐশ্বর্য দ্বারা ব্যক্ত) বিশিষ্ট জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মে অবস্থান



নগ্নো নিঃসঙ্গশুদ্ধ-স্ত্রিগুণ-বিবহিতো ধ্বস্ত-মোহাক্ষকাবো

নাসাগ্রে নাস্তদৃষ্টি-কিঁদিত ভবগুণে। নৈব দৃষ্টে। কদাচিতং ।

উন্মত্তাবস্থায়্যাভ্যাং বিগতকলিমং শব্দরং ন শ্রবামি

ক্ষমবো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো । ১০

চান্দ্রোদ্ধাসিত-শেখবে শ্রব হবে গঙ্গাববে শব্দবে

সর্পৈর্ভূষিত-কণ্ঠ কণ্ঠ-বিবরে নেত্রোথ বৈশ্বানবে ।

দন্তিভৃক-কৃত-স্তম্ববাস্থবধবে ত্রৈলোক্যসাথে হরে

মোক্ষার্থং কুরু চিত্ত-বৃত্তি-মচলান্মৈস্ত কিং কশ্মভিঃ ॥ ১১

কবিয়া সর্বদেহগত একবাচ্য শির্ষালঙ্গ শ্রবণ কবি নাই, অতএব হে শিব হে শিব হে মঙ্গলময় শিব, হে শ্রীমহাদেব শস্তো । আমার অপরাধ ক্ষমা কব ॥২

আমি কোনও দিন উলঙ্গ ( ১ নিঃসঙ্গ হেতুশুদ্ধ (২ ত্রিগুণ বিরহিত (৩) মোহাক্ষকাবিমুক্ত, নাসাগ্রে নাস্তদৃষ্টি, সংসার গুণ বিদিত তুমি, তোমাকে দৃষ্টি করি নাই । আমি উন্মত্ত হইয়া কলিকলুবিশীন শব্দকে শ্রবণ কবি নাই । অতএব হে শিব হে শিব হে মঙ্গলময় শিব হে শ্রীমহাদেব শস্তো । আমার অপরাধ ক্ষমা কব ॥ ১০

\* চল্ল যাঁহার মস্তক আলোকিত কবিয়াছে, যিনি মদন ভস্ম করিয়াছেন ও গঙ্গাকে ধারণ কবিয়াছেন, সর্প সমূহ দ্বারা যাঁহার কণ্ঠ ও কণ্ঠবিবর ভূষিত এবং নেত্রে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত, এবং হস্তী-

(১) উলঙ্গ—দিগম্বর । (২) নিঃসঙ্গ—সঙ্গরহিত, পাপপুণ্য বা কর্মের সঙ্গহীন । (৩) ত্রিগুণ বিরহিত—সব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের অতীত ।

কিং বাহনেন ধনেন বাজি-করিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং-

কিং বা পুত্র-কলত্র-মিত্র-পশুভির্দেহেন গেহেন কিম্ ।

জ্ঞাত্বৈতং ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ

স্বার্থাৎ গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্বতীবল্লভম্ ॥১২

আয়ুর্নশ্রুতি পশুতাং প্রতিদিনং য়াতি ক্ষয়ং যৌবনং

প্রত্যায়াস্তি গতাঃ পুন ন দিবসাঃ কালো জগন্তক্ষকঃ ।

লক্ষ্মীস্তোয়-তরঙ্গভঙ্গ-চপলা বিদ্যাচলং জীবিতং

তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা ॥১৩

শাস্তং পদ্মাসনস্থং শশধরমুকুটং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং

শূলং বজ্রঞ্চ খড়্গাং পরশুমপি বরং দক্ষিণাঙ্গে বহুম্বম্ ।

নাগং পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুকসহিতং চাক্ষুশং বামভাগে

নানালঙ্কারদীপ্তং স্ফটিকমণিনিভং পার্শ্বভীষণং ভজামি ॥১৪

ত্বকের বসনে যিনি ভূষিত সেই ত্রিভুবনসার মঙ্গলময় হরে মোক্ষের  
নিমিত্ত চিন্তবৃত্তিকে স্থির কর । অতঃপর কি প্রয়োজন ॥১১

বাহন, ধন, হস্তী, অশ্ব, অধিগত রাজ্য, পুত্র, কলত্র, মিত্র,  
পশু, দেহ, গৃহ এ সকলে কি হইবে? মন! এ সকল ক্ষণভঙ্গুর  
জানিয়া দূরে ত্যাগ কর, কেবল আত্মার ( হিতের ) নিমিত্ত গুরু-  
বাক্যানুসারে পার্বতীবল্লভের ( চরণ ) স্মরণ কর ॥ ১২

আয়ু প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে, যাইতেছে, যৌবন কর  
হইতেছে, গত দিবস আর ফিরিয়া আসিবে না, কাল জগৎ নাশ  
করিতেছে, লক্ষ্মী জলের তরঙ্গ-ভঙ্গের ন্যায় চঞ্চল, জীবনও বিদ্যাতের  
ন্যায় চপল ( অস্থায়ী ) । অতএব হে আশ্রয়দাতাঃ ( মহেশ্বর )  
একণে, শরণাগত আমি, আমাকে রক্ষা কর ॥ ১৩

শাস্ত, পদ্মাসনে আসীন, চক্রমুকুটধারক, পঞ্চবদন, ত্রিনয়ন,

বন্দে দেবমুখাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং

বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশুনাং পতিম্ ।

বন্দে সূর্য্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং

বন্দে ভক্তজ্ঞানাপ্রদায়কং বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্ ॥১৫

গাজ্রং ভাস্বসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং

খট্টাকঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে ।

গন্ধাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্ধনি

সৌহর্য্যং সর্ব্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং সর্ব্বদা ॥১৬

দক্ষিণহস্তে শূল, বজ্র, খড়্গ, কুঠার এবং বরধারী, বামহস্তে নাগ  
পাশ ঘণ্টা ডমরু সহিত অঙ্কুশধারী, নানা অলঙ্কারে ভূষিত, স্ফটিক-  
মণি-তুলা ( স্বচ্ছ ) পার্শ্বতীপতিকে ভজনা করি ॥ ১৪

যিনি দেব উমাপতি, ও দেবগুরু তাঁহাকে প্রণাম করি ; যিনি  
জগতের নিদান ( আদি কারণ ) তাঁহাকে বন্দনা করি ; যিনি সর্প-  
ভূষণ, মৃগধর এবং পশুপতি তাঁহাকে পূজা করি ; সূর্য্য, চন্দ্র ও  
বহ্নি ষাঁহার ত্রিনয়ন তাঁহাকে বন্দনা করি ; যিনি মুকুন্দপ্রিয় তাঁহাকে  
বন্দনা করি এবং যিনি ভক্তের আশ্রয়দাতা ও বরদায়ক সেই  
মঙ্গলময় শিব শঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ১৫

ষাঁহার গাজ্র ভাস্ব দ্বারা শুভ্রবর্ণ, ষাঁহার হস্ত শুভ্র, হস্তে শুভ্র  
নরকপাল ও শুভ্র খট্টাক, ষাঁহার বৃষভ শুভ্র, কর্ণে শুভ্র কুণ্ডল,  
গন্ধার ফেনে ষাঁহার জটা শুভ্র, এবং যে পশুপতির মস্তকে শুভ্র  
চন্দ্র, সেই সর্ব্বশুভ্র শিব সর্ব্বদা বিভব ও পাপক্ষয় দান করেন ॥ ১৬

করচরণকৃতং বাক্যজং কৰ্মজং বা।

শ্রবণ-নয়নজং বা মানসং বাপরাধম্ ।

বিহিত-মবিহিতঃ বা সৰ্বমেতং ক্ষমস্ব

জয় জয় করুণাক্ষে শ্রীমহাদেব শস্তো ॥১৭

রাবণ-কৃত-শিবতাণ্ডব-স্তোত্রম্ ।

জটাটবী-গলজ্জল-প্রবাহ-প্লাবিত-স্থলে

গলেহবলদ্ব্য লম্বিতাঃ ভূজঙ্গ-ভূজঙ্গ-মালিকাম্ ।

ডমড্-ডমড্-ডমড্ ডমগ্নিনাদ-বড্ ডমবর্ষং

চকার চণ্ডতাণ্ডবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবম্ ॥১

আমার হস্তপদকৃত, বাক্য শরীর বা কৰ্ম-জনিত বা চক্ষু কণ-  
জাত বা মানস অপরাধ অথবা আগার বিহিত (কৃত) বা অবিহিত  
(পরে যাহা কৃত হইবে) সে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর । হে করুণা-  
সাগর ! হে শ্রীমহাদেব শস্তো ! আপনার জয় হউক ॥ ১৭

ইতি শ্রীশিবাপরাধক্ষমাপণ স্তোত্র সমাপ্ত ।

শিবতাণ্ডবস্তোত্র ।

যিনি জটারণ্য হইতে বিগলিত জলপ্রবাহ প্লাবিত গলদেশে  
( শিবের জটা হইতে গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া গলদেশে পতিত হইয়াছে  
—সেই গলদেশ সৰ্পমালায় ভূষিত ) প্রলম্বিত উন্নত ভূজঙ্গমালা

জটাকটাহসম্ভ্রমভ্রম্মিলিম্পনির্বরী -

বিলোলবীচিবল্লরীবিরাজমানমূৰ্ছনি ।

ধগদগদগজ্জললললটপটপাবকে

কিশোরচন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম ॥২

ধবাধরেজ্জনন্দিনীবিলাসবন্ধুবন্ধুর-

ক্ষুরদৃগন্তসন্ততি-প্রমোদমানমানসে ।

কৃপাকটাক্ষধোরণীনিকুঙ্কজ্জরাপদি

কচিদিগম্বরে মনো বিনোদমেতু বস্তুনি ॥৩

জটাতুজ্জপিকুলক্ষুরংফণামণিপ্রভা-

কদম্বকুঙ্কমভ্রবপ্রলিপ্তদিগ্‌বধুমুখে ।

মদাক্ষসিকুরাস্তরঙ্গগুস্তরীয়মেতু

মনো বিনোদমন্তুতং বিভর্তু ভূতভর্তরি ॥৪

পরিধান করিয়া ডমরু দ্বারা ডমড্ ডমড্ ডমড্ ডমড্ ধ্বনি করত  
তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলেন সেই শিব আমাদের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥১

জটাকৃপ কটাহ হইতে বেগে বহমান গন্ধার চঞ্চল তরঙ্গমালায়  
যাঁহার মস্তক শোভিত এবং যাঁহার ললাট স্থল হইতে ধগদ্ ধগদ্  
শব্দে অগ্নি জ্বলিতেছে সেই কিশোর চন্দ্রশেখরে (মস্তকে চন্দ্রের  
নূতন কলা আছে) আমার প্রতিক্ষণ রতি হউক ॥ ২

পার্কতীসহ ক্রৌড়াবিশেষে (পার্কতীর) সুন্দর দীপ্তিমৎ কটাক্ষ-  
পংক্তিতে যাঁহার মানস প্রমোদিত এবং যিনি কৃপা কটাক্ষ দ্বারা  
(ভক্তের) মহাবিপদকে দূর করেন, সেই দিগম্বর বস্তুতে আমার  
চিত্ত আনন্দলাভ করুক ॥ ৩

নৃত্য কালে জটাহিত সর্পের পিকলবর্ণে এবং তাহাদের

সহস্রলোচন-প্রভৃতীশেষলেশখর-

প্রসূনধূলিধোরণী-বিধূসরাজিষ্ম পীঠভূঃ ।

ভূজঙ্গরাজমালয়া নিবন্ধজাটজুটকঃ

প্রিতৈ চিরায় জায়তাং চকোরবকুশেখরঃ ॥৫

ললাটচত্বরজলন্ধনঞ্জয়ক্ষুণ্ডলিঙ্গভা-

নিপীতপঞ্চসায়কং নমস্কলিম্পনায়কম্

স্বধাময়ুখলেখয়া বিরাজমানশেখরং

মহঃ কপালিসম্পদে সরিষ্জটালমস্ত নঃ ॥৬

বিস্তারিত ফণার মণিপ্রভাসমূহে যিনি দিগ্ধধর ( চারিদিকের ) মুখ  
কুঙ্কমদ্রব-রাগে প্রলিপ্ত করেন (অর্থাৎ শিব নৃত্য করিতে থাকিলে  
জটাস্থিত সর্পগণ সঞ্চালিত হইয়া ফণা বিস্তার করে ; সেই ফণার  
উপরিস্থিত মণির প্রভায় চারিদিক যেন কুঙ্কমদ্রবে রঞ্জিত হইয়া  
উঠে ) এবং মদান্ধ সিদ্ধুরাস্বর বধ করিয়া তদীয় স্বকে যিনি সুন্দর  
উত্তরীয় ধারণ করিয়াছেন, সেই ভূতভাবন শিবে আমার মন  
অপূর্ব আনন্দ লাভ করুক ॥ ৩

ইঙ্গপ্রমুখ অশেষ দেবগণের শিরোমুকুটস্থিত পুষ্পরাজঃ সমূহে  
যাহার পাদপদ্মাক্রান্ত পৃথ্বী ধূসরবর্ণ হইয়াছে, এবং সর্পমালায় যিনি  
জটাজুট বন্ধ করিয়াছেন সেই চন্দ্রশেখর শিব আমার চির মঙ্গলের  
নিমিত্ত কল্লিত হউন অর্থাৎ চিরমঙ্গল-বিধান করুন । ৫

বাহার ললাটস্থলের প্রজলিত অগ্নিক্ষুণ্ডলিঙ্গে মদন নিপীত অর্থাৎ  
ভস্মীভূত হইয়াছে, শ্বেবনায়কগণ অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্রাদি দ্বারা

কপালভাগপটিকাধগন্ধগন্ধগজ্জল-

দ্বনঞ্জয়াহতীকৃত-প্রচণ্ডপঞ্চসায়কে ।

ধবাবরেন্দ্রনন্দিকুচাগ্রচিত্রপত্রক-

প্রকল্পনৈকশিল্পিনি ত্রিলোচনে মতিশ্রম ॥৭

নবীনমেঘমণ্ডলীনিকদ্ধকঁরক্ষুরং-

কুহুনিশীধীনীতমঃ প্রবন্ধবন্ধকঁরঃ ।

নিলিম্পনিবরীধরন্তনোতু কুন্তিসুন্দরঃ

কলানিধানবন্ধুরঃ শ্রিয়ং জগদ্ধুরন্ধরঃ ॥৮

যিনি নমস্কৃত, যাহার মস্তক সুধারশ্মি অর্থাৎ চন্দ্রেখা দ্বারা শোভিত এবং যাহার জটামধ্যে গঙ্গা প্রবাহিত, সেই কপালী জ্যোতিঃস্বরূপ মহাদেব আমাদের সম্পদের নিমিত্ত কল্পিত হউন অর্থাৎ সম্পাদ্ধিধান করুন ॥ ৬

যাহার ভয়ানক ভালপট্টের (ভালদেশের) ধগদ্ ধগদ্ শব্দে প্রজ্জলিত অগ্নিতে কন্দর্প আহুতীকৃত হইয়াছে (ভস্ম হইয়াছে) এবং যিনি পার্বতীর কুচাগ্রে পত্র রচনার মুখ্য চিত্রকর সেই ত্রিনেত্র শিবে আমার রতি হউক ॥ ৭

নবীন মেঘমণ্ডলী-নিরুদ্ধ নিবিড় অমাবস্তা রাত্রির অন্ধকার পরম্পরা দ্বারা যাহার গ্রীবাদেশ নিবন্ধ অর্থাৎ অমাবস্তার অন্ধকার রাত্রিতে নবীন মেঘমণ্ডলী উদিত হইয়া অন্ধকারকে রুদ্ধ করিয়া যেক্ষণ ঘন অন্ধকার হয়, সে অন্ধকারকেও যাহার নীলগ্রীবা তিরস্কার করে এক্রপ শিব) এবং যিনি গঙ্গাধর, মৃগচন্দ্র পরিধানে মনোহর, চক্রমাভূষিত এবং জগতের ভার ধারণ কর্তা, সেই শিব আমাদের শ্রীধিতার করুন ॥ ৮

বিভষিকণ্ঠকন্দলীকুচিপ্রবন্ধকঙ্করম ।

স্মরচ্ছিদং পুরচ্ছিদং ভবচ্ছিদং মথচ্ছিদং

গজচ্ছিদন্ধকচ্ছিদং তমন্তুকচ্ছিদং ভজে ॥৯

অথর্বসর্বমঙ্গলাকলাকদম্বমঞ্জরী-

বসপ্রবাহমাধুরী-বিজ্জ্ঞানামধুব্রতম্ ।

স্মরাস্তকং পুরাস্তকং ভবাস্তকং মথাস্তকং

গজাস্তকাস্তকাস্তকং তমন্তকাস্তকং ভজে ॥১০

জয়তুদলবিভ্রম-ভ্রমভুজঙ্গমশ্বসদ-

বিনির্গমক্রমশ্বরংকরালভালহব্যাবাট্ ।

ধিমিক্রিমিক্রিমিধ্বনয়দজ্জতুঙ্গমঙ্গল-

ধ্বনিক্রমপ্রবর্তিত-প্রচণ্ডতাণ্ডবঃ শিবঃ ॥১১

প্রস্তুতিত নীলপদ্মনিচয়ের নীলিমা-অনুকৃত কণ্ঠরূপ গুল্মের কান্তি দ্বারা নিবন্ধগ্রীব, কামদেব ভাস্করী, ত্রিপুরাসুরসংহারক ( সংসারে ) উৎপত্তিহারক, যজ্ঞনাশক ( দক্ষযজ্ঞনাশক ) গজাসুর এবং অঙ্ককাসুরনাশক এবং অন্তক ( যমভয় , নাশক শিবকে ভজন করি ॥ ৯

‘মঙ্গলময়’ সম্পূর্ণ কলাবিদ্যা মঞ্জরীর রস প্রবাহের মাধুর্য বিকাশের মধুব্রত ( অর্থাৎ ভ্রমর যেরূপ কুসুমের মাধুর্য বিকাশ করে তদ্রূপ যিনি কলাবিদ্যা-মঞ্জরীর মাধুর্য বিকাশ করিয়াছেন ) কন্দর্প-সংহারক, ত্রিপুরাস্তক, ভ্রমণনাশক, যজ্ঞনাশক, গজাসুরনাশক এবং অঙ্ককাসুরনাশক কালান্তক শিবকে ভজনা করি । ১০

নর্তন হেতু অত্যন্ত ত্বরায় ভ্রমণকারী ভুজঙ্গমের নিশ্বাস নির্গম



ଦୃଷଦ୍‌ବିଚିତ୍ରତଲ୍ଲସୋତ୍ତୁଞ୍ଜନମୌକ୍ତିକଂଶ୍ରୋ-

ଗରିଷ୍ଠରତ୍ନଲୋଠସୋଃ ସୁହୃଦ୍‌ବିପକ୍ଷପକ୍ଷସୋଃ ।

ତୃଣାରବିନ୍ଦଚକ୍ଷୁସୋଃ ପ୍ରଜାମହୀମହେନ୍ଦ୍ରସୋଃ

ସମପ୍ରବୃତ୍ତିକଂ କଦା ସଦାଶିବଂ ଭଜାମାହମ୍ ॥ ୧୦

କଦା ନିଲିମ୍ପାନିର୍ବରୀନିକୁଞ୍ଜକୋଟରେ ବସନ୍

ବିମୁକ୍ତହୃଗତିଃ ସଦା ଶିରଃସ୍ତମଞ୍ଜଳିଂ ବହନ୍ ।

ବିଲୋଲଲୋଲଲୋଚନାଲଳାମଭାଲଗ୍ନକଃ

ଶିବେତି ମନ୍ତ୍ରମୁଚ୍ଚରନ୍ କଦା ସୁଖୀ ଭବାମାହମ୍ ॥ ୧୦

ନିଲିମ୍ପନାଥନାଗରୌକଦନ୍ତମୌଲିମଲ୍ଲିକା-

ନିଞ୍ଚୁକ୍ତନିର୍ଭରକ୍ଷରଗୁପ୍ତସ୍ବିକାମନୋହରଃ ।

ତନୋତୁ ନୋ ମନୋମୁଦଂ ବିନୋଦିନୀମହନିଶଂ

ପରଶ୍ରୟଃ ପରଂ ପଦଂ ତଦଞ୍ଜଞ୍ଜିତ୍ସିଂ ଚୟଃ ॥ ୧୧

କ୍ରମେ ଯାହାର ଭୟାନକ କପାଳାସ୍ଥିତ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୁଏତେହେ ଏବଂ ଧିମିଂ  
ଧିମିଂ, ଧିମିଂ ଶବ୍ଦକାରୀ ମୁଦଞ୍ଜେର ଉଚ୍ଚ ମଞ୍ଜଳ ଧ୍ବନି କ୍ରମେ ଯିନି ପ୍ରଚଣ୍ଡ  
ନୃତ୍ୟେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ସେହି ଶିବେର ଜୟ ହଉକ ॥ ୧୧

ପ୍ରସ୍ତର ଓ ବିଚିତ୍ର ପୁଷ୍ପଶୟା, ସର୍ପ ଓ ମତିର ମାଳା, ସର୍ବପ୍ରଧାନ ରତ୍ନ  
ଓ ଯୁକ୍ତିକା, ତୃଣ ଏବଂ କମଳନେତ୍ରା କାମିନୀ, ଯିତ୍ର ଓ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ, ପ୍ରଜା  
ଓ ପୃଥିବୀର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ଏହି ସକଳେ ଯାହାର ସମଦର୍ଶନ, ସେହି ମହା-  
ଦେବଙ୍କେ କବେ ଭଜନା କରିବ ॥ ୧୨

କୃତଦିନେ ସୁରସରିଂ ( ଗଞ୍ଜା )-କୁଳେ ତୃଣ-ଲତାଦି ରଚିତ ନିକୁଞ୍ଜେ  
ସ୍ନାନ କରତ ଦୃଷ୍ଟି ବିମୁକ୍ତ ହୁଏନା ସର୍ବଦା ମନ୍ତ୍ରକେ ଅଞ୍ଜଳି ଧାରଣପୂର୍ବକ,  
ଅତି ଚକ୍ଷୁଲନେତ୍ରା ରମଣୀଗଣେର ଲଳାମଭୂତା ( ପ୍ରଧାନ ସ୍ବରୂପ ) ପାର୍ବତୀ  
ମନ୍ତ୍ରକେ ଅଦୃଷ୍ଟେର ଜ୍ଞାୟ ଲଗ୍ନ ଶିବ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରତ ସୁଖୀ  
ହୁଏ ? ୧୩

ସୁରାଜନା ନୟନ ସନ୍ତକ ପରିହିତ ମଲ୍ଲିକାଞ୍ଜୁଛତାରେ ନିର୍ଗତ ପରାଗ

প্রচণ্ডবাড়বানলপ্রভাশুভপ্রচারিণী-

মহাষ্টসিদ্ধিকামিনীজনাবহুতজল্পনা :

বিমুক্তবামলোচনা-বিবাহকালিকধ্বনিঃ

শিবেতি মন্ত্ৰভূষণা জগজ্জয়ায় জায়তাম্ ॥১৫

ইমং হি নিত্যমেবমুক্তমুক্তমোক্তমং স্তবং

পঠন্ অরন্ ক্রবন্নরো বিশুদ্ধিমৈতি সন্ততম্ ।

হরে গুরো স্তুভক্তিমান্তু শ্রুতি নাতথা গতিং

বিমোহনং হি দেহিনাং সুশঙ্করস্তা চিন্তনম্ ॥১৬

পূজাবসানসময়ে দশবক্তৃগীতঃ

যঃ শঙ্কুপূজনমিদং পঠতি প্রদোষে ।

তস্তা স্থিরাং রথগজেন্দ্রতুরঙ্গযুক্তাং

লক্ষ্মীং সর্দৈব সুমুখীং প্রদদাতি শঙ্কুঃ ॥১৭

ইতি শ্রীরাবণবিরচিতং শিবতাণ্ডব-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

সংস্পর্শে মনোহর, পরম শোভার পরম আশ্রয় তাহার অঙ্গজ্যোতিঃ

সমূহ আমাদের দিবারাত্র মনের আনন্দ বিস্তার করুক ॥ ১৫

প্রচণ্ড বাড়বানল (সমুদ্রাগ্নি) দীপ্তির ন্যায় শুভপ্রচারী  
অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধিযুক্ত, স্ত্রীজনদ্বারা উচ্চারিত শিব রবে পার্শ্বতীর  
বিবাহকালীন মঙ্গলধ্বনি জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত হউক ॥ ১৫

এই সর্বোৎকৃষ্ট (দশানন) কথিত স্তব পাঠ করিলে, শ্রবণ করিলে  
এবং বলিলে মন্ত্ৰশ্রু সর্বদা বিশুদ্ধি লাভ করে, গুরু শিবে উত্তম  
ভক্তি লাভ করে, এবং মন্দগতি লাভ হয় না। সুশঙ্করের চিন্তন  
প্রাণিগণের চিন্তাবিমোহন ॥ ১৬

যে সন্ধ্যাকালে পূজাবসান সময়ে রাবণগীত এই শিব পূজন  
পাঠ করে, শঙ্কু মহাদেব নিয়ত তাহার অচঞ্চল রথ গজ অশ্বযুক্ত  
সুমুখী লক্ষ্মী দান করেন ॥১৭

ইতি রাবণবিরচিত শিব-তাণ্ডব-স্তোত্রম্ ॥

## শিবনামাবল্যম্ ।

হে চন্দ্রচূড়, মদনাস্তক শূলপাণে

স্থাগো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো ।

ভূতেশ ভীত-ভয়সূদন মামনাথং

সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥১

হে পার্শ্বতীহৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে

ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ ।

হে বামদেব ভবরুদ্র পিণাকপাণে

সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥২

হে নীলকণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চবক্তৃ-

লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ সৰ্ব্ব ।

হে ধূজটে পত্তপতে গিরিজাপতে মাং

সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৩

---

## শিবনামাবল্যম্ ক স্তোত্র

হে চন্দ্রচূড়, হে মদনাস্তক, হে শূলপাণে, হে স্থাগো, ( অচল )  
হে গিরীশ, হে গিরিজাপতে, হে মহেশ্বর, হে শম্ভো, হে ভূতপতে,  
হে ভীতভয়নাশক, হে জগদীশ সংসাররূপ দুঃখারণ্য হইতে অনাথ  
আমি, আমাকে রক্ষা কর ॥ ১

হে পার্শ্বতী-হৃদয়বল্লভ, হে চন্দ্রমৌলে ( মস্তকে চন্দ্র ধারণ  
করিয়াছ ) হে ভূতাধিপতে, হে প্রমথনাথ হে পৰ্ব্বতে জপকারিন্\*  
হে বামদেব, হে ভব, হে রুদ্র, হে পিণাকপাণি সংসাররূপ দুঃখারণ্য  
হইতে জগদীশ্বর আমাকে রক্ষা কর । ২

হে নীলকণ্ঠ, হে বৃষধ্বজ, হে পঞ্চানন, হে লোকেশ, হে শেষ

হে বিশ্বনাথ শিরশঙ্কর দেবদেব

প্রমথ-প্রমথ-নায়ক-নন্দিকেশ ।

বাণেশ্বরাকুরিপো হর লোকনাথ

সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৪

বাবাণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ

বীরেশ দক্ষ-মথ-কাল বিভো গণেশ ।

সর্বজ্ঞ সর্বহৃদয়েকনিবাস নাথ

সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৫

শ্রীমন্নরেশ্বর রূপাময় হে দয়ালো

হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ ॥

তস্মাদ্ভাগ-নৃকপাল-কলাপমাল

সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৬

( সর্প ) বলয়ে ভূষিত, হে প্রমথগণের ঈশ্বর, হে সর্ক, হে ধূর্জটে, হে পশুপতে, হে গিরিজাপতে, হে জগদীশ্বর আমাকে সংসাররূপ দুঃখারণ্য হইতে রক্ষা কর ॥ ৩

হে বিশ্বনাথ, হে শিব, হে শঙ্কর, হে দেবদেব, হে প্রমথ, হে প্রমথ নায়ক (নেতা), হে নন্দিকেশ্বর, হে বাণেশ্বর, হে অন্ধকুরিপো ( অন্ধকাসুর ঘাতিন্ ), হে হর, হে লোকনাথ, হে জগদীশ্বর, সংসার রূপ দুঃখারণ্য হইতে আমাকে রক্ষা কর ॥ ৪

হে বাবাণসী-নগরীপতে, হে মণিকর্ণিকেশ্বর, হে বীরেশ্বর, হে দক্ষযজ্ঞের কালস্বরূপ, হে বিভো, হে গণদেবের ঈশ্বর, হে সর্বজ্ঞ, হে সর্বহৃদয়ে একমাত্র বাসিন্, হে নাথ, হে জগদীশ্বর সংসার রূপ দুঃখারণ্য হইতে আমাকে রক্ষা কর ॥ ৫

হে শ্রীমন্ মহেশ্বর, রূপাময়, হে দয়ালো হে ব্যোমকেশ, হে

কৈলাস-শৈল-বিনিবাস বুধাকপে  
 হে মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস ।  
 নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ  
 সংসাব-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ বক্ষ ॥৭  
 বিশ্বেশ বিশ্ব-ভব-নাশিত বিশ্বরূপ  
 বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈক-গুণাভিবেশ ।  
 হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো  
 সংসাবদুঃখ-গহনাজ্জগদীশ বক্ষ ॥৮  
 গৌরীবিলাস ভুবনায় মহেশ্বরায়  
 পঞ্চাননায় শরণাগত-কল্পবায় ।  
 সর্বায সর্বজগতাম্বিপায় তস্মৈ  
 দারিদ্র্য-দুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥৯

হৃদি ভীমচ্ছব্যাচাষ্যবিরচিত শিবনামাবলিষ্টক সম্প্রদায়

শিতিকণ্ঠ, হে গণদেবতাব অবিপতে, হে ভগ্নদ্বারা অঙ্গবাগ কাবিন  
 হে নৃমুণ্ডাস্থিব মালাধাবন হে জগদীশ্বব আমাকে সংসাবরূপ  
 দুঃখারণ্য হইতে বক্ষা কব ॥ ৬

হে কৈলাশ শৈলে বাস কাবিন্, হে বুধাকপে, হে মৃত্যুঞ্জয়,  
 হে ত্রিনয়ন, হে ত্রিজগন্নিবাস, হে নারায়ণ প্রিয়, হে মত্ততা নাশিন  
 হে শক্তিনাথ সংসাবরূপ দুঃখারণ্য হইতে আমাকে বক্ষা কব ॥ ৭

হে বিশ্বেশ্বব, হে বিশ্বব জন্মানাশিন্, হে বিশ্বরূপ, হে বিশ্বাত্মক  
 ( বিশ্বময় ), হে ত্রিভুবনের গুণের একমাত্র আশ্রয়, হে বিশ্বপূজিত,  
 হে করুণাময়, হে দীনবন্ধো, হে জগদীশ্বর সংসাররূপ দুঃখারণ্য  
 হইতে আমাকে বক্ষা কব ॥ ৮

যিনি গৌরীর বিলাসস্থল যিনি মহেশ্বর পঞ্চবদন শরণাগতের  
 কল্পবৃক্ষ স্বরূপ, সর্বস্বরূপ সর্বজগতের অধিপতি সেই করিষ্রতা-দুঃখ-  
 নাশক শিবকে প্রণাম করি ॥৯

করচরণ-কৃতং বজ্রায়জং কর্মজং বা  
 শ্রবণ-নয়নজং বা মানসং বাপরাধম্ ।  
 বিহিত-অবিহিতং বা সর্বমেতং ক্ষমস্ব  
 জয় জয় করুণাক্তে শ্রীমহাদেব শস্তো ॥৫

ইতি শ্রীশিবমানসপুজনস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

### বিশ্বনাথষ্টক স্তোত্রম্ ।

গঙ্গাতরঙ্গ-রমণীয়-জটা-কলাপং  
 গৌরীনিরন্তর-বিভূষিত-বাম-ভাগম্ ।  
 নারায়ণ-প্রিয়-মনঙ্গ-মদাপহারং  
 বারাগসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥১

আমি হস্ত পদ বাক্য শরীর বা কর্মদ্বারা অথবা কর্ণ নয়ন  
 দ্বারা বা মনে যে সমস্ত অপরাধ করিয়াছি, আমার বিহিত বা  
 অবিহিত অর্থাৎ যাহা করিয়াছি এবং পরে যাহা করিব সে সমস্ত  
 অপরাধ ক্ষমা কর । হে করুণাসিক্ত হে শ্রীমহাদেব শস্তো !  
 তোমার জয় হউক । তোমার জয় হউক ॥৫

### বিশ্বনাথষ্টক ।

গঙ্গার তরঙ্গ মালায় ঘাঁহার জটা সমূহ রমণীয় হইয়াছে, গৌরী  
 দ্বারা ঘাঁহার বামভাগ নিরন্তর বিভূষিত, যিনি নারায়ণপ্রিয় ও মদন-  
 দর্পহারী, সেই বারাগসীপুরপতি বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥১

বাচামগোচর-মনেক-গুণস্বরূপঃ

বাগীশবিষ্ণু-সুরসেবিত-পাদপীঠম্ ।

বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবস্ত্রং

বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥২

ভূতাধিপং ভুজগভূষণ-ভূষিতাঙ্গঃ

ব্যাস্রাজিনাহস্বরধরং জটিলং ত্রিনেত্রম্ ।

পাশাকুশাভয়-বরপ্রদ-শূলপাণিঃ

বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৩

নীতাংগু-শোভিত-কীরিট-বিরাজমানঃ

ভালেক্ষণাহনল-বিশোষিত-পঞ্চবাণম্ ।

নাগাধিপারচিত-ভানুর-কর্ণপূরং

বারাণসী-পুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৪

যিনি বাক্য সমূহের অগোচর ও নানা গুণস্বরূপ, ত্রিকা বিষ্ণু এবং দেবতাগণ যাহার পাদপদ্ম সেবা করেন, যাহার বামোড়ে পত্নী পার্বতী আছেন, সেই বারাণসীপুরপতি বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥২

যিনি প্রমথগণের অধিপ, সর্পভূষিত দেহ ব্যাস্রচর্ম পরিহিত, জটামণ্ডিত, এবং ত্রিনেত্র, পাশ অকুশ অভয় বর প্রদাতা ও শূলপাণি, সেই বারাণসীপুর বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥৩

যিনি চন্দ্র এবং কীরীটে শোভিত, যাহার ললাটস্থিত নেত্রা-  
গ্নিতে মদন ভস্মীভূত হইয়াছে, নাগরাজ অনন্তে যাহার কর্ণবল্লর  
রচিত হইয়াছে, সেই বারাণসীপুরপতি বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥৪

পঞ্চাননং ছত্রিত-মন্ত্র-মতজ্ঞানাম্

নাগাস্তকং দক্ষ-পুঙ্গব-পদ্মগানাম্ ।

দাবানলং মরণশোকজরাটবীনাঃ

বারাণসী-পুর-পতিঃ ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৫

তেজোময়ং সগুণ-নিগুণমদ্বিতীয়-

• আনন্দ-কন্দ-অপরাজিতমপ্রমেয়ম্ ।

নাগাস্তকং সকল-নিষ্কল-মাস্তরূপং

বারাণসী-পুর-পতিঃ ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৬

আশাং বিহায় পরিত্যক্ত্য পরম্ নিন্দাম্

পাপে রতিঞ্চ অনিবার্য মনঃ সমাধৌ ।

আদায় হৃৎকমলমধ্যগতং পরেশং

বারাণসীপুর-পতিঃ ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৭

যিনি পাপরূপ প্রমত্ত হস্তীর সিংহ-স্বরূপ, দৈত্যরূপ সর্পগণের  
পক্ষে নাগাস্তক গরুড়-স্বরূপ এবং মৃত্যুশোক ও জরারূপ বনের  
দাবাগ্নিস্বরূপ সেই বারাণসীপুরপতি বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥৫

যিনি তেজোময়, সগুণ ও নিগুণ, অদ্বিতীয় এবং আনন্দ-  
রাশি-স্বরূপ, যিনি অপরাজিত, অপ্রমেয় এবং সর্পভূষিতদেহ, যিনি  
কলাবিশিষ্ট, কলাহীন এবং আত্মস্বরূপ সেই বারাণসীপুরপতি  
বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥৬

আশা ( কামনা ) পরিত্যাগ করিয়া, পরের নিন্দা এবং পাপে

---

কলা—অংশ । দাবাগ্নি—বনায়ি; বনে কাঠে কাঠে ঘর্ষণ হইয়া অগ্নি  
উৎপন্ন হয় ।



রাগাদিদোষরহিতং স্বজনাশ্রুতগং

বৈরাগ্যাশান্তি-নিলয়ং গিরিজাসহায়ম্ ।

মাধুর্য্য-ধৈর্য্য-সুভগং গরলাভিরামং

বারাণসী-পূর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম ॥৮

বারাণসীপূবপতেঃ স্তবনং শিবস্ত

ব্যাখ্যাতমষ্টকমিদং পাঠতে মনুষ্যৈঃ ।

বিজ্ঞাং শ্রিয়ং বিপুল-সৌখ্যমনন্তকীৰ্ত্তিঃ

সংপ্রাপ্য দেহ-বিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্ ॥৯

বিশ্বনাথষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিবো ।

শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥১০

ইতি শ্রীবাস কৃতং বিশ্বনাথষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

আসক্তি পরিহার করিয়া, সমাধিতে মনবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া  
ক্লংকমলমধ্যস্থিত পরমেশ্বরকে ধ্যান করত বাবাণসীপূরপতি  
বিশ্বনাথকে ভজনা কর ॥৭

রাগদ্বৈষাদি দোষ (১) রহিত, ভক্তগণেব উপর অনুরক্ত,  
বৈরাগ্য এবং শান্তিব নিলয়, গিরিজাসহায় মাধুর্য্য-ধৈর্য্য-পরিপূর্ণ  
এবং গরলশোভার মনোহর, বাবাণসীপূবপতি বিশ্বনাথকে ভজনা  
কর ॥৮

বারাণসীপূরপতি শিবের এই ব্যাখ্যাত স্তবষ্টক যে মনুষ্য  
পাঠ করে সে বিজ্ঞা, শ্রী, বিপুল সুখ এবং অসীম খ্যাতি লাভ  
করিয়া দেহান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥৯

যে শিবের সন্নিধানে এই বিশ্বনাথষ্টক স্তোত্র পাঠ করে, সে  
শিবলোকে বাইয়া শিবের সহিত আনন্দ ভোগ করে ॥১০

(২) রাগ বৈষ—প্রিয় বস্তুতে অনুরাগ এবং অপ্রিয় বস্তুতে বৈষ, ইহা বর্ণিত। ৭

## পশুপত্যষ্টকং স্তোত্রম্ ।

পশুপতিং হ্যাপতিং ধরণীপতিং ভূজগলোকপতিং চ সতীপতিম্  
প্রণত-ভক্তজনাঙ্গিহরং পরং ভজত রে মমুজা গিরিজাপতিম্ ॥১  
ন জনকো জননী ন চ সোদরো ন তনয়ো ন চ ভূরিবলং কুলম্ ।  
অবতিৎকাহপি ন কালবশগতং ভজত রে মমুজা গিরিজাপতিম্ ॥২  
মুরজ-ডিণ্ডিম-বাদ্যবিলক্ষণং মধুর-পঞ্চম-নাদ-বিশারদম্ ।  
প্রমথ-ভূত-গণৈরপি সেবিতং ভজত রে মমুজা গিরিজাপতিম্ ॥৩

## পশুপত্যষ্টক স্তোত্র ।

যিনি প্রাণিগণের অধিপতি, যিনি স্বর্গের পৃথিবীর এবং পাতা-  
লের পতি, যিনি সতীপতি এবং প্রণত ও ভক্তজনের পীড়াহর  
পরমেশ্বর, হে মানবগণ ! সেই গিরিজাপতিকে ভজনা কর ॥১

পিতা মাতা বা সহোদর অথবা পুত্র অথবা প্রভুত সৈন্য  
(লোকজন) কেহই কালবশগত জীবকে (মৃত্যুকালে) রক্ষা  
করিতে পারিবে না; অতএব মানবগণ ! সেই গিরিজাপতিকে  
ভজনা কর ॥২

যিনি মুরজ ডিণ্ডিম বাতাদিতে নিপুণ এবং মধুর পঞ্চমনাদ-  
বিশারদ, যিনি প্রমথ এবং ভূতগণসেবিত, হে মানবগণ ! সেই  
গিরিজাপতিকে ভজনা কর ॥৩

শরণদং স্তুতদং শবণাস্থিতং শিব শিবেতি শিবেতি নন্তং নৃণাম্ ।  
 অভয়দং কৰুণাবৰুণালয়ং ভজত রে মহুজা গিরিজাপতিম্ ॥৪  
 নর-শিরো-রচিতং মণিকুণ্ডলং ভূজগহারমুদং বৃষভধ্বজম্ ।  
 চিতি-রজো-ধবলীকৃত বিগ্রহং ভজত বে মহুজা গিবিজাপতিম্ ॥৫  
 যজ্ঞবিনাশকং শশিশেখবং সতত-মধ্বরভাজিফলপ্রদম্ ।  
 প্রলয়-দঙ্ক-সুরাসুর-মানবং ভজত রে মহুজা গিরিজাপতিম্ ॥৬  
 মদমপাস্য চিরং হৃদি সংস্থিতং মরণ-জন্ম-জ্বাভয়-পীড়িতম্ ।  
 জগদুদীক্ষ্য সমীপভয়াকুলং ভজতরে মহুজা গিরিজাপতিম্ ॥৭

যিনি সৰ্বজ্ঞাবের আশ্রয়দাতা, ও স্তুতদাতা যিনি শিব শিব বলিয়া  
 প্রণত শরণাস্থিতের অভয় দাতা, হে মানবগণ সেই কৰুণাসাগব  
 গিরিজাপতিকে ভজনা কর ॥৪

যিনি মহুয়া-মন্তকরচিত মণিকুণ্ডল ধারণ করেন, সৰ্পহার  
 , পরিয়া যিনি আনন্দিত হন এবং যিনি বৃষধ্বজ, এবং চিতাভাস্মে  
 যাহাব তমু ধবলিত, হে মানবগণ, সেই গিবিজাপতিকে ভজনা  
 কর ॥৫

যিনি ( দক্ষের ) যজ্ঞবিনাশক, শশিশেখর এবং যজ্ঞকারিগণের  
 জন্মিত ফলদায়ক, এবং যাহাতে প্রলয়কালে সুরাসুর মানবাদি লয়  
 প্রাপ্ত হয়, হে মানবগণ ! সেই গিরিজাপতিকে ভজনা কর ॥৬

জন্মজন্মান্তরের হৃদয়নিবদ্ধ অহংকার দূর করিয়া সংসারকে  
 জন্মমৃত্যুজরাপীড়িত এবং ( মৃত্যুভয়ে ) আসন্ন ভয়াকুল দেখিয়া হে  
 মানবগণ ! গিরিজাপতিকে ভজনা কর ॥৭

হরি-বিরিঞ্চি-সুরাধিপ-পূজিতং যম-গণেশ-ধনেশ-নমস্কৃতম্ ।  
 ত্রিনয়নং ভুবন-ত্রিতয়াধিপং ভজত রে মহুজা গিরিজাপতিম্ ॥৮  
 পশুপতে-রিদমষ্টকমভুতং বিরচিতং পৃথিবীপতি-স্মরিণা  
 পঠতি সংশৃণুতে মহুজঃ সদা শিবপুরীং বসতে লভতে মুদম্ ॥৯  
 ইতি ত্রীপশুপত্যষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

### শিবপ্রদোষস্তোত্রাষ্টকম্ ।

সত্যং ব্রবীমি পরলোকহিতং ব্রবীমি  
 সারং ব্রবীম্যপনিষদ্বদয়ং ব্রবীমি  
 সংসার-মুঞ্চণ-মসারমবাপ্য জন্তোঃ  
 সারোহয়মীশ্বর-পদাঘুরুহস্ত সেবা ॥১

হরি, বিরিঞ্চি ( ব্রহ্মা ) ইন্দ্র ঋহাকে পূজা করেন, যম  
 বরুণ কুবের ঋহাকে নমস্কার করেন, হে মানবগণ! সেই ত্রিলোচন  
 ভুবনত্রয়াধিপতি গিরিজাপতিকে ভজনা কর ॥৮

পৃথিবীপতি কবি-রচিত পশুপতির এই বিচিত্র স্তোত্রাষ্টক  
 যে মানব পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, তিনি নিত্য-আনন্দ  
 লাভ করিয়া শিবপুরীতে বাস করেন ॥৯

### শিব প্রদোষাষ্টক ।

সত্য বলিতেছি, পরলোকহিতকর কথা বলিতেছি, সার  
 কথা বলিতেছি, উপনিষদের হৃদয় বলিতেছি, অসার অথচ প্রবল  
 সংসারাপন্ন প্রাণিগণের ইশ্বর পাদপদ্ম সেবা যাত্রা সার বস্তু ॥১

যে নার্কয়ন্তি গিরিশং সময়ে প্রদোষে  
 যে নার্কিতং শিবমপি প্রণমন্তিচাত্তো।  
 এতৎকথাং শ্রুতিপুটেন পিবন্তি মূঢ়া স্তে  
 জন্ম জন্মসু ভবন্তি নরা দরিদ্রাঃ ॥২  
 যে বৈ প্রদোষ-সময়ে পরমেশ্বরসু  
 কুবন্তানন্ত-মনসোহজিহ্ব-সরোজ-পুজাম্ ।  
 নিত্যং প্রবৃদ্ধ-ধনধান্যকলত্রপুত্র-  
 সৌভাগ্য-সম্পদধিকান্ত ইহৈব লোকে ॥৩  
 কৈলাশশৈলভুবনে ত্রিজগজ্জনিত্রীং  
 গৌরীং নিবেশ কনকাচিত-রত্নপীঠে ।  
 নৃত্যং বিধাতুমভিবাঙ্কতি শূলপাণো  
 দেবাঃ প্রদোষ-সময়ে হু ভজন্তিসর্বো ॥৪

বাহারা সন্ধ্যাকালে গিরীশ মহাদেবকে অর্চনা না করে এবং  
 বাহারা একজনকে শিবকে অর্চনা করিতে দেখিয়া তখনও প্রণাম  
 না করে এবং যে মূঢ়গণ কর্ণপুটে এই শিব কথা পান না করে  
 তাহারা জন্মজন্মান্তরে দরিদ্র হইয়া থাকে ॥২

বাহারা সন্ধ্যাকালে অনন্যচিত্তে পরমেশ্বরের পাদপদ্ম পূজা  
 করে, তাহাদের নিত্য ধন, ধান্য, কলত্র, পুত্র, সৌভাগ্য, সম্পত্তি  
 অধিক বর্দ্ধিত হয় ॥৩

কৈলাশ পর্বতে শূলপাণি, ত্রিজগজ্জননী গৌরীকে স্বর্ণখচিত  
 রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া নৃত্য করিতে ইচ্ছা করিলে  
 সমস্ত দেবগণ তাহাকে ভজনা করিয়াছিলেন ॥৪

বাগ্‌দেবী-ধৃত-বল্লকী শতমখো বেণুং দধৎপদ্মজ

স্তালোম্বিজকরো রমাভগবতী গেষপ্রয়োগাঘ্রিতা ।

বিষ্ণুঃ সাজ্জ-মৃদঙ্গ-বাদন-পটুর্দেবাঃ সমস্তাংস্থিতাঃ

সেবন্তে তমন্তু প্রদোষসময়ে দেবং মৃড়ানীপতিম ॥৫

গন্ধর্ক-বক্ষ-পতগো-রগ-সিদ্ধ-সাধ্য

• -বিজ্ঞাধরা-মরবরাঙ্গরসাংগণাশ্চ ।

যেহন্যো ত্রিলোকনিলয়াঃ সহভূতবর্গাঃ

প্রাপ্তে প্রদোষসময়ে হরপার্ষসংস্থাঃ ॥৬

অতঃ প্রদোষে শিব এক এব

পূজ্যোহথ-নাগ্নে হরিপদ্মজাভাঃ ।

তস্মিন্মহেশে বিধিনেজ্যমাণে

সর্কেপ্রাদদন্তি সুরাধিনাথাঃ ॥৭

বাগ্‌দেবী বাণবাদন করিয়াছিলেন, ইন্দ্র বেণুবাদন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা উত্তেজক তান ধরিয়াছিলেন, লক্ষ্মী গান আরম্ভ করিয়াছিলেন, বিষ্ণু মৃদঙ্গ বাদনে রত হইয়াছিলেন এবং চতুর্দিকে দেবতাগণ অবস্থিত হইয়া সন্ধ্যাকালে মৃড়ানীপতি দেব মহেশ্বরের সেবা করিয়াছিলেন ॥৫

গন্ধর্ক, বক্ষ, পতঙ্গ, সর্প, সিদ্ধ, সাধ্য, বিজ্ঞাধর অমরবর এবং অপ্সরোগণ এবং ত্রিভুবনস্থ সমস্ত ভূতবর্গ সন্ধ্যা আগমানে মহাদেবের পার্শ্বে অবস্থিত হইয়াছিলেন ॥৬

অতএব সন্ধ্যাকালে শিব একমাত্র পূজ্য, হরি কিংবা ব্রহ্মাদি দেবতাগণ স্মরণীয় নহেন । বিধানপূর্বক মহাদেব পূজিত হইলে সমস্ত সুরাধিনাথগণ সন্তুষ্ট হন ॥৭

এষ তে তনয়ঃ পূৰ্ব্বজন্মনি ত্রাঙ্কণোত্তমঃ ।

প্রতিগ্রহৈব যৌ নিন্ত্রে ন দানাদ্যৈঃ স্কন্ধভিঃ ॥৮

অতো দারিদ্র্যমাপন্নঃ পুত্রস্তে দ্বিজভামিনি ।

তদ্যোষ-পরিহারার্থং শরণং যাতু শঙ্করম্ ॥৯

ইতি ঐশ্বক্যপুরাণে প্রদোষস্তোত্রাষ্টকং সম্পূর্ণম্

### কালভৈরবাস্টকম্ ।

দেবরাজ-সেব্যমান-পাবনাজিহ্ম পঙ্কজঃ

ব্যালয়জ্ঞ-সূত্র-মিন্দুশেখরং কৃপাকরম্ ।

নারদাদি-যোগিবৃন্দ-বন্দিতং দিগম্বরং

কশিকা-পুরাধিনাথং কালভৈরবং ভজে ॥১

তোমার পুত্র ত্রাঙ্কণোত্তম পূৰ্ব্বজন্মে প্রতিগ্রহ করিয়া চিরকাল কাটাইয়া ছিলেন, দানাদি স্কন্ধ আচরণ করেন নাই ॥৮

সেই নিমিত্ত হে দ্বিজভামিনি । তোমার পুত্র দারিদ্র্য আপন্ন হইয়াছেন, সেই দারিদ্র্য দোষ পরিহারের নিমিত্ত শঙ্করের শরণাগত হউন ॥৯

### কালভৈরবাস্টকম্ ।

ইহু কর্তৃক ষাঁহার পবিত্র পাদপদ্ম সেবিত হয়, সর্পস্বারা ষাঁহার বজ্রসূত্র রচিত হইয়াছে চহু ষাঁহার মস্তকে শোভা পায়, বিনি কৃপাময়, নারদাদি-যোগিবৃন্দ-বন্দিত এবং দিগম্বর সেই কালীপুরগতি কালভৈরবের ভজনা করি ॥১

ভানুকোটি-ভান্বরং ভবাক্তিতারকং পরং

নীলকণ্ঠ-মৌলিতার্থদায়কং ত্রিলোচনম্ ।

কালকাল-মধুকাক্ষ-মক্ষশূল-মক্ষরং

কাশিকাপুরাধিনাথ-কালভৈরবম্ ভজে ॥২

শূলটঙ্কপাশদণ্ড-পাণি-মাদিকারণং

শ্রামকায়-মাদিদেব-মক্ষরং নিরাময়ম্ ।

ভৌমবিক্রমং প্রভুং বিচিত্রতাণ্ডবপ্রিয়ং

কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥৩

ভুক্তিমুক্তিদায়কং প্রশস্তচার্যুবগ্রহং

ভক্তবৎসলংস্থিতং সমস্তলোকবিগ্রহম্ ।

বিণিকণ-ন্ননোজ-হেম-কঙ্কণী-লসংকটিং

কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥৪

যিনি কোটিসংখ্য সদৃশ দীপ্তিমান্ যিনি ভবসমুদ্রের শ্রেষ্ঠতারক  
যিনি ( সপ্তবিষভক্ষণে ) নীলকণ্ঠ, অভিলষিত অর্থদায়ক, ত্রিলোচন  
কালেরও কাল, পদ্মনেত্র, অক্ষমালা ও শূলধারী এবং অবিনশ্বর  
সেই কাশীপুরপতি কালভৈরবের ভজনা করি ॥২

যাঁহার হস্তে শূল, টঙ্ক, পাশ ও দণ্ড, যিনি জগতের আদিকারণ,  
ক্লক্ণবর্ণ-দেহ, আদিদেব ও অক্ষর, ব্যাধিহীন, যাঁহার ভয়ানক  
বিক্রম, যিনি সকলের প্রভু এবং বিচিত্র তাণ্ডবনৃত্য-প্রিয় সেই  
কাশীপুরপতি কালভৈরবের ভজনা করি ॥৩

যিনি ভোগমোক্ষদায়ক, যিনি বৃহৎ ও সূক্ষ্মর দেহ বিশিষ্ট, যিনি  
ভক্তবৎসলরূপে অবস্থিত, এবং সর্বলোকমূর্তি-স্বরূপ, যাঁহার



ଧୂମ୍ରସେତୁପାଳକଂ ହୃଦ୍ୟମାର୍ଗନାଶକଂ,

କର୍ମପାଶମୋଚକଂ କ୍ଷୁଧାଦାୟକଂ ବିଭୁମ୍ ।

ସ୍ବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ-ଶେଷ ପାଶ ଶୋଭିତାନ୍ନ-ମଂଗୁଳଂ

କାଶିକାପୁବାଧିନାଥକାଳଠିବବଂ ଭଞ୍ଜେ ॥୫

ବତ୍ସପାଦୁକା-ପ୍ରଭାଭିବାମ-ପାଦସଂଯୁକଂ

ନିତ୍ୟାବଦ୍ଧିତୀୟମିଷ୍ଠଦୈବତଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ।

ସ୍ବତ୍ତ୍ୱଦର୍ପନାଶନଂ କରାଳନଂ ହ୍ରୈମୋକ୍ଷଣଂ

କାଶିକାପୁରାଧିନାଥ-କାଳଠିବବଂ ଭଞ୍ଜେ ॥

ଅଟ୍ଟହାସ-ଭିରପଦ୍ମଜାଘ-କୋସସନ୍ତତିଂ

ଦୃଷ୍ଟିପାତ-ନୈଷାଦ-ଜାଲ ମୁଗ୍ରଶାସନମ୍ ।

ଅଷ୍ଟାସିଦ୍ଧିଦାୟକଂ କପାଳମାଳିକାଞ୍ଜରଂ

କାଶିକାପୁବାଧିନାଥକାଳଠିବବଂ ଭଞ୍ଜେ ॥୬

କଟିଦେଶେ ବସନ୍ତୀୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ କିରୀଟୀ ଧ୍ବନିତ ହୁଅନ୍ତେ, ସେହି କାଶୀପୁରପତି କାଳଠିବବେବ ଭଞ୍ଜନା କରି ॥୫

ଧିନି ବସ୍ତ୍ରସେତୁବ ବନ୍ଧକ ଏବଂ ଅହର୍ଯ୍ୟପଥନାଶକ, ଧିନି କର୍ମ ପାଶମୋଚକ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ଷୁଧାଦାତା ଓ ବିଭୁ, ସାହାର ଅଳ୍ପ ମଂଗୁଳେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପାଶ ଶୋଭା ପାହନ୍ତେ, ସେହି କାଶୀପୁରପତି କାଳଠିବବେବର ଭଞ୍ଜନ କବି ॥୫

ସାହାର ପାଦସଂଯୁଗଳ ରତ୍ନନିର୍ମିତ-ପାଦୁକା-ପ୍ରଭାତେ ରମଣୀୟ, ଧିନି ନିତ୍ୟାବଦ୍ଧିତୀୟ, ଅଷ୍ଟାଦୈବତା ଓ ନିବଞ୍ଜନ (ମଳିନତା ବିମୁକ୍ତ—ନିର୍ମଳ) ଧିନି ସ୍ବତ୍ତ୍ୱର ଦର୍ପନାଶ କରେନ ଓ (ସ୍ବତ୍ତ୍ୱର) ଭୟାନକ ନୈଷାଦ ହୁଅନ୍ତେ ମୁକ୍ତ କରେନ ସେହି କାଶୀପୁରପତି କାଳଠିବବେବର ଭଞ୍ଜନା କରି ।

ସାହାର ଅଟ୍ଟହାସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୋଷ ସମୃଦ୍ଧ ଭିର ହୁଅନ୍ତେ, ସାହାର

ভূতসঙ্ঘনাশকং বিশালকীর্তিদায়কং

কাশিবাসি-লোক-পুণ্যপাপ-শোধকং বিভূম ।

নীতিমার্গকোবিদং পুরাতনং জগৎপতিং

কাশিকাপুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥৮

কালভৈরবাষ্টকং পঠন্তি যে মনোহরং

• জ্ঞানমুক্তিসাধনং বিচিত্রপুণ্যবর্ধনং ।

শোক-মোহ-দৈন্ত-লোভ-কোপতাপ-নাশনং

তে প্রয়াস্তি কালভৈরবাজ্জি-সন্নিধিং ধ্রুবম্ ॥৯

দৃষ্টিপাত মাত্র সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, যিনি উগ্রশাসন, অষ্টসিদ্ধিদায়ক এবং গলদেশে কপাল মালাধারী, সেই কাশীপুরপতি কালভৈরবের ভজনা করি ॥৭

যিনি সমস্ত প্রাণীনাশক, বিশালকীর্তিদায়ক, কাশীবাসিলোকের পুণ্য পাপের শোধক ও বিভূ, যিনি নীতিমার্গে পণ্ডিত, পুরাতন ও জগৎপতি সেই কাশীপুরপতি কালভৈরবের ভজনা করি ॥৮

বাহারা কালভৈরবের জ্ঞান মুক্তির উপায়, বিচিত্র পুণ্যবর্ধন, শোক, মোহ, দৈন্য, লোভ, কোপ, তাপনাশন ( এই ) মনোহর স্তবাষ্টক পাঠ করে, তাহারা নিশ্চয় কালভৈরবের পাদপদ্ম সন্নিধানে গমন করে ॥৯

## শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্ ।

মহিম্নঃ পারং তে পরমবিতুষো যত্সদৃশী  
 স্তুতিব্রহ্মাদীনামপি তদবসম্মা-স্বয়ি গিরঃ ।  
 অথাবাচ্যঃ সৰ্ব্বঃ স্বমতি-পরিণামাবধি গৃণন্  
 মমাপোষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ ॥১॥  
 অতীতঃ পস্থানং তব চ মহিমা বাও মনসয়ো  
 রতদ্যাবুস্ত্যা যং চকিতমভিধন্তে স্তুতিরপি ।  
 স কস্ত স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্ত গিবয়ঃ  
 পদে স্বর্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্ত ন বচঃ ॥২॥

## শিবমহিম্ন-স্তোত্র ।

হে হর ! তোমার অপার মহিমার চরম পার না জানিয়া স্তব করিলে, যদি তাহা তোমার অযোগ্য হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মাদির স্তুতিবাদও তোমার পক্ষে অযোগ্য হইয়াছে ( কারণ তাঁহারাও তোমার মহিমার পার বিদিত নহেন) তবে যদি সকলে নিজ বুদ্ধির সীমাতুলসারে স্তব করিলে অনিন্দনীয় হয়, তাহা হইলে তোমার স্তবে আমারও আরম্ভ নিন্দনীয় নহে ॥১

হে ভগবন্ ! তোমার মহিমা বাক্য ও মনের অতীত । বেন ও যে মহিমাকে তন্ন-তন্নরূপে ( ঈশ্বর-ঘট নহেন, ঈশ্বর-পট নহেন এইরূপ নিষেধমুখে ) নির্দেশ করিয়া—অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে কহিতে না পারিয়া—শক্তিভাবে বর্ণনা করে, সেই মহিমার কে স্তব করিতে পারে ? কিন্তু তোমার প্রকাশিত আধুনিকরূপে—অর্থাৎ

মধুক্ষীতা বাচঃ পরমমমৃতং নির্মিতবত  
 স্তব ব্রহ্মন্ কিং বাগপি সুরগুরোবিস্ময়পদং ।  
 মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ  
 পুনামীত্যর্থেশ্মিন্ পুরমথন বুদ্ধিব্যবসিতা ॥৩॥  
 তবৈবশ্রব্যাং যত্তজ্জগদ্রদয়-রক্ষা-প্রলয়কৃতং  
 ত্রয়াবস্তব্যস্তং তিস্রষু গুণ-ভিন্নাসু তদ্বিস্মৃ ।  
 অভব্যানামশ্মিন্ বরদ রমণীয়ামরমণীং  
 বিহন্তং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ ॥৪॥

তুমি ভক্তের উপর অহুগ্রহ করিয়া, যে বৃষধ্বজাদিরূপ ধারণ কর—  
 সেইরূপে কাহার মন ও বাক্য পাতত ( মুগ্ধ ) না হয় ॥২

তুমি যখন অতি মধুর এবং অমৃতময় বেদবাক্য বিভাবন  
 করিয়াছ, তখন ব্রহ্মার স্তুতি-বাক্য তোমার পক্ষে কি বিস্ময়কর  
 ( মুগ্ধকারী ) হইতে পারে ? হে ত্রিপুরাস্তক ! আমি কিন্ত তোমার  
 গুণ-কথন পুণ্যদ্বারা আমার বাক্যকে পবিত্র করিবার অভিপ্রায়ে  
 তোমার স্তুতি করণে বুদ্ধিকে প্রবর্তিত করিয়াছি ॥৩

হে ঈশ্বর বরদাতঃ ! তোমার যে ঐশ্বর্য জগতের সৃষ্টি স্থিতি  
 ও সংহার করিয়া থাকে, যে ঐশ্বর্য বেদত্রয়ের প্রতিপাদ্য বস্তু এবং  
 যে ঐশ্বর্য সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে বিভক্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব মূর্তিতে  
 প্রকটিত আছে, এই জগতে কতিপয় মূঢ়বুদ্ধি লোক সেই ঐশ্বর্য  
 খণ্ডন করিবার নিমিত্ত পরস্পর মিলিত হইয়া নিন্দাবাদ করিয়া  
 থাকে । ঐরূপ নিন্দাবাদ ভ্রান্তিক্রমে অভব্যদিগের মনোহর বোধ  
 হয়, কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে ( সাধুদিগের ) অবনোহর ॥৪

কিমীহঃ কিংকাঃ স খলু কিমুপায়ন্তি ভুবনঃ  
 কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ ।  
 অতর্কৈশ্বৰ্য্যে ত্বদ্যনবসর-দঃস্বেহাতধিয়ঃ  
 কুতর্কোহয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ ॥৫॥  
 অজ্ঞানানো লোকাঃ কিমবয়ববন্তোহপি জগতা  
 মধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি ।  
 অনীশো বা কুর্ধ্যাদ্ ভুবনজননে কঃ পরিকরো \*  
 যন্তা মন্দাস্তাং প্রত্যয়বর সংশেরত ইমে ॥৬॥

( নিন্দাবাদ প্রকার স্পষ্টতঃ উক্ত হইতেছে ) । সেই ধাতা  
 ( সৃষ্টিকর্তা ) কোথায় অবস্থান করিয়া কি কার্য্য ( প্রয়োজন )  
 বশতঃ কি দেহ ধরিয়া কি উপায় (যন্ত্রাদি) দ্বারা এবং কি উপাদানে  
 ত্রিভুবন সৃষ্টি করেন । এইরূপ কুতর্ক, তর্কাতীত-ঐশ্বর্য্য তুমি,  
 তোমাতে অবসর বা স্থানপ্রাপ্ত হয় না, কিন্তু জগতের মোহের  
 নিমিত্ত কতিপয় মূঢ়বুদ্ধি লোককে বাচাল করে । ( অর্থাৎ মূঢ়বুদ্ধি  
 ব্যক্তিরা জগতের মোহের নিমিত্ত এইরূপ কুতর্ক সৃষ্টি করে ) ॥৫

দেহধারী হইয়াও কি জীবগণ উৎপত্তিহীন হইতে পারে ?  
 জগতের কিস্যাদির উৎপত্তি কিয়া কি জগৎকর্তাকে অপেক্ষা না  
 করিয়া ( জগৎকর্তা ব্যতিরেকে ) হইতে পারে ? আর ঈশ্বরাতী-  
 রিক্ত যদি কেহ রচয়িতা হয় তাহা হইলে ( নিজদেহ রচনাতে ও  
 দেহ অক্ষয় তাহার ) বিশ্ব উৎপাদনে তাহার কি সামগ্রী ?

\* পরিকরন ইতি পাঠান্তরম্ ।

দ্বয়ী সাংখ্যঃ যোগঃ পশুপতিমতঃ বৈষ্ণবমিতি  
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ ।  
রুচীনাং বৈচিত্র্যা-দৃজুকুটিল-নানা-পথজুষাঃ  
নৃণামেকো গম্যন্তুমসি পয়সামৰ্ণব ইব ॥৭॥

(ঈশ্বর অতিরিক্ত অপর কেহ কি বিশ্বউৎপাদনে উত্তোগ করিতে পারে—ইহা পাঠান্তর) । অতএব, হে অমরশ্রেষ্ঠ ! যাহারা তোমার প্রতি ( তোমার জগৎকর্তৃত্বে ) সন্দেহভাবাপন্ন তাহারা মন্দাত্মা ( মূঢ় বুদ্ধি ) ॥৬

বেদত্রয়, সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, পশুপতিমত অর্থাৎ তন্ত্র এবং বৈষ্ণবশাস্ত্র রুচিভেদে এই সকল বিভিন্ন ধর্মমার্গে অবস্থিত এবং ইহা ( নিজের ধর্ম ) শ্রেষ্ঠ, ইহা পথ্য এইরূপে ( বিতর্ককারী ) ঋজুকুটিল পথগামী জনগণের নদী সকলের সমুদ্রের স্রোত তুমি একমাত্র গম্য ।

তাৎপর্য—বেদত্রয় ( সাম ঋক্ যজু ) সাংখ্য, যোগ তন্ত্র ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রভৃতি নানা ধর্ম আছে । বিভিন্ন রুচি বশতঃ লোকে এই সকল বিভিন্ন ধর্ম অবলম্বন করে এবং সকলেই নিজের ধর্ম শ্রেষ্ঠ ও আশ্রয়ণীয় ইহা চিন্তা করে ও কহিয়া থাকে ; ইহাদের পথ কাহারও সরল, কাহারও বা কুটিল হইতে পারে, কিন্তু যে যেরূপ পথেই গমন করুক না কেন, ভিন্ন ভিন্ন ঋজু কুটিল পথগামী নদী সমূহ যেরূপ স্বয়ং অথবা পরংপর্যক্রমে একমাত্র সমুদ্রে আসিয়া পতিত হয়, তদ্রূপ তাহারা সকলে তোমাতে আসিয়াই পৌছিব ॥৭

মহোক্ষঃ খট্টাকং পরশুরজিনং ভস্ম ফণিনঃ  
কপালক্ষেতীয়ন্তব বরদ তস্ত্রোপকরণম্ ।  
সুরাস্তাস্তাযুদ্ধিং দধতি তু ভবদ্রু-প্রাণিহিতাং  
ন হি স্বাত্মারামং বিষয়-মৃগতৃষ্ণাজ্রময়তি ॥৮॥

ঋবং কশ্চিৎ সর্বং সকল-মপরন্তুঋবমিদং  
পরো ধ্রোব্যাদ্রোবো অগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে ।  
সমস্তেহ্যপ্যতশ্মিন্ পুরমধন তৈবিস্মিত ইব  
স্ববজ্জিহ্নেমিত্যাং ন খলু নহু ধৃষ্টা মুখবতা ॥৯॥

হে অভীষ্ট বর দাতাঃ ! মহাবৃষভ, ত্রিশূল, কুঠার, ব্যাঘ্রচর্ম,  
ভস্ম, সর্প এবং নরকপাল এইগুলি তোমার কুটুম্বভরণের উপায়  
( উপকরণ ) কিন্তু তাহা হঠলেও তোমাব [কটাক্ষপাতে  
দেহতাগণ দিব্য ঐশ্বর্য লাভ করেন । বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণা স্বাত্মা-  
রামকে (স্বকীয় আত্মাতে যিনি রমণ করেন তাঁহাকে) ভ্রান্ত কবিতে  
পারে না ( এ নিমিত্ত তোমার ঐশ্বর্য নাই ) ॥৮

কেহ (সাংখ্য পাতঞ্জলবাদিগণ ) বলেন এই সমস্ত জগৎ নিত্য  
( জন্মনিধনরহিত ) কেহ ( বৌদ্ধগণ ) বলেন জগৎ অনিত্য, অপর  
কেহ কেহ ( নৈয়ায়িকগণ ) বলেন ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাক্রান্ত বিষয়ে  
কতকগুলি অনিত্য হে ত্রিপুরনাশন ! আমি ইহাদের কথায়  
চমৎকৃত হইয়া তোমার স্তব করিতে লজ্জিত হইতেছি না, ( কারণ )  
আমার বাচালতা নিলজ্জতার কারণ ॥৯

তবৈশ্বর্যং যত্নাদবজুপরি বিরিকিহঁবিরধঃ  
 পরিচ্ছেত্তুং যাতাবনল-মনলস্কন্ধবপুষঃ ।  
 ততো ভক্তিশ্রদ্ধাভরগুরু গুণন্ত্যাং গিরিশ বৎ  
 স্বয়ং তস্মৈ তাভ্যাং তব কিমমুত্তমি ফলতি ॥১০  
 অবত্নাদাসাত্ত্ব ত্রিভুবন-মবৈরব্যতিকরং  
 দশান্তো মদবাহুনভূত রণকণ্ডু-পরবশান্ ।  
 শিরঃ পদ্যশ্রেণীরচিত-চরণাস্তোত্রহবলেঃ  
 হিরায়াস্তম্বস্তৈ-ত্ৰিপুরহর বিষ্ফুর্জিতমিদম্ ॥১১  
 অমৃতা স্বংসেবা-সমধিগতসারং ভুজবনং  
 বলাৎ কৈলাসেহপি হৃদধিবসতো বিক্রময়তঃ ।  
 অলভ্যা পাতালেহপ্যালস-চলিতাঙ্গুষ্ঠ-শিরসি  
 প্রতিষ্ঠা ত্রয়াসীদ্রুপমুপচিতো মুহুতি ধলঃ ॥১২

তেজঃপুঞ্জমুর্তি তুমি, তোমার ঐশ্বর্যের (স্থূলমূর্তির) নির্ণয়  
 করিতে ব্রহ্মা অত্যন্ত যত্নে উর্দ্ধদিকে এবং বিষ্ণু নিম্ন দিকে গমন  
 করিয়াও অবধারণ করিতে পারেন নাই, তাহার পর অত্যন্ত ব্রহ্মা  
 ও ভক্তির সহিত সনির্বন্ধ স্তব করাতে তোমার ঐশ্বর্য স্বয়ং  
 প্রকাশ পাইয়াছিলেন, অতএব তোমার সেবায় কি ফল না লাভ  
 হয় ? ১০

হে ত্রিপুরহর ! রাবণ যে অনায়াসে নিকটক (শংকতারূপ-  
 বিপত্তিহীন) ত্রিভুবন লাভ করিয়া রণকণ্ডু বশ বাহ সকল ধারণ  
 করিয়াছিল \* তাহা নিজ মস্তকরূপ পদ্য সমূহ তোমার পাদপদ্মে  
 ভক্তিসহ বলি দিবার প্রভাব ফলেই হইয়াছিল ॥১১

হে ভগবন্ ! তোমার সেবায় লঙ্কবল বাহ সকল প্রাপ্ত হইয়া

\* রাবণের পরাক্রম দর্শনে কেহ তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইত না  
 একারণ তাহার রণকণ্ডুর নিবৃত্তি হয় নাই ।



বদ্বিঃ স্বভাৱং বরন পরমার্জিত-রপি সত্যী  
 মধুশ্চক্রে বাণঃ পৰিজন-বিধেয়-জিহুবনঃ ।  
 ন ভজিহ্বং ভবিন্ বরিসিতরি অচরণয়ো  
 ন কন্তা উন্নতৌ ভবতি শিরসস্তদ্বাবনতিঃ ॥১৩  
 অকাণ্ডব্রহ্মাণ্ড-ক্ষয়চকিত-দেবাস্থ-কৃপা  
 বিধেয়ভাসীদ্ব বজ্রিনয়ন বিধং সংক্ৰতনতঃ ।  
 স কন্ধ্যাঃ কণ্ঠে ভব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহো  
 বিকারোহপি শ্লাঘ্যো ভুবন-ভয়-ভঙ্ক-ব্যসনিনঃ ॥১৪

( বাহুবল লভিয়া, রাবণ ) তোমারই আবাস কৈলাসে বলপূৰ্ব্বক  
 বিক্রম প্রকাশ করায় \* তোমার অলসভাবে পদাঙ্ক কল্পন-  
 কলে কৈলাশ পাতালমধ্যে কিঞ্চিৎ প্রবিষ্ট হইলে রাবণের পাতালেও  
 অলভ্য থাকি লাভ হইয়াছিল । খল সমৃদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই মোহ  
 প্রাপ্ত হয় ( হিতাহিত বিবেক শূন্য হয় ) ॥১২

বাণ ( বলিশূত ) যে জিহুবন ভৃত্যাধীন করিয়া ইন্দ্রের অতি  
 মহতী সমৃদ্ধিকেও ( ঐশ্বর্য ) অবজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা তোমার  
 দেবক বলিয়া তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় হয় নাই । কারণ  
 তোমার চরণে যন্তক অবনত হইলে তাহার কি উন্নতি না হইয়া  
 থাকে ? ১৩

হে জিনয়ন ! অসময়ে ব্রহ্মাণ্ডসভয়ে † ভীত দেবাস্থ

\* কৈলাস উৎপাটন করিয়া লঙ্কার আনিতে শ্রমাস পাইয়াছিল ।

† সমুদ্রমধ্যে পৃথিবী কল্পিত হইয়াছিল ।

অসিদ্ধার্থা নৈব কচিদপি স দেবান্নরনরে  
 নিবর্তন্তে নিত্যং অগতি জয়িনো বস্ত বিশিখাঃ ।  
 স পশুগ্রীণ আমিতরশূর-সাধারণ-মতুঃ  
 স্মরঃ স্তম্ভব্যান্মা নহি বশিষু পথাঃ পরিভবঃ ॥১৫  
 মহী-পাদাঘাতাদ্-ব্রজতি সহসা সংশয়পদং  
 পদং বিহ্মাশ্রাম্যদ্ভুজ-পরিঘ-রুগ্ণ-গ্রহগগনং ।  
 মুহূৰ্দোদৌহুয়ং বাত্যনিভৃত-জটা-তাড়িততটী  
 অগদ্রক্ষাট্যৈ ত্বং নটসি নহু বাট্মৈব বিকৃত্য ॥১৬

গণের উপর কৃপাপরবশ হইয়া তুমি যে বিষপান করিয়াছ, তাহাতে  
 তোমার কণ্ঠের কালিমাতে কি অপূৰ্ণ শোভা হয় নাই ? হায় !  
 বিশ্বের ভয়ভঞ্জে রত (পরমেশ্বরের) বিকারও প্রশংসনীয় হইয়া  
 থাকে ॥১৪

দেবান্নর-নর-পরিব্যাপ্ত জগতে যে কামদেবের নিত্য-জয়ী বাণ-  
 সকল কখনও ব্যর্থ হইয়া প্রত্যাৰুত হয় না, সেই কামদেব  
 তোমাকে সাধারণ দেবতাবোধে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ পক্ষম  
 প্রাপ্ত হইয়াছিল । জিতেদ্রিয় অর্থাৎ মহামত্তব ব্যক্তির অবমাননা  
 কখনও হিতকর হয় না ॥১৫

তুমি জগৎ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ত্রিপুরাসুর প্রভৃতি বধ করত  
 ক্রীড়াব নৃত্য কর, পৃথিবী কিন্তু তোমার পাদাঘাতে থাকে কি  
 যাম এইরূপ সংশয়ান্বিত হইয়া উঠে, তোমার সূর্য্যমান সুনন্দনরূপ  
 হস্তে চন্দ্রতারকারি গ্রহবৃক অন্তরীক নীড়িত হইয়া নন্দনরূপ

বিয়ম্ব্যাপী তারাগগ-গুণিত-ফেনোদগমকুচিঃ

প্রবাহো বারাং যঃ পৃথত-লঘুদৃষ্টঃ শিরসি তে ।

জগদ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃতমি

ত্যনেনৈবোদ্রেকং ধৃতমহিম দিব্যং তব বপুঃ ॥১৭

রথঃ কৌণী যন্তা শতধ্বতিরগেন্দ্রো ধনুরথো

রথাক্ষে চন্দ্রাকৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি ।

দিধক্ষান্তে কোহয়ং ত্রিপুরতৃণ-মাড়ম্বরবিধি

বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতদ্ব্যঃ প্রভুধিয়ঃ ॥১৮

( থাকে কি যায় এইরূপ ) হয় এবং তোমার অসংবৃত ( মুক্ত )  
জটাজুটে স্বর্গপ্রাস্ত পুনঃ পুনঃ তাড়িত হওয়ায়, স্বর্গ দৃষ্টতা লাভ  
করে ( সংশয়ান্বিত হয় ) এইরূপে তোমার প্রভুতা অমুকুল আচরিত  
হইলেও প্রতিকূল হইয়া উঠে ( অর্থাৎ তোমার বিভূতা হুজ্জের্য ) ॥১৬

তারা সমূহে বাহার ফেনোদগমশোভা সম্যক বর্ধিত হয়, সেই  
আকাশব্যাপী গঙ্গাজলপ্রবাহ তোমার মস্তকে বিন্দু অপেক্ষাও  
কুদ্রতর দৃষ্ট হয় । সেই জলই জগতকে সমুদ্রবেষ্টিত করিয়া স্বীপা-  
কার করিয়াছে, অতএব ইহাতেই তোমার দিব্য শরীরের মহত্ব  
অনুমানিত হয় ॥১৭

তুমি তৃণতুল্য ত্রিপুরাসুরকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলে  
তোমার এত আড়ম্বরের প্রয়োজন কেন ? কারণ তখন পৃথিবী  
তোমার রথ হইরাছিল, ব্রহ্মা সারথি হইরাছিলেন, অমরক ধনু  
হইরাছিল, চক্রদ্বারা চক্র হইরাছিল এবং চক্রধর বিষ্ণু শর হইরা-  
ছিলেন । পরমেশ্বরের মতি স্বাধীন ( নিজের অধীন ) পদার্থ  
কইয়া ক্রীড়া করিলে কখনও পরাধীন হয় না ॥১৮

হরিস্তে সাহস্রং কমলবলিমাধায় পদয়ো  
 ষদেকোনে তস্মিন্-নিজমুদহরশ্লেত্রকমলম্ ।  
 গতৌ ভক্ত্যুদ্রেকঃ পরিণতিমসৌ চক্রবপুষা  
 ত্রয়াণাং রক্ষায়ৈ ত্রিপুরহর জাগর্তি জগতাম্ ॥১৯  
 ক্রতৌ স্তপ্তে জাগ্রৎ ত্রয়সি ফলযোগে ক্রতুমতাং  
 • ক কৰ্ম্ম ধ্বংসস্তং ফলতি পুরুষারাদনমুতে  
 অতস্তাং সংপ্ৰেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদান-প্রতিভুবং  
 ক্রতৌ শ্রদ্ধাং বদ্ধা কৃতপরিবরঃ কৰ্ম্মজ জনঃ ॥২০

হে ত্রিপুরহর ! বিষ্ণু তোমার পদে সহস্রসংখ্যক কমলের  
 উপহার দিতে যাইয়া একটা পদ্ম নূন হইলে নিজের কমলনেত্র  
 যে উৎপাটন করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছিলেন সেই ভক্তির প্রকর্ষ  
 চক্ররূপে পরিণত হইয়া ত্রিভুবনের রক্ষার নিমিত্ত কল্পিত  
 হইয়াছে ॥১৯

সমাপনান্তে যজ্ঞ ধ্বংস (শেষ) হইলে যজ্ঞকারিগণের ফলদান-  
 বিষয়ে তুমি জাগ্রৎ থাক । কৰ্ম্ম নষ্ট হইলে ঈশ্বরারাদনা ব্যতিরেকে  
 কিরূপে তাহা ফলদায়ক হয় ? অতএব যজ্ঞাদি কৰ্ম্মে তোমাকে  
 ফলদানের প্রতিভূ (জামিন) জানিয়া লোকে বেদবাক্যে শ্রদ্ধাষিত  
 হইয়া বেদোক্ত কৰ্ম্মে দৃঢ়চেষ্টে হয় ।

তাৎপর্য—যজ্ঞ সম্পাদন মাত্রই ফলদান করে না, সমাপনান্তে  
 যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, তখন নষ্ট কৰ্ম্ম (যজ্ঞ) আর ফলদান করিতে  
 পারেনা, কিন্তু ফলদাতা তুমি সর্বসময়ে বর্তমান থাকায়

## ছোজরসমালা।

ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতি-দধীশস্তত্বভূতা  
 স্মরণামাধ্বিজ্যং শরণদং সমস্তাঃ স্মরণাঃ  
 ক্রতুভ্রংশস্ততঃ ক্রতুফলবিধান-ব্যসনিনে  
 এবং কৰ্ত্তুঃ প্রজ্ঞাবিধুর-মভিচারায় হি মখাঃ ॥২১  
 প্রজ্ঞানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাঃ হুহিতরং  
 গতং রোহিতুতাং রিরমিরিসু মৃব্যস্ত বপুশা ।  
 ধনুশ্পাণেঘাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং  
 ত্রসস্তং তেহজ্ঞাপি ত্যজতি ন যুগব্যাদরভসঃ ॥২২

লোকে যজ্ঞেশ্বর তোমাকে ,নষ্ট কর্ণের প্রতিভূস্বরূপ জানিয়া  
 তোমার আরাধনা করিয়া যজ্ঞ ফল লাভ করে কারণ তুমিই  
 যজ্ঞফলদাতা। চৈতন্যময় পুরুষ। কৰ্ম্ম অহুসারে ফললাভ হইলেও  
 সে ফলের বিধায়ক অর্থাৎ দাতা তুমি এ নিমিত্ত তোমার আরা-  
 ধনার প্রয়োজন। যজ্ঞ যে তোমা ব্যতীত স্মৃকল দিতে সমর্থ নহে  
 পর স্নোকে তাহাই বিশদভাবে কথিত হইয়াছে ॥২০

হে শরণদায়ক ! যজ্ঞ ক্রিয়া নিপুণ প্রজ্ঞাপতি দক্ষ যজ্ঞকর্ত্তা  
 স্মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ পুরোহিত (উক্ত যজ্ঞে ঋষিগণের পৌরহিত্য  
 ছিল) দেবগণ সদস্ত, এইরূপ যজ্ঞতেও যজ্ঞফলদানকর্ত্তা তোমা  
 হইতে যজ্ঞ নাশ হইয়াছিল। ( কারণ ) যজ্ঞ প্রজ্ঞাশূন্য হইলে  
 তাহা যজ্ঞকর্ত্তার নাশের নিমিত্ত হইয়া থাকে ॥২১

হে নাথ ! অজ্ঞা কামবশে নিজ কন্যাতে বলপূর্ব্বক উপগত  
 হইতে ইচ্ছুক হইলে সে ( ভয়ে ) যুগীকূপ ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু  
 অজ্ঞা যুগরূপ ধরিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলে তুমি ধনুশ্পাণি

স্বলাবণ্যাশংসা যুতধনুসমুদায় তৃণবৎ  
 পুংঃ শ্লষ্টং দৃষ্ট। পুংমথন পুংসামুধমপি ।  
 যদি শ্লষ্টং দেবী সমনিরন্ত দেহার্দ্ধঘটনা-  
 দবৈতি স্বামিকা বত বরদ মুক্তা যুবতরঃ ॥ ২৩  
 অশানেষাজীড়া স্বরহর পিশাচাঃ সহচরা  
 .শ্চিত্তাভস্ম-লেপঃ স্রগপি নৃকরোটীপরিষ্করঃ ।  
 অমঙ্গল্যং নীলং তব ভবতু নার্মৈবমধিলং  
 তথাপি স্মৰ্তৃণাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি ॥ ২৪

হইয়া তাহাকে বাণবদ্ধ করিলে, তখন ব্রহ্মা ভয়ে আকাশে বাইয়া  
 মুগশিরা নক্ষত্র ধারণ করিয়াও অত্ৰপি তোমার বাণভয় হইতে  
 অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই ॥ ২২

হে ত্রিপুরহর, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ! দেবী পার্শ্বতী নিজ সৌন্দর্য্যে  
 তোমাকে বশীভূত করিবে এই আশা করিয়া পুন্দ্রধবা কামদেবকে  
 তৎক্ষণাৎ স্থায় সমক্ষে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়াও ( যদি তোমার )  
 অর্দ্ধনারীখর মুষ্টিতে তোমাকে স্ত্রোণ মনে করে, তাহা হইলে হে  
 বরদাতঃ ! হায় ! হুবতিরা বাস্তবিকই বড় নির্য্যাস ॥ ২৩

হে স্বরহর ( মদনাস্তক ) ! তোমার অশানে বিহার, পিশাচ  
 সহচর, চিত্তাভস্ম অহুলেপন, নরকপাল ( নরশিরোহস্থি ) মালা ;  
 এইরূপে তোমার চরিত অমঙ্গলজনক হইলেও হে বরদাতঃ ! তুমি  
 স্মরণকারিগণের পক্ষে পরম মঙ্গলময় হও ( অর্থাৎ তাহাদের পরম  
 মঙ্গল বিধান কর ॥ ২৪

মনঃ প্রত্যচ্ছিত্তে সবিধমবধান্নাত্মরক্তঃ

প্রজ্ঞাঘ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোৎসজ্জিত-দৃশঃ ।

যদালোক্যাঙ্কলাদং হৃদইব নিমজ্জ্যামৃতময়ে,

দধত্যন্তস্তত্ত্বং কিমপি যমিনস্তৎ কিল ভবান্ ॥২৫

অমরকৃত্বং সোমশ্রমসি পবনস্ত্বং হৃতবহ

স্তমাপস্ত্বং বোম অমুধরণিরাত্মা অমিতি চ ।

পরিচ্ছিন্নামেবং অয়ি পবিণতা বিভ্রতু গিরং

ন বিদ্বন্তৎ তত্ত্বং বয়মিহ তু যৎত্বং ন ভবসি ॥২৬

ত্রয়ীং তিস্রো ব্রহ্মীজ্জিভুবনমথো ত্রীনপি স্রা

নকারাদৈর্বাঈর্গৈজ্জিভিরভিদধন্তীর্গৈবিকৃতি ।

তুরীয়স্তে ধাম ধ্বনিভি-রবরুন্ধানমগুভিঃ

সমস্তং বাস্তবং ত্রাং শবদ গুণাতোয়ামিতি পদম ॥২৭

সংঘমৌ যোগীগণ পূরকাদি বহুপ্রকাৰে প্রাণায়াম করিয়া  
অন্তর্মুখ ( বহিমুখ প্রতিনিবৃত্ত ) মনকে চিত্তে নিরোধ পূর্বক  
পুলকিতাক ও আনন্দাশ্রপূর্ণ নেত্র হইয়া হৃদয়ে যে অনির্বচনীয়  
পদার্থ দর্শন করত অমৃতময় হৃদে নিমজ্জিতের ন্যায় আনন্দলাভ  
করেন সে পদার্থ তুমি ॥২৫

তুমি সূৰ্য্য, তুমি চন্দ্র, তুমি বায়ু, তুমি অগ্নি, তুমি জল, তুমি  
আকাশ, তুমি ক্ষিত্তি, তুমি আত্মা, অর্থাৎ বজমান ( অষ্টমূর্ত্তি ) ;  
পরিপক্বুক্তি ব্যক্তির অসীম তুমি, তোমার বিষয়ে এইরূপ সীমা-  
বোধক বাক্য বলিয়া থাকেন, কিন্তু জগতে তুমি যাহা নহ সে যে  
কি বস্তু তাহা আমরা জানি না ( পরিপক্বুক্তি ব্যক্তির—  
বিক্রোপোক্তি—অপরিপক্বুক্তি ব্যক্তি ইহা ভাবার্থ ) ॥২৬

হে শরণদ ( আর্তিভরণহারক ) ওম্ এই পদটীকা ( অষ্টম ) তিন

ভবঃ সর্বৌরুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহস্রহাং  
 স্তথা ভীমেশানারিতি যদভিধানাষ্টকমিদং ।  
 অমুগ্মিন্ প্রত্যেকং প্রবিচরতি দেব ঋতিরপি  
 প্রিয়ায়ান্মৈ ধ্যয়ে প্রবিহিত-নমস্তোহস্মি ভবতে ॥২৮  
 নমোনেদিষ্ঠায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো  
 • নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমঃ ।

নমোবর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়ন যবিষ্ঠায় চ নমো

নমঃ সর্বৈশ্চ তে তদিদমিতি সর্কায় চ নমঃ ॥২৯

অক্ষরে ( ঋক, যজু, সাম ) বেদত্ৰয় ( জাগত স্বপ্ন সুষুপ্তি ) তিন  
 অবস্থা ( ভূভুবঃস্বঃ ) তিন ভুবন ( ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ) তিন  
 দেবতা প্রতিপাদন কারয়া ব্যাষ্টি সমষ্টিরূপে ( পৃথক্ প্রপঞ্চস্বরূপে  
 এবং সর্কাস্বরূপে ) তোমার স্তব করে এবং উহা স্মৃদ্ধবনি ও  
 উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিং তিনস্বরে কিঞ্চিৎ উচ্চারণ করত তোমার  
 সর্কবিকার বর্জিত, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির অতীত চতুর্থ অবস্থা—  
 অথও চৈতন্য স্বরূপেরও স্তব করে ॥২৭

হে দেব তোমার ভব, সর্ক, রুদ্র, পশুপতি উগ্র মহাদেব,  
 ভীম, ও ঈশান এই যে আটটি নাম ইহাদের এক একটীতেই বেদ  
 ( পুরাণাদিশাস্ত্র ) তোমাকে বুঝাইবার নিমিত্ত বর্তমান আছে ।  
 আমি তোমার প্রীতিরনিমিত্ত সেই অথও চৈতন্যস্বরূপ তোমাকে  
 বাঙ্ মনোদেহে প্রণিপাত করি ॥২৮

হে নির্জনারণ্যপ্রিয় ! তুমি অতি নিকটে ( ভক্তের হৃদয়ে )  
 বর্তমান আছ তোমাকে নমস্কার, এবং তুমি অতিদূরে ( অন্ততের



বহুলরূপে বিধৌৎপত্তৌ ভবার নমোনমঃ  
 প্রবলতমসে ভৎপংহারে হরার নমো নমঃ ।  
 জনহৃৎকৃতে লক্ষোদ্রিক্তৌ শ্রুড়ার নমো নমঃ  
 প্রমহসিপদে নিঐশ্বৰ্য্যে শিবার নমো নমঃ ॥৩০  
 কৃশপরিণতি চেতঃ ক্লেশবজ্রং ক চেদং  
 ক চ তব গুণ-সৌমোল্লজ্বিনী শব্দদৃষ্টিঃ ।  
 ইতি চকিত-মমন্দীকৃত্য মাং ভক্তিরাদ্যাদ্  
 বরদ চরণয়োস্তে বাক্যপুষ্পোপহারম্ ॥৩১

বহুদূরে) বর্তমান আছ তোমাকে নমস্কার। হে স্মরহর ! তুমি  
 ক্ষুদ্রতম ( নিরাকাররূপে অতিসূক্ষ্ম ) তোমাকে নমস্কার। তুমি  
 মহত্তম ( সৰ্ব্বাত্মকরূপে বিশ্বরূপ ) তোমাকে নমস্কার। হে ত্রিনয়ন !  
 তুমি ব্রহ্মতম ( পুরাতন সকলের আদি ) তোমাকে নমস্কার এবং তুমি  
 যুবতম ( প্রলয়ের পরেও বর্তমান থাকিবে ) তোমাকে নমস্কার।  
 এবং তুমি প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ সৰ্ব্ববস্তুর অধিষ্ঠান সৰ্ব্বস্বরূপ তোমাকে  
 নমস্কার ॥২২

তুমি বিশ্বের উৎপত্তির জন্য রজোগুণবহুল ব্রহ্মমূর্তি ধারণ  
 কর তোমাকে নমস্কার, তুমি বিশ্ব সংহারের, নিমিত্ত তমোগুণ-  
 প্রবল হরমূর্তি ধারণ কর তোমাকে নমস্কার, তুমি লোক  
 জ্বলের ( পালনের নিমিত্ত ) সত্ত্বগুণাধিক বিষ্ণুমূর্তি ধারণ কর  
 তোমাকে নমস্কার, এবং তুমি ( অমৃতের নিমিত্ত ) ত্রিগুণের  
 অতীত মায়াবর্জিত জ্যোতির্ময় শিবমূর্তি ধারণ কর তোমাকে  
 নমস্কার ॥৩০

স্বামীর ভাগ্যবানদের বন্দীভূত অজ্ঞবিবরক জ্ঞান কোথায় আর

অসিতগিরিসমং স্ত্রীং কঙ্কলং সিদ্ধপাত্রং  
 সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমূৰ্বী  
 লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সৰ্বকালং  
 তদপি তব গুণানামীশ পারং ন য়তি ॥৩২  
 কুমুদশননামা সৰ্বগন্ধৰ্বরাজঃ  
 শিশুশশধর-মৌলৈর্দেবদেবন্ত দাসঃ ।  
 স গুরুনিজমহিমো ভ্রষ্ট এবান্ত রোবাৎ-  
 স্তবনমিদমকারীদ্-দিব্যাদিবাং মহিম্নঃ ॥৩৩

তোমার অপার গুণবিশিষ্ট নিত্য মহিমাই বা কোথায় ? আমি  
 এইহেতু ভীত, কিন্তু হে বরদ ! ভক্তি আমাকে বলপূৰ্ব্বক  
 তোমার চরণে স্তব বাক্যের পুষ্পোপহার অর্পণ করিতে প্রবৃত্ত  
 করিয়াছে ॥৩১

হে ঈশ্বর ! নীলগিরিসম যদি মসী ( কালি ) হয়, সমুদ্র যদি  
 মস্তাধার হয়, কল্লতরুশাখা যদি লেখনী ( কলম ) হয়, পৃথিবী যদি  
 পত্র হয় এবং সরস্বতী চিরকাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন  
 তাহা হইলেও হে ঈশ্বর ! তোমার গুণ লিখিয়া শেষ করিতে  
 পারেন না ॥৩২

চন্দ্রশেখর মহাদেবের দাস পুষ্পদন্তনামে গন্ধৰ্বরাজ মহাদেবের  
 ক্রোধে নিজের মহামহিমাচ্যুত হইয়া তাঁহার মহিমায় এই অল্পস্বল্প  
 ( সর্বোৎকৃষ্ট ) স্তব করিল ॥৩৩

ସ୍ତବବର-ସନ୍ତିପୁଜାଂ ସ୍ବର୍ଗମୌଳିକାଂ ହେତୁଂ '  
 ପଠତି ଯଦି ମହୁଷ୍ୟଃ ପ୍ରାଞ୍ଜଳିନୀଞ୍ଚିତେତାଃ ।  
 ବ୍ରଜତି ଶିବସମୀପଂ କିମ୍ଭବେଃ ସ୍ତୁୟମାନଃ  
 ଅବନମିତ ମୟୋଘଂ ପୁଷ୍ପଦନ୍ତପ୍ରଣୀତମ୍ ॥୩୫  
 ଶ୍ରୀପୁଷ୍ପଦନ୍ତମୁଖପଦ୍ମଜ-ନିର୍ଗତେନ  
 ସ୍ତୋତ୍ରେଣ କିମ୍ଭବହରେଣ ହରପ୍ରିୟେଣ  
 କର୍ଣ୍ଣସ୍ଥିତେନ ପଠିତେନ ଗୃହସ୍ଥିତେନ  
 ସ୍ବଶ୍ରୀର୍ଗତୋ ଭବତି ଭୂତପତିର୍ମହେଶଃ ॥୩୬

ଇତି ଶ୍ରୀପୁଷ୍ପଦନ୍ତବିବଚିତୋ ମହିମ୍ନଃ ସ୍ତବଂ ସମାପ୍ତ ॥

ତବ ତତ୍ତ୍ଵଂ ନ ଜାନାମି କୌଦୃଶୋଽସି ମହେଶ୍ଵର ।  
 ଯାଦୃଶୋଽସି ମହାଦେବ ତାଦୃଶାୟ ନମୋ ନମଃ ॥

ସେ ମହୁଷ୍ୟ ଦେବଗଣ-ପୂଜିତ ସ୍ବର୍ଗ ଓ ଯୁକ୍ତିର ହେତୁ ପୁଷ୍ପ-ଦନ୍ତ ପ୍ରଣୀତ  
 ଏହି ଅବାର୍ଥ ସ୍ତବଗୁଣି ଯୁକ୍ତକବେ ଅନନାଚିତ୍ତେ ପାଠ କରେ, ସେ କିମ୍ଭବଗଣ  
 କର୍ତ୍ତୃକ ସ୍ତବ ହିଁୟା ଶିବସମୀପେ ଗମନ କରେ ॥୩୫

ଶ୍ରୀପୁଷ୍ପଦନ୍ତେର ମୁଖପଦ୍ମ ହିଁତେ ନିର୍ଗତ ପାପହର ଶିବପ୍ରିୟ ଏହି  
 ସ୍ତବ ସମାହିତ ହିଁୟା ପାଠ କବିଳେ ବା କର୍ଣ୍ଣସ୍ଥ କରିଲେ ଭୂତପତି  
 ମହେଶ୍ଵର ତାହାର ଉପବ ଅତିଶୟ ପ୍ରିତ ହନ ॥୩୬

ହେ ମହେଶ୍ଵର ! ତୁମି କିରୂପ ଆମି ତୋମାର ତତ୍ତ୍ଵ ଜାନି ନା, ହେ  
 ମହାଦେବ ! ତୁମି ଘେରୂପ ହଓ ଆମି ସେହିରୂପ ତୋମାକେ ନମସ୍କାର  
 କରି ॥୩୬

ଇତି ଶିବ ମହିମ୍ନ ସ୍ତବ ସମାପ୍ତ ।

## শ্রীবিষ্ণোর্নামাষ্টকস্তোত্রম্ ।

অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দনম্ ।

হংসং নারায়ণকৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম্ ॥ ১

ত্রিসংখ্যং যঃ পঠেম্নিত্যং পাপং তস্মৈ ন বিদ্যতে ।

শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি হৃঃস্বপ্নঃ স্নঃস্বপ্নো ভবেৎ ॥ ২

গঙ্গায়াম্ মরণকৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে ।

ব্রহ্মবিজ্ঞা-প্রবোধশ্চ তস্মৈ ন্নিত্যং পঠেন্নরঃ ॥ ৩

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণে শ্রীবিষ্ণোর্নামাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

## শ্রীবিষ্ণোঃ ষোড়শনামস্তোত্রম্ ।

ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোগনে চ জনার্দনম্ ।

শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্ ॥ ১

## বিষ্ণুরনামাষ্টক স্তোত্র ।

অচ্যুত, কেশব, বিষ্ণু, হরি, সত্য জনার্দন, হংস, নারায়ণ এই আটটি মঙ্গলজনক নাম যে নিত্য ত্রি-সংখ্যা পাঠ করে, তাহার পাপ থাকে না, তাহার শত্রুদল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং সে হৃঃস্বপ্ন দর্শন করিলেও তাহা স্নঃস্বপ্ন হইয়া থাকে । ২ তাহার গঙ্গায় মৃত্যু হয় । কেশবে দৃঢ় ভক্তি হয় এবং শাস্ত্রবিজ্ঞা ও ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ হইয়া থাকে । অতএব মনুষ্যের ইচ্ছা নিত্য পঠনীয় । ৩

## শ্রীবিষ্ণুর ষোড়শনাম স্তোত্র ।

ঔষধ সেবনে বিষ্ণু, ভোগনে জনার্দন, শয়নকালে পদ্মনাভ (বাহ্য নভি হইতে পদ্ম উদ্ভিত হইয়াছে, অর্থাৎ হরি) এবং

ଷୁକ୍ଳେ ଚକ୍ରଧରଃ ଦେବଃ ପ୍ରବାସେ ଚ ତ୍ରିବିକ୍ରମମ୍ ।  
 ନାରାୟଣଃ ତତ୍ତତ୍ୟାଗେ ଶ୍ରୀଧରଃ ପ୍ରିୟସଂଜ୍ଞମେ ॥ ୨  
 ଦୁଃସ୍ବପ୍ନେ ଅର ଗୋବିନ୍ଦଃ ସଂକଟେ ମଧୁସୂଦନମ୍ ।  
 କାନନେ ନରସିଂହଃ ପାବକେ ଜ୍ଵଳଶାୟିନମ୍ ॥ ୩  
 ଜ୍ଵଳମଧ୍ୟେ ବରାହଃ ପର୍ବତେ ରଘୁନନ୍ଦନମ୍ ।  
 ଗମନେ ବାମନଃ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ମାଧବମ୍ ॥ ୪  
 ଷୋଡ଼ଶୈତାନି ନାମାନି ପ୍ରାତରୁଥାୟ ଯଃ ପଠେତ୍ ॥  
 ସର୍ବପାପବିନିମୁକ୍ତୋ ବିଷ୍ଣୁଲୋକେ ମହୀରତେ ॥ ୫

ଇତି ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୋଃ ଷୋଡ଼ଶନାମସ୍ତୋତ୍ରଃ ସମାପ୍ତମ୍ ॥

ବିବାହକାଳେ ପ୍ରଜାପତି ଚିନ୍ତା କରିବେ ॥ ୧ ଷୁକ୍ଳେର ସମୟ ଚକ୍ରଧର ଦେବ,  
 ପ୍ରବାସେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ତତ୍ତତ୍ୟାଗ କାଳେ ନାରାୟଣ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ମିଳନ  
 ସମୟେ ଶ୍ରୀଧର ଚିନ୍ତା କରିବେ ॥ ୨ ଦୁଃସ୍ବପ୍ନ ଦର୍ଶନ ହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦେର  
 ଅରଣ କରିବେ ସଂକଟେର ସମୟ ମଧୁସୂଦନ ଅରଣ କରିବେ, ବନେ ନରସିଂହ  
 ଏବଂ ଆଗ୍ରଭୟେ ଜ୍ଵଳଶାୟୀ (ବିଷ୍ଣୁ) ଅରଣ କରିବେ ॥ ୩ ଜ୍ଵଳମଧ୍ୟେ  
 ବରାହ, ପର୍ବତେ ରଘୁନନ୍ଦନ (ରାମଚନ୍ଦ୍ର) ଗମନକାଳେ ବାମନ ଏବଂ ସର୍ବ  
 କାର୍ଯ୍ୟେ ମାଧବେର ଅରଣ କରିବେ ॥ ୪

ଷେ ପ୍ରାତଃକାଳେ ଉଠିଆ ଏହି ଷୋଡ଼ଶ ନାମ ପାଠ କରେ, ସେ ସର୍ବ  
 ପାପ ମୁକ୍ତ ହିଆ ବିଷ୍ଣୁଲୋକେ ପୂଜିତ ହୟ ॥ ୫

## শ্রীবিষ্ণোন্ন্যাসবিংশতি-নাম-স্তোত্রম্ :

অৰ্জুন উবাচ ।

কিং হু নামসহস্রাণি জপ্যন্তে চ পুনঃ পুনঃ ।

যানি নামানি দিব্যানি তানি চাচক্ষু কেশব ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ ।

মংস্ত্রং কুর্শ্বং বরাহঞ্চ বামনঞ্চ জনার্দনম্ ।

গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং মাধবং মধুসূদনম্ ॥ ২

পদ্মনাভং সহস্রাক্ষমুপেন্দ্রং বনমালিনম্ ।

গোবর্দ্ধনং হৃষীকেশং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩

বিশ্বরূপং বাসুদেবং রামং নারায়ণং হরিম্ ।

দামোদরং শ্রীধরঞ্চ বেদাক্ষং গরুড়ধ্বজম্ ।

অনন্তং কৃষ্ণগোপালং জপতো নাস্তি পাতকম্ ॥ ৪

## শ্রীবিষ্ণুর অষ্টাবিংশতি নাম স্তোত্র ।

অৰ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন হে কেশব ! ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ যে নামাবলী জপ করিয়া থাকেন এবং যে নামনিচয় অত্যন্ত মনোহর আপনি তাহা আমাকে বর্ণন করুন ॥১

শ্রীভগবান্ বলিলেন । মংস্ত্র, কুর্শ্ব, বরাহ, বামন, জনার্দন, গোবিন্দ, পুণ্ডরীকাক্ষ, মাধব, মধুসূদন ॥২ পদ্মনাভ, সহস্রাক্ষ, উপেন্দ্র, বনমালী, গোবর্দ্ধন, হৃষীকেশ, বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম ॥৩ বিশ্বরূপ, বাসুদেব, রাম, নারায়ণ, হরি, দামোদর, শ্রীধর, বেদাক্ষ,

ধেহুকোটীপ্রদানস্ত হয়মেধশতঃ চ ।

কন্যাদানসহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৫

অমায়াং বা পৌর্ণমাস্ত্র্যামেকাদশাং তথৈব চ ।

সঙ্ক্যাকালে স্মরন্নিত্যং প্রাতঃকালে তথৈব চ ॥ ৬

মধ্যাহ্নে চ জপন্নিত্যং সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৭

ইতি শ্রীকৃষ্ণাঙ্কনসংবাদে বিষ্ণোরষ্টাবিংশতিনামস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

### বিষেধঃ শতনামস্তোত্রম্ ।

নারদ উবাচ ।

ও বাসুদেবং হৃষীকেশং বামনং জলশায়িনম্ ।

জনार्দনং হরিং কৃষ্ণং শ্রীপতিং গরুড়ধ্বজম্ ॥ ১

বারাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং নরকাস্তকম্ ।

অব্যক্তং শাস্বতং বিষ্ণুমনন্তমজমব্যয়ম্ ॥ ২

গরুড়ধ্বজ ১৪ অনন্ত কৃষ্ণ গোপাল এই কয় ( ২৮ ) নাম জপ করিলে পাপ থাকিতে পায় না, মানব কোটী গোদান, শত অশ্বমেধ ১৫ এবং সহস্র কন্যা দানের ফললাভ করে ।

মানব সতত ( এই নাম ) অমাবস্তা, পূর্ণিমা, একাদশী ১৬ এবং সঙ্ক্যাকালে ও প্রাতঃকালে স্মরণ করিলে এবং মধ্যাহ্নে জপ করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় ১৭

### শ্রীবিষ্ণুর শতনাম স্তোত্র ।

নারদ বলিলেন । বাসুদেব, হৃষীকেশ, বামন, জলশায়ী, জনার্দন, হরি, কৃষ্ণ, শ্রীপতি, গরুড়ধ্বজ, ১২ বারাহ, পুণ্ডরীকাক্ষ, ( যেহেতু পদ্মের ভ্রায় নেত্র ) নৃসিংহ, নরকাস্তক, অব্যক্ত শাস্বত

নারায়ণং গদাধক্ষং গোবিন্দং কীর্তিভাজনম্ ।  
 গোবর্দ্ধনোদ্ধরং দেবং ভূধরং ভুবনেশ্বরম্ ॥ ৩  
 বেত্তাবং যজ্ঞপুরুষং যজ্ঞেশং যজ্ঞবাহকম্ ।  
 চক্রপাণিং গদাপাণিং শঙ্খপাণিং নরোত্তমম্ ॥ ৪  
 বৈকুণ্ঠং দুষ্টদমনং ভূগৰ্ভং পীতবাসসম্ ।  
 ত্রিবিক্রমং ত্রিকালজ্ঞং ত্রিমূর্তিং নন্দনন্দনম্ ॥ ৫  
 বামং রামং হৃদগ্রীবং ভীমং রৌদ্রং ভবোদ্ভবম্ ।  
 শ্রীনাথং শ্রীধরং শ্রীশং মঙ্গলং মঙ্গলায়ুধম্ ॥ ৬  
 দামোদরং দমোপেতং কেশবং কেশিসুদনম্ ।  
 বরেণ্যং বরদং বিষ্ণুং মানদং বসুদেবজম্ ॥ ৭  
 হিরণ্যরেতসং দীপ্তং পুরাণং পুরুষোত্তমম্ ।  
 সকলং নিষ্কলং শুদ্ধং নিগুণং গুণশাস্তম্ ॥ ৮

( নিত্য ) বিষ্ণু অনন্ত অজ ( জন্মরহিত ) অব্যয় । ২। নারায়ণ  
 গদাধক্ষ, গোবিন্দ, কীর্তিভাজন, গোবর্দ্ধনধর দেব ভূধর ভুবনেশ্বর । ৩।  
 বেত্তা ( যিনি সকল জানেন ) যজ্ঞপুরুষ, যজ্ঞেশ, যজ্ঞবাহক,  
 চক্রপাণি, গদাপাণি, শঙ্খপাণি, নরোত্তম । ৪। বৈকুণ্ঠ দুষ্টদমন, ভূগৰ্ভ,  
 পীতবাসা ত্রিবিক্রম ( স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালে যাঁহার তিন পদ আছে )  
 ত্রিকালজ্ঞ ( বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ এই তিনকালজ্ঞ ) ত্রিমূর্তি  
 ( ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ) নন্দনন্দন । ৫। রাম, রাম ( বলরাম )  
 হৃদগ্রীব, ভীম, রৌদ্র, ভবোদ্ভব, শ্রীপতি, শ্রীধর শ্রীশ, মঙ্গল,  
 মঙ্গলায়ুধ । ৬। দামোদর, দমোপেত, কেশব, কেশিসুদন, বরেণ্য,  
 বরদ, বিষ্ণু মানদ বসুদেবজ । ৭। হিরণ্যরেতা দীপ্ত পুরাণ  
 পুরুষোত্তম সকল, ( কলা সহিত অবস্থিত ) নিষ্কল ( কলা-অংশহীন )



হিরণ্যতনুসংকাশং সূর্য্যায়ুতসমপ্রভম্ ।  
 মেঘশ্যামং চতুর্বাহুং কুশলং কমলেক্ষণম্ ॥ ৯  
 জ্যোতিরূপমরূপঞ্চ স্বরূপং রূপসংস্থিতম্ ।  
 সর্বজ্ঞং সর্বরূপস্থং সর্বেশং সর্বতোমুখম্ ১০  
 জ্ঞানং কূটস্থমচলং জ্ঞানদং পরমং প্রভুম্ ।  
 যোগীশং যোগনিষ্কাতং যোগিনং যোগরূপিণম্ ॥ ১১  
 ঈশ্বরং সর্বভূতেশং বন্দে ভূতময়ং বিভুম্ ।  
 ইতি নামশতং দিব্যং বৈষ্ণবং গলু পাপহম্ ॥ ১২  
 বাসেন কথিতং পুৰুষং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।  
 যঃ পঠেৎ প্রাতরুথায় স ভবেৎ বৈষ্ণবো নরঃ ।  
 সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুসায়ুজ্যামাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুৰাণে বিষ্ণুশতনামাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

শুদ্ধ, নিগুণ, গুণশাস্ত ৥৮ হিরণ্যতনুসংকাশ, সূর্য্যায়ুতসমপ্রভ, মেঘশ্যাম, চতুর্বাহু, কুশল, কমলেক্ষণ ॥৯ জ্যোতিরূপ, অরূপ স্বরূপ, রূপসংস্থিত, সর্বজ্ঞ, সর্বরূপস্থ, সর্বেশ, সর্বতোমুখ । ১০। জ্ঞান কূটস্থ অচল, জ্ঞানদ, পরমপ্রভ, যোগীশ যোগনিষ্কাত যোগী, যোগরূপী । ১১ সর্বভূতেশ ঈশ্বর, ভূতময়, প্রভুকে বন্দনা কবি, বিষ্ণুর এই দিব্য শতনাম নিশ্চিত পাপনাশক । ১২ । পূর্বকালে বাসদেবকথিত সর্বপাপপ্রণাশন ( এই শত নাম ) যে প্রাতঃকালে উঠিয়া পাঠ করে সে বৈষ্ণব হয় ( বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ) । ১৩ । মানব ( ইহা পাঠ করিলে ) সর্বপাপ হইতে বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া বিষ্ণুর সায়ুজ্য ( মুক্তি ) লাভ করে, সহস্র চান্দ্রায়ণ ( ব্রত ), শত কথাদান । ১৪ । সহস্র লক্ষ গো-দান ফল লাভ করিয়া মুক্তিভাগী হইয়া থাকে, এবং পবিত্র অদ্বিত অশ্বমেধ যজ্ঞফল লাভ করে ।

## শ্রীমদচ্যুতাক্টকম্ ।

অচ্যুতাত্যুত হরে পরমায়ুন্ রামকৃষ্ণপুরুষোত্তমবিষ্ণো ।

বাসুদেব ভগবন্নিকট শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥১

বিশ্বমঙ্গল বিভো জগদাশ নন্দনন্দন নৃসিংহ নরেন্দ্র ।

মুক্তিদায়ক মুকুন্দ মুবাবে শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ২

রামচন্দ্র রঘুনাথক দেব দীননাথ হরিতক্ষক্যকারিন্ ।

ষাদবেন্দ্র বহুভূষণ যজ্ঞ শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥৩

দেবকীতনয় দুঃখব্যাগ্নে বাধিকারমণ রম্যস্মৃর্ত্তে ।

দুঃখমোচন দয়ার্ণব নাথ শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥৪

## শ্রীমৎ অচ্যুতাক্টক ।

হে অবয়, হে অচ্যুত, হে হরে, হে পরমায়ুন্ হে রাম হে  
কৃষ্ণ হে পুরুষোত্তম বিষ্ণো হে বাসুদেব হে ভগবন্ হে অনিরুদ্ধ  
হে শ্রীপতে আমার অশেষ দুঃখ নাশ কর । ১ ।

হে বিশ্বমঙ্গল বিভো, জগদাশ, নন্দনন্দন, নৃসিংহ, নরেন্দ্র,  
মুক্তিদায়ক, মুকুন্দ, মুবাবে, শ্রীপতে আমার অশেষ দুঃখ নাশ  
কর । ২ ।

হে রামচন্দ্র, হে রঘুনাথক, হে দেব, হে দীননাথ, হে হরিতক্ষক্য-  
কারিন্, হে ষাদবেন্দ্র, হে বহুভূষণ, হে যজ্ঞ, ( যজ্ঞবরাহরূপ-ধারিন্ )  
শ্রীপতে আমার অশেষ দুঃখ নাশ কর । ৩ ।

হে দেবকীতনয়, হে দুঃখবনের দাহক অগ্নিস্বরূপ, হে রাবিক।  
রমণ, হে রম্য, হে স্মৃর্ত্তে, হে দুঃখমোচন, হে দয়ারণাগর, হে  
নাথ, হে শ্রীপতে আমার অশেষ দুঃখ নাশ কর । ৪ ।

গোপীকাবদনচন্দ্রচকোর নিত্য নিগুণ নিরঞ্জনজিষে ।

পূর্ণরূপ জয় শঙ্কর সর্ব্ব শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥৫

গোকুলেশ গিরিধারণ ধীর যমুনাচ্ছতটখেলনবার ।

নারদাদিমুনিবন্দিতপাদ শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥৬

দ্বারকাধিপ হস্তরগুণাক্ষে প্রাণনাথ পরিপূর্ণ ভবারে ।

জ্ঞানগম্য গুণসাগর ব্রহ্মন্ শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥৭

দুষ্টনির্দলন দেব দয়ালো পদ্মনাভ ধরণীধর ধর্ম্মিন্ ।

বাবণাস্তক রমেশ মুরারে শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥৮

হে গোপীগণের বদন-চন্দ্রের চকোর স্বরূপ, হে নিত্য নিগুণ নিরঞ্জন জয়িন্, হে পূর্ণরূপ, হে জয়শীল কল্যাণকর সর্ব্বস্বরূপ শ্রীপতে আমার অশেষ দুঃখ নাশ কর । ৫ ।

হে গোকুলেশ্বর, হে গিরিধারণে ধীর, হে যমুনা-নির্ম্মল-তট-খেলন বীর, নারদাদিমুনি তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করেন, হে শ্রীপতে আমার অশেষ দুঃখ নাশ কর । ৬ ।

হে দ্বারকার অধীশ্বর, হে হস্তর গুণসমুদ্র ( অপার মহিম ) হে প্রাণনাথ, হে পূর্ণস্বরূপ, হে প্রাণিগণের উৎপত্তি-নাশক, হে জ্ঞানের গম্য, গুণসাগর ব্রহ্মন্ শ্রীপতে আমার অশেষ দুঃখ নাশ কর । ৭ ।

হে দুষ্টের নির্দলনকারিন্, হে দেব, হে দয়ালো, হে পদ্মনাভ হে ধরণীধর, হে ধর্ম্মিন্, হে বাবণাস্তক, রমাপতে মুরারে শ্রীপতে আমার অশেষ দুঃখ নাশ কর । ৮ ।

अद्यात्ताष्टकमिदं रमणीयं निर्मितं भवभयं विनिहन्तम् :  
यः पठेद्विषयावृत्ति-निवृत्तिर्जन्म-दुःखमखिलं स जहाति ॥२॥

इति श्रीशङ्कराचार्य-विरचितं अद्यात्ताष्टकं-समाप्तम् ।

## श्रीहरिनामाष्टकम् ।

श्रीकेशवाद्यात मुकुन्द चक्रपाणे

गोविन्द माधव जनार्दन दानवारे ।

नारायणामरपते त्रिजगन्निवास

जिह्वे जपेति सततं मधुराक्षराणि ॥ १

श्रीदेवदेव मधुसूदन शार्ङ्गपाणे

दामोदरार्णव-निकेतन कैटभावे ।

विष्णुभवाभवण-भूषित भूमिपाल

जिह्वे जपेति सततं मधुराक्षराणि ॥ २

ये विषय-व्यापार हृते निवृत्त हृत्वा भवभय नाश करिष्यन्  
निमित्तं एह रमणीय अद्यात्ताष्टक पाठं करे से जन्मेर अखिल दुःख  
दूर करे । २ ।

इति श्रीमं शङ्कराचार्य विरचित अद्यात्ताष्टक स्तोत्र समाप्त ।

## हरिनामाष्टक ।

हे श्रीकेशव, अद्यात, मुकुन्द, चक्रपाणि, गोविन्द, माधव,  
जनार्दन, दानवारी, नारायण, देवपति, त्रिभुवन-निवास ! आमार  
रसना सर्वदा एह मधुराक्षरमय नामगुलि जप कर । १ ।

श्रीदेवदेव, मधुसूदन, शार्ङ्गधर, दामोदर, समुद्रावास कैटभावे

ଶ୍ରୀପଦ୍ମଲୋଚନ ଗଦାଧର ପଦ୍ମନାଭ -

ପଦ୍ମେଶ ପଦ୍ମପଦ ପାବନ ପଦ୍ମପାଣେ ।

ପୀତାମ୍ବବାସ୍ତବରୁଚେ ଋଚିରାବତାର

ଜିହ୍ଵେ ଜପେତି ସତତଂ ମଧୁରାକ୍ଷରାଣି ॥ ୩

ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୌସ୍ଠଭଦ୍ରାତିହରାଞ୍ଜପାଣେ ।

ବିଜ୍ଞ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ମହାଧର ଧର୍ମସେତୋ ।

ବୈକୁଣ୍ଠବାସ ବସୁଧାଧିପ ବାସୁଦେବ

ଜିହ୍ଵେ ଜପେତି ସତତଂ ମଧୁରାକ୍ଷରାଣି ॥ ୩

ଶ୍ରୀନାରସିଂହ ନରକାନ୍ତକ କାନ୍ତମୂର୍ତ୍ତି

ଲକ୍ଷ୍ମୀପତେ ଗରୁଡବାହନ ଶେଷାୟିନ୍ ।

କେଶିପ୍ରମୋଦନ ଅକ୍ଷେଷ କିରୀଟ-ମୌଳେ

ଜିହ୍ଵେ ଜପେତି ସତତଂ ମଧୁରାକ୍ଷରାଣି ॥ ୫

ବିଷ୍ଠକ୍ତବ, ଅଳଙ୍କାରଭୂଷିତ ଭୂମିପାଳ ! ଆମାର ରସନା ସର୍ବଦା ଏହି ମଧୁରାକ୍ଷରମୟ ନାମଗୁଣି ଜପ କର । ୨ ।

ଶ୍ରୀପଦ୍ମଲୋଚନ, ଗଦାଧର, ପଦ୍ମନାଭ, ପରମେଶ, ପଦ୍ମଚରଣ, ପାବନ, ପଦ୍ମହସ୍ତ, ପୀତାମ୍ବର, ଆକାଶ-କାନ୍ତି, ଋଚିରାବତାର ! ଆମାର ରସନା ସର୍ବଦା ଏହି ମଧୁରାକ୍ଷରମୟ ନାମଗୁଣି ଜପ କର । ୩ ।

ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, କୌସ୍ଠଭଦ୍ର, ଆର୍ତ୍ତିହର, ପଦ୍ମହସ୍ତ, ବିଜ୍ଞ, ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ମହାଧର, ଧର୍ମସେତୁ ବୈକୁଣ୍ଠବାସ, ପୃଥିବୀପତି, ବାସୁଦେବ ! ଆମାର ରସନା ସର୍ବଦା ଏହି ମଧୁରାକ୍ଷରମୟ ନାମଗୁଣି ଜପ କର । ୪ ।

ଶ୍ରୀନାରସିଂହ, ନରକାନ୍ତକ, ଅକ୍ଷୟମୂର୍ତ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପତେ, ଗରୁଡବାହନ, ଶେଷାୟିନ୍, କେଶିନାଶନ, ଅକ୍ଷେଷ, ମନ୍ତ୍ରକେ କିରୀଟଧାରିନ୍ ! ଆମାର ରସନା ସର୍ବଦା ଏହି ମଧୁରାକ୍ଷରମୟ ନାମଗୁଣି ଜପ କର । ୫ ।

শ্রীবৎসলাঞ্জন সুর্য্যভ শঙ্খপাণে  
 কল্লান্ত-বারিধি-বিহার হরে মুরারে ।  
 যজ্ঞেশ যজ্ঞময় যজ্ঞভুগাদিদেব  
 জিহ্বে জপেতি সততং মধুরাক্ষরাণি ॥৬  
 শ্রীরাম রাবণরিপো রঘুবংশকেতো  
 সীতাপতে দশরথাত্মজ রাজসিংহ ॥  
 সূত্রীবমিত্র মৃগবেধন চাপপাণে  
 জিহ্বে জপেতি সততং মধুরাক্ষরাণি ॥৭  
 শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিবর যাদব রাধিকেশ  
 গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ কংসবিনাশ শৌরে ।  
 গোপাল বেণুধর পাণ্ডুহৃৎকবচো  
 জিহ্বে জপেতি সততং মধুরাক্ষরাণি ॥৮

শ্রীবৎসলাঞ্জন, দেবশ্রেষ্ঠ, শঙ্খপাণে, প্রলয়বারি-বিহারিন্, হরে, মুরারে, যজ্ঞেশ, যজ্ঞময়, যজ্ঞভুক্, আদিদেব ! আমার রসনা সর্বদা এই মধুরাক্ষরময় নামগুলি জপ কর ॥ ৬

শ্রীরাম, রাবণরিপো, রঘুবংশধ্বজ, সীতাপতে, "দশরথহৃত, রাজসিংহ, সূত্রীবমিত্র, মৃগবেধন, ধনুর্হন্ত ! আমার রসনা সর্বদা এই মধুরাক্ষরময় নামগুলি জপ কর ॥ ৭

শ্রীকৃষ্ণ, বৃষ্ণিবংশতিলক, যাদব, রাধিকেশ, গোবর্দ্ধন ধারণ, কংসনাশিন্, শৌরে, গোপাল, বেণুধর, পাণ্ডুপুত্রের প্রধান বন্ধু ! আমার জিহ্বা সর্বদা এই মধুরাক্ষরময় নামগুলি জপ কর ॥ ৮

ইত্যষ্টকং ভগবতঃ সততং নরো যো  
 নামাক্ষিতং পঠতি নিতামনশ্চচেতাঃ ।  
 বিষ্ণোঃ পরং পদমুপৈতি পুনর্জাতু  
 মাতুঃ পয়োধর-রসং পিবতীহ সত্যম্ ॥৯

ইতি শ্রীপরমহংস-স্বামি-ব্রহ্মানন্দ-কৃতং শ্রীহরিনামাষ্টক-স্টোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

### শ্রীহরিশরণাষ্টকম্ ।

ধোয়ং বদন্তি শিবমেব হি কেচিদন্তে  
 শক্তিং গণেশমপরে তু দিবাকরং বৈ ।  
 রূপৈস্ত তৈরপি বিভাসি যতন্ত্বমেব  
 তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে ॥ ১

---

ভগবানের নামাক্ষিত এই স্তবাষ্টক যে মহাব্য নিত্য অনন্তচিত্তে  
 সর্বদা পাঠ করে সে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়, আর কখনও  
 মাতৃস্তনরস পান করে না ॥ ৯

### শ্রীহরি শরণাষ্টক ।

কেহ কেহ বলেন শিবের ধ্যান করাই কর্তব্য, কেহ বলেন  
 শক্তির ধ্যান করা উচিত, অপর কেহ কেহ গণেশকে ধ্যান করিতে  
 কহেন এবং কেহ কেহ বা সূর্য্যের ধ্যান করাই বিহিত বলেন,  
 কিন্তু হে শঙ্খপাণি তুমি যখন সেই ( চারি ) রূপেই বিরাজমান  
 তখন তোমারই শরণ লইলাম ॥ ১

নো সোদরো ন জনকো জননী ন জায়া  
 নৈবাত্মজো ন চ কুলং বিপুলং বলং বা ।  
 সংদৃশ্যতে ন কিল কোহপি সহায়কো মে  
 তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে ॥ ২  
 নোপাসিতা মদমপাস্ত্র ময়া মহাস্ত-  
 'স্তীর্থানি চাস্তিকথিত্বা নহি সেবিতানি ।  
 দেবার্চনঞ্চ বিধিবন্ন কৃতং কদাপি  
 তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে ॥ ৩  
 দুর্বাসনা মম সদা পদ্বিকর্ষয়ন্তি  
 চিত্তং শরীরমপি রোগগণা দহন্তি ।  
 সঞ্জীবনঞ্চ পরহস্তগতং সর্দৈব  
 তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে ॥ ৪

---

আমার সহোদর, জনক, জননী জায়া পুত্র, কুল, বিপুল বল  
 অথবা কোন সহায় নাই অতএব, হে শঙ্খপাণি আমি তোমার  
 শরণ লইলাম ॥ ২

আমি অহঙ্কার পরিহার পূর্বক মহতের উপাসনা করি নাই,  
 আন্তিক বুদ্ধিতে তীর্থাদি সেবা করি নাই, কিংবা কোনও দিন  
 বিধিপূর্বক দেবপূজাও করি নাই, এ নিমিত্ত, হে শঙ্খপাণি  
 তোমার শরণ লইলাম ॥ ৩

দুর্বাসনা সর্বদা আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে, ব্যাধি-  
 সমূহ দেহকে দগ্ধ করিতেছে এবং জীবন সর্বদা পরহস্তগত,  
 অতএব হে শঙ্খপাণি তোমার শরণ লইলাম ॥ ৪



পূৰ্ৱং কৃতানি দুৰিতানি মদ্বা তু যানি  
 শ্বস্বাখিলানি হৃদয়ং পরিকম্পতে মে ।  
 খ্যাতা চ তে পতিতপাবনতা তু যস্মাৎ  
 তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে ॥ ৫  
 দুঃখং জরাজননজং বিবিধাশ্চ রোগাঃ  
 কাক-শ্ব-শুকর-জনিনিরয়ে চ পাতঃ ।  
 তে বিশ্বতেঃ ফলমিদং বিততং হি লোকে  
 তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে ॥ ৬  
 নীচোহপি পাপকলিতোহপি বিনিন্দিতোহপি  
 ক্রয়াৎ তবাহমিতি যন্তু কিলৈকবারম্ ।  
 তস্মৈ দদাসি নিজলোকমিতি ব্রতং তে  
 তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে ॥ ৭

আমি পূৰ্বে যে সকল পাপ করিয়াছি সে সমস্ত স্মরণ করিয়া  
 আমার হৃদয় পরিকম্পিত হইতেছে । কিন্তু তুমি যখন পতিত-  
 পাবন বলিয়া খ্যাত তখন হে শঙ্খপাণি আমি তোমারই শরণ  
 লইলাম ॥ ৫

জরা, জন্মজনিত দুঃখ, বিবিধ রোগ, কাক-কুকুর-শুকর প্রভৃতি  
 যোনিতে জন্ম ও নরকে পতন এইগুলি তোমাকে বিশ্বরণের ফল  
 বলিয়া লোকে কথিত আছে, অতএব হে শঙ্খপাণি আমি তোমার  
 শরণ লইলাম ॥ ৬

অধম, পাপগ্রস্ত এবং বিশেষরূপে নিন্দিত লোকও যদি একবার  
 “নাথ ! আমি তোমার” এই কথা বলে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে

বেদেষু ধর্মবচনেষু তথাগমেষু  
রামায়ণেহপি চ পুরাণকদম্বকে বা ।  
সর্বশ্চ সর্ববিধিনা গদিতস্বমেব  
তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে ॥ ৮

ইতি শ্রীপরমহংস-স্বামি-ব্রহ্মানন্দ-বিরচিতং শ্রীহরিশরণাষ্টক-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

### • হরিনামমালা-স্তোত্রম্ ।

গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোপীশং গোপনায়কম্ ।  
গোবর্দ্ধনোদ্ধরং ধীরং তং বন্দে গোমতীপ্রিয়ম্ ॥ ১  
নারায়ণং নিরাকারং নরবীরং নরোত্তমম্ ।  
নৃসিংহং নাগনাথঞ্চ তং বন্দে নরকান্তকম্ ॥ ২

নিজলোকে স্থান দাও. যখন ইহা তোমার ব্রত, তখন হে শঙ্খ-  
পাণি আমি তোমারই শরণ লইলাম ॥ ৭

সমস্ত বেদে, ধর্মশাস্ত্রে তন্ত্রে, রামায়ণে ও পুরাণসমূহে সকল  
শাস্ত্রে সর্ববিধানে তোমারই কীর্তন হইয়াছে অতএব আমি  
তোমার শরণ লইলাম ॥ ৮

ইতি শ্রীপরমহংসস্বামী ব্রহ্মানন্দ বিরচিত শ্রীহরিনামাষ্টক স্তোত্র সমাপ্ত।

### হরিনামমালা স্তোত্র ।

যিনি গোবিন্দ, গোকুলানন্দ, গোপীশ, গোপনায়ক গোবর্দ্ধন-  
ধর এবং ধীর সেই গোমতীপ্রিয় হরিকে প্রণাম করি ।১

• যিনি নারায়ণ, নিরাকার, নরবীর, নরোত্তম, নৃসিংহ এবং  
নাগনাথ সেই নরকান্তক হরিকে প্রণাম করি ।২

পীতাম্বরং পদ্মনাভং পদ্মাক্ষং পুরুষোত্তমম্ ।  
 পবিত্রং পরমানন্দং তং বন্দে পরমেশ্বরম্ ॥ ৩  
 রাঘবং রামচন্দ্রঞ্চ রাবণারিং রমাপতিম্ ।  
 রাজীবলোচনং রামং তং বন্দে রঘুনন্দনম্ ॥ ৪  
 বামনং বিশ্বরূপঞ্চ বাসুদেবঞ্চ বিষ্ঠলম্ ।  
 বিশ্বেশ্বরং বিভূং ধ্যেয়ং তং বন্দে দেববল্লভম্ ॥ ৫  
 দামোদরং দিব্যসিংহং দয়ালুং দীননাথকম্ ।  
 দৈত্যারিং দেবদেবেশং তং বন্দে দেবকাসুতম্ ॥ ৬  
 মুরারিং মাধবং মংস্ত্র মুকুন্দং মুষ্টিমর্দনম্ ।  
 মঞ্জুকেশং মহাবাহুং তং বন্দে মধুসূদনম্ ॥ ৭  
 কেশবং কমলাকান্তং কামেশং কৌস্তভপ্রিয়ম্ ।  
 কৌমোদকৌধরং কৃষ্ণং তং বন্দে কৌরবাস্তকম্ ॥ ৮

যিনি পীতাম্বর, পদ্মনাভ, পদ্মপলাশলোচন, পুরুষোত্তম, পবিত্র  
 এবং পরমানন্দ সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করি । ৩

যিনি রাঘব, রামচন্দ্র, রাবণারি, রমাপতি, রাজীব- ( পদ্ম )  
 লোচন এবং রাম সেই রঘুনন্দনকে প্রণাম করি । ৪

যিনি বামন বিশ্বরূপ বাসুদেব, বিষ্ঠল, বিশ্বেশ্বর বিভূ সেই  
 আদ্যেয় দেবপ্রিয় হরিকে প্রণাম করি । ৫

যিনি দামোদর, দিব্য সিংহ, দয়ালু, দীননাথক, দৈত্যারি এবং  
 দেবদেবেশ সেই দেবকাসুত হরিকে প্রণাম করি । ৬

যিনি মুরারি মাধব, মংস্ত্র মুকুন্দ, মুষ্টি ( অস্ত্র ) মর্দন মঞ্জুকেশ  
 এবং মহাবাহু সেই মধুসূদনকে প্রণাম করি । ৭

যিনি কেশব কমলাকান্ত, কামেশ, কৌস্তভপ্রিয়, কৌমোদক-

भूधरं भूवनानन्दं भूतेशं भूतनायकम् ।  
 भावगम्यं भुजङ्गेशं तं वन्दे भवनाशनम् ॥ ९  
 जनार्दनं जगन्नाथं जगज्जाड्यविनाशकम् ।  
 जामदग्न्यं वरं ज्योतिस्तुं वन्दे जलशायिनम् ॥ १०  
 चतुर्भुजं चिदानन्दं चान्द्रमल्लमर्दनम् ।  
 चराचरगतं देवं तं वन्दे चक्रधारिणम् ॥ ११  
 श्रियः करं श्रियो नाथं श्रीधरं श्रीवरप्रदम् ।  
 श्रीवत्सलधरं सोम्यं तं वन्दे श्रीसुरेश्वरम् ॥ १२  
 योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकम् ।  
 यमुनाजलकल्लोलं तं वन्दे यदुनायकम् ॥ १३

( गदा ) धर एवं कृष्ण সেই কৌরবাস্তক हरিকে প্রণাম করি । ৮

যিনি ভূধর ( পর্বতধারী ) ভূবনানন্দ, ভূতেশ, ভূতনাথ, ভাবগম্য, ভুজঙ্গেশ, সেই ভগবান हरিকে প্রণাম করি । ৯

যিনি জনার্দন জগন্নাথ, জগতের জড়তা বিনাশক, জামদগ্ন্য, এবং বরণীয় জ্যোতিঃশালী সেই জলাশায়ী हरিকে প্রণাম করি । ১০

যিনি চতুর্ভুজ, চিदानন্দ, চান্দ্রমল্ল- ( অশুর ) মর্দন এবং চরাচর গতি ও দেব সেই চক্রধারী हरিকে প্রণাম করি । ১১

যিনি শ্রীকর, শ্রীনাথ, শ্রীধর, শ্রীবরদাতা, শ্রীবৎসলধর এবং সৌম্য ( সুন্দর ) সেই সুরেশ্বর हरিকে প্রণাম করি । ১২

যিনি যোগীশ্বর, যজ্ঞপতি, যশোদার আনন্দদায়ক, এবং যমুনা-জলবিহারী সেই যদুনাথ हरিকে প্রণাম করি । ১৩

শালগ্রামশিলারূপং শঙ্খ-চক্রোপশোভিতম্ ।

সুরাসুতৈঃ সদাসেব্যং তং বন্দে সাধুবল্লভম্ ॥ ১৪

ত্রিবিক্রমং তপোমূর্তিঃ ত্রিবিধাঘোষণাশনম্ ।

ত্রিহুলং তীর্থরাজেন্দ্রং তং বন্দে তুলসীপ্রিয়ম্ ॥ ১৫

অনন্তমাদিপুরুষমচ্যুতঞ্চ বরপ্রদম্ ।

আনন্দঞ্চ সদানন্দং তং বন্দে চাঘনাশনম্ ॥ ১৬

লীলয়া ধৃতভূভারং লোকসংহকবন্দিতম্ ।

লোকেশ্বরঞ্চ শ্রীকান্তং তং বন্দে লক্ষণপ্রিয়ম্ ॥ ১৭

হরিশ্চ হরিণাক্ষঞ্চ হরিনাথং হরিপ্রিয়ম্ ।

হলায়ুধসহায়ঞ্চ তং বন্দে হুম্মংপতিম্ ॥ ১৮

যিনি শালগ্রামশিলামূর্তি, শঙ্খচক্র-উপশোভিত এবং সর্বদা  
সুরাসুতসেব্য সেই সাধুবল্লভ হরিকে প্রণাম করি ॥ ১৪

যিনি ত্রিবিক্রম, তপোমূর্তি, ত্রিবিধ পাপনাশক ত্রিহুলবাসী,  
তীর্থরাজেন্দ্র (শ্রেষ্ঠ) সেই তুলসীপ্রিয় হরিকে প্রণাম করি ॥ ১৫

যিনি অনন্ত, আদিপুরুষ, অচ্যুত, বরপ্রদ, আনন্দস্বরূপ এবং  
সদানন্দ সেই অঘ- ( পাপ ) নাশক হরিকে প্রণাম করি ॥ ১৬

যিনি লীলাক্রমে ভূভার ধারণ করেন, যিনি সাস্ত্রিক লোক-  
সমূহ কর্তৃক পূজিত ও লোকেশ্বর, শ্রীকান্ত সেই লক্ষণপ্রিয় হরিকে  
প্রণাম করি ॥ ১৭

যিনি হরি, হরিণনয়ন, হরিনাথ, হরিপ্রিয় এবং হলায়ুধসহায়-  
( বলভদ্র ) সেই হুম্মানপ্রিয় হরিকে প্রণাম করি ॥ ১৮

হরিনামকৃতা মালাপবিত্রা পাপনাশিনী ।

বলিরাজেন্দ্রেণ চোক্তা কণ্ঠে ধার্য্যা প্রযত্নতঃ ॥ ১০

ইতি শ্রীবলিরাজেন্দ্রোক্তং শ্রীহরিনামমালাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

মুকুন্দমালা-স্তোত্রম্ ।

বন্দে মুকুন্দমরবিন্দদলায়তাক্ষং

কুন্দেন্দুশঙ্খদশনং শিশু-গোপবেশং ।

ইন্দ্রাদিদেবগণবন্দিতপাদপীঠং

বৃন্দাবনালয়মহং বহুদেবসুতম্ ॥ ১

এই পাপনাশন, পবিত্র, বলিরাজকথিত হরিনামমালা যত্ন  
সহকারে সতত-কণ্ঠে ধারণীয় ।

ইতি বলিরাজ কথিত হরিনামমালা স্তোত্র সমাপ্ত ।

শ্রীমুকুন্দমালা স্তোত্র ।

পদ্মপত্রের তুল্য ষাঁহার আয়ত লোচন ( পদ্মপলাশলোচন )  
ষাঁহার দন্তরাজী কুন্দকুসুম, চন্দ্র এবং শঙ্খের আয় শুভ্র, বিনি গোপ-  
বালকবেশে বিভূষিত; ইন্দ্রাদি দেবগণ ষাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা  
করেন সেই বৃন্দাবন নিলয় ( বাসী ) বহুদেবপুত্র ( বাহুদেবকে )  
বন্দনা করি । ১

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি

ভক্তিপ্রিয়েতি ভবলুষ্ঠন-কোবিদেতি ।

নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসে-

ত্যালাপিনং প্রতিদিনং কুরু মাং মুকুন্দ ॥২

জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোহয়ং

জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ-প্রদীপঃ ।

জয়তু জয়তু মেঘশ্রামলঃ কোমলাঙ্গো

জয়তু জয়তু পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥৩

মুকুন্দ মূর্খ্ণা! প্রণিপত্য যাচে ভবন্তমেকান্তমিয়ন্তমর্থম্ ।

অবিস্মৃতিচরণারবিন্দে ভবে ভবে মেহন্ত তব প্রসাদাৎ ॥৪

হে মুকুন্দ ! আমাকে সতত শ্রীবল্লভ বরদ দয়াপর, ভক্তিপ্রিয় সংসার-নাশন, পণ্ডিত, নাথ, শেষাশ্রয়ী জগন্নিবাস এই সকল নাম আলাপী ( উচ্চারণকারী ) কর অর্থাৎ আমি যেন তোমাব এই সকল নাম নিবস্তুর উচ্চারণ করি ।২

এই দেবকীর আনন্দবর্দ্ধন (কুমার) দেবের জয় হউক, বৃষ্ণিবংশের উজ্জল দীপস্বরূপ কৃষ্ণের জয় হউক, মেঘের ন্যায় শ্রামবর্ণ কোমলাঙ্গ ভগবানের জয় হউক, পৃথিবীর ভারহারী মুকুন্দের জয় হউক ।৩

হে মুকুন্দ ! আমি মন্তুক দ্বারা আপনাকে প্রণাম করিয়া একান্তচিত্তে এই প্রার্থনা করি, যেন তোমার অঙ্গুগ্রহে জন্মে জন্মে তোমার চরণারবিন্দে আমার অবিস্মৃতি হয় ( স্মরণ থাকে ) ।৪

শ্রীগোবিন্দ-পদাস্তোত্রমধু ধন্তেহুতং গুণম্ ।

যংপায়িনো ন মুহুস্তি মুহুস্তি যদপায়িনঃ ॥৫

নাহং বন্দে তব চরণয়োঃ স্বন্দমবন্দ্যহেতোঃ

কুন্তীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্ ।

রম্যারাম্যমুততুলতানন্দনে নাপি রক্তং

ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্ ॥৬

নাহা ধর্মে ন বহুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে

যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্বকর্ম্মানুরূপম্ ।

এতং প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেহপি

ত্বংপাদাস্তোকহয়ুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥৭

শ্রীগোবিন্দ পাদপদ্মের মধুর এই অদ্ভুত গুণ যে সেই মধুপান-কারীরা মোহপ্রাপ্ত হয় না কিন্তু অপায়ীগণ মোহ প্রাপ্ত হয় । [মধু-(মত) পায়ীগণ মোহ প্রাপ্ত হয় । কিন্তু গোবিন্দ পাদপদ্ম মধু-পায়ীগণ মোহ প্রাপ্ত হয় না কিন্তু পান না করিলে মোহ প্রাপ্ত হয় ] ॥৫

হে হরে ! বন্দনিবারক ( রাগদ্বেষ শীতোষ্ণাদি—বন্দ ) তোমার চরণবন্দ অতি ভয়ানক কুন্তীপাকাদি নরক অপনয়নের নিমিত্ত বন্দনা করিতেছি না, কিংবা কোমলাঙ্গী সুন্দরী রমণের নিমিত্ত বন্দনা করিতেছি না, আমি জন্ম জন্মান্তরে হৃদয়মন্দিরে যেন তোমাকে ভাবনা করি ॥৬

হে ভগবন্ ! আমার ধর্মে কিংবা ধনরাশিতে কিংবা ঈর্ষ্যিত বিষয়ভোগে অভিলাষ নাই, সে সকল পূর্বকর্ম্মের কর্ম্মানুরূপ যাহা হইবার তাহা হইবে ; এই আমার অন্তরের বিশিষ্ট প্রার্থনা যেন জন্মজন্মান্তরে তোমার পাদপদ্মে আমার অচলা ভক্তি হয় । ৭ ।



দিবি বা ভূবি বা মমাস্ত বাসো -

নরকে বা নরকাস্তক প্রকামম্ ।

অবধীরিতশারদারবিন্দো

চরণৌ তে মরণেহপি বিচিস্তয়ামি ॥৮

সরসিজনয়নে সশঙ্খচক্রে

মুরভিদি মা বিরমেহ চিত্ত রম্ভম্ ।

সুখতরমপরং ন জাতু জানে

হরিচরণস্মরণামৃতেন তুল্যম্ ॥৯

মা তৈ ব্রহ্মদমনো বিচিস্তা বহুধা যামৌশ্চিরং যাতনা

নৈবামী প্রভবন্তি পাপ-রিপবঃ স্বামী নহু শ্রীধরঃ

আলস্তং ব্যাপনীয় ভক্তিশূলভং ধ্যায়স্ব নারায়ণং

লোকস্য ব্যসনাপনোদনকরো দাসস্য কিং ন ক্রমঃ ॥১০

হে নরকাস্তক ! আমার স্বর্গে বা পৃথিবীতে বা নরকে যেখানে বাস হউক, আমি যেন তোমার শারদপদ্ম-বিনিন্দিত চরণ-যুগল ( যে চরণপদ্ম শরৎকালের পদ্মকেও নিন্দা দেয় ) মৃত্যুকালে চিন্তা করি । ৮ ।

হে চিত্ত ! পদ্মের আয় ধাহার নয়ন সেই শঙ্খচক্রধারী মুরারিতে ( মুরারিচিন্তায় ) প্রীতিলাভ করিতে বিরত হইও না । কারণ অপর সুখ হরিচরণ স্মরণের তুল্য নহে ইহা জানিয়াছি । ৯ ।

হে মূঢ় মন ! অনেক প্রকার দীর্ঘকালিক যাতনা স্মরণ করিয়া ভয় করিও না, কারণ শ্রীধর যখন প্রভু তখন পাপরূপী শঙ্কর প্রভাব স্থাপন করিতে পারিবে না ।

(মন) তুমি আলস্ত পরিহার করিয়া ভক্তিশূলভ নারায়ণকে ধ্যান

ভবজ্বলধিগতানাং স্বন্দবাতাহতানাং

স্বতদুহিতুকলত্রজ্ঞানভারাবৃতানাম্ ।

বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামগ্নবানাং

ভবতু শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্ ॥ ১১

রজ্জ্বসি নিপতিতানাং মোহজালবৃত্তানাং

জননমরণদোলাদুর্গসংসর্গগানাম্ ।

শরণমশরণানামেক এবাতুরাণাং

কুশলপথনিযুক্তচক্রপাণি নরাণাম্ ॥ ১২

অপরাধসহস্রসঙ্কলং পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে ।

অগতিং শরণাগতং হরে ! কৃপয়া কেবলমাশ্রয়াং কুরু ॥ ১৩

কর, সর্বলোকের বিপন্নোচক, হরি দাসের বিপন্নোচন করিতে কি  
শক্তি নহেন ? ১০ ।

সংসারসমুদ্রে পতিত রাগদ্বেষাদিরূপ বায়ুতে আহত, পুত্র-কন্যা-  
কলত্র-পালন-ভারে আক্রান্ত বিষম বিষয়রূপ জলে নিমগ্ন শরণহীন  
মহুষ্যগণের তরণীরূপ একমাত্র বিষ্ণুপদ শরণ হউক ॥ ১২০

ধূল্য (রজোগুণে) নিপতিত, মোহজালে আবৃত, জন্ম-মৃত্যুরূপ  
দোলা দুর্গস্থিত নিরাশ্রয় কাতর মহুষ্যগণের চক্রপাণি (বিষ্ণু)  
একমাত্র শরণ ও কুশলদাতা হউন । ১৩ ।

হে হরে ! আমি সহস্র অপরাধে অপরাধী ভীষণ ভবসমুদ্রে  
পতিত ও গতিহীন তুমি শরণাগত আমাকে কৃপা করিয়া চরণে  
স্থান দাও । (নিজের নিকট রাখ) ।

মা মে শ্রীত্বং মা চ মে শ্রাৎ কুভাবো  
 মা মুর্থত্বং মা কুদেদেশু জন্ম ।  
 মিথ্যা দৃষ্টি মার্চ মে শ্রাৎ কদাচিৎ  
 জাতৌ জাতৌ বিষ্ণুভক্তো ভবেয়ম্ ॥ ১৪  
 কায়েন বাচা মনসেজ্জিয়ৈশ্চ বুদ্ধ্যা আনা বাহুস্বতঃ স্বভাবাৎ ।  
 করোমি যদ্যৎ সকলং পরশ্চৈ নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি ॥ ১৫  
 যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি তৎ সৰ্বং ন ময়া কৃতম্ ।  
 ত্বয়া কৃতস্ত ফলভুক্ তমেব মধুসূদন ॥ ১৬  
 ভব-জলধিমগাধং হস্তরং নিস্তরেয়ং  
 কথমহমিতি চেতো মান্য গাঃ কাতরত্বম্ ।  
 সরসিজদৃশি দেবে তাবকী ভক্তিরেকা  
 নরকভিদি নিষগ্না তারয়িষ্যত্যবশ্রম্ ॥ ১৭

হে ভগবন্ ! আমি যেন শ্রীলোক হইয়া জন্মগ্রহণ না করি,  
 আমার যেন কুভাব না হয়, বা মুর্থ না হই অথবা মন্দদেশে জন্ম  
 না হয়, আমার মিথ্যা দৃষ্টি না হয় ( বিষয়াহুস্রাগ ) আমি জন্মে জন্মে  
 যেন বিষ্ণুভক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করি । ১৪ ।

আমি শরীর বাক্য মন ইঞ্জিয় বুদ্ধি আত্মা বা কৰ্ম্মাহুযায়ী  
 স্বভাববশে যাহা কিছু আচরণ করি সে সমস্ত পরম নারায়ণে  
 সমর্পণ করিতেছি । ১৫ ।

যাহা কিছু করিয়াছি বা যাহা কিছু আচরণ করিব তাহা  
 আমার কৃত নহে ( যৎ কৃতং যেন না হয় ) ; হে মধুসূদন তোমার  
 কৃত কৰ্ম্মের তুমিই ফলভোক্তা হও । ১৬ ।

হে চিত্ত ! হস্তর অগাধ ভবসমুদ্র কিরূপে উত্তীর্ণ হইবে, ইহা

তৃষ্ণাতোয়ে মদন-পৰ্বনোকৃত-মোহোৰ্শ্বি-মালে  
 দারাবৰ্ণে তনয়-সহজ গ্রাহসজ্জাকুলে চ ।  
 সংসারার্থো মহতি জলধৌ মজ্জতাং ন স্তিধামন্  
 পাদাস্তোজে বরদ ভবতো ভক্তিভাবং প্রদেহি ॥১৮  
 পৃথ্বীরেণুগুঃ পয়ঃসি কণিকাঃ কন্তুঃ ক্ষুণ্ণিকো লঘু-  
 ষ্টেজো নিম্নসনং মরুত্তরুতরং রক্তং স্তম্ভং নভঃ ।  
 ক্ষুদ্রা রুদ্রপিতামহপ্রভৃতয়ঃ কীটাঃ সমস্তাঃ স্ৱরা  
 দৃষ্টা যত্র স তারকো বিজয়তে শ্রীপাদ-ধূলীকণঃ ॥১৯

ভাবিয়া কাতর হইও না, পদ্মপলাশলোচন নরকান্তক নারায়ণে  
 স্থির ভক্তি রাখিলে তিনি অবশ্য তরাইবেন । ১৭ ।

বিপুল সংসার-সমুদ্র—বিষয় তৃষ্ণা যাহার জল, কাম বায়ু তাড়িত  
 মোহ যাহার তরঙ্গমালা, পত্নী যাহার আবর্ষ (ঘূর্ণি) এবং পুত্র  
 ভ্রাতাদি জলজন্তু ( কুস্তীর হাঙ্গর ) সেই সমুদ্রে নিমগ্ন আমি, হে  
 ত্রিলোকব্যাপক বরদাতঃ ! তোমার পাদপদ্মে আমার ভক্তিভাব  
 লাও । ( তাহাই উদ্ধারের পথ ) । ১৮ ।

যাহার বিরাট দেহে পৃথিবী ক্ষুদ্র রেণুর তুল্য সমস্ত সলিল  
 ( সমুদ্র ) জলকণিকা, তেজ অতিলঘু অগ্নিক্ষুণ্ণিকতুল্য বায়ু  
 নিম্বাসের তুল্য, এবং আকাশ যাহার দেহের অতি সূক্ষ্ম রক্ত তুল্য  
 এবং রুদ্র, পিতামহ ( ব্রহ্মা ) আদি সমস্ত দেবগণ কীটস্বরূপ দৃষ্ট হয়  
 সেই নারায়ণের জগৎস্থারক শ্রীপাদধূলীকণা বিজয়যুক্ত হউক ॥ ১৯

আম্রায়াভাসনান্তরপারুদিতং কৃচ্ছ্রব্রতান্নম্ভং  
 মেদশ্ছেদপদানি পূৰ্ত্তবিধয়ঃ সৰ্বং হৃতং ভস্মনি ।  
 তীর্থানামবগাহনানি চ গজস্নানং বিনা যৎপদ-  
 দ্বন্দ্বাস্তোরুহ-সংস্তুতিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ ॥২০

আনন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ রাম

নারায়ণানন্ত নিরাময়েতি ।

বক্তুং সমর্থোহপি ন বক্তি কশ্চিৎ

অহে জনানাং বাসনানি মোক্ষে ॥২১

ক্ষীরসাগর-তরঙ্গ-শীকরা-সাব-তারকিত-চাকুর্মুর্ভয়ে ।

ভোগি-ভোগ-শয়নীয়-শায়িনে মাধবায় মধুবিদ্বিষে নমঃ ॥২২

ইতি ঐকুলশেখরেণ রাজা বিরচিতা শ্রীমুকুন্দমালা সম্পূর্ণা ।

যাঁহার পাদপদ্ম যুগলের স্তুতি বিনা বেদাভাস অরণ্যে রোদনতুল্য  
 এবং কৃচ্ছ্র ব্রত ( কষ্ট সাধ্য ) চান্দ্রায়ণাদি শরীর শোধক মাংস-  
 ছেদের তুল্য এবং খাতাদিপূৰ্ত্তকার্য্য সমূহ ভস্মেঘৃতাছতি ও তীর্থ-  
 স্নান গজস্নানের তুল্য সেই নারায়ণের জয় হউক ॥ ২০

মহুযা আনন্দ, গোবিন্দ, মুকুন্দ, রাম, নারায়ণ, অনন্ত এবং  
 নিরাময় নাম বলিতে সমর্থ হইয়াও বলে না, হায় মহুযাগণের  
 মুক্তিলাভে এইরূপ ব্যসন ॥ ২১

ক্ষীর-সমুদ্রের তরঙ্গের জলকণা যাঁহার দেহে তারকার আশ্রয়  
 শোভিত সেই অনন্তের ফণাশয্যায় স্থখে শয়নকারী চাকুর্মুর্ভি  
 মধুসূদন মাধবকে প্রণাম করি ॥ ২২

## ষট্‌পদীস্তোত্রম্ ।

অবিনয়মপুনয় বিষ্ণো, দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম্ ।

ভূতদয়াং বিস্তারয়, তারয় সংসারসাগরতঃ ॥ ১

দিব্যপুনীমকরন্দে, পরিমলপরিভোগসচ্চিদানন্দে ।

শ্রীপতিপদ্যাবিন্দে ভবভয়পেদচ্ছিদে বন্দে ॥ ২

সত্যপি ভেদাপগমে, নাথ তবাহং ন মামকীনন্তম্ ।

সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ, কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥ ৩

উদ্ধৃতনগ নগভিদমুজ, দমুজকুলামিত্র মিত্রশশিদৃষ্টে ।

দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি, ন ভবতি কিং ভব তিরস্কারঃ ॥ ৪

## ষট্‌পদী ।

হে বিষ্ণো আমার অবিনয় ( ঔদ্ধত্য ) অপনয়ন করিয়া মনকে দমন করত বিষয় মৃগতৃষ্ণার নিবৃত্তি করিয়া জীবদয়া বিস্তার করাইয়া এ সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর । ১ ।

গঙ্গা যে পাদপদ্মের মধু, এবং সচ্চিদানন্দ, যে পাদপদ্মের স্বরভি ভ্রাণ আমি ভবভয়নাশক সেই শ্রীপতি পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ২

হে নাথ, তোমাতে আমাতে প্রভেদ গত হইলেও আমি তোমারই থাকিব, তুমি আমার নহ, কারণ সমুদ্রেরই তরঙ্গ হইয়া থাকে, তরঙ্গের সমুদ্র কখনও নহে ॥ ৩

গোবর্দ্ধন উদ্ধারী ইন্দ্রের অবরজ ( উপেন্দ্র ) দানবকুল-রিপু, চক্র-সূর্য্য-নেত্র সর্বপ্রভু তোমাকে দর্শন হইলে ভব তিরস্কার (যজ্ঞাণা) রহিত হয় কি ? ৪ ।

যংস্ত্রাদিভিরবতাইরবতারবতাহবতা সদা বহুধাম্ ।  
 পরমেশ্বর পরিপাল্যো, ভবতা ভবতাপভীতোহহম্ ॥ ৫  
 দামোদর গুণমন্দির, সুন্দরবদনারবিন্দ গোবিন্দ ।  
 ভবজলধিমথনমন্দর, পরমং দরমপনয় ত্বং মে ॥ ৬  
 নারায়ণ করুণাময়, শরণং করবাণি তাবকৌ চরণৌ ।  
 ইতি ষট্পদৌ মদীয়ে, বদনসরোজে সদা বসতু ॥ ৭ '

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছরীচার্য্য-বিরচিতং  
 ষট্পদীষ্টোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

### শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতস্তোত্রম্ ।

হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো  
 হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিদ্ধো ।  
 হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম  
 হা হা কদা হু ভবিতাসি পদং দূশো মে' ॥ ১ ॥

মংস্ত্রাদি অবতারে অবতীর্ণ পরমেশ্বর তুমি সমস্ত বসুধা পালন  
 করিতেছ অতএব ভবতাপভীত আমি আমাকে রক্ষা কর । ৫ ।

হে দামোদর, সর্বগুণ-নিকেতন সুন্দর পদ্মবদন গোবিন্দ,  
 সংসার সমুদ্রের মন্থন-দণ্ড মন্দর-পর্কিত স্বরূপ, তুমি আমার  
 পরমভয় দূর কর । ৬ ।

হে নারায়ণ হে করুণাময় তোমার চরণ দুইখানি আশ্রয়  
 করিলাম এই ষট্পদৌ ( স্তোত্র বা ভ্রমর ) সর্বদা আমার মুখপদ্মে  
 বাস করুক । ৭ ।

### শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতস্তোত্র ।

হে দেব, হে কান্ত, হে জগতের একমাত্র বন্ধু হে কৃষ্ণ, হে চপল

অংসালম্বিত বামকুন্তলভরং মন্দোন্নত-ভ্রলতঃ

কিঞ্চিংকুক্ষিত-কোমলাধর-পুটং সাচিপ্রসারেক্ষণম্ ।

আলোলাঙ্গুলিপল্লবৈ মুর্মলিকামাপুরয়ন্তঃ মুদা ॥

মূলে কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গললিতং জানে জগন্মোহনম্ ॥ ২ ॥

হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিদ্ধকল্পাপতে

• হে কংসাস্তক হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ হে মাধব ।

হে রামাহুজ হে জগদ্রয়গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং

হে গোপীজন-নাথ পালয় পরং জানামি ন হ্যং বিনা ॥ ৩

কন্তুরীতিলকং ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে কৌন্তভঃ

নাসাগ্রে নবমৌস্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণম্ ।

সর্বাঙ্গে হরিচন্দনঞ্চ কলয়ন্ কর্ণে চ মুক্তাবলিঃ

গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল-চূড়ামণিঃ ॥ ৪

হে একমাত্র করুণার সমুদ্র, হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম  
( রঞ্জন ) হায় কবে আমার নয়ন গোচর হইবে ॥ ১

যাঁহার স্কন্ধদেশে চারুকুক্ষিত কেশজাল পড়িয়াছে, যাঁহার ঈষৎ  
উন্নত ভ্রলতা, অল্প-কুক্ষিত কোমল অধরোষ্ঠ, যিনি বক্রকটাক্ষ করিতে-  
ছেন, হর্ষে মূরলিকা বাদনে যাঁহার অঙ্গুলিপল্লব চঞ্চল, কল্পতরুর  
মূলে সেই ললিত ত্রিভঙ্গকে জগন্মোহন বলিয়া জানি ॥ ২

হে গোপালক, হে কৃপাসিন্ধো, হে লক্ষ্মীপতে, হে কংসাস্তক,  
হে গজেন্দ্রকরুণাপারক, হে মাধব, হে বলরামাহুজ, হে জগদ্রয়-  
গুরো, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, হে গোপীজননাথ আমাকে রক্ষা কর,  
তোমা বিনা আর কাহাকেও জানি না । ৩ ।

ললাটদেশে কন্তুরীতিলক, বক্ষঃস্থলে কৌন্তভমণি, নাসিকাগ্রে



লোকান্দ্ৰদয়ন্ শ্রুতিং মুখরয়ন্ ক্ষৌণীকহান্ হৰ্ষয়ন্  
 গৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মৃগান্ বিবশয়ন্ গোবৃন্দমানন্দয়ন্ ।  
 গোপান্ সন্ত্রময়ন্ মুনীন্ মুকুলয়ন্ সপ্তস্বরান্ জুস্তয়ন্  
 ওঙ্কারার্থমুদীরয়ন্ বিজয়তে বংশীনিনাদঃ শিশোঃ ॥ ৫ ॥  
 সঙ্ঘ্যাবন্দন ভদ্রমস্ত ভবতে ভো স্নান তুভ্যং নমো  
 ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যাতাম্ ।  
 যত্র কাপি নিষত্ত্ব যাদবকুলোত্তংসস্ত্র কংসদ্বিঘঃ  
 স্মারংস্মারমঘং হরামি তদলং মন্ত্রে কিমন্তেন মে ॥ ৬ ॥  
 ইতি শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল-কৃতং শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

উজ্জ্বলমুক্তা, করতলে বেণু করে কঙ্কণ সর্বাঙ্গে হরিচন্দন এবং  
 গাণেশে মুক্তার মালা পরিয়া যিনি শোভিত, গোপবধু-পরিবেষ্টিত  
 সেই গোপালচূড়ামণির জয় হউক । ৪

লোকগণকে উন্নত করিয়া, বেদকে মুখরিত করিয়া, পর্কত-  
 নিচয়কে পুলকিত করিয়া শৈলকে বিগলিত করিয়া, পশুকে  
 বিবশ করিয়া, গো-বৃন্দকে আনন্দিত করিয়া, গোপজনকে  
 অরাস্বিত করিয়া, মুনিদিগকে আহ্লাদিত করিয়া, বীণাস্বরকে  
 বিজুস্তিত করিয়া, প্রণবার্থ প্রকাশ করিয়া, গোপশিশুর বংশীধ্বনি  
 বিজয়যুক্ত হউক । ৫ ।

সঙ্ঘ্যাবন্দন তোমার ভাল হউক, স্নান তোমাকে নমস্কার  
 করি, দেবগণ এবং পিতৃগণ আমি তর্পণ করিতে পারিব না ।  
 তোমায় ক্ষমা কর, আমি যেখানে সেখানে বসিয়া কংসারি যাদব-  
 কুলভিলককে স্মরণ করিয়া সমস্ত পাপ ক্ষয় করিব ইহাই আমার  
 বশেষ । আমার আর কিছু প্রয়োজন নাই । ৬ ।

## ভগবচ্ছরণ-স্তোত্রম্ ।

১

সচ্চিদানন্দরূপায় ভক্তানুগ্রহকারিণে ।

মায়ানির্মিত-বিশ্বায় মহেশ্বায় নমোনমঃ ॥ ১ ॥

রোগা হরন্তি সততং প্রবলাঃ শরীরং

কামাদয়োহপ্যনুদিনং প্রদহন্তি চিত্তম্ ।

মৃত্যুশ্চ নৃত্যতি সদা কলয়ন্দিনানি

স্তম্ভাত্তমগ্ন শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ২ ॥

দেহো বিনশতি সদা পরিণামশীল-

শ্চিত্তং চ খিদিতি সদা বিষয়ানুরাগি ।

বুদ্ধিঃ সদা হি রমতে বিষয়েষু নাস্ত

স্তম্ভাত্তমগ্ন শরণং মমদীনবন্ধো ॥ ৩ ॥

## ভগবানের শরণ-স্তোত্র ।

যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ভক্তের অনুগ্রহকারী, যিনি নিজ মায়ায় বিশ্ব রচনা করিয়াছেন এবং যিনি মহেশ্বর তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি । ১ ।

প্রবল ব্যাধিসমূহ সর্বদা দেহকে জীর্ণ করিতেছে, কাম, ক্রোধাদি রিপু নিরন্তর চিত্তকে দগ্ধ করিতেছে, মৃত্যু দিন হরণ করিয়া নৃত্য করিতেছে, অতএব হে দীনবন্ধো, অত্ন তোমার শরণ লইলাম । ২ ।

পরিণতিশীল দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে, বিষয়ানুরক্ত চিত্ত ক্ষীণ হইতেছে, বুদ্ধি সর্বদা বিষয়ানুধ্যানে আনন্দলাভ করিতেছে তাহার শেষ নাই অতএব হে দীনবন্ধো, অত্ন তোমার শরণ লইলাম । ৩ ।

ক্লোয়ুর্বিনশ্রুতি যথামঘটস্থ-তোয়ং ।

বিদ্যাংপ্রভেব চপলাবত যৌবনশ্রীঃ ।

বৃদ্ধা প্রধাবতি যথা মৃগরাজপত্নী

তস্মাস্তমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ৪ ॥

আয়াদ্যয়ো মম ভবত্যধিকো বিনীতে:

কামাদয়ো হি বলিনো নিবলা: শমাদ্যা: ।

মৃত্যুর্ষদা তুদতি মাং বত কিং বদেয়ং

তস্মাস্তমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ৫ ॥

তপ্তং তপো নহি কদাপি ময়েহ তস্মা

বাণ্যা তথা নহি কদাপি তপশ্চ তপ্তম্ ।

মিথ্যাভিভাষণ-পরেণ ন মানসং হি

তস্মাস্তমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ৬ ॥

অপক (কাঁচা) ঘটস্থ জলের জ্বায় (যেক্রপ জল চুরাইতে থাকে) আয়ু নাশ পাইতেছে, বিদ্যাং-দীপ্তির জ্বায় যৌবনশ্রী চক্কা, জরা সিংহীর ন্যায় ধাবিত হইয়া আসিতেছে অতএব হে দীনবন্ধো, অত্ন তোমার শরণ লইলাম ॥ ৪

আমার পুণ্যের আয় অপেক্ষা পাপের ব্যয় অধিক আমার কাম ক্রোধাদি বনবান্ এবং শম দম প্রভৃতি বলহীন মৃত্যু যখন আমাকে ক্রেশ দিবে তখন তাকে আমি কি বলিব; অতএব হে দীনবন্ধো, অত্ন তোমার শরণ লইলাম ॥ ৫

আমি সংসারে কখনও তপস্শ্রাচরণ করিলাম না, শরীর অথবা বাক্যদ্বারাও তপ অল্পষ্ঠান করিলাম না, আমার মনে মিথ্যা কথা

স্তব্ধং মনো মম সখা নহি যাতি সৌম্যং

চক্ষুশ্চ মে ন তব পশ্চতি বিশ্বরূপম্ ।

বাচা তথৈব ন বদেদ্যম সৌম্যবাণীং

তস্মাস্তমন্ত্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ৭ ॥

সদ্বৎ ন মে মনসি যাতি রজস্তমোভ্যাং

বিক্লেতধা কথমহো শুভকর্মবার্তা ।

সাক্ষাৎপরংপরতয়া সুখসাধনং হি

তস্মাস্তমন্ত্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ৮ ॥

পূজা কৃতা নহি কদাপি ময়া ত্রদীয়া

মন্ত্রং ত্রদীয়মপি মে ন জপেদ্রসজ্জা ।

চিহ্নং ন মে স্মরতি তে চরণৌ হ্রবাণ্য

তস্মাস্তমন্ত্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ৯ ॥

বলিবার বাসনা প্রবল । অতএব হে দীনবন্ধো অস্ত তোমার  
শরণ লইলাম ॥ ৬

আমার স্তব্ধচিত্ত প্রফুল্লতা ধারণ করিতেছে না, আমার চক্ষু  
তোমার বিশ্বরূপ দর্শন করে না, আমার বাণী শোভন বাক্য  
( অর্থাৎ হরি কথা ) বলে না, অতএব হে দীনবন্ধো অস্ত তোমার  
শরণ লইলাম ॥ ৭

হায় যে সদ্বশুণ প্রত্যক্ষ এবং পরম্পরার সুখলাভের উপায়  
আমার রজস্তমঃ অভিহতচিত্তে সেই সদ্বশুণের উদয় হয় না,  
সুতরাং পুণ্য কর্মের ত কথাই নাই, অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য  
আমি তোমার শরণ লইলাম ॥ ৮

আমি কোনও দিন আপনায় পূজা করি নাই, আমার রসনা

জ্ঞান ন মেহন্তি হৃতিদান-দয়াদিযুক্তৈঃ।

জ্ঞানস্ত সাধনগণে ন বিবেকমুখ্যঃ

জ্ঞানং ক সাধনগণেন বিনা ক মোক্ষ

তস্মাস্তমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১০ ॥

সংসঙ্গতির্হিবিদিতা তবভক্তিহেতুঃ

সাপ্যন্ত নাস্তি বত পণ্ডিতমানিনো 'মে ।

তামস্তরেন নহি সা ক চ বোধবার্তা

তস্মাস্তমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১১ ॥

দৃষ্টির্নভূতবিষয়া সমতাভিধানা

বৈষম্যমেব তদীয়ং বিষয়ীকরোতি ।

শান্তিঃ কুতো মম ভবেৎসমতা ন চেৎ শ্রাৎ

তস্মাস্তমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১২ ॥

আপনার মন্ত্র জপ করে নাই এবং আমার চিন্তাও আপনার চরণ  
আশ্রয় করিয়া সে চরণ চিন্তা করে নাই অতএব হে দীনবন্ধো  
অদ্য আমি আপনার শরণ লইলাম ॥ ৯

। আমার আছতি দান, দয়াদি সংযুক্ত কোন যজ্ঞাহুষ্ঠান হয় নাই  
আমার বিবেক প্রভৃতি জ্ঞানের উপায় অর্জিত হয় নাই। হায় !  
জ্ঞানই বা কোথায় আর সাধন ( ভজন ) বিনা মোক্ষই বা কোথায়  
অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য তোমার শরণ লইলাম ॥ ১০

। সং-সংসর্গ আপনার ভক্তিত্বের উপায় বলিয়া পরিজ্ঞাত  
পণ্ডিতাভিমানী আমি, আমার সেই সংসঙ্গ নাই। সংসঙ্গ ভিন্ন  
ভক্তি নাই, তবে আমার জ্ঞানের কথাই বা কোথায় অতএব হে  
দীনবন্ধো অদ্য আমি তোমার শরণ লইলাম ॥ ১১

। আমার সর্বত্র সমদৃষ্টি নাই। বিষমতা আমার দৃষ্টির বিষয়

মৈত্রী সমেষু ন চ মেহন্তি কদাপি নাথ  
 দীনে তথা ন করুণা মুদিতা চ পুণ্যে ।  
 পাপেহক্ষুপৈক্ষণবতো মম মূংকথং শ্রাং  
 তস্মাস্তমন্ত শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১৩ ॥  
 নেত্রাদিকং মম বহির্বিষয়েষু সক্তং  
 নাস্তমুখং ভবতি তামবিহায় তন্তু ।  
 কাস্তমুখত্বমপহায় স্তুত্বা বার্তা  
 তস্মাস্তমন্ত শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১৪ ॥  
 ত্যক্তং গৃহাদ্যপি ময়া ভবত্পাপশাস্ত্য  
 নাসীদসৌ হৃতহৃদো মম মায়ায়া তে ।  
 সা চাধুনা কিমু বিধাশ্রুতি নেতি জানে  
 তস্মাস্তমন্ত শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১৫ ॥

সমতা বিনা কিরূপে শাস্তি লাভ হইবে অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য  
 আমি তোমার শরণ লইলাম ! ১২ ।

সমতায় ( সমদর্শনে ) আমার কখনও প্রীতি নাই, দরিদ্রের  
 উপর আমার দয়া নাই এবং পুণ্যে হর্ষ ( আসক্তি ) নাই । পাপে  
 যখন আমার উপেক্ষা নাই তখন পুণ্যে আমার আসক্তি কিরূপে  
 হইবে, অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য আমি তোমার শরণ লইলাম ॥ ১৩

আমার চক্ষুরাদি বহির্বিষয়ে আগ্রহ, বিষয় ত্যাগ না করিলে  
 তাহার ( চক্ষুরাদির ) অন্তর্মুখ বৃত্তি হয় না । এবং অন্তর্মুখত্ব  
 ভিন্ন স্থখের-বার্তা কোথায় ? অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য আমি  
 তোমার শরণ লইলাম ॥ ১৪

আমি সংসার-তাপ-শাস্তির নিমিত্ত গৃহাদিও ত্যাগ করিলাম

প্রাপ্তা ধনং গৃহ-কুটুম্ব-গজাস্বদারা ।

রাজ্যং যদৈহিক-মর্থেন্দ্রপুরুষ নাথ ।

সর্বং বিনশ্বরমিদং ন ফলায় কশ্মৈ

তস্মাস্তমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১৬ ॥

প্রাণান্নিরুধ্য বিধিনা ন কৃতো হি যোগো

যোগং বিনাস্তি মনসঃ স্থিরতা কুর্তো মে ।

তাং বৈ বিনা মম ন চেতসি শাস্তিবাস্তা

তস্মাস্তমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১৭ ॥

কিন্তু তোমার মায়াতে হত চিত্ত আমি, আমার শান্তিলাভ হইল না, সেই মায়া আর কি ঘটাইবে তাহাও জানি না, অতএব হে দীনবন্ধো আমি অদ্য তোমার শরণ লইলাম ॥ ১৫

আমি, ধন, গৃহ, কুটুম্ব, হস্তী অশ্ব, পত্নী রাজ্য এবং ইন্দ্রনগরী ও লাভ করিলাম । কিন্তু হে নাথ, এ সমস্তই বিনাশশীল, কোনও ফলদায়ক নহে, অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য আমি তোমার শরণ লইলাম ॥ ১৬

আমি বিধিপূর্বক প্রাণাদিষায়ে নিরোধ করিয়া যোগ করি নাই যোগ বিনা আমার মনের স্থিরতা নাই এবং স্থিরতা বিনা আমার চিত্তে শান্তির বাস্তাও নাই অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য আমি তোমার শরণ লইলাম ॥ ১৭

জ্ঞানং যথা মম ভবেৎ কৃপয়া গুরুণাং  
 সেবাং তথা ন বিধিনাকরবং হি তেষাম্ ।  
 সেবাপি সাধনতয়া বিদিতাস্তি চিত্তে  
 তস্মাদ্ভ্যুদয়া শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১৮ ॥  
 তীর্থাদিসেবনমহো বিধিনা হি নাথ  
 নাকাবি যেন মনসো মম শোধনং স্যাৎ ।  
 শুদ্ধিং বিনা ন মনসোহবগমাপবর্গো  
 তস্মাদ্ভ্যুদয়া শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ১৯ ॥  
 বেদান্তশীলনমপি প্রমিতিং কীরোতি  
 ব্রহ্মাশ্রয়ঃ প্রমিতিসাধনসংযুতস্য ।  
 নৈবাস্তি সাধনলবো ময়ি নাথ তস্যা-  
 তস্মাদ্ভ্যুদয়া শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ২০ ॥

গুরুগণের কৃপায় যেক্ষেপে জ্ঞানলাভ হয় আমি বিধিপূৰ্ণক সেই  
 গুরুগণের নৈরূপ সেবা করি নাই, সেবা ও পরিত্রাণের উপায় বলিয়া  
 চিত্তে বিদিত, অতএব হে দীনবন্ধো আমি অদ্য তোমার  
 শরণ লইলাম ॥ ১৮

হে নাথ ! আমি বিধিপূৰ্ণক তীর্থাদি সেবা করি নাই—তাহা  
 হইলেও আমার চিত্ত শুদ্ধ হইতে পারিত, হায় ! চিত্তশুদ্ধি বিনা  
 মনের জ্ঞান ও মুক্তি হয় না । অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য আমি  
 তোমার শরণ লইলাম ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠচিত্ত এবং প্রমাণ ( ধর্মশাস্ত্র ) শাস্ত্রের সাধনযুক্ত



গৌবিন্দ শঙ্কর হরে গিরিজেশ মেশ  
 শম্ভোজনর্দন গিরীশ মুকুন্দ সাধ ।  
 নাশ্রাগতির্মম কথং চ ন বাং বিহায়  
 তস্মাক্তমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥ ২১ ॥  
 এতৎ স্তবং ভগবদাশ্রয়ণাভিধানং  
 যে মানবা প্রতিদিনং প্রণতঃ পঠন্তি  
 তে মানবা ভবরতিং পরিভূয় শাস্তিঃ  
 গচ্ছন্তি কিং চ পরমাত্মনি ভক্তিমদ্বা ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ব্যোক্তিক রামোদাসীন-শিষ্য ব্রহ্মানন্দবিরচিতং ভগবচ্ছরণ-  
 স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

হইলে বেদান্ত-অনুশীলনও তাহার নিশ্চয় জ্ঞান উৎপাদন করে ;  
 আমার সাধনের কণামাত্র নাই, অতএব হে দীনবন্ধো অদ্য আমি  
 তোমার শরণ লইলাম ॥ ২০ ॥

হে গোবিন্দ হে শঙ্কর, হে হরে, হে গিরিজাপতি, হে রমেশ,  
 হে শম্ভো, হে জনর্দন, হে গিরীশ, হে মুকুন্দ, হে সাধ ( শিব )  
 আপনাদের ( দুই পুরুষ ভিন্ন ) ভিন্ন আমার কোনও উপায় নাই ;  
 অতএব হে প্রভো ! কৃপা করিয়া আমার গতি করুন ॥ ২১ ॥

যে মহুষাগণ ভগবচ্ছরণ নামক এই স্তব প্রতিদিন প্রণত হইয়া  
 পাঠ করেন, তাঁহারা সংসার-আসক্তি পরাভূত করিয়া শান্তিলাভ  
 করেন এবং পরমাত্মপদে নিত্যভক্তি লাভ করেন ॥ ২২ ॥

## শ্রীমধুসূদনস্তোত্রম্ ।

ওমিতি জ্ঞানমাত্রেন রাগাজীৰ্ঘ্যন্তি জীৰ্ঘ্যতঃ ।

কালনিদ্রাং প্রপন্নোহস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ১ ॥

ন গতি-বিদ্যাতে নাথ ! ত্বমেব শরণং মম ।

পাপপক্ষে নিমগ্নোহস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ২ ॥

মোহিতো মোহজালেন পুত্রদারগৃহাদিষু

তৃষ্ণা পীড়্যমানোহস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৩ ॥

ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখশোকাতুরং প্রভো ।

অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৪ ॥

## মধুসূদন-স্তোত্র ।

ওম্ এই জ্ঞানমাত্র বুদ্ধেরও বিষয়াসুরাগ জীর্ণ হই, আমি কাল-নিদ্রায় ( মোহনিদ্রায় ) অভিভূত হইয়াছি ; হে মধুসূদন আমাকে রক্ষা কর ॥ ১ ॥

হে নাথ ! আমার কোনও গতি নাই সে নিমিত্ত তোমার শরণ লইলাম; আমি পাপরূপ পক্ষে নিমগ্ন হইতেছি । মধুসূদন ! আমাকে রক্ষা কর ॥ ২ ॥

আমি পুত্র পত্নী গৃহাদিতে ( মমতাকুষ্ট হইয়া ) মোহজালে বদ্ধ হইয়াছি এবং বিষয়তৃষ্ণায় পীড়িত হইতেছি । হে মধুসূদন, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৩ ॥

আমি ভক্তিহীন দীন, দুঃখশোকাতুর নিরাশ্রয় এবং অনাথ হে প্রভো মধুসূদন ! আমাকে পরিদ্রাণ কর ॥ ৪ ॥

দীর্ঘগতাগতেন শ্রাস্তোহস্মি দীর্ঘসংসারবত্স্ব ।

যেন ভূয়ো ন গচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৫

বহবো হি ময়া দৃষ্টৌ যোনিদ্বারং পৃথক্ পৃথক্ ।

গর্ভবাসে মহদুঃখং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৬ ॥

তেন দেব প্রপন্নোহস্মি ত্রাণার্থে ত্বংপরায়ণঃ

দুঃখার্ণবপরিত্রাণাং ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥ ৭ ॥

বাচা যত্র প্রতিজ্ঞাতং কৰ্ম্মণা নোপপাদিতম্

তত্পপার্ণবমগ্নোহস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৮ ॥

স্কৃতং ন কৃতং কিঞ্চিদুদ্বৃতঞ্চ কৃতং ময়া ।

সংসারঘোরে মগ্নোহস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৯ ॥

দীর্ঘ সংসারমার্গে আমি পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি আর যেন আমি (সংসার পথে) আগমন না করি আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ৫ ॥

আমি মনুষ্য পশ্বাদি বহু দেহ ধারণ করিয়া পৃথক পৃথক নানা যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছি, এবং গর্ভবাসে বিপুল দুঃখ হইয়াছে অতএব হে মধুসূদন আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ৬ ॥

সেইনিমিত্ত দেব ! স্বদগতচিন্ত হইয়া পরিত্রাণের নিমিত্ত তোমার আশ্রয় লইলাম । হে মধুসূদন ! দুঃখরূপ সমুদ্রে হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া আমার পরিত্রাণ কর ॥ ৭ ॥

আমি বাক্য দ্বারা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কার্য্যে তাহা সম্পাদিত করি নাই সে নিমিত্ত পাপরূপ সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছি । হে মধুসূদন আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ৮ ॥

আমি স্কৃত (পুণ্য) কিছুমাত্র করি নাই কিন্তু দ্বৃত (পাপ)

দেহান্তরসহশ্বেষু চান্যোহন্য ভ্রামিতো ময়া ।

তির্য্যকৃত্বং মানুষ্যরূপং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ১০ ॥

বাচয়ামি যথোন্মত্তঃ প্রলপামি তবাগ্রতঃ ।

জরামরণভীতোহস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥ ১১ ॥

যত্র যত্র চ জাতোহস্মি স্ত্রীষু বা পুরুষেষু চ ।

তত্র তত্রাচলাভক্তি স্ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥ ১২ ॥

গত্বা গত্বা নিবর্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ ।

অতাপি ন নিবর্তন্তে দ্বাদশাঙ্করচিন্তকাঃ ॥ ১৩ ॥

অনুষ্ঠান করিয়াছি ; অতএব ঘোর সংসারে মগ্ন হইবাছি ; হে মধুসূদন, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৯ ॥

আমি সহস্র সহস্র দেহে ভ্রমণ করিয়া কখন তির্য্যকৃত্ব ( পশ্চাদি দেহ ) কখন মনুষ্যরূপ লাভ করিয়াছি । হে মধুসূদন ( এ প্রকার ছুঃখ হইতে ) আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ১০ ॥

আমি জরা মরণ ভয়ে ভীত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় তোমার নিকটে প্রলাপ বাক্য সকল বলিয়াছি হে মধুসূদন ! আমাকে ( জরা মরণাদি ছুঃখ হইতে ) পরিত্রাণ কর ॥ ১১ ॥

আমি যে কোনও স্থানে জ্বীদেহে বা পুরুষদেহে জন্মলাভ করি না কেন সকল দেহেতেই তোমার উপর অচলা ভক্তি থাকুক এবং হে মধুসূদন ! তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ১২ ॥

চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণ অবধি বারংবার বাতায়াত করিয়া থাকে কিন্তু তোমার দ্বাদশ অঙ্কর চিন্তকেরা অদ্যাপি সংসারে পুনরাগমন করে নাই ॥ ১৩ ॥

উর্দ্ধপাতালমর্ত্যেযু ব্যাপ্তং লোকজগদ্রমম ।  
 দ্বাদশাক্ষরাংপরং নাস্তি বাসুদেবেন ভাষিতম্ ॥ ১৪  
 দ্বাদশাক্ষরং মহামন্ত্রং সৰ্বকামফলপ্রদম্ ।  
 গৰ্ভবাসান্বাসেন শুকেন পরিভাষিতম্ ॥ ১৫  
 দ্বাদশাক্ষরং নিরাহারো যঃ পাঠেদ্ধরিবাসরে ।  
 স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং স্থানং যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ ॥ ১৬  
 ইতি শ্রীশুকদেববিরচিতং মধুহৃদনস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

### শ্রীকৃষ্ণাষ্টকম্ ।

শ্রিয়াল্লিষ্টো বিষ্ণুঃ স্থিরচরগুরুর্দেববিষয়ো  
 ধিয়াং সাক্ষী শুদ্ধো-হরিরস্বরহস্তাজনয়নঃ ।  
 গদা শঙ্খা চক্রা বিনলবনমালা স্থিরকুচিঃ  
 শরণ্যো-লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষি-বিষয়ঃ ॥ ১

তুমি ( উর্দ্ধ ) স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এই ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইয়া  
 অবস্থান করিতেছ, দ্বাদশ অক্ষর অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র  
 নাই ( স্বয়ং ) বাসুদেব এই কথা বলিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

শুকদেব গৰ্ভবাসে অবস্থানকালে কহিয়াছেন যে দ্বাদশাক্ষর  
 মহামন্ত্র সৰ্ব কামনার ফল প্রদান করে ॥ ১৫ ॥

যে একাদশীবাসরে নিরাহারে থাকিয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র পাঠ  
 করে ( ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ) সে যেখানে যোগেশ্বর হরি  
 বাস করেন সেই বৈষ্ণবধামে গমন করে ॥ ১৬ ॥

### শ্রীকৃষ্ণাষ্টক-স্তোত্রে ।

লক্ষ্মী বাহার দেহ আলিঙ্গন করিয়া আছেন, যিনি স্থাবর  
 জঙ্গম সম্পূর্ণ জগতের গুরু, যিনি বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়, যিনি

যতঃ সৰ্ব্বং জাতং বিয়দনিলমুখ্যং জগদিদং  
 ত্বিতৌ নিঃশেষং যোহবতি নিজস্বাংশেন মধুহা ।  
 লয়ে সৰ্ব্বং স্বস্নিহরতি কলয়া যন্ত স বিভূঃ  
 শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ২  
 অস্নানাদম্যাদৌ যমনিয়মমুখ্যৈঃ স্ককরণৈ  
 নিকৃধোদং চিত্তং হৃদি বিলয়মানীয় সকলম্ ।  
 যমীভ্যং পশ্যন্তি প্রবরমতয়ো নারিনমসৌ  
 শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৩

বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির সাক্ষী এবং শুদ্ধস্বরূপ, যিনি অসুরহন্তা কমল-  
 লোচন হরি ; যিনি হস্তে শঙ্খ চক্র গদা ও গলে বিমল বনকুম্ভ  
 নানা ধারণ করিয়াছেন এবং ষাঁহার স্থির সৌন্দর্য্য বিদ্যমান সেই  
 সৰ্ব্ব জগতের আশ্রয় ও সৰ্ব্বলোকের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টি-  
 গোচর হউন ॥ ১ ॥

যাহা হইতে অন্তরীক্ষ বায়ুপ্রমুখ এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে  
 যে নৃশৃঙ্গদন ত্বিতিকালে আপন স্বাংশে (সত্ত্বগুণ) দ্বারা অনন্ত  
 বিশ্ব পালন করিতেছেন এবং প্রলয়কালে নিজ অংশে যিনি  
 আপনাতাই সমস্ত সংহার করেন সেই সৰ্ব্ব জগতের আশ্রয় ও  
 সৰ্ব্বলোকের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টির গোচর হউন ॥ ২ ॥

বিশুদ্ধচিত্ত মূনিগণ প্রথমতঃ যমনিয়মাদি সাধনপূর্ব্বক প্রাণায়া  
 করিয়া এবং সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া যে ত্রিভুবন  
 পূজ্য নারায়ণ-শরীরধারী বিষ্ণুকে হৃদয়ে দর্শন করেন, সেই সৰ্ব্ব  
 জগতের আশ্রয় ও সৰ্ব্বলোকের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টির গোচ-  
 র হউন ॥ ৩ ॥

পৃথিব্যাং তিষ্ঠতো যময়তি মহীং বেদ ন বরা  
 যমিত্যাদৌ বেদো বদতি জগতামীশমমলম্ ।  
 নিয়ন্তারং ধ্যেয়ং মুনিশ্বরনৃণাং মোক্ষদমসৌ  
 শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৪  
 মহেন্দ্রাদির্দেবো জয়তি দিতিজাগ্রতশ্চ বলতো  
 ন কশ্চ স্বাতন্ত্র্যং কচিদপি কৃতৌ যৎকৃতিমুতে ।  
 কবিত্বাদের্গর্ভং পরিহবতি যোহসৌ বিজয়িনঃ  
 শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৫  
 বিনা যশ্চ ধ্যানং ব্রজতি পশুতাং সৃকরমুখাং  
 বিনা যশ্চ জ্ঞানং জনিমূতিভয়ং যাতি জনত।  
 বিনা যশ্চ স্মৃতি ক্রমিশতজনিঃ যাতি স বিভুঃ  
 শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৬

পৃথিবীতে অবস্থান পূর্বক যিনি মহীমণ্ডল নিয়মিত করিয়া-  
 ছেন কিন্তু পৃথিবী ঐহাকে জ্ঞাত হইতে পারে নাই ; বেদ ঐহাকে  
 জগতের অদ্বিতীয় নিরঞ্জন ঈশ্বর কহিয়া থাকে, যিনি জগতের  
 নিয়ন্তা, দেবতা মুনি ও মনুষ্যগণ ঐহাকে চিত্তে ধ্যান করেন, যিনি  
 সর্ব জীবের মুক্তি দাতা, সেই সর্ব জগতের আশ্রয় ও সর্বলোকের  
 ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টির গোচর হউন ॥ ৪

ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ঐহার বলে বলীমান হইয়া দৈত্যগণকে  
 পরাজিত করেন, ঐহার চেষ্টা ভিন্ন কাহারও কোনও বিষয়ে  
 স্বাধীনতা (কর্তৃত্ব) নাই, যিনি দীর্ঘজয়ী পণ্ডিতের কবিত্বাদির  
 গর্ভ হরণ করেন, সেই সর্ব জগতের আশ্রয় ও সর্বলোকের  
 ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টির গোচর হউন ॥ ৫

মানব ঐহার ধ্যানহীন হইলে শূকর প্রভৃতি পশুদেহ প্রাপ্ত

পরাতকোত্তর শরণশরণো ভ্রান্তি হরণো  
 যশস্থামো রামো ব্রজশিশু-বয়শ্চোহর্জুনসখঃ ।  
 স্বয়ম্ভূতানাং জনক উচিতাচারমুখদঃ  
 শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণাহঙ্কিবিষয়ঃ ॥ ৭  
 যদাধর্ম্মানির্ভবতি জগতাং ক্ষোভকরণী  
 তদা লোকস্বামী প্রকটিতবপুঃ সেতুধ্বজঃ ।  
 সতাং পাতা স্বচ্ছো নিগমগুণগীতো ব্রজপতিঃ  
 শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণাহঙ্কিবিষয়ঃ ॥ ৮

হয়, যাহার জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যাগণ জন্মমৃত্যু ভয়ে পীড়িত হয় এবং  
 যাহাকে স্মরণ না করিলে শত জন্ম অবধি কৃমি জন্ম লাভ হইয়া  
 থাকে সেই সর্ব জগতের আশ্রয় ও সর্ব লোকের ঈশ্বর বিভূ  
 শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টির গোচর হউন ॥

যিনি মনুষ্যাগণের ভয় হরণ করেন ও জগতের ভ্রান্তি নাশ করেন,  
 যিনি আশ্রয়েরও আশ্রয় স্বরূপ, যিনি নবীন মেঘের ত্রায় শ্রামবর্ণ,  
 রামরূপধারী, ব্রজবালকবয়শ্চ অর্জুনসখা, যিনি স্বয়ং উৎপন্ন  
 হইয়াছেন যিনি সর্বলোকের জনক এবং জীবগণের মূখোচিত  
 ( কৰ্ম্মাম্বরূপ ) সুখলাভা সেই জর্ব জগতের আশ্রয় ও সর্বলোকের  
 ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টির গোচর হউন ॥ ৭

যে যে সময়ে জগতের বিভ্রাসকারিণী ধর্ম্মানি হইয়া থাকে,  
 সেই সেই কালে যে ধর্ম্ম-সেতুস্বরূপ জগৎস্বামী জন্মরহিত বিষ্ণু  
 মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সাধুগণের পরিভ্রাণ সাধন করেন, যিনি সর্ব-



ইতি হরিরথিলাস্মারাদিতঃ শৃঙ্খরেণ  
 শ্রুতিবিশদগুণোহসৌ মাতৃমোক্ষার্থমাণ্ডঃ ।  
 যতিবরনিকটে শ্রীযুক্ত আবির্ভূত  
 স্বগুণবৃত উদারঃ শঙ্খচক্রাজহন্তঃ ॥ ৯  
 ইতি শ্রীমচ্ছরচাৰ্য্যাবিরচিতং কৃষ্ণাষ্টকম্ ॥

### গোপাল-স্তোত্রম্ ।

নবীননীরদগ্ৰামং নীলেন্দুবরলোচনম্ ।  
 বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্ ॥ ১

বিকার বর্জিত, এবং বেদে যাহার চরিত্র গীত হয় সেই সর্বজগতের  
 আশ্রয় ও সর্বগোকের জৈশ্বর ব্রজপতি শ্রীকৃষ্ণ আমার দৃষ্টির গোচর  
 হউন ॥৮

বেদে যাহার গুণরাশি বিস্তারিতরূপে উপগীত হয় সেই অনন্ত  
 ব্রহ্মাণ্ডের আত্মাস্বরূপ জগতের আদিভূত উদারচরিত হরি,  
 শঙ্করচাৰ্য্য কর্তৃক মাতার মোক্ষের নিমিত্ত এইরূপ আরাপিত হইয়া  
 স্বগুণে হস্তে শঙ্খচক্র পদ ধারণ পূৰ্ব্বক লক্ষ্মীসহ যতিবরের সম্মুখে  
 আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥৯

ইতি শ্রীমচ্ছরচাৰ্য্য বিরচিত কৃষ্ণাষ্টক ।

### গোপাল স্তোত্র ।

নবীন মেঘের স্নায় যাহার শ্রামবর্ণ দেহ এবং নীলপদ্মের স্নায়  
 যাহার সুন্দর নয়ন, গোপীর আনন্দদায়ক সেই গোপাল রূপধারী  
 কৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥১

সুরহর্ষদলোদ্ধকনীলকুঞ্চিত মূর্দ্ধজম্ ।  
 কদম্বকুসুমোদক বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ২  
 গণ্ডমণ্ডলসংসর্গি-চলৎ কাঞ্চনকুণ্ডলম্ ।  
 শূলমুক্তাকলোদার-হারছোত্ৰিতবক্ষসম্ ॥ ৩  
 হেমাদ্ভদতুলাকোটি কিরীটোজ্জলবিগ্রহম্ ।  
 মন্দমাকুতসংক্ষোভ বল্গিতাশ্রবসঞ্চয়ম্ ॥ ৪  
 রুচিরোষ্ঠপুটশ্রুত-বংশীমধুরনিস্বনৈঃ ।  
 লসদগোপালিকাচেতো মোহনন্তং মুহুর্নুভঃ ॥ ৫  
 বল্লবীবদনাশ্রোজমধুপানমধুরতম্ ।  
 ক্ষোভয়ন্তং মনস্তাশাং সম্ভেরাপাদ্ধবোক্ষণৈঃ ॥ ৬

যাহার নীলকুঞ্চিত কেশ সমূহ ময়ূষপুচ্ছ দ্বারা চূড়াবদ্ধ হইয়াছে,  
 বাহার গলদেশে কদম্ব কুসুম বদ্ধ বনমালা বিভূষিত, গণ্ডদেশে  
 চঞ্চল স্বর্ণকুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে এবং বক্ষের উপর  
 শূল ও রক্ত মুক্তার মালা দীপ্ত পাইতেছে সেই কৃষ্ণকে বন্দনা  
 করি ॥২৩

যাহার শরীর স্বর্ণ কেয়ুর ও কিরীট দ্বারা উজ্জল হইয়াছে এবং  
 মুহু সমীরণে যাহার পীতাম্বর চঞ্চল হইতেছে সেই কৃষ্ণকে প্রণাম  
 করি ॥৪

যিনি সুন্দর ওষ্ঠপুটে শ্রুত মধুর বংশীর রবে উল্লসিত গোপী-  
 চিত্তকে বারংবার মুগ্ধ করিতেন সেই কৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ৫

যিনি গোপবালার মুখপদ্মের মধুপান-নিবর্ত লমরস্বরূপ

যৌবনোদ্ভিন্নদেহাভিঃ সঃসক্তাভিঃ পরস্পরম্ ।

বিচিত্রাস্বরভূষাভির্গোপনারীভিরাবৃতম্ ॥ ৭

প্রতিপ্লাঙ্জনকালিন্দী জলকেনিকলোৎসুকম্ ।

যোধয়ন্তং কচিদ্গোপান্ ব্যাহরন্তং গবাং ধনম্ ॥ ৮

কালিন্দীজলসংসর্গিশীতলানিলসেবিতে

কদম্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে কচিৎ ॥ ৯

রত্নভূধরসংলগ্নরত্নাসনপরিগ্রহম্ ।

কল্পপাদপমধ্যস্থ-হেমমণ্ডপিকাগতম্ ॥ ১০

বসন্তকুশুমোদস্বরভীকৃতদিগ্‌মুখে,

গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যো স্থিতং বাসরসোৎসুকম্ ॥ ১১

এবং যিনি প্রফুল্ল কটাক্ষপাতে গোপীদিগের মনক্ষোভিত করিতেন তাঁহাকে প্রণাম করি ॥ ৬

যিনি বিচিত্র বেশভূষাধারিণী পরস্পর সন্নিহিত গোপযুবতীগণের দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৭

যিনি কজ্জলপ্রভা যমুনাঞ্জে জলক্রীড়াতে উৎফুল্ল থাকিতেন এবং কখনও কখনও ক্রীড়াচ্ছলে গোপবালকদিগকে যুদ্ধে প্রবর্তিত করিতেন এবং তাহাদের গোধনদিগকে আহ্বান করিতেন তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৮

যিনি কখনও বৃন্দাবনে শীতল যমুনাশীকরসম্পন্ন কদম্ব বৃক্ষচ্ছায়ায় অবস্থিতি করিতেন, কখনও বা রত্নগিরি-সংলগ্ন রত্নাসনে উপবেশন করিতেন, কখনও কল্পবৃক্ষ মধ্যস্থিত শুবর্ণ মণ্ডপে অবস্থিতি করিতেন এবং কখনও বা চতুর্দিকে বসন্ত কুশুম আমোদিত রমণীয় গোবর্দ্ধন পর্বতে বাসরসোৎসুক হইয়া বাস করিতেন, সেই কৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ৯:০:১১

সবাহস্ত তলন্তস্তপিরিবর্ঘ্যাতপত্রকম্ ।

খণ্ডিতাখণ্ডলোন্মুক্তা-মুক্তাসারঘনাঘনম্ ॥ ১২

বেণুবান্ধিমহোল্লাসকৃতহৃৎকারনিঃস্বনৈঃ ।

সবৎসৈকুন্মুঠৈঃ শব্দগোকুলৈরভিবীক্ষিতম্ ॥ ১৩

কৃষ্ণমেবানুগায়ন্তিস্তৃষ্ণেষ্ঠাবশবর্ত্তিভিঃ ।

দণ্ডপাশোদ্ধতকঠৈর্গোপালৈরুপশোভিতম্ ॥ ১৪

নারদাঐতুমুনিশ্রেষ্ঠৈর্বেদবেদাঙ্গপারঙ্গৈঃ ।

প্রীতিস্থম্বিধ্বয়া বাচা স্তূয়মানং পরাংপরম্ ॥ ১৫

য এবং চিন্তয়েদেবং ভক্ত্যা সংস্তোতি মানবঃ ।

ত্রিসন্ধ্যং তস্ত তুষ্ণোহসৌ দদাতি বরমীপ্সিতম্ ॥ ১৬

যিনি ইন্দ্রকৃত প্রবল বারিবর্ষণ নিবারণের নিমিত্ত বামহস্ততলে ছত্রের আয় গোবর্ধন পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন সেই কৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ১২

( কৃষ্ণের ) বংশীধ্বনি শ্রবণে অত্যন্ত উল্লসিত বৎসসহ উচ্চমুখ গবীগণ আনন্দে হৃৎকার করত ষাঁহাকে নিরীক্ষণ করিত সেই কৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ১৩

কৃষ্ণ-লীলানুসারে কৃষ্ণনাম গানকারী দণ্ডপাশধারী গোপালগণ কর্তৃক পরিশোভিত এবং বেদ-বেদাঙ্গপারগ নারদাদি মুনিগণ কর্তৃক প্রীত ও স্তম্বিধ্ববচনে সংস্তুত পরাংপর কৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ১৪॥১৫

যে মানব দেবের এইরূপে ধ্যান করত ভক্তিসহ ত্রিসন্ধ্যা স্তব্ব করে কৃষ্ণ তাহার উপর প্রীত হইয়া অতীষ্ট প্রদান করেন । এবং

রাজবল্লভতা-মেতি ভবেৎ সৰ্ব্বক্ষনপ্রিয়ঃ ।

অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি স বাগ্মী জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীগৌতমীয়মহাত্ম্যে গোপালস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

### ভগবন্মানস-পূজনম্ ।

হৃদস্তোজে কৃষ্ণঃ সজলচ্ছলদ-শ্যামলতমুঃ

সরোজাক্ষঃ শ্রুতী মুকুটকটকাভারণবান্ ।

শরদ্রাকানাথ-প্রতিম-বদনঃ শ্রীমুরলিকাং বহন্

ধ্যায়ো গোপীগণপরিবৃতঃ কুঙ্কমচিতঃ ॥ ১

পয়োহস্তোদধৌপান্নম হৃদয়মায়াহি ভগবন্

মণিব্রাতভ্রাজং-কনকবর-পীঠং ভজ হরে ॥

অচিহ্নৌ তে পাদৌ যদুকুলজ নেনেজ্জিমুজ্জলৈ

গৃহাণেদং দূৰ্ব্বাফলজলবদর্ঘ্যং মুররিপো ॥ ২

সে বর্নিশ্চিত রাজার এবং সৰ্ব্বজনের প্রিয় হয়, অচঞ্চল লক্ষ্মীলাভ করে এবং সুবক্তা হয় ॥ ১৬।১৭

ইতি শ্রীগোপালস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

### শ্রীভগবন্মানস পূজা ।

জলপরিপূর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ যাহার দেহ, অরবিন্দের তুল্য যাহার নেত্র, যিনি গলদেশে পুষ্পমালা ধারণ করিয়াছেন এবং মুকুট কেয়ুর বলয়াদি আভরণে ভূষিত, শারদ-পূর্ণিমার চন্দ্র-তুল্য যাহার আনন, এবং যিনি হস্তে মুরলিকা বহন করেন গোপী-গণ পরিবৃত কুঙ্কমলিপ্তাঙ্গ সেই কৃষ্ণকে হৃদয়পদ্মে ধ্যান করি ॥ ১ ॥

হে ভগবন্ কীর্তনমুদ্রের দ্বীপ হইতে আমার হৃদয়মন্দিরে

ত্বমাচামোপেন্দ্র ত্রিংশসরিদন্তোহতিশিশিরং  
 তজ্জশ্বেমং পঞ্চামৃত-রচিত-মাপ্লাবন-মনস্বম্ ।  
 দ্ব্যনন্তাঃ কালিন্দ্যা অপি কনককুন্তস্থিতমিদং  
 জলং তেন স্নানং কুরু কুরু কুরুষাচমনকম্ ॥ ৩  
 তড়িঘর্णे বস্ত্রে ভজ বিজয়কান্তাদিহরণ  
 প্রলম্বারিভ্রাত মৃদূলমুপবীতং কুরু গলে ।  
 ললাটে পাটীরং মৃগমদযুতং ধারণ হরে  
 গৃহাণেদং মালাং শতদলতুলস্যাদি-রচিতম্ ॥

আসিয়া মণিরত্নরচিত উজ্জ্বল কনকশসনে উপবেশন কর । হে যাদব,  
 তোমার স্তূতি পাদযুগল আমি নির্মল জলে ধৌত করিব ।  
 মুরারে ! দুর্ধা ফল জলরচিত অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি ইহা গ্রহণ  
 কর ॥ ২ ॥

হে উপেন্দ্র ( বিষ্ণো ) ! আমি অতি শীতল গঙ্গার জল প্রদান  
 করিলাম তুমি ইহা আচমন কর, এবং হে কলুষনাশন ! আমার  
 পঞ্চামৃত রচিত আপ্লাবন গ্রহণ কর, আর আমি স্বর্ণকুন্তে করিয়া  
 গঙ্গার ও যমুনার জল প্রদান করিলাম তাহাতে স্নান এবং আচমন  
 কর ॥ ৩ ॥

হে প্রলম্বারি ( বগদেব ) অমুজ ! হে শক্রজয়কালে শক্র-  
 বনিতাদি হরণ করিহ ! আমি পীতবর্ণের বস্ত্র দিলাম ইহা পরিধান  
 কর, এবং গলে কোমল উপবীত ধারণ কর । ভালে মৃগনাভি-  
 যুক্ত চন্দন ধারণ কর এবং পদ ও তুলসীপত্র রচিত মালা প্রদান  
 করিলাম ইহা গ্রহণ কর ॥ ৪ ॥

দশাঙ্গং ধূপং সৰ্বদ চরণাগ্রেহাৰ্পিতময়ে  
 মুখং দৌপেন্দুপ্রভবরজসা দেব কলয়ে ।  
 ইমৌ পাণী বাণীপতিভূত সৰ্পূররজসা  
 বিশোধ্যাগ্রে দত্তং সলিলমিদমাচাম নূহরে ॥  
 সদা তৃপ্তাং যত্নং সবদখিলব্যাঞ্জনযুক্তং  
 স্ববর্ণী পাত্রে গোম্মতচষকযুক্তে স্থিতমিদম্ ।  
 যশোদাস্থনো ত্বং পরমদয়শান সখিভিঃ  
 প্রসাদং বাঞ্ছন্তঃ সহ তদন্তু নীরং পিব বিভো ॥ ৬  
 সচন্দ্রং তাম্বুলং মুখকুচিকরং ভক্ষয় হরে  
 ফলং স্বাদুগ্রীত্যা পরিমলবদাস্বাদয় চিরম্ ।  
 সপৰ্যাপৰ্য্যাপ্তা কনকমণিজাতং স্থিতমিদং  
 প্রদীপৈরারাত্রিং জলধিতনয়ান্নিষ্টে রচয়ে ॥ ৭

হে শ্রেষ্ঠংরদাতঃ ! আমি তোমার চরণাগ্রে দশাঙ্গ ধূপ দান  
 করিলাম, চন্দ্রপ্রভার তুল্য দীপ দান করিলাম । হে বিরিক্তি স্তত !  
 আমার এই দুই হস্ত প্রক্ষালিত করিয়া কপূরচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া  
 জল দিলাম হে নরহরিরূপধারিন্ ! ইহা আচমন কর ॥ ৫ ॥

হে যশোদানন্দন ! আমি যড়রস এবং অখিল ব্যঞ্জনযুক্ত পান-  
 পাত্র সহিত স্বর্ণপাত্রে গব্যম্মত মিশ্রিত তৃপ্তিকর অন্ন প্রদান করি-  
 লাম, তুমি পরম দয়া করিয়া প্রসাদাকাজ্ঞী সখীগণের সহিত ইহা  
 ভোজন কর এবং পরে জলপান কর ॥ ৬ ॥

হে হরে ! আমি মুখকুচিকর কপূরযুক্ত তাম্বুল প্রদান করি-  
 লাম ইহা চৰ্জন কর এবং স্বগন্ধ ও স্বস্বাদু ফল প্রদান করিলাম

বিজাতীয়ৈঃ পুষ্পৈরতিভিভিবিষতুলসী-  
 যুভৈশ্চেমং পুষ্পাঞ্জলিমজ্জিত তে মগ্নি নিদধে ।  
 তব প্রদক্ষিণ্যক্রমণ মঘবিশ্বংসিরচিভং  
 চতুর্কারং বিষ্ণো জনিপথগতিশ্রান্তবিদূষা ॥ ৮  
 নমস্বারোঃষ্টাঙ্গঃ সকলছরিতধ্বংসনপটুঃ  
 কৃতং নৃত্যংগীতং স্তুতিরপি রম্যকান্ত তইয়ম্  
 তব প্রীতৈ ভূয়াদহমপি চ দাসস্তব বিভো  
 কৃতং পূর্ণং সৰ্ব্বং কুরু কুরু নমস্তেঃস্ত ভগবন্ ॥ ৯

তাহা প্রীতিপূৰ্ণক আহ্বাদন কর এবং তোমার পূজাসিদ্ধির  
 নিমিত্ত স্বর্ণ ও রত্ননিষ্মিত প্রদীপে আরতি করিতেছি, হে লক্ষ্মী-  
 আলিঙ্গিত তনো ( কনলাসেবিতাঙ্গ ) হরে ! ইহা গ্রহণ কর ॥ ৭

হে অজিত ! বিশ্ব ও তুলসীপত্র সহ নানা জাতীয় স্মৃতি  
 কুসুমাজলি তোমার মস্তকে অর্পণ করিলাম । হে বিষ্ণো আমি  
 জন্ম ( নৃত্য ) দুঃখ বিদিত হইয়া তন্নিবারণার্থ পাপহর তোমার  
 চারিবার প্রদক্ষিণ করিলাম ॥ ৮ ॥

সৰ্ব্ব পাপধ্বংসেব নিমিত্ত তোমার অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম,  
 হে রম্যপতে ! আর নৃত্য গীত ও তোমার স্তুতি করিলাম, ইহাতে  
 তোমার প্রীতি হউক । হে বিভো ভগবন্ ! তোমার দাস  
 আমি, আমার পূজার ক্রটি পূর্ণ কর । আমি তোমাকে প্রণাম  
 করিতেছি ॥ ৯ ॥



সদা সেবাঃ কৃষ্ণঃ সজলধননীলঃ করতলে  
 দধানো দধ্যম্নঃ তদহু নবনীতং মুরলিকাম্  
 কদাচিৎ কাস্তানাং কুচকলশপত্রালিরচনা  
 সমাসক্তঃ স্নিগ্ধৈঃ সহ শিশুবিহারং বিরচয়ন্ ॥ ১০ ॥  
 মণিকর্ণীচ্ছয়া জাতমিদং মানসপূজনম্ ।  
 যঃ কুবীতোষসি প্রাজ্ঞস্তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ ১১ ॥  
 ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং ভগবদ্ভ্যাসপূজনম্ ।

### বিষ্ণোর্দশাবতার-স্তবঃ ।

আদায় বেদাঃ সকলাঃ সমুদ্রাং নিহত্য শঙ্খং ত্রিপুন্মতু্যদগ্রম্ ।  
 দন্তাঃ পুরা যেন পিতামহায় তং মংস্করুপং প্রণমামি বিষ্ণুন্ ॥ ১

যিনি করতলে দধ্যম্ন পশ্চাৎ নবনীত এবং মুরলী ধারণ করিয়া-  
 ছেন এবং কখনও কখনও কাস্তাগণের কুচযুগলে পত্রলেখা রচন  
 করিয়াছেন ও স্নিগ্ধ শিশু সঙ্গে ( গোপবালকসহ ) বিহার করিয়া-  
 ছেন সেই সজল মেঘের ন্যায় নীলকান্তি কৃষ্ণকে সর্বদা ধ্যান  
 করি ॥ ১০ ॥

মণিকর্ণীর ইচ্ছায় ভগবানের এই মানস পূজা কৃত হইল,  
 যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি প্রাতঃকালে এই স্তব পাঠ করে, ভগবান্ কৃষ্ণ  
 তাহার উপর প্রীত হন ॥ ১১ ॥

### দশাবতার স্তোত্র ।

যিনি অতু্যগ্র শত্রু শঙ্খাস্ত্র বিনাশ করিয়া সমুদ্র হইতে সমস্ত  
 বেদের উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক প্রথমে ব্রহ্মাকে তাহা দান করিয়া-  
 ছেন, সেই মংস্করুপধারী বিষ্ণুকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

দিব্যামৃতার্থং মথিতে পল্লোধো দেবাসুরৈর্কাস্ত্রিকিমন্দরাভ্যাম্ ।

ভূমেমহাবেগবিঘৃণিতায়ান্তং কৃশ্মমাধারগতং স্মরামি ॥ ২

সমুদ্রকাঞ্চী সরিহুত্তরীয়া বহুন্ধরা মেরু-কিরীটভারা ।

দন্তাগ্রতো যেন সমুদ্র্তাভূং তমাদিকোলং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৩

ভক্তাণ্ডিভঙ্গক্ষময়া দিয়া য স্তস্তাস্তুরালাহুদিতো নৃসিংহঃ ।

রিপুং সুরাণাং নিশিঠৈত নখাগ্রৈর্কিদারয়ন্তং তমহং নমামি ॥ ৪

চতুঃসমুদ্রাভরণা ধরিত্রী ত্রাসায় নালং চরণশ্চ যশ্চ ।

একশ্চ নাশশ্চ পদং সুরাণাং ত্রিবিক্রমং সর্বগতং নমামি ॥ ৫

দেবাসুরগণ দিব্য অমৃতের নিমিত্ত বাস্তুকিকে রজ্জু ও মন্দর পর্বতকে মছন দণ্ড করিয়া সমুদ্র মথিত করিতে থাকিলে মহাবেগে বিঘৃণিত পৃথিবীর আধারভূত ( ভারধারণকারী ) কৃশ্ম অবতারকে ধ্যান করি ॥ ২ ॥

সমুদ্র যাহার মেথলা, নদী উত্তরীয় এবং স্রমেৰু কিরীট এক্রপ বহুন্ধরাকে যিনি দন্তাগ্রে উদ্ধার করিয়াছেন সেই আদি বরাহরূপ-ধারী বিষ্ণুকে আশ্রয় করি ॥ ৩ ॥

যিনি ভক্তের পীড়ানাশনক্ষম বুদ্ধিতে স্তম্ভের অন্তরাল হইতে নৃসিংহরূপে বাহির হইয়া দেবগণের শত্রুকে নিশিত নখাগ্রে বিদারণ করিয়াছেন সেই বিষ্ণুকে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

চতুঃসমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীতে যাহার এক চরণ স্থাপনের স্থান সংকুলান হয় না, এবং স্বর্গে অপর চরণের স্থান হয় না, সেই সর্বব্যাপী ত্রিবিক্রম বিষ্ণুকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

ত্রিশত্বাবারং নৃপতীর্নিত্য যন্তর্পণং রক্তদয়ং পিতৃভ্যঃ ।

চকার লোদ্বিগ্বলেন সম্যক্ তমাদিশূরং প্রণমামি বিষ্ণুন্ ॥ ৬ ॥

কুলে রঘুণাং সমবাপ্য জন্ম বিধায় সেতুং জলধেজ্জলান্তঃ ।

লঙ্কেশ্বরং যঃ শময়াককার সীতাপতিং তং প্রণমামি ভক্ত্যা ॥ ৭ ॥

হলেন সর্কান্ নৃপতীন্ নিহত্য চকার চূর্ণং মুসলপ্রহারৈঃ ।

যঃ কৃষ্ণমাসাদ্য বলং বলীয়ান্ ভক্ত্যা ভজে তং বলভদ্র-রামন্ ॥ ৮ ॥

সাম্রাজ্য-সৌখ্যং তৃণবদ্বিহায় সন্ধারয়ং শচীবরচিহ্নবেশম্ ।

নিনিন্দ বেদং পশুঘাতনং যো দয়াময়ং তং প্রণতোহস্মি বুদ্ধম্ ॥ ৯ ॥

কল্লাবসানে তুরগাধিক্রুটো সংঘট্টয়ামাস নিমেষমাত্রাং ।

যন্তেজসা নির্দহতাতিভীম স্তং কঙ্কিনং বিশ্বপতিং ভজামঃ ॥ ১০ ॥

যিনি বাহুবলে একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিক্ষেপ্ত করিয়া তাহাদের রক্তে পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছেন সেই আদি বীর পরশুরাম মুক্তিধারী বিষ্ণুকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

রঘুদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সমুদ্রের সেতু বন্ধনপূর্বক যিনি রাবণবধ করিয়াছেন সেই সীতাপতি রামচন্দ্রকে ভক্তির সহিত প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

যে বলশালী বলভদ্র কৃষ্ণের সাহায্যে সমস্ত নৃপতিগণকে পরাস্ত করিয়া মুষলাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছেন ভক্তির সহিত সেই বলরামকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

রাজাস্থত্ব তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া বহুলবেশ ধারণপূর্বক যিনি বেদোক্ত পশুঘাতনের নিষেধ করিয়াছেন সেই দয়াময় বুদ্ধদেবকে প্রণাম করি ॥ ৯ ॥

কলিযুগাবসানে অশাক্রুত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর মূর্তিতে মহাভক্তে

শঙ্খং সূচকং স্নগদাং সরোজং দোৰ্ভিদদানং গরুড়াধিকৃতম্  
 ত্রীবৎসচিহ্নং জগদাদিমূলং তমালনীলং হৃদি বিষ্ণুমীড়ে ॥ ১১  
 ক্ষীরাম্বুধৌ শেৰ্ববিশেষতল্লৈ শয়ানমন্তঃস্মিতশোভিবক্তৃম্ ।  
 উৎফুল্লনেত্রাধুজ্জমম্বুদান্তম্ আদ্যাং ক্রতীনামসকুং স্মরামি ॥ ১২  
 প্রীগয়েদনয়া স্তুত্যা জগন্নাথং জগন্ময়ম্ ।  
 ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষাণামাপ্তয়ে পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৩

ইতি শ্রীবিষ্ণোদশাবতারস্তবঃ সমাপ্তঃ ।

নিমেষমাत्रে যিনি ( ছব্রতের ) বিনাশ সাধন করিবেন সেই বিশ্ব-  
 পতি কঙ্কিকে ভজনা করি ॥ ১০ ॥

যিনি গরুড়ারোহণ-পূৰ্ণক হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এবং বক্ষে  
 ত্রীবৎসচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন সেই জগতের আদি ও নিদানস্বরূপ  
 তমালের স্থায় নীলবর্ণ বিষ্ণুকে হৃদয়ে পূজা করি ॥ ১১ ॥

ক্ষীর সমুদ্রে অনন্ত শয্যায় শয়ান অন্তরে হাস্যকারী শোভিত-  
 বদন পদ্মপলাশলোচন, মেঘ নীলবর্ণ, বেদের স্রষ্টা বিষ্ণুকে বারংবার  
 প্রণাম করি ॥ ১২ ॥

ধৰ্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষলাভের নিমিত্ত এই স্তবদ্বারা জগন্ময়  
 জগন্নাথ পুরুষোত্তমকে প্রীণিত (তুষ্ট) করিবে ॥ ১৩ ॥

ইতি বিষ্ণুর দশাবতার স্তব সমাপ্ত ।

## দশাবতার-স্তোত্রম্ । ( জয়দেবকৃতম্ )

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং ,

বিহিতবাহুত্র চবিত্রমথৈদম্ ।

কেশব ধৃত মৌনশবীর

জয় জগদীশ হবে ॥ ১

ক্ষিতিবহ বিপুলতবে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে

ধরণিধবণ-কিণচক্রগবিষ্ঠে ।

কেশব ধৃত-কচ্ছপরূপ

জয় জগদীশ হবে ॥ ২

বসতি দশনশিখবে ধরণী তব গয়া

শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ।

কেশব ধৃত-শুকবরূপ

জয় জগদীশ হবে ॥ ৩

## দশাবতার স্তোত্র । ( জয়দেব )

হে কেশব, হে মৎস্তমূর্ত্তিধারিন ! তুমি প্রলয়-সমুদ্র-জলে  
নৌকার ন্যায় অনায়াসে বেদেব উদ্ধার সাধন করিয়াছ । হে  
জগদীশ হে হবে তোমার জয় হউক ॥ ১ ॥

হে কেশব, হে কচ্ছপরূপধারিন ! তোমার সুবিশাল এবং  
ধরণিবহনে কঠিন ও সূদৃঢ় পৃষ্ঠোপরি পৃথিবী অবস্থিত ছিল । হে  
জগদীশ তরে ! তোমার জয় হউক ॥ ২ ॥

হে কেশব, হে বরাহরূপধারিন ! পৃথিবী তোমার দশনাগ্রে

তব কর-কমলবরে নখমদ্বুতশৃঙ্গং

দলিত-হিরণ্যকশিপু-তনুভৃঙ্গম্ ।

কেশব ধৃত-নরহরিরূপ

জয় জগদীশ হরে ॥ ৪

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্বুতবামন

পদ-নখ নীর-জ্ননিত-জ্ঞনপাবন ।

কেশব ধৃত-বামনরূপ

জয় জগদীশ হরে ॥ ৫

সংলগ্ন হইয়া চন্দ্রেতে কলঙ্ক রেখার ত্রায় অবস্থিত ছিল । হে জগদীশ, হরে ! তোমার জয় হউক ॥ ৩ ॥

হে কেশব, হে নরহরিরূপধারিন্ ! তোমার চাকু করকমলের ( অগ্রভাগে ) অদ্ভুত নখরে, হিরণ্যকশিপু দেহরূপ ভ্রমর বিদারিত হইয়াছে । হে জগদীশ, হরে ! তোমার জয় হউক\* ॥ ৪ ॥

হে কেশব, হে বামনরূপধারিন্ ! হে পদনখ জলে ( অর্থাৎ পাদপদ্মসমুত গঙ্গা জলে ) লোকপাবনকারিন্ ! হে অদ্ভুত বামন ! তুমি বিক্রম অর্থাৎ পদক্ষেপে (স্বর্ণ মর্ত্য পাতালে তিন পদ নিক্ষেপ করিয়া ) বলিকে ছলনা করিয়াছ । হে জগদীশ হরে ! তোমার জয় হউক ॥ ৫ ॥

\* কমলের কেশর কোমল কিন্তু তোমার কর-কমলে কেশর তুল্য নখ অতি কঠিন ও তীক্ষ্ণ ইহা অতি অদ্ভুত, সেই নখে হিরণ্যকশিপুরূপ ভ্রমর বিদ্ধ হইয়াছে ।

ক্ষত্রিয়-রুধিরময়ে জগদপগতপাপং  
 অপয়সি পয়সি শমিত-ভব-তাপম্ ।  
 কেশব ধৃত-ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৬  
 বিতরসি দিস্মু রণে দিকৃপতি-কমনীয়ঃ  
 দশমুখ মৌলি-বলিং রমণীয়ম্ ।  
 কেশব ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৭  
 বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাতঃ  
 হলহতি-ভীতি-মিলিত-যমুনাভম্ ।  
 কেশব ধৃত হলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৮  
 নিন্দসি যজ্ঞবিধেহহ শ্রুতিজাতং  
 সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্ ।  
 কেশব ধৃত-বৃদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৯

---

হে কেশব, হে ভার্গব- ( পরশুরাম ) রূপধারিন্ ! তুমি ক্ষত্রিয়-  
 রুধিরময়-জলে জগৎকে স্নান করাইয়া পাপতাপহীন করিয়াছ ।  
 হে জগদীশ হরে । তোমার জয় হউক ॥ ৬ ॥

হে কেশব, হে রঘুপতিমূর্ত্তিধারিন্ ! তুমি দিকৃপতি ( ইন্দ্রাদি )  
 গণের বাঞ্ছনীয় দশানন মস্তকরূপ রমণীয় বলি দশদিকে বিতরণ  
 ( নিক্ষেপ ) করিয়াছ । হে জগদীশ, হরে ! তোমার জয় হউক ॥ ৭ ॥

হে কেশব, হে বলরামমূর্ত্তিধারিন্ । তোমার শুভদেহে তুমি  
 লাক্ষ্মীলাঘাত ভয়ে শরণাগত যমুনার আভার স্তায় মেঘবৎ নীলবসন  
 ধারণ করিয়াছ । হে জগদীশ, হরে ! তোমার জয় হউক ॥ ৮ ॥

হে কেশব, হে বৃদ্ধরূপধারিন্ । তুমি দয়াদ্রুহদয়ে পশুঘাত

শ্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং

ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ।

কেশব ধৃত-কঙ্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১০

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং

শৃণু সূতদং শুভদং ভবসারম ।

• কেশব ধৃত-দশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ১১

বেদান্তকরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদবিভ্রতে

দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রিয়ং কুর্কতে ।

পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতরতে

শ্লেচ্ছান্ মুর্ছয়তে দশাকৃতিক্রুতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥ ১২

ইতি শ্রীজয়দেবকৃতং শ্রীবিষ্ণোর্দশাবতার-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

দর্শন করিয়া যজ্ঞবিধানোক্ত বেদবাক্য সমূহের নিন্দা করিয়াছ ।

হে জগদীশ হরে ! তোমায় জয় হউক ॥ ৯ ॥

হে কেশব, হে কঙ্কিদেহধারিন্ ! তুমি শ্লেচ্ছসমূহ নিধনকালে  
ধূমকেতুর ন্যায় অতি ভীষণ করবাল ধারণ কর । হে জগদীশ  
হরে ! তোমার জয় হউক ॥ ১০ ॥

হে কেশব, হে দশবিধ মূর্তিধারিন্ ! শ্রীজয়দেব কবি বিরচিত  
এই সূতদায়ক, নঙ্গল জনক, সংসারের সার এবং উৎকৃষ্ট স্তব শ্রবণ  
কর । হে জগদীশ হরে ! তোমার জয় হউক ॥ ১১ ॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি দশমূর্তি ধারণ পূর্বক বেদের উদ্ধারণ,  
জগৎধন, পৃথিবী উত্তোলন, দৈত্য বিদারণ, বলিছলন, ক্ষত্রিয় নিধন,  
রাবণ নাশন, লাক্ষ্মণ কর্ষণ, কুরুণা বিতরণ, এবং শ্লেচ্ছ দ্বাতন  
করিয়াছ, তোমাকে প্রণাম ॥ ১২ ॥

ইতি দশাবতার স্তোত্র ।



## জগন্নাথস্তোত্রম্ ।

কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিনসঙ্কীতক-রবো

মৃদাভারীনারীবদনকমলাস্বাদ-মধুপঃ ।

রমাশম্ভুব্রহ্মাশ্বরপতিগণেশাচ্ছিতপদো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ১

ভূজে সর্বো বেণুঃ শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে

দুর্কুলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে ।

সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবনবসন্তিলীলাপরিচয়ো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ২

## জগন্নাথাস্তক স্তোত্র ।

যিনি একসময়ে যমুনাতীরস্থ কাননে সংগীতধ্বনি করিয়াছেন  
এবং আনন্দভরে ভ্রমরের ন্যায় গোপনারীর বদনকমলের মধু-  
পান করিয়াছেন, লক্ষ্মী শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র গণেশ ঐহার চরণ পূজা  
করেন, সেই প্রভু জগন্নাথ আমার দৃষ্টিপথগামী হউন ॥১

যিনি বাম হস্তে বেণু, শিরে শিখি পুচ্ছ, কটিতটে পীতাম্বর  
নেত্রপ্রান্তে সহচরগণের উপর কটাক্ষ ধারণ করিয়াছেন এবং সর্বদা  
শ্রীকৃন্দাবনে বসতিপূর্বক লীলারত ছিলেন, সেই প্রভু জগন্নাথ :  
আমার দৃষ্টিপথগামী হউন ॥২

মহাস্তোমধেন্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে

বসন্ প্রাসাদান্তে সহজবলভদ্রেণ বলিনা ।

সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলস্বরসেবাবসরদে।

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৩

রূপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরে।

রম্যবাণীরামঃ ক্ষুদ্রদমলপদ্মোক্ষণমুখৈঃ ।

সুরৈন্দ্রেরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখাগী তচরিতো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৪

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিতভৃদেবপটলৈঃ

স্ততিপ্রাহুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ষ্য সদয়ঃ ।

দয়াদিকুবন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসুতয়া

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫

যিনি সমুদ্রতীরে কনককান্তি নীলাব্রিশিখরে প্রাসাদমধ্যে  
/সুভদ্রাকে মধ্যস্থলে রাপিয়া অগ্রজ বলী বলভদ্র সহিত বাসকরত  
সর্বদেবগণকে পূজা করিবার অবসর দিয়াছেন সেই প্রভু জগন্নাথ  
আমার দৃষ্টিপথগামী হউন ॥৩

যিনি করুণার সিন্ধু, সজল-মেঘমালার ন্যায় ষাঁহার রুচির  
কান্তি, যিনি লক্ষী সরস্বতী সহ ক্রীড়াগত এবং ষাঁহার নয়ন ও বদন-  
মণ্ডল বিকসিত অমল কমলের ন্যায় শোভমান, দেবনাথকগণ ষাঁহার  
আরাধনা করেন এবং বেদান্ত ও উপনিষদ্ ষাঁহার চরিত্র কীর্তন  
করে সেই প্রভু জগন্নাথ আমার দৃষ্টিপথগামী হউন ॥৪

যিনি রথারূঢ় হইয়া পথে গমন করিতে করিতে মিলিত ব্রাহ্মণ-

পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়লোংফুল্লনয়নো

নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোহ্নস্তশিরসি ।

রসানন্দো রাধাসরসবপুরালিঙ্গনস্থো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং

ন যাচেহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্ ।

সদা কালে কালে প্রমথশতিনা গীতচরিতো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭

হর ত্বং সংসারং দ্রুতত্বরমসারং স্বরপতে

হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে ।

অহো ! দীনানাথং নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৮

গণকীর্তিত স্তুতি শ্রবণ করিয়া পদে পদে প্রফুল্ল হন, যিনি কৃপাসিক্ত  
ও জগতের বন্ধুরমার সহিত সেই প্রভু জগন্নাথ আমার দৃষ্টিপথগামী  
হউন ॥৫

পূজনীয় ( মহামহিম ) পরব্রহ্ম হইয়াও যিনি পদ্মপলাশলোচন  
এবং অনন্ত মস্তকশ্রুত-চরণ হইয়া যিনি নীলপর্কতে বাস করেন, যিনি  
প্রেমরসে আনন্দিত এবং শ্রীরাধার রসময় বপু আলিঙ্গনে স্থখী  
সেই প্রভু জগন্নাথ আমার দৃষ্টিপথগামী হউন ॥৬

আমি রাজ্য চাহিনা, সুবর্ণ মাণিক্যাদি বিভবও চাহিনা অথবা  
সর্বজন স্পৃহণীয় সুন্দরী রমণীও চাহিনা, আমি সর্বদা এই প্রার্থনা  
করি যে ভূতনাথ মহাদেব ষাঁহার চরিত ( গুণ ) কীর্তন করেন সেই  
প্রভু জগন্নাথ সময়ে সময়ে আমার দৃষ্টিপথগামী হউন ॥৭

হে স্বরনাথ ! তুমি অতি শীঘ্র আমার এই অসার সংসার নাশ

জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ ।

সৰ্বপাপবিনষ্টকাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ১

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রমুখপদ্মবিনির্গতঃ শ্রীজগন্নাথাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

### শ্রীরামচন্দ্রাষ্টকম্ ।

ভজে বিশেষসুন্দরং সমস্তপাপখণ্ডনম্ ।

স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং সৰ্বদৈব রামমদয়ম্ ॥ ১

জটাকলাপশোভিতং সমস্তপাপনাশকম্ ।

স্বভক্তভীতিভঞ্জনং ভজেহ রামমদয়ম্ ॥ ২

নিজস্বরূপবোধকং রূপাকরং ভবাপহম্ ।

সমং শিবং নিরঞ্জনং ভজেহ রামমদয়ম্ ॥ ৩

কর । আমার নিকট পাপবিস্তারও হরণ কর । দীন এবং অনাথকে যিনি নিশ্চয়ই চরণ দান করেন, সেই প্রভু জগন্নাথ আমার দৃষ্টি পথগামী হউন ॥৮

যে একাগ্র ও পবিত্র চিত্তে এই পবিত্র জগন্নাথাষ্টক পাঠ করে, সে সৰ্বপাপ মুক্ত হইয়া বিষ্ণু লোকে গমন করে ॥১

### শ্রীরামাষ্টক ।

যিনি বিশিষ্টরূপ সুন্দর, সমস্ত পাপনাশক এবং স্বীয় ভক্তের চিত্তরঞ্জক, সেই অধিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা করি ॥ ১

যিনি জটাজ্বালে শোভিত, সৰ্বপাপহারী, এবং স্বীয় ভক্তের ভয়ভঞ্জন সেই অধিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা করি ॥ ২

যিনি (ভক্তকে) নিজের স্বরূপ বোধ করাইয়া থাকেন, যিনি

সদা প্রপঞ্চকল্পিতং হনামরূপবাস্তবম্ ।

নিরাকৃতিং নিরাময়ং ভজে হ রামমহয়ম্ ॥ ৪

প্রপঞ্চহীননির্মলং বিকল্পহং নিরাময়ম্ ।

চিদেকরূপসমুত্তং ভজে হ রামমহয়ম্ ॥ ৫

ভবাক্রিপোতরূপকং হৃশেষদেহকল্পিতম্ ।

গুণাকরং রূপাকরং ভজে হ রামমহয়ম্ ॥ ৬

মহর্ষিবাধ্যবোধকৈবিরাজমানবাক্পদৈঃ ।

সরোজজন্মসেবিতং ভজে হ রামমহয়ম্ ॥ ৭

কৃপালু, জন্মহারী, সকলের পক্ষে সমান, মঙ্গলময় এবং নিরঞ্জন (অবিদ্যারূপ মলাহীন) সেই অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা করি ॥৩

যিনি স্বীয় মায়ায় সমস্ত প্রপঞ্চ কল্পনা করিয়াছেন কিন্তু স্বয়ং নামরূপবর্জিত বাস্তব পদার্থ এবং নিরাকার ও নিরাময় (ব্যাদিহীন) সেই অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা করি ॥৪

যিনি মায়া রহিত নির্বিকল্প, নির্মল, নিরাময়, কেবল চৈতন্যরূপে অবস্থিত ( বিস্তৃত ) সেই অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা করি ॥৫

যিনি এই ভবসমুদ্রের তরণিস্বরূপ, যিনি স্বীয় মায়ায় অশেষ দেহ ধারণ করিয়াছেন, এবং যিনি গুণের আকর ও রূপাকর, সেই অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা করি ॥ ৬

মহাবাক্য ( তত্ত্বমসি ) প্রতিপাদ্য এবং স্মরিত ( বেদান্ত ) বাক্যাদি প্রতিপাদ্য বিরিক্সি সেবিত অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা করি ॥৭

শিবপ্রদং সুখপ্রদং ভুবচ্ছিদং ভ্রমাপহম্ ।

বিরাজমানদৈশিকং ভজে হ রামমদ্যম্ ॥ ৮

রামাষ্টকং পঠতি যঃ সুকরং সুপুণ্যং

বাসেন ভাসিতমিদং শৃণুতে মনুষ্যঃ ।

বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুলসৌখ্যমনন্তকীর্ত্তিং

সংপ্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্ ॥ ৯

ইতি শ্রীবাসবিরচিতং রামচন্দ্রাষ্টকম্ সম্পূর্ণম্ ।

### শ্রীমদ্রামচন্দ্রাষ্টকম্ ।

ওঁ চিদাকারো ধাতা পরমসুখদঃ পাবনতমু-

মুনীন্দ্রেয়োগীন্দ্রেয়তিপতিসুরেন্দ্রেইহুমতা ।

সদা সেব্যঃ পূর্ণো জনকজনয়াক্ষঃ স্বরগুরু-

রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্ ॥ ১

মঙ্গলদায়ক, সুখদায়ক, জন্মভয়নাশক, ভ্রমনাশক শোভমান  
দেশে ( অযোধ্যায় বা সহস্রারে ) অবস্থিত অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে  
ভজনা করি ॥ ৮

যে মনুষ্য ব্যাসকথিত এই সুপাঠ্য এবং পুণ্যজনক রামা-  
ষ্টক স্তোত্র পাঠ করে এবং শ্রবণ করে সে বিদ্যা, লক্ষ্মী, বিপুল  
সুখ, অনন্ত যশঃলাভ করিয়া দেহান্তে মুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ৯

ইতি ব্যাসোক্ত রামাষ্টক সমাপ্ত ।

### শ্রীরামচন্দ্রাষ্টক ।

চিদাকার ( জ্ঞানস্বরূপ ) পরম সুখদায়ক, পবিত্রদেহ বিনি

মুদুন্দো গোবিন্দো জনকতনয়ালালিতপদঃ

পদং প্রাপ্তা যন্তাধমকুলভবা চাপি শবরী ।

গিরাতীতোহ গম্যো বিমলধিষণৈর্কেদবচসা

রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্ ॥ ২

ধরাধীশোহধীশঃ সুরনরবরাণাং রঘুপতিঃ

কিরীটী কেয়ুরী কনককপিশঃ শোভিতবপুঃ ।

সমাসীনঃ পীঠে রবিশতনিভে শাস্ত্রবদনো

রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্ ॥ ৩

মুনীন্দ্র, ষোগৌন্দ্র, শ্রেষ্ঠ যতি, দেবেন্দ্র ও হনুমান্ কর্তৃক সর্বদা  
পূজিত এবং পূর্ণস্বরূপ ও সীতা ষাহার অর্দ্ধদেহ সেই দেবগুরু  
রমানাথ রাম সর্বদা আমার চিত্তে রমণ করুন ॥ ১ ।

যিনি মুকুন্দ ( মুক্তিদাতা ) ও গোবিন্দ, সীতা ষাহার পদসেবা  
করেন, এবং অধম কুলজাত শবরীও ষাহার চরণ লাভ করিয়াছেন, যিনি  
বাক্যাভীত এবং নিম্নলব্ধি ব্যক্তিগণের বেদ বাক্যের  
ছারা গম্য, সেই রমানাথ রাম সর্বদা আমার চিত্তে রমণ  
করুন ॥ ২

যিনি পৃথিবীর অধীশ্বর এবং দেবতা ও মনুষ্যগণের অধিপতি  
ও রঘুপতি, যিনি কিরীট, কেয়ুর ধারণ করিয়াছেন, যিনি, স্বর্ণবৎ  
গিজলবর্ণ শোভিত দেহ ও শাস্ত্র বদন এবং যিনি শত সূর্য্য তুল্য  
উজ্জ্বল আসনে সমাসীন সেই রমানাথ রাম সর্বদা আমার চিত্তে  
রমণ করুন ॥ ৩

বরেণ্যঃ শরেণ্যঃ কপিপতিসখো চান্তবিধুরো

ললাটে কাশ্মীরো রুচিরগতিভঙ্গঃ শশিমুখঃ ।

নরাকারো রামো যতিপতিমুতঃ সংসৃতিহরো

রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্ ॥ ৪

বিরূপাক্ষঃ কাণ্ডামুপদিশতি যন্মাম শিবদং

সহস্রং যন্মায়ং পঠতি পিরিজা নিতামুখসি ।

কলৌ কে গায়ন্তীশ্বরবিধিনুখা যন্ত চরিতং

রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্ ॥ ৫

পরো ধীরো ধীরোহস্বরকুলভ্রশাস্বরহরঃ

পরাত্মা সৰ্ব্বজ্ঞো নরহরগণৈর্গীতস্বধশাঃ ।

অহল্যাশাপন্নঃ কূর্ণপশমনঃ কোশিকসখো

রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্ ॥ ৬

ববর্ণীয়, আশ্রয়ণীয়, সূত্রীবসখা, অন্তরহিত, ললাটে চন্দ্রন  
ধারী, মনোহর গতিশীল, চন্দ্রবদন, নরাকৃতিতে রামরূপে বর্তমান  
যতিশ্রেষ্ঠস্বত, সংসারভয়নাশক রমানাথ রাম সৰ্ব্বদা আমার  
চিত্তে রমণ করুন ॥ ৪

কাশীতে মহেশ্বর ষাধারণ নাম মঙ্গলদায়ক বলিয়া মৃত্যুকালে  
জীবের কর্ণে উপদেশ দেন, পার্বতী প্রতিদিন প্রাতঃকালে ষাধারণ  
সহস্রনাম পাঠ করেন, কলিকালে ব্রহ্মা শিবপ্রমুখ মনীষিগণ  
ষাধারণ চরিত পঠ্য করেন, সেই রম্যনাথ রাম সৰ্ব্বদা আমার চিত্তে  
রমণ করুন ॥ ৫

যিনি নিরতিশয় ধীর অস্বরকুলজাত এবং অস্বরনাশক যিনি



হৃষীকেশঃ শৌরিধরবিধরশায়ী মধুরিপুঃ

উপেন্দ্রো বৈকুণ্ঠো গজরিপুহরস্তুষ্টমানসঃ ।

বলিধ্বংসী বীরো দশরথস্ততো নীতিনিপুণো

রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্ ॥ ৭

কবিঃ সৌমিত্রীড্যঃ কপটমৃগঘাতী বনচরো

রণশ্লাঘী দাস্তো ধরণিভরহর্তা স্তরনুতঃ ।

অমানী মানজ্ঞো নিখিলজনপূজ্যো হৃদিশয়ো

রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্ ॥ ৮

ইদং রামস্তোত্রং বরমমরদাসেন রচিত-

মুখ্যকালে ভক্ত্যা যদি পঠতি যো ভাবসহিতম্ ।

পরমাশ্রা ও সর্বজ্ঞ, মনুষ্য ও দেবগণ যাহার স্বৰ্ণ গান করেন,  
যিনি অহল্যার শাপমোচন করিয়াছেন, যিনি রাক্ষসের শমন  
এবং কৌশিকসখা ( বিশ্বামিত্রসখা ) সেই রমানাথ রাম আমার  
চিত্তে সর্বদা রমণ করুন ॥ ৬

যিনি হৃষীকেশ, শৌরি, শেষশায়ী, মদুসূদন উপেন্দ্র (বিষ্ণু)  
বৈকুণ্ঠ, গজরিপুঘাতক প্রফুল্লচিত্ত, বলীধ্বংসী, বীর, দশরথপুত্র,  
নীতিবিশারদ সেই রমানাথ রাম আমার চিত্তে সর্বদা রমণ করুন ॥ ৭

যিনি কবি, লক্ষণসেবিত, কপট মৃগঘাতী, বনচারী, যুদ্ধশ্লাঘী,  
শান্ত, ভূভারহারক, দেবতাস্তত, নিরহঙ্কার মানদ, সর্বজনপূজিত  
ও সর্বহৃদয়ে অবস্থিত সেই রমানাথ রাম আমার চিত্তে সর্বদা  
রমণ করুন ॥ ৮

অমরদাস রচিত এই শ্রেষ্ঠ রামস্তোত্র প্রাতঃকালে যদি কোন

মনুষ্যঃ স ক্ষিপ্ৰং জনিমুতিভয়ং তাপজনকঃ

পরিত্যজ্য শ্রেষ্ঠং রঘুপতিপদং যাতি শিবদম্ ॥ ৯

ইতি শ্রীমদ্রামদাসপূজাপাদশিষ্য শ্রীমদ্ধংসদাসগিৰোণামরদাসাখ্য-কবিনা

বিরচিতং শ্রমদ্রামচল্লীষ্টকং সমাপ্তম্ ।

## সূর্যাস্তব ।

শ্রীসূর্যায় নমঃ । বশিষ্ঠ উবাচ ।

স্তবং-স্তত্র ততঃ শাশ্বঃ কৃশো ধমনিসস্ততঃ ।

রাজদ্রামসহশ্ৰেণ সহস্রাংশুং দিবাকরম্ ॥ ১

খিদামানস্ব তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যঃ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রজং তদা ।

স্বপ্নে তু দর্শনং দত্ত্বা পুনর্দীনমব্রবীৎ ॥ ২

মনুষ্য ভক্তিসহ বিশুদ্ধভাবে পাঠ করে, তাহা হইলে তাপজনক জন্মমৃত্যু ভয় পরিহার করিয়া সে শীঘ্র শ্রেষ্ঠ মঙ্গলদায়ক রঘুপতি-পদে গমন করে ॥৯

## সূর্যাস্তব ।

বশিষ্ঠ কহিলেন—হে রাজন ! তাহার পর শাশ্ব সেইখানে থাকিয়া সহস্ররশ্মি দিবাকরকে স্তব করিতে করিতে অতিশয় কৃশ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সর্বশরীর শিরাব্যাপ্ত হইয়াছিল ॥১ ইহাতে সূর্য্য কৃষ্ণপুত্রকে অত্যন্ত ক্রিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দান

শাশ্ব শাশ্ব মহাবাহো শৃণু জাম্ববতীসুত ।  
 অলং নামসহস্রৈঃ পঠন্থেমং স্তবং শুভম্ ॥ ৩  
 যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রাণি শুভানি চ ।  
 তানি তে কীর্তয়িষ্যামি শ্রদ্ধা বৎসাবধারয় ॥ ৪  
 ঔ বিকর্তনো বিবস্বান্শ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ ।  
 লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমাল্লোকচক্ষুর্গ্রাহেশ্বরঃ ॥ ৫  
 লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্তা হর্তা তমিস্রহা ।  
 তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ ॥ ৬  
 গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সৰ্বদেবনমস্কৃতঃ ।  
 একবিংশতিরিত্যেব স্তব ইষ্টঃ সদা মম । ৭

করিয়া পুনর্ব্বার এই বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ২শ্রীসূর্য্য বলিলেন—হে  
 জাম্ববতী-পুত্র মহাবাহো শাশ্ব! আমার কথা শুন। সহস্রনাম-  
 স্তবের প্রয়োজন নাই, এই স্তব পাঠ কর ॥ ৩

হে বৎস! যে নামগুলি গোপনীয় পবিত্র এবং শুভ সেই  
 গুলি তোমার নিবট কহিতেছি। তুমি তাহা শুনিয়া মনে  
 করিয়া রাখ। (অবধারণ কর) ॥ ৪

বিকর্তন, বিবস্বান্, মার্ত্তণ্ড, ভাস্কর, রবি, লোকপ্রকাশক  
 শ্রীমান্, লোকচক্ষু, গ্রাহেশ্বর, লোকসাক্ষী, ত্রিলোকেশ কর্তা  
 হর্তা, তমিস্রহা, তপন, তাপন, শুচি, সপ্তাশ্ববাহন, গভস্তিহস্ত  
 ব্রহ্মা এবং সৰ্বদেবনমস্কৃত ॥ ৫। ৬

শ্রীরোগ্যকরুশ্চৈব ধনবুদ্ধিশঙ্করঃ ।

সুতবরাজ ইতি খ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ৮

য এতেন মহাবাহো ধৈ সঙ্কোহস্তমনোদয়ে ।

স্তোতি মাং প্রণতো ভূত্বা সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯

কাষিকং বাচিকঞ্চৈব মানসং যচ্চ জুহুতং ।

একত্বপোন তৎসৰ্বং প্রণশ্চতি মমাগতঃ ॥ ১০

এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সঙ্কোপাসনমেব চ ।

বলিমন্তোহৰ্ঘ্যমন্ত্ৰশ্চ ধূপমন্ত্ৰস্তথৈব চ ॥ ১১

অন্নপ্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে ।

পূজিতোহয়ং মহামন্ত্ৰঃ সৰ্বপাপ (ব্যাধি) হরঃ শুভঃ ॥ ১২

এই একবিংশতি নামাক্তর সুতব আমার সৰ্বদা প্রিয়, শ্রী ও আরোগ্যকর এবং ধনবদ্ধক ও যশস্কর ; ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ সুতবরাজ বলিয়া ইহা খ্যাত ॥৭।৮

হে মহাবাহো ! যে প্রণত হইয়া উদয় ও অন্তকাল দুই সঙ্ক্য এই সুতব দ্বারা আমার সুতব করে সে সৰ্বপাপ বিমুক্ত হয় ॥৯

কায়িক বাচনিক এবং মানসিক যে পাপ তাহা আমার আগে একবার জপ করিলেই নষ্ট হয় ॥১০

ইহা জপের মন্ত্ৰ ইহা হোমের মন্ত্ৰ এবং ইহাই সঙ্কোপাসনা ইহা বলির মন্ত্ৰ অর্ঘ্যদানমন্ত্ৰ ও ধূপদান মন্ত্ৰ ॥১১

অন্ন নিবেদন, স্নান, প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণে এই মন্ত্ৰ পাঠিত হইতে সৰ্বব্যাধি নাশ করে এবং শুভফল প্রদান করে ॥১২।

এবমুক্ত্বাতু ভগবান্ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ ।  
 আমন্ত্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবাস্তবধীরত ॥ ১৩  
 শাষোহপি স্তবরাজেন স্তব্বা সপ্তাশ্ববাহনম্ ।  
 পূতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমাংস্তস্মাদ্রোগাধ্বিনুক্তবান্ ॥ ১৪

### সূর্য্যাস্তকম্ ।

সাম্ব উবাচ ।  
 আদিদেব নমস্তভ্যং প্রসীদ মম্ ভাস্কর ।  
 দিবাকর নমস্তভ্যং প্রভাকর নমোহস্ততে ॥ ১  
 সপ্তাশ্বরথমারুতং প্রচণ্ডং কশ্যপাশ্রয়ম্ ।  
 শ্বেতপদ্মধরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২

এই কথা বলিয়া ভগবান্ জগদীশ্বর সূর্য্যদেব কৃষ্ণ-তনয়ের নিকট  
 বিদায় লইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ১৩ ॥ সাম্বও এই স্তব  
 দ্বারা সূর্য্যকে স্তব করিয়া পবিত্রচিত্ত নীরোগ ও শ্রীযুক্ত হইয়া সেই  
 ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইলেন ॥ ১৪ ॥

ইতি সূর্য্যস্তবরাজ-অনুবাদ সমাপ্ত ।

### সূর্য্যাস্তকম্ ।

সাম্ব বলিলেন । হে আদিদেব তোমাকে প্রণাম করি, হে  
 ভাস্কর আমার উপর সন্তুষ্ট হও । হে দিবাকর তোমাকে প্রণাম  
 করি, হে প্রভাকর তোমাকে প্রণাম করি । ১

হে সূর্য্যদেব তুমি সপ্ত-অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া থাক,

লোহিতং রথমাক্রুত সৰ্বলোক-পিতামহম্ ।

মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩

ত্রৈগুণ্যকং মহাস্বরং ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরম্ ।

মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৪

বংশিতং তেজঃপুঞ্জঞ্চ বায়ুরাকাশমেবচ ।

প্রভুত্বং সৰ্বলোকানাং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৫

বন্ধুকপুষ্প-সঙ্কাশং হার-কুণ্ডল ভূষিতম্ ।

একচক্রধরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৬

তং সূর্য্যং জগৎকর্তারং মহাতেজঃ প্রদীপনম্

মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৭

তুমি কশ্যপের পুত্র এবং প্রচণ্ডমূর্তি, তুমি স্বেত পদ্মধারী দেব তোমাকে প্রণাম করি ॥২ তুমি রক্তবর্ণ, রথাক্রুত, সৰ্বলোকের পিতামহ স্বরূপ, তুমি জীবগণের মহাপাপ হরণ করিয়া থাক হে সূর্য্য তোমাকে প্রণাম করি ॥৩

তুমি প্রবল বিক্রমশালী, তুমি ত্রিগুণমূর্তি অতএব ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে অবস্থিত, এবং সৰ্বপাপহারী দেব, তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৪ তুমি তেজোরশিময় । স্তবরাং তেজে বায়ু ও আকাশকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছ, তুমি সমস্ত লোকের প্রভু তোমাকে প্রণাম করি ॥৫ তুমি বন্ধুকপুষ্প-তুল্য রক্তবর্ণ, হার ও কুণ্ডল-ভূষিত এবং একচক্রধারী দেব তোমাকে প্রণাম করি ॥৬ যিনি ( সূর্য্য ) জগতের কর্তা, মহাতেজঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত এবং মহাপাপহারী দেবতা তাঁহাকে ( সেই সূর্য্যকে ) প্রণাম করি ॥৭

তং সূর্য্যং জগতাং নাথং জ্ঞানবিজ্ঞান-মোক্ষদম্ ।  
 মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ॥৮  
 সূর্য্যাষ্টকং পঠেন্নিত্যং গ্রহপীড়া-প্রণাশনম্ ।  
 অপুত্রো লভতে পুত্রং দরিদ্রো ধনবান্ ভবেৎ ॥৯  
 আমিষং মধুপানঞ্চ যঃ করোতি রবেদিনে ।  
 সপ্তজন্মভবেদ্রোগী জন্ম জন্ম দরিদ্রতা ॥১০  
 জ্বীতৈল-মধুমাংসানি যস্যাজেতু রবেদিনে ।  
 ন ব্যাধিঃ শোকদারিদ্র্যং সূর্যালোকং স গচ্ছতি ॥১১  
 ইতি শ্রীশিবপ্রোক্তং সূর্যাষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

---

যিনি সমস্ত জগতের নাথ, জ্ঞানবিজ্ঞান ও মোক্ষদায়ক এবং মহাপাপহারী দেবতা তাঁহাকে ( সেই সূর্য্যকে ) প্রণাম করি ॥৮

যে ব্যক্তি নিত্য গ্রহপীড়া-প্রণাশক এই সূর্যাষ্টক স্তোত্র পাঠ করে, সে অপুত্র হইলে পুত্র লাভ করে এবং দরিদ্র হইলে ধনবান্ হয় ॥৯

যে ব্যক্তি রবিবারে আমিষ ভক্ষণ করে বা মদ্যপান করে, সে সপ্ত জন্ম রোগী হয় এবং প্রতি জন্মে দরিদ্র হয় ॥১০

যে ব্যক্তি রবিবারে জ্বী, তৈল, মদ্য এবং মাংস সেবা না করে, তাহার রোগ, শোক ও দরিদ্রতা থাকে না এবং সে সূর্য্য-লোকে গমন করে ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীশিব-কথিত সূর্যাষ্টক সমাপ্ত ।

## দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্ ।

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো  
ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ ।  
ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং  
পরং জানে মাতস্তদনুসরণং ক্লেশহরণম্ ॥ ১ ॥  
বিধেরজ্ঞানেন দ্রুবিণবিরহেনালসতয়া  
বিধেষা-শক্যাত্তব চরণযোর্ধাচ্যুতিরভূৎ ।  
তদেতৎক্ষম্যং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে  
কুপুলোজায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ২ ॥

## দেব্যপরাধক্ষমাপন স্তোত্রম্ ।

আমি তোমার মন্ত্র জানিনা, তোমার যন্ত্র জানিনা, তোমার  
স্তুতি জানিনা অথবা তোমার আবাহন ধ্যান বা স্তবের বাক্যও  
জানিনা, আমি তোমার মুদ্রা জানিনা, অথবা কাতরতা প্রকাশ  
করিতেও জানিনা, কেবল এই জানি মাতঃ ! তোমার আশ্রয়  
গ্রহণ করিলেই সকল ক্লেশ নাশ হয় ॥১

আমি তোমার অর্চনার বিধি জানিনা, তাহার উপর নির্ধনতা  
ও আলস্যে করিয়া আমার কর্তব্যভূটানে শক্তি নাই, সেই কারণ  
তোমার শ্রীচরণে যে কিছু অপরাধ হইয়াছে, হে সকলের উদ্ধার-  
কারিণি শিবে ! আমার সে অপরাধ ক্ষমা কর । মাতঃ ! কুপূত্র  
অনেক হইয়া থাকে কিন্তু কুমাতা কখনও হয় না ॥২



পৃথিব্যাং পুত্রান্তে জননি বহবঃ স্তুতি সরলাঃ  
 পরং তেষাং মধ্যে বিরলতরলোহহং তব স্মৃতঃ ।  
 মদীয়োহয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে  
 কুপুল্লোজায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৩ ॥

জগন্মাতর্মাতস্তব চরণসেবা ন বচিতা  
 ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়া ।  
 তথাপিহং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে  
 কুপুল্লোজায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৪ ॥

পরিত্যক্তা দেবা বিবিধবিধং সেবাকুলতয়া  
 ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমুপনীতে তু বয়সি

হে জননি! পৃথিবীতে তোমার অনেক পুত্র আছে, তাহারা  
 সকলে সরলচিত্ত, কিন্তু আমি তাহাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম, এক্ষণে  
 হে শিবে! আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না,  
 কারণ, কুপুত্র জন্মিয়া থাকে কিন্তু কুমাতা কখনও হয় না ॥২

হে জগন্মাতঃ, হে মাতঃ! আমি কোনও দিন তোমার চরণ  
 সেবা করি নাই, কিংবা তোমার উদ্দেশে কোন দিন প্রচুর ধন  
 দানও করি নাই, তবুও যে তুমি আমাকে এই নিরুপম স্নেহ  
 করিতেছ তাহার কারণ কুপুত্র জন্মিয়া থাকে, কিন্তু কুমাতা কখনও  
 হয় না ॥৪

আমি নানাবিধ ক্লেশসাধ্য সেবা ভয়ে দেবতাদিগকে পরিত্যাগ  
 করিয়াছি, এবং এক্ষণে আমার পঁচাশীর অধিক বয়স হইয়াছে;

ইদানীং চেদ্রাতত্ত্বং যদি কৃপানাগিভবিতা  
 নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামিশরণম্ ॥ ৫ ॥  
 স্বপাকো জল্লাকো ভবতি মধুপাকোপমগিরা  
 নিরাতকো রকো বিহরতি চিরং কোটিকনকৈঃ ।  
 তবাপর্ণে কর্ণে বিশতি মনুবর্ণে ফলমিদং  
 জনঃ কোজানীতে জননি অপনীয়ং অপবিধো ॥ ৬ ॥  
 চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিকৃপটধরো  
 জটাধারী-কণ্ঠে ভূজগপতিহারো পশুপতিঃ ।  
 কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং  
 ভবানি ত্বংপাণিগ্রহণ-পরিপাটী ফলমিদম্ ॥ ৭ ॥

মাগো ! এখনও যদি আমার উপর তোমার দয়া না হয়, হে  
 লম্বোদরজননি ! নিরাশ্রয় আমি আর কাহার শরণ লইব ? ৫

চণ্ডাল প্রভৃতি অস্ত্র জাতি মধুর বাক্যবর্ষী হয় এবং নির্ধনও  
 নির্ভয়ে কোটি স্বর্ণের উপরে বিচরণ করে, হে অপর্ণে, হে জননি !  
 তোমার মনুবর্ণের কর্ণে প্রবেশের এই ফল, আর তোমার এই  
 মন্ত্র জপ করিলে যে কি ফল হয় তাহা কে বলিতে পারে ? ৬

হে ভবানি ! চিতা ভস্ম যাহার অনুলেপন, গরল ভক্ষ্য,  
 দিগ্‌মণ্ডল বস্ত্র, মস্তকে জটাতার, কণ্ঠে সর্পহার, নরমস্তকের অস্থি  
 পাত্র, ভূতগণ অমুচর, সেই পশুপতি যে জগদীশ্বরের পদবী লাভ  
 করিয়াছেন, তাহা বোধ করি, মাগো ! তোমাকে বিবাহ করিবার  
 ফল ॥ ৭

ন মোক্ষশ্রাকাজ্ঞা ন চ বিভববাহুপি চ ন মে  
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি স্তুখেচ্ছাপি চ ন পুনঃ ।

অতস্তাং সংযাচে জননি জননং যাতু মমকৈ  
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিবশিবভবানীতি জপতঃ ॥ ৮ ॥

নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ

কিং ক্লান্তচিন্তনপঠৈনকৃতং বচোভিঃ ।

শ্যামে ত্রমেব যদি কিংচন মযানাথে

দংসে কৃপামুচিতমহ পরং তবৈব ॥ ৯ ॥

আপংক্ত ময়ঃ স্মরণং হৃদীয়ং কেরোমি দুর্গে ককরণার্ণবেশি

নৈতচ্ছত্বং মম ভাবয়েথাঃ ক্ষুধাতৃষার্তাজননীং স্মরন্তি ॥ ১০ ॥

মাগো ! আমি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করি না,ঐশ্বর্যালাভেও আমার  
বাহু নাই, আর হে শশিমুখি ! আমার জ্ঞানের বাসনা (অপেক্ষা)  
অথবা স্তুত্বের ইচ্ছাও নাই । মাগো ! তোমার নিকট এই ভিক্ষা  
করি, যে আমার জীবন ( জন্ম ) যেন মৃড়ানী, রুদ্রানী, শিব শিব  
ভবানী এই নাম জপ করিতে করিতে অতিবাহিত হয় ॥ ৮ ॥

মাতঃ ! আমি কোনও দিন বিধিপূর্বক বিবিধ উপচারে  
তোমার পূজা করি নাই, কিন্তু নীরস চিন্তায়ুক্ত বাক্যে ( কূটতর্কে )  
কি অকার্য্যই না করিয়াছি ! হে শ্রামা ! এক্ষণে নিরাত্রয় আমি,  
যদি আমার কিছু উপকার কর । মাগো ! আমাকে তোমার  
কৃপা করা উচিত ॥ ৯ ॥

হে দুর্গে, হে ককণাময়ি, হে দৈবয়ি ! আমি বিপদে পড়িয়া

জগদ্বশ্ব বিচিত্রমত্র কিং পরিপূর্ণাকরণান্তি চেন্নয়ি ।

অপরাধপরং পরাবৃতং নহি মাতাসমুপেক্ষতে স্মৃতম্ ॥ ১১ ॥

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপল্লীভ্বৎসমানহি ।

এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যাং তথাকুরু ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্ ।

### দুর্গাষ্টকম্ ।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সামুদ্যম্পে নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে ।

নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পাদারবিন্দে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ১ ॥

তোমার স্মরণ করিতেছি, আমার ইহা শত শত মনে করিও না,  
কারণ সন্তান ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইলে জননীকে স্মরণ করে ॥১০

হে জগন্মাতঃ ! আমার উপর যে তোমার পূর্ণ করুণা হইবে,  
ইহাতে বিচিত্র কি আছে ? পুত্র শত শত অপরাধে পরিবৃত  
হইলেও মাতা পুত্রকে উপেক্ষা করেন না ॥১১

হে মহাদেবি ! আমার সমান পাতকী নাই আর তোমার  
সমান পাপল্লী নাই । ইহা বিবেচনা করিযা যাহা উচিত  
হয় কর ॥১২

ইতি শঙ্করাচার্য্যকৃত অপরাধক্ষমাপন স্তোত্র সমাপ্ত ।

### দুর্গাষ্টক ।

হে শিবে ! তুমি সকলের আশ্রয়দাত্রী, দয়াময়ী দুর্গা, তোমাকে  
প্রণাম করি, তুমি জগদ্ব্যাপিকা ও বিশ্বরূপা তোমাকে প্রণাম করি,

নমস্তে জগচ্চিস্ত্যমান-স্বরূপে নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে ।  
 নমস্তে সদানন্দনন্দ-স্বরূপে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥২  
 অনাথশ্চ দীনশ্চ তৃষ্ণাতুরশ্চ ক্ষুধার্ত্তশ্চ ভীতশ্চ বন্ধশ্চ জন্তোঃ ।  
 স্বমেকা গতিদেবি নিস্তারকত্রী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৩  
 অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে-হনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে ।  
 স্বমেকা গতিদেবি নিস্তারহেতু-নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৪

সমস্ত জগৎ তোমার পাদপদ্ম পূজা করে, তোমাকে প্রণাম করি,  
 তুমি জগতের ত্রাণকারিণী দুর্গা, তোমাকে প্রণাম করি, তুমি  
 আমাকে পরিত্রাণ কর । ১ ॥

সমস্ত জগৎ তোমার স্বরূপ চিন্তা করে, তোমাকে প্রণাম  
 করি, তুমি মহাযোগিনী ও জ্ঞানরূপা তোমাকে প্রণাম করি, তুমি  
 সদানন্দের ( শিবের ) আনন্দ স্বরূপা তোমাকে প্রণাম করি, তুমি  
 জগতের ত্রাণকারিণী দুর্গা তোমাকে প্রণাম করি, তুমি আমার  
 পরিত্রাণ কর । ২ ।

তুমি নিরাশ্রয়, দীন, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, ভীত ও বন্ধ জীবের  
 একমাত্র গতি ও নিস্তারকারিণী । তুমি জগতের ত্রাণকারিণী  
 দুর্গা তোমাকে প্রণাম করি ; তুমি আমার পরিত্রাণ কর । ৩ ।

হে দেবি ! অরণ্যে, দারুণে রণস্থলে, শত্রু মধ্যে, অগ্নিতে,  
 সাগরে, দুর্গম স্থানে, রাজদ্বারে তুমি একমাত্র গতি ও নিস্তার  
 হেতু । তুমি জগতের ত্রাণকারিণী দুর্গা তোমাকে প্রণাম করি,  
 তুমি আমার পরিত্রাণ কর । ৪ ।

অপারে মহাহুস্তরেহত্যস্তক্ষেপে বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাঙ্গাং ।

ত্বমেকা গতির্দেবী নিস্তারনৌকা নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৫

নমস্চণ্ডিকে চণ্ডদোদগলীলা-সমুৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে ।

ত্বমেকা গতিবিল্ল-পন্দোগ্রহস্তা নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৬

ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদি-গুমোয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা ।

ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৭

নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে সরস্বত্যরুদ্রত্যাগোষধরুপে ।

বিভূতিঃ শচী কালরাত্রীঃ সতী ত্বং নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৮

হে দেবি ! অপার হুহুস্তর-অতি ঘোর বিপৎসাগরে যে সকল জীব মগ্ন হয়, তুমি তাহাদের নিস্তারের নৌকা স্বরূপা । তুমি জগতের ত্রাণকারিণী দুর্গা তোমাকে প্রণাম করি ; তুমি আমার পরিত্রাণ কর । ৫ ।

হে চণ্ডিকে ! তুমি প্রচণ্ড ভূজবলে অনায়াসে ইন্দ্রের অশেষ ভর খণ্ডন করিয়াছ, তোমাকে প্রণাম করি, তুমি একমাত্র গতি ও সমস্ত বিল্লনাশিনী । তুমি জগতের ত্রাণকারিণী দুর্গা তোমাকে প্রণাম করি ; তুমি আমার পরিত্রাণ কর । ৬ ।

তুমি অধিতীয়া, বিষ্ণু আরাধিতা, সত্যবাদিনী অসীমা অপরা-জিতা, সন্তুষ্টা ও ক্রোধনিষ্ঠা ( ভক্তের উপরি সন্তুষ্টা ও অভক্তের উপরি ক্রোধনিষ্ঠা ) । তুমি ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী । তুমি জগতের ত্রাণকারিণী দুর্গা তোমাকে প্রণাম করি ! তুমি আমার পরিত্রাণ কর । ৭ ।

তুমি দেবী দুর্গা, শিবা, ভীমনাদিনী, সরস্বতী, অরুদ্রতী, সত্য-

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিজ্ঞাধরাণাং  
মুনি-দম্ভজ-নরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতান্নাং ।  
নৃপতিগৃহ-গতানাং দম্ভাভিরাবৃত্তানাং  
অমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥ ৯

ইতি দুর্গাষ্টকঃ সমাপ্তম্ ।

ভবান্যষ্টক-স্তোত্রম্ ।

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্নদাতা ন পুত্রো ন পুত্ৰী ন ভৃত্যো ন ভর্তা  
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃদ্ধির্মমৈব গতিস্তং গতিস্তং অমেকা ভবানি ॥ ১ ॥  
ভবাক্লাবপারে মহাদুঃখভীরো পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ ।  
কুমার্কুরজ্জুপ্রবন্ধঃ সদাহং গতিস্তং গতিস্তং অমেকা ভবানি ॥ ২ ॥

স্বকপা তোমাকে প্রণাম করি । তুমি বিভূতি শচী, কালরাত্রি ও  
সত্য ; তুমি জগতের ত্রাণকারিণী দুর্গা তোমাকে প্রণাম করি ।  
তুমি আমার পরিজ্ঞান কর । ৮ ।

তুমি দেব, সিদ্ধ, বিজ্ঞাধর, মুনি, দৈত্য ও মানবদিগের এবং  
ব্যাধিপীড়িত, রাজবারগত, দম্ভ্যপরিবৃত জনগণের একমাত্র  
আশ্রয় । ' হে দেবি দুর্গে তুমি সঙ্কট হও । ৯ ।

ভবান্যষ্টক ।

হে ভবানি ! আমার পিতা নাই মাতা নাই, বন্ধু দানকর্তা,  
পুত্র কন্যা ভৃত্য ভর্তা জায়া কেহই নাই ; আমার বিজ্ঞা বা কোনও  
রূপ জীবিকা নাই, তুমি গতি, তুমিই আমার একমাত্র গতি । ১ ।

হে ভবানি ! অতিশয় কামী লোভী এবং প্রমত্ত আমি ,

ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং ন জানামি তত্ত্বং ন চ শোভনমন্ত্রং ।  
ন জানামি পূজাং ন চ স্ত্রীসযোগং গতিস্থং গতিস্থং অমেকা ভবানি ॥৩  
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং ন জানামি মুক্তিং লয়স্বা কদাচিৎ  
ন জানামি ভক্তিং রতং বাপি মাতর্গতিস্থং গতিস্থং অমেকা

ভবানি ॥ ৪ ॥

কুকর্মা কুসঙ্গী কুবুধিঃ কুদাসঃ কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ ।  
কুদৃষ্টিঃ কুবাণ্য-প্রবন্ধঃ সদাহং গতিস্থং গতিস্থং অমেকা ভবানি ॥৫॥

মহাদুঃখজনক ভয়ানক অপার ভবসাগরে পতিত হইয়াছি ;  
আমি কুমার্গরূপ দৃঢ় রজ্জুতে বদ্ধ । তুমি আমার গতি, তুমিই  
একমাত্র গতি । ২ ।

হে ভবানি ! আমি দান ধ্যান যোগ, তত্ত্ব, শোভনমন্ত্র কিছুই  
জানি না । আমি তোমার পূজা বা স্ত্রীসযোগও জানি না । তুমি  
আমার গতি, তুমিই একমাত্র গতি । ৩ ।

হে ভবানি ! আমি পুণ্য, তীর্থ, মুক্তি বা লয় কিছুই জানি  
না, অথবা হে মাতঃ আমি ভক্তি বা নিয়মও জানি না, তুমিই  
আমার গতি, তুমিই একমাত্র গতি । ৪ ।

হে ভবানি ! আমি কুকর্মাচারী, কুসঙ্গী, কুবুধি, কুভৃত্য,  
কুলাচারহীন হইয়া কদাচারে লীন হইয়াছি । আমার কুংসিৎ  
বিষয়ে দৃষ্টি এবং কুবাণ্যে আমি রত, অতএব তুমি আমার গতি,  
তুমিই একমাত্র গতি । ৫ ।



প্রজ্ঞেশং রমেশং মহেশং সুরেশং দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা

কদাচিতং ।

ন জানামি চাত্তং সদাহং শরণ্যে গতিস্বং গতিস্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৬

বিবাদে বিবাদে প্রমাদে প্রবাসে জলে চানলে পর্কতে শক্রমধ্যে ।

অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি গতিস্বং গতিস্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৭

অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো মহাক্ষীণদীনঃ স্নদাজাভাবক্লুঃ ।

বিপত্তিঃ প্রবিষ্টঃ প্রবুদ্ধঃ সদাহং গতিস্বং গতিস্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৮

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-কৃত-ভবাগুষ্ঠকং সমাপ্তম্ ।

হে ভবানি ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নি  
কাহাকেও কখনও আমি জানি না । তোমার শরণ লইয়াছি  
তুমিই আমার গতি, তুমি একমাত্র গতি । ৬ ।

হে ভবানি ! আমি তোমার শরণ লইয়াছি ; তুমি বিবাদে  
বিবাদে প্রমাদে ( ভ্রমে ) প্রবাসে জলে অগ্নিতে পর্কতে শক্রমধ্যে  
এবং অরণ্যে সর্বদা আমাকে রক্ষা কর । তুমি আমার গতি,  
তুমিই একমাত্র গতি । ৭ ।

হে ভবানি ! আমি নিরাশ্রয়, দরিদ্র, জরারোগগ্রস্ত, অত্যন্ত  
ক্ষীণ, দীন, জড়ভাবী ; বিপদে পতিত হইলেই আমার চৈতন্য  
হয় ; অতএব তুমি আমার গতি, তুমিই একমাত্র গতি । ৮ ।

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কৃত ভবাগুষ্ঠক সমাপ্ত ।

## অপরাধভঞ্জন-স্তোত্রম্ ।

প্রাগ্দেহন্তে। যদসং তব চরণযুগং নাশ্রিতোনার্চিতোহং ।  
 তেনাত্তে কীৰ্ত্তিবর্গৈর্জঠরজদহনৈর্বাদ্যমানো বলিষ্ঠৈঃ ।  
 হিহা জন্মান্তরে নো পুনরিহ ভবতা কাশ্রয়ঃ কাপি সেবা,  
 ক্ষন্তব্যো! মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ১ ॥  
 বাল্যে বাল্যভিলাষৈর্জড়িতজড়মতি-বাললীলাপ্রসক্তো।  
 ন হ্যং জানামি মাতঃ কলিকলুষহরাং ভোগমোক্ষকদাত্রীম্।  
 নাচারো নাপি পূজা ন চ বজনকথা ন শ্রুতিনৈব সেবা  
 ক্ষন্তব্যো! মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ২ ॥

## অপরাধভঞ্জন স্তোত্র ।

হে আদ্যো! আমি পূর্বে জন্মে দেহ ধারণ করিয়া তোমার  
 চরণ যুগল আশ্রয় করি নাই বা অর্চনা করি নাই সেই হেতু  
 প্রবল অকীৰ্ত্তি সমূহ ও জঠরাগ্নি কর্তৃক আমি পীড়িত হইয়াছি, আর  
 জন্মান্তর অর্থাৎ ইহ জন্ম লাভ করিয়াও কখনও তোমার আশ্রয়  
 গ্রহণ অথবা সেবা করিলাম না, অতএব হে বিস্তারিত দশনে, হে  
 কামরূপে (ষেচ্ছারূপধারিণি) হে করালে, আমার অপরাধ ক্ষমা  
 কর । ১ ।

বাল্য বাল্যভিলাষে জড়িত এবং জড়বুদ্ধি থাকিয়া বাল্য-  
 ক্রীড়ায় আশ্রয় ছিলাম, হে মাতঃ! তখন কলিকলুষহারিণী এবং  
 ভোগমোক্ষদায়িনী তুমি তোমাকে জানি নাই, আমার আচার

প্রাপ্তোহং যৌবনকেষুবিষধরসদৃশৈরিজ্জিহ্মৈর্দষ্টগাত্রো  
 নষ্টপ্রজ্ঞাঃ পরস্ত্রীপরধনহরণে সৰ্বদা সান্তিলাষঃ ।  
 তৎপাদাস্তোজযুগ্মং ক্ষণমপি মনসা ন স্মৃতোহং কদাপি  
 ক্ষম্ভব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥৩৭॥

প্রোচে ভিক্ষাভিলাষী স্ততহুহিতুকলত্রার্থমগ্নাদিচেষ্ঠেঃ  
 ক প্রাপ্তঃ কুত্র বামীত্যানিশমহুদিনং চিন্তয়া জীর্ণদেহঃ ।  
 ন তে ধ্যানং ন চাস্থা ন চ ভজনবিধিনা মসংকীৰ্ত্তনং বা  
 ক্ষম্ভব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥৩৮॥

পূজা, যজনকথা, শ্রবণ বা সেবা ছিল না, অতএব হে বিস্তারিত  
 দশনে, হে কামরূপে, হে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর । ২।

আমি যৌবন লাভ করিলে সর্প তুলা ইজ্জিয় সমূহ দ্বারা দষ্ট-  
 কলেবর হইয়াছিলাম, তখন আমার বিবেকবুদ্ধি নষ্ট হইয়াছিল  
 এবং পরস্ত্রী ও পরধন হরণে সৰ্বদা আমার অভিলাষ হইত,  
 কখনও ক্ষণকালের নিমিত্ত তোমার পাদপদ্ম যুগ্ম মনেও চিন্তা করি  
 নাই, অতএব হে বিস্তারিত দশনে, হে যথেষ্টরূপ-ধারিণী হে  
 করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর । ৩।

আমি প্রোচ অবস্থায় স্ত্রী পুত্র কন্যার ভরণ নিমিত্ত অগ্নাদির  
 চেষ্টায় রত ও ভিক্ষাভিলাষী হইয়া কোথায় পাইব এবং কোথায়  
 যাইব, রাত্রিদিন এই চিন্তায় জীর্ণদেহ হইয়াছি, তোমার ধ্যান,  
 আস্থা, ভজন বা নামসংকীৰ্ত্তন করি নাই, অতএব হে বিস্তারিত  
 দশনে, হে যথেষ্টরূপে হে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর । ৪।

বুদ্ধত্বে বুদ্ধিহীনঃ কৃতবিবৰ্ণতমুঃ শ্বাসকাসাতিসারৈঃ  
 কৰ্ম্মানর্হোহিহিহীনঃ প্রগলিতদশনঃ ক্ষুংপিপাসাভিভূতঃ ।  
 পশ্চাত্তাপেন দণ্ডো মরণমহুদিনং ধোয়মাত্রং ন চাত্ত্বং  
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৫ ॥  
 কৃত্বা স্নানং দিনাদৌ কচিদপি সলিলং নারিতং নৈব পুষ্পং  
 নো নৈবেদ্যাদি চেষ্টা কচিদপি ন কৃত্বা নাপি ভাবো ন ভক্তিঃ ।  
 ন স্নাসো নৈবপূজা নচ গুণকথনং নাপি চর্চা কৃত্বাতে  
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৬ ॥  
 জ্ঞানামি স্বাঃ ন চাহং ভবভয়হরণীং সর্বসিদ্ধপ্রদাত্রীং  
 নিত্যানন্দোদয়েশীং নিগমকলময়ীং নিত্যগীলাদয়াঢ্যাম্ ।  
 মিথ্যাকাৰ্ণ্যাভিলাষৈরহুদিনমভিতঃ পৌড়িতো দুঃখসংবৈঃ  
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৭ ॥

এক্ষণে বুদ্ধকালে বুদ্ধিহীন এবং শ্বাসকাস অতিসারাদি রোগে  
 অবসন্নদেহ হইয়া সকল কৰ্ম্মের অযোগ্য হইয়াছি দৃষ্টিশক্তি নাই,  
 মস্ত পতিত হইয়াছে এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া থাকি এবং  
 অহুতাপে দণ্ড হইয়া নিরন্তর এক মরণ মাত্র ধোয় হইয়াছে, আর  
 কিছুই চিন্তার বিষয় নাই অতএব হে বিস্তারিত দশনে, হে স্বেচ্ছা-  
 রূপে হে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর । ৫ ।

আমি কোনও দিন প্রাতঃকালে স্নান করিয়া জল বা পুষ্প  
 আহরণ করি নাই বা নৈবেদ্যাদির চেষ্টা করি নাই আমার ভাব  
 বা ভক্তি ছিল না ; তোমার স্নান, পূজা গুণকীর্তন বা চর্চা করি  
 নাই, অতএব হে বিস্তারিত দশনে হে স্বেচ্ছারূপে করালে আমার  
 অপরাধ ক্ষমা কর । ৬ ।

তুমি ভবভয়হারিণী, সর্বসিদ্ধিদায়িনী, নিত্যানন্দপ্রদাত্রী কেন-

কালাত্রাশ্রামলাদী বিগলিতচিকুরা খড়্গমুণ্ডভিরামা  
 ত্রাসত্রাণেষ্টদাত্রী কুণপগপশিরোমালিনী দীর্ঘনেত্রা  
 সংসারশৈকসারা মনসি ন চ কদা ভাবিতা ভাবনাভিঃ  
 কস্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥৮॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথেশঃ পরিণমাত সদা ত্বংপদান্তোজযুগ্মং  
 ভাগ্যাভাবাৎ চাহং ভবজননি ভবং-পাদপদ্মং ভজামি ।

নিত্যং লোভৈঃ প্রমোহৈঃ কৃতবিবশমতিঃ কামুকস্তাং প্রবাচে

কস্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥৯॥

ফলময়ী নিত্যলালা ময়ী ও দয়াময়ী আমি কিন্তু তোমাকে জানিলাম  
 না, কেবল মিথ্যা কার্যের অভিলাষ প্রাতিদিন দুঃখে পীড়িত হই,  
 অতএব হে বিস্তারিত দশনে স্বেচ্ছাক্রমে করালে আমার অপরাধ  
 ক্ষমা কর । ৭ ।

তুমি কৃষ্ণমেঘের ন্যায় শ্রামাদী মুক্তকেশী, খড়্গ ও মুণ্ড  
 ধারণে অভিরামা, ত্রাসিতের ভয়হারিণী, ষ্টদাত্রী, রাক্ষস মস্তকের  
 মালাধারিণী, বিশাল নয়না, সংসারের একমাত্র সারা, আমি কিন্তু  
 কোনও দিন, তোমাকে চিন্তাতেও ভাবি নাই অতএব হে বিস্তা-  
 রিত দশনে হে স্বেচ্ছাক্রমে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর । ৮ ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর সর্বদা তোমার পাদপদ্ম দ্বয়ে প্রণাম  
 করিয়া থাকেন, কিন্তু হে ভব জননি, আমি ভাগ্য অভাবে তোমার  
 পাদপদ্ম ভজনা করিলাম না, সতত লোভ ও মোহে বিবশ মতি  
 এবং কামুক আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি হে বিস্তারিত  
 দশনে হে স্বেচ্ছাক্রমে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর । ৯ ।

রাগদ্বৈধে: প্রমত্ত: কলুষযুতমু: কামনাভোগলুক:,  
 কার্ধ্যাকার্য্যাবিচারী কুলমতিরহিত: কোলসঙ্গবিহান: ।  
 ক ধ্যানস্তে ক চার্চ্চা ক চ মনুজপনং নৈব কিঞ্চিৎ কৃতোহহং  
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধ: প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥১০॥  
 রোগী দু:খী দরিদ্র: পরবশরূপণ: পাংগুল: পাপচেতা:,  
 নিদ্রালস্ত প্রসক্ত: স্বজঠভরণে সর্বদা ব্যাকুলাত্মা ।  
 কিস্তং পূজাবিধানং ক চ মনুজপনং কামুরাগ: ক চাহা  
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধ: প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥১১॥  
 মিথ্যা ব্যামোহরাতৈ: পরিবৃতমনস: ক্লেশসজ্জাবৃতস্ত,  
 ক্ষুভ্ধু নিদ্রাঘ্রিতস্ত অরণবিরহিন: পাপকর্ম্মপ্রবৃত্তে: ।  
 দারিদ্র্যস্ত ক ধর্ম্ম: ক চ ভজনবিধি: ক স্থিতি: সাধুসঙ্গে  
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধ: প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥১২॥

রাগদ্বৈধে (প্রিয়বস্ততে অমুরাগ এবং অপ্রিয় বস্ততে দ্বেষ)  
 প্রমত্ত, পাপযুক্ত দেহ, কামনা ও ভোগে লুক, কার্ধ্যাকার্য্য বিচার-  
 হান, কুলাচার রহিত এবং সাধুসঙ্গহীন আমি, তোমার ধ্যানই বা  
 কোথায় পূজাই কোথায় এবং মনুজপই বা কোথায়, আমি কিছুই  
 করিলাম না, অতএব হে বিস্তারিত দশনে স্বেচ্ছারূপে করালে  
 আমার অপরাধ ক্ষমা কর । ১০ ।

আমি রোগী দু:খী, দরিদ্র, পরবশ রূপণ নীচাশয় পাগিষ্ঠ নিদ্রা  
 ও আলস্তে আপক্ত এবং নিজের জঠর পূরণে সর্বদা ব্যাকুলচিত্ত ;  
 তোমার পূজা বিধান কিরূপ, মনু জপই কোথায়, এবং অমুরাগ  
 আহাই বা কিরূপে হইবে ? অতএব হে বিস্তারিতদশনে কামরূপে  
 করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর । ১১ ।

মিথ্যা অতি মুগ্ধতা ও অমুরাগে আবৃত চিত্ত, ক্লেশ সমুদ্রে

মাতস্তাত্ত দেহাজ্জননী ঋতগস্তাবদালকদেহ-

স্তুংকর্জী কারয়িত্রী করুণগুণময়ী কৰ্মদেহস্বরূপা ।

স্বং বুদ্ধিচ্চিত্তসংস্থা-প্যহমপি ভবতী সৰ্বমেতত্ত্বদর্থং

কন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥১৫॥

হং ভূমিস্তং জলৌষ-স্বমসি হতবহস্তং জগদ্বায়ুরূপা

ত্বৎকাকাশো মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহংপূর্কিকা-হংকৃতিশ্চ ।

আত্মা এবাসি মাতঃ পরমিহ ভবতী স্বংপরং নৈব কিঞ্চিৎ

কন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥১৬॥

পরিবৃত, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও নিদ্রাশ্রিত, স্মরণবিহীন, পাপকন্ম প্রবৃত্ত এবং দরিদ্রের (আমার) ধর্ম, ভজনবিধি বা সাধুসঙ্গে অবস্থিতি কি প্রকারে হইবে অতএব হে বিস্তারিতদশনে কামরূপে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর । ১২ ।

আমি পিতৃ দেহ হইতে মাতৃগর্ভস্থ হইয়া, এই দেহ লাভ করিয়াছি কিন্তু তুমি কর্ত্রী কারয়িত্রী করুণ গুণময়ী ও কৰ্মদেহ স্বরূপা ; তুমিই চিত্তের বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, স্মরণ্য সকলই তোমার নিমিত্ত, অতএব হে বিস্তারিতদশনে কামরূপে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর । ১৩ ।

ভূমি ভূমি, তুমি জল, তুমি অগ্নি, তুমি জগৎ, তুমি বায়ু, আকাশ মন প্রকৃতি, মহত্ত্ব অহঙ্কার আত্মাও তুমি ; হে মাতঃ তোমার পর আর কিছুই নাই অতএব হে বিস্তারিতদশনে কামরূপে করালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর । ১৪ ।

ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্বমসি গিরিসুতা সুন্দরী ভৈরবী ত্বং  
 ত্বং দুর্গা ছিন্নমস্তা ত্বমসি চ ভুবনা ত্বঞ্চ লক্ষ্মী শিবা ত্বং ।  
 ধূমা মাতঙ্গী ত্বং ত্বমসি চ বগলা মঙ্গলা হিঙ্গুলাখ্যা ।  
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ১৫ ॥  
 স্তোত্রেণানেন দেবীঃ পরিণমতি জনো যঃ সদা ভক্তিযুক্তো,  
 দুষ্কীর্তিঃ দুর্গসজ্জং পরিভবতি সদা বিদ্বতাং নাশমেতি ।  
 নাধির্বাধিঃ কদাচিৎ ভবতি যদি পুনঃ সৰ্ব্বদা সাপরাধঃ,  
 সৰ্ব্বং তৎকামরূপা ত্রিভুবনজননী কাময়েৎ পুত্রবুদ্ধ্যা ॥ ১৬ ॥  
 জেতা শক্ত্যা কবীনাং ভবতি ধনপতিন্দানশীলো দয়াশ্রী,  
 নিষ্পাপী নিষ্কলঙ্কঃ কুলপতিকুশলঃ সত্যবাগ্ ধার্মিকশচ ।  
 নিত্যানন্দোদয়াঢ্যঃ পশুজনবিমুখঃ সংপথাচারশীলঃ,  
 সংসারাক্টিং সূত্রেণ প্রতরতি গিরিজাপাদপদ্মাবলম্ব্যং ॥ ১৭ ॥

তুমি কালী, তারা, গিরিসুতা, সুন্দরী এবং ভৈরবী, দুর্গা ছিন্ন-  
 মস্তা, ভুবনেশ্বরী লক্ষ্মী শিবা ধূমাবতী, মাতঙ্গী বগলা মঙ্গলা ও  
 হিঙ্গুলা তুমিই হও, অতএব হে বিস্তারিতদশনে কামরূপে করালে  
 আমার অপরাধ ক্ষমা কর । ১৫ ।

যে জন সৰ্ব্বদা ভক্তিযুক্ত হইয়া এই স্তব পাঠ পূৰ্ব্বক দেবীকে  
 প্রণাম করে, তাহার দুষ্কীর্তি ও দুর্গতি সমূহ বিনষ্ট হয়, সৰ্ব্বদা বিদ্ব-  
 নাশ হয়, তাহার কখনও আধি ব্যাধি ( শারীরিক বা মানস  
 পীড়া ) হয় না সে সৰ্ব্ব অপরাধী হইলেও, কামরূপা ত্রিভুবনজননী  
 পুত্ররোধে তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করেন । ১৬ ।

সে গিরিজার পাদপদ্ম আশ্রয় হেতু, স্বীয় শক্তিতে পণ্ডিত



## অন্নপূর্ণাস্তোত্রম্ ।

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী,  
 নিধুতাপিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী ।  
 প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কানীপুরাধীশ্বরী,  
 ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতার্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১ ॥  
 নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাভূষণী,  
 মুক্তাহারবিলম্বমানবিলম্বকোজকুণ্ডাস্বরী ।  
 কাশ্মীরা গুরুবাসিতারুচিকরী, কানীপুরাধীশ্বরী,  
 ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতার্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ২ ॥

গণকে জয় করে, ধনবান্ দাতা, দয়ালু নিষ্পাপী নিঃকলঙ্ক কুলপতি  
 কুশল সত্যবাদী ধার্মিক, নিত্য আনন্দিত চিত্ত, মুখ সঙ্গরহিত  
 বংশপাবলম্বী এবং আচারশীল হইয়া স্বর্থে সংসার সমুদ্র  
 উত্তীর্ণ হয় । ১৭ ।

## অন্নপূর্ণা স্তব ।

তুমি নিত্যানন্দ কারিণী, বর ও অভয়দায়িনী শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের  
 আকরী পাপনিচয় দূর করিয়া পবিত্রতা দায়িনী, হিমালয়বংশের  
 পবিত্রতাকারিণী, কানীপুরের অধীশ্বরী, কৃপা অবলম্বনকরী ঐশ্বর্য্য-  
 শালিনী মাতা অন্নপূর্ণা তুমি আমাকে ভিক্ষা দান কর । ১ ।

বহুবিধ রত্নে বিচিত্র ভূষণধারিণী, বর্ণধচিত্ত বস্ত্র পরিধানে  
 কুটী, বিলম্বিত মুক্তাহারে, স্তনবৃগল মধ্য স্থানে দোস্তিমতী, কাশ্মীর

## অন্নপূর্ণা স্তব ।

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্মার্থনিষ্ঠাকরী,  
 চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী ।  
 সর্বঐশ্বর্যসমস্তবাহিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,  
 ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলদ্বনকরী মাতাঙ্গপূর্ণেশ্বরী ॥ ৩ ॥  
 কৈলাসচল-কন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী  
 কোমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঁকারবীজাকরী ।  
 মোক্ষদ্বার কপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,  
 ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলদ্বনকরী মাতাঙ্গপূর্ণেশ্বরী ॥ ৪ ॥  
 দৃশ্যাদৃশ্যপ্রভূত-বাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাদরী,  
 লীলানাটকসুত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাকরী ।

দেশীয় অগুরু চন্দন প্রবাসে শোভিতা, কাশীপুরের অধীশ্বরী  
 কৃপাবলদ্বনকরী ( কৃপাপ্রদায়িকারিণী ) ঐশ্বর্যশালিনী মাতা অন্নপূর্ণা  
 তুমি আমাকে ভিক্ষা দান কর । ২ ।

তুমি যোগানন্দকারিণী, শত্রুক্షয়কারিণী, ধর্মার্থে প্রজ্ঞাদায়িনী,  
 চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি তুল্য দাগু তরঙ্গরূপা, ত্রিভুবনের রক্ষাকারিণী সমস্ত  
 ঐশ্বর্য্য এবং সমস্ত বাহ্যাদাত্রী, কাশীপুরের অধীশ্বরী ঐশ্বর্য্যশালিনী  
 মাতা অন্নপূর্ণা তুমি আমাকে ভিক্ষা দান কর । ৩ ।

তুমি কৈলাসপর্ব্বত গুহাবাসিনী, গৌরী, উমা, শঙ্করী, কোমারী  
 বেদার্থ প্রকাশিনী, ওঁকার বীজময়ী, মোক্ষদ্বারের কপাট উন্মোচন  
 কারিণী, কাশীপুরের অধীশ্বরী, কৃপা প্রদায়িকারিণী, ঐশ্বর্য্যশালিনী  
 মাতা অন্নপূর্ণা তুমি আমাকে ভিক্ষা দান কর । ৪ ।

তুমি দৃশ্যাদৃশ্য সর্ব্ববস্তুদায়িনী, উদরে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডায়িনী, সংসার

শ্রীবিবেশমনঃ-প্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,  
 ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতার্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৫ ॥  
 উর্দ্ধাসর্কজনেশ্বরী ভগবতী মাতা কৃপাসাগরী,  
 বেণীনীলসমানকুন্তলধরী নিত্যান্নদানেশ্বরী ।  
 সর্কানন্দকরী সদা ( দৃশা ) শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,  
 ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতার্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৬ ॥  
 আদিকান্তসমস্তবর্ণনকরী শম্ভোস্তিভাবাকরী  
 কাশ্মীরাত্রিজলেশ্বরী ত্রিলঙ্করী নিত্যাকুরী শর্করী ।  
 কামাকাজ্জকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী,  
 ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতার্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৭ ॥

লীলারূপ নাটকের ভজকারিণী, বিজ্ঞানদাপের কারণরূপা শ্রীবিবে-  
 শ্বরের চিত্তপ্রসাদনকারিণী, কাশীপুরের অধীশ্বরী কৃপাশ্রয়কারিণী  
 ঐশ্বর্যশালিনী মাতা অন্নপূর্ণা তুমি আমাকে ভিক্ষা দান কর । ৫।

তুমি জগতে সর্কজনের ঈশ্বরী, ভগবতী জননী, কৃপাসাগরী  
 বেণীতে ( বিস্তৃত কেশপাশ ) নীলবর্ণের সমান কেশধারিণী, নিত্য  
 অন্নদানকরী, সকলের ( সর্করূপ ) আনন্দদায়িনী শুভদশাদায়ী,  
 কাশীপুরের অধীশ্বরী কৃপাশ্রয়কারিণী ঐশ্বর্যশালিনী মাতা অন্নপূর্ণা  
 তুমি আমাকে ভিক্ষাদান কর । ৬ ।

অকার হইতে মকার পর্যন্ত সমস্ত বর্ণে বর্ণনীয়, শম্ভুর ত্রিভাব  
 ( ত্রিগুণ ) দায়িনী, কাশ্মীরাদি দেশের অধীশ্বরী, সৃষ্টি স্থিতি লভ,  
 ভরত-ঐশ্বর্যরূপা, নিত্য বস্তুর ( পরমাণুর ) ও নিদান স্বরূপা, রাহি  
 ( মহাপ্রলয়ে অস্তকার ) স্বরূপা কাহ্ননাথির কাঙ্ক্ষাদায়িনী লোকের  
 অক্লান্তকারিণী, কাশীপুরের অধীশ্বরী কৃপাশ্রয়কারিণী, ঐশ্বর্য-  
 শালিনী মাতা অন্নপূর্ণা তুমি আমাকে ভিক্ষা দান কর । ৭ ।

ଦେବୀ ସର୍ବବିଚିତ୍ରରତ୍ନରଚିତ୍ରା ନାନ୍ଦାୟତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ,  
ବାମାଚାରୁପଯୋଧରାପ୍ରିୟକରୀ ସୋଭାଗ୍ୟା ସାହେସ୍ବରୀ,  
ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟକରୀ ଦଶାନ୍ତକରୀ କାଶୀପୁରାଧୀଶ୍ବରୀ,  
ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି କୃପାବଳସ୍ବନକରୀ ମାତାମ୍ନର୍ପ୍ରେସ୍ବରୀ ॥ ୮ ॥

ଚାନ୍ଦ୍ରାର୍କାନଳକୋଟି କୋଟିସଦୃଶା ଚନ୍ଦ୍ରାଂଶୁବିନ୍ଦାଧରୀ,  
ଚନ୍ଦ୍ରାର୍କାଗ୍ନିସମାନକୁଂଠଲଧରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍କବର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବରୀ ।  
ସାଳୀପୁତ୍ରକପାଣିକାନ୍ତଶୁଧରୀ କାଶୀପୁରାଧୀଶ୍ବରୀ,  
ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି କୃପାବଳସ୍ବନକରୀ ମାତାମ୍ନର୍ପ୍ରେସ୍ବରୀ ॥ ୯ ॥

କ୍ଷତ୍ରତ୍ରାଣକରୀ ମହାଭୟକରୀ ମାତା କୃପାମାଗରୀ  
ନାନ୍ଦାୟୋକ୍ତକରୀ ସଦା ଶିବକରୀ ବିଦ୍ୟେଶ୍ବରୀ ଶ୍ରୀଧରୀ ।  
ନାନ୍ଦାକ୍ରନ୍ଦକରୀ ନିରାମୟକରୀ କାଶୀପୁରାଧୀଶ୍ବରୀ,  
ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି କୃପାବଳସ୍ବନକରୀ ମାତାମ୍ନର୍ପ୍ରେସ୍ବରୀ ॥ ୧୦ ॥

ତୁମି ସମସ୍ତାବିଚିତ୍ର ରତ୍ନ-ଭୂଷିତା ଦେବୀ ସୁନ୍ଦରୀ ନନ୍ଦାହତା ତୁମି  
ଚାକ ( ହାତ ) ପଯୋଧରମାଳିନୀ, ସର୍ବଲୋକେର ପ୍ରିୟକାରିଣୀ,  
ସୋଭାଗ୍ୟେର ମହା ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟମାଳିନୀ ଭକ୍ତଗଣେର ଅଭୀଷ୍ଟଦାତ୍ରୀ, ଉତ୍ତମଶା-  
ନ୍ଦାୟିନୀ, କାଶୀପୁରେର ଅଧୀଶ୍ବରୀ, କୃପାପ୍ରସ୍ବକାରିଣୀ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟମାଳିନୀ ମାତା  
ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆମାକେ ଭିକ୍ଷା ଦାଉ ॥ ୮

କୋଟି କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଗ୍ନି-ସନ୍ତୁଳ ନୀଳିମାଳିନୀ, ଚନ୍ଦ୍ର-  
କିରଣ-ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଅଧର ( ଓଷ୍ଠ ) ମାଳିନୀ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନି ତୁଳ-  
ଉଜ୍ଜ୍ବଳ କୁଂଠଲଧାରିଣୀ, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳା ବର୍ଣ୍ଣା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠୀ, କନ୍ଦାକ-  
ମାଳା, ପୁତ୍ରକ ପାଶ ଓ ଅକୃଷ୍ଣଧାରିଣୀ, କାଶୀପୁରେର ଅଧୀଶ୍ବରୀ କୃପାପ୍ରସ୍ବ-  
କାରିଣୀ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟମାଳିନୀ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆମାକେ ଭିକ୍ଷା ଦାନ କର ।  
କଞ୍ଚିତ୍ତ ହୃଦେର ସ୍ବକାକାରିଣୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭୟଦାୟିନୀ ମାତା କୃପା-

অন্নপূর্ণে সদা পূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে ।

জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধার্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্শ্বতি ॥১১

মাতা চ পার্শ্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ ।

বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥

### সঙ্কটাস্তব ।

নারদ উবাচ—জৈগীষবা মুনিশ্রেষ্ঠ সৰ্বজ্ঞ সুখদায়ক ।

অক্ষতানি স্পৃশ্যানি ক্ষতানি ত্বং প্রসাদতঃ ॥

ন তৃপ্তি-মধিগচ্ছামি তব বাগমূতেন চ ।

সাগরী, সাক্ষাৎ মোক্ষদায়িনী সৰ্বদা মঙ্গলদায়িনী, বিশ্বেশ্বরী  
শ্রীধারিনী, দক্ষেব ক্রন্দন বিধায়িনী, আবোগ্যদাত্রী, কাশীপুরের  
অধাশ্বরী কৃপাশ্রয়কারিণী, ঐশ্বর্যশালিনী মাতা অন্নপূর্ণা আমাকে  
ভিক্ষা দান কর ॥ ১০

প্রণাম—হে অন্নপূর্ণে, সৰ্বদা পরিপূর্ণে, শঙ্করের প্রাণপ্রিয়ে,  
পার্বতী জ্ঞান ও বৈরাগ্য সিদ্ধির নিমিত্ত আমাকে ভিক্ষা  
দান কর

পার্বতী দেবী আমার মাতা, দেব মহেশ্বর আমার পিতা,  
শিবভক্তগণ আমার বান্ধব, এবং ত্রিভুবন আমার স্বদেশ ।

ইতি অন্নপূর্ণা স্তব সমাপ্ত ।

### সঙ্কটাস্তব ।

নারদ বলিলেন—হে সৰ্বজ্ঞ সুখদায়ক মুনিশ্রেষ্ঠ জৈগীষবা  
তোমার অমুগ্রহে অক্ষয় উত্তম পুণ্য কথা সকল শ্রবণ করিলাম ॥১

বদনৈকং মহাপ্রাজ্ঞ স্কটাত্মান-মুক্তমঃ ॥ ২

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা জৈগীষব্যোহব্রবীদ্বচঃ ।

স্কটনাশনং স্তোত্রং শৃণু দেবর্ষিসত্তম ॥ ৩

দ্বাপরে তু পুরা বৃন্তে ভ্রষ্টরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।

ভ্রাতৃভিঃসহিতোহরণ্যং নির্ঝিল্লঃ পরমং যযৌ ॥ ৪

• তদানীন্ত ততঃ কাশী-পুরায়াতো মহামুনিঃ ।

মার্কণ্ডেয় ইতি খ্যাতঃ সহশিষ্যো মহাতপাঃ ॥ ৫

তং দৃষ্ট্বাচ সমুখায় প্রণিপত্য সুপূজিতঃ ।

কিমর্থং স্তানবদন এতৎ ত্বং মাং নিবেদয় ॥ ৬

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

স্কটং মে মহৎ প্রাপ্ত-মেবাদৃগ্ বদনং ততঃ ।

এতন্নবারণোপায়ং কঞ্চিদ্ ক্রুহি মহামতে ॥ ৭

তোমার বাক্যমতে তাপ্তলাভ হইতেছে না, হে মহাপ্রাজ্ঞ ! একটি

উত্তম স্কটনাশক স্তব বল । ২ । তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া

জৈগীষব্য কহিলেন । হে দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ ! স্কটনাশন স্তোত্র

শ্রবণ কর । ৩ । পূর্বে দ্বাপর যুগ আগত হইলে যুধিষ্ঠির রাজ্য-

ভ্রষ্ট হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত ষিষ্ম-চিত্তে অরণ্যে গমন করিয়া-

ছিলেন । ৪ । সেই সময়ে মহাতপাঃ মার্কণ্ডেয় নামে খ্যাত মহামুনি

শিষ্মগণের সহিত কাশী হইতে সেই স্থানে আসিয়াছিলেন । ৫ ।

তাঁহাকে দেখিয়া রাজা গাত্ৰোত্থান করত প্রণাম পূর্বক পূজা

করিলে, তিনি বলিলেন—রাজন্ তুমি মলিন বদন হইয়াছ কেন ?

ইহা আমাকে বল । ৬ ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন—আমার মহৎ স্কট উপস্থিত হইয়াছে সে

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

আনন্দকাননে দেবী সঙ্কটা নাম বিপ্রতা ।  
বীরেশ্বরোত্তরে ভাগে চক্রেণশ্চ চ পার্শ্বতঃ ।  
শৃণু নামাষ্টকং তস্তাঃ সৰ্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাং ॥৮  
সঙ্কটা প্রথমং নাম দ্বিতীয়ং বিজয়া তথা ।  
তৃতীয়ং কামদা প্রোক্তা চতুর্থং দুঃখহারিণী ।  
সৰ্বাণী পঞ্চমং নাম ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা ।  
সপ্তমং ভায়নয়নী সৰ্বরোগহরাষ্টমং ॥ ৯  
নামাষ্টকমিদং পুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়াষিতঃ ।  
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্ বাপি নরো মুচ্যেত সঙ্কটাং ॥১০  
ইতুক্তঃ পূজয়ামাস বীরেশ্বরসমম্বিতাং ।  
ভূজৈশ্চ দশভিষু'ক্তাং লোচন-ত্রিতয়াষিতাং ।

কারণ এরূপ মলিন বদন ( হইয়াছে ), হে মহামতে ! ইহার কোনও নিবারণোপায় আমাকে বলুন । ৭ । মার্কণ্ডেয় বলিলেন—  
কালীধামে বীরেশ্বরের উত্তর ভাগে, চক্রেণশ্বরের পার্শ্বে সঙ্কটা নামে  
খাত দেবী আছেন মহুগ্গণের সৰ্বসিদ্ধিপ্রদ তাঁহার নামাষ্টক  
শ্রবণ কর । ৮ ।

প্রথম নাম সঙ্কটা, দ্বিতীয় নাম বিজয়া, তৃতীয় নাম কামদ  
বলিয়া কথিত, চতুর্থ নাম দুঃখহারিণী, পঞ্চম নাম সৰ্বাণী, ষষ্ঠ নাম  
কাত্যায়নী, সপ্তম নাম ভায়নয়নী, এবং অষ্টম নাম সৰ্ব-  
রোগহরা । ৯ । যে মহুগ্গ শ্রদ্ধাপূৰ্বক ত্রিসন্ধা এই পবিত্র নামাষ্টক  
পাঠ করে বা পাঠ করায় সে সঙ্কট মুক্ত হয় । ১০ ।

মালাকমণ্ডলুপ্তেতাং বরপদ্মগদাধরাং ।

ত্রিশূল-চাপ-ডমরু-খড়্গ-চর্ম্ম-বিভূষিতাং ॥ ১১

ইতি তিস্ত বচঃ শ্রদ্ধা নারদো হর্ষিতোহ ভবৎ ।

ততশ্চাততহস্তাং তাং প্রণম্য বিধিনন্দনঃ ।

বরদ্বয়ং গৃহীত্বা তু ততো বিষ্ণুপুরং যযৌ ॥ ১২

• এতৎস্তোত্রস্ত পঠনং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনং ।

সকটনাশনকৈব ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং ।

গোপনীয়ং প্রযত্নেন মহাবক্ষ্যাপ্রসূতিকৃতং ॥ ১৩

ইতি পদ্মপুরাণে শ্রীসকটানুমাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তং ।

(যুধিষ্ঠির) এইরূপ কথিত হইয়া বীরেশ্বরের সহিত দশভূজা  
জিনয়না, রুদ্রাক্ষমালা ও কমণ্ডলু বিশিষ্ট বরপদ্মগদাধারিণী, ত্রিশূল  
ধনু-ডমরু খড়্গ ও চর্ম্মে বিভূষিত দেবীকে পূজা করিলেন । ১১ ।

তাহার (জৈগিষবোর) এই বাক্য শুনিয়া নারদ হর্ষিত হইলেন  
এবং প্রসারিতহস্তা দেবীকে প্রণাম করিয়া তিনটি বর লাভ  
করিয়া ব্রহ্মাপুত্র বিষ্ণুপুরে গমন করিলেন । ১২ ।

এই স্তোত্র পাঠ করিলে পুত্র পৌত্র বৃদ্ধি হয় এবং সকট নাশন  
হয়, ইহা ত্রিভুবনে বিখ্যাত; মহাবক্ষ্য নারায়ণ প্রসব কারক  
ইহা যত্ন পূর্ব্বক গোপনে রক্ষণীয় । ১৩ ।

ইতি শ্রীসকটানুমাষ্টক সমাপ্ত ।



## আদ্যা স্তোত্রম্ ।

শৃণু বৎস ! প্রবক্ষ্যামি আদ্যাস্তোত্রং মহাকলম্ । যঃ পঠেৎ  
সততং ভক্ত্যাস এব বিষ্ণুবল্লভঃ ॥ মৃত্যুবাধিভয়ং তস্মা নাস্তি কিঞ্চিৎ  
কলৌ যুগে । অপুত্রো লভতে পুত্রং ত্রিপক্ষং শ্রবণং যদি ॥ দ্বৌ  
মাসৌ বন্ধনান্নুক্তিবিপ্রবক্তাং শ্রুতং যদি । মৃতবৎসা জীববৎসা  
ষণ্মাসং শ্রবণং যদি ॥ নৌকায়ামংকটে যুদ্ধে পঠনাজ্জয়মাশ্নুয়াং ॥  
লিখিত্বা স্থাপনং গেহে নাগ্নিচোরভয়ং কচিৎ ॥ রাজস্থানে জয়ী  
নিত্যং প্রসঙ্গাঃ সৰ্বদেবতাঃ । ওঁ হ্রীং ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকে চ বৈকুণ্ঠে  
সৰ্বমঙ্গলা ॥ ইন্দ্রাণী অমরাবতীমম্বিকা বরুণালয়ে । যমালয়ে কাল-  
রূপা কুবেরভবনে শুভা ॥ মহানন্দাগ্নিকোণে চ বায়বাং মৃগবাহিনী ।

## আদ্যাস্তব ।

হে বৎস ! মহা কলপ্রদ আত্ম স্তোত্র বলিতেছি শ্রবণ কর,  
যে সৰ্বদা ভক্তিপূৰ্ব্বক ইহা পাঠ করে সে বিষ্ণুর প্রিয় হয় ।  
এই কলি যুগে, তাহার মৃত্যু ও বাধি ভয় থাকে না, অপুত্র তিন  
পক্ষ কাল ইহা শ্রবণ করিলে পুত্র লাভ করে, ব্রাহ্মণের মুখ হইতে  
দুই মাস শ্রবণ করিলে বন্ধন মুক্তি হয়, ছয় মাস কাল শ্রবণ  
করিলে, মৃতবৎসা নারী জীববৎসা (পুত্র জীবিত থাকে) হয় ।  
ইহা পাঠ করিলে নৌকায় সঙ্কটে ও যুদ্ধে জয় লাভ হয়, লিখিত্বা গৃহে  
রাখিলে, অগ্নি বা চোরের ভয় থাকে না, রাজস্থানে নিত্য জয়ী হয়  
এবং সৰ্ব দেবতা সন্তুষ্ট হন । হে মাতঃ ! তুমি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণী,  
বৈকুণ্ঠে সৰ্বমঙ্গলা, অমরাবতীতে ইন্দ্রাণী, বরুণালয়ে (সমুদ্রে),  
অম্বিকা, যমালয়ে কালরূপা, কুবেরভবনে শুভা, অগ্নিকোণে

নৈঋত্যাং রক্তদন্তা চ ঐশাণ্ড্যাং শূলধারিণী ॥ পাতালে বৈষ্ণবীৰূপা  
সিংহলে দেবমোহিনী । সুরসা চ মণিদ্বীপে লঙ্কায়্য ভদ্রকালিকা ।  
রামেশ্বরী সেতুবন্ধে বিমলা পুরুষোত্তমে । বিজয়া ঔদ্রদেশে চ  
কামাখ্যা নীলপৰ্বতে ॥ কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়্য  
মহেশ্বরী । বারাণস্যাম্লপূর্ণা গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী ॥ কুরুক্ষেত্রে  
ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা ॥ দ্বারকায়্য মহামায়া মথুরায়্য  
মহেশ্বরী ॥ ক্ষুধা ত্বং সৰ্বভূতানাং বেলা ত্বং সাগরস্য চ । নবমী  
কৃষ্ণপক্ষস্য শুক্লসৈকাদশী পরা ॥ দক্ষস্যা দুহিতা দেবী দক্ষুষজ্জ-  
বিনাশিনী । রামস্য জানকী ত্বং হি রাবণধ্বংসকারিণী ॥ চণ্ডমুণ্ড-  
বধে দেবী রক্তবীজ-বিনাশিনী । নিশুন্তশুন্তমথনী মধুকৈটভঘাতিনী ॥  
বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা স্তুতদা মোক্ষদা সদা ।

মহানন্দা, বায়ুকেণে মৃগবাহিনী, নৈঋতকেণে রক্তদন্তা, ঐশান-  
কেণে শূলধারিণী । পাতালে বৈষ্ণবীৰূপা সিংহলে দেবমোহিনী,  
মণিদ্বীপে সুরসা, লঙ্কায় ভদ্রকালিকা, সেতুবন্ধে রামেশ্বরী,  
পুরুষোত্তমে বিমলা, ঔদ্রদেশে বিজয়া, নীলপৰ্বতে কামাখ্যা ॥  
বঙ্গদেশে কালিকা, অযোধ্যায় মহেশ্বরী, বারাণসীতে অম্লপূর্ণা,  
গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী, কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী, ব্রজে শ্রেষ্ঠা কাত্যায়নী,  
দ্বারকায় মহামায়া, মথুরায় মহেশ্বরী ॥ হে মাতঃ ! তুমি সমস্ত জীবের  
ক্ষুধা স্বরূপা সমুদ্রের বেলা ॥ তুমি কৃষ্ণপক্ষের নবমী এবং শুক্লপক্ষের  
একাদশী ॥ তুমি দক্ষের দক্ষুষজ্জ-বিনাশিনী কণ্ঠা, তুমি রামের  
রাবণ-ধ্বংসকারিণী জানকী । তুমি চণ্ডমুণ্ড-বধকারিণী দেবী এবং  
রক্তবীজ বিনাশিনী । তুমি নিশুন্তশুন্ত-মথনী ও মধুকৈটভঘাতিনী ॥  
তুমি বিষ্ণু ভক্তি প্রদা সৰ্বদা স্তুতদা ও মোক্ষদা দুর্গা ।

ইমং আদ্যাস্তবং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ । সৰ্বজ্বরভয়ং ন  
 স্যাৎ সৰ্বব্যাদিবিনাশনম্ । কোটিতীর্থফলং তস্য লভতে নাত্র  
 সংশয়ঃ ॥ জয়া মে চাগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ । নারায়ণী,  
 শীৰ্ষদেশে সৰ্বান্ধ্রে সিংহবাহিনী ॥ শিবদূতী উগ্রচণ্ডা প্রত্যঙ্গে  
 পরমেশ্বরী । বিশালাক্ষী মহামায়া কোমারী শঙ্খিনী শিবা ॥  
 চক্রিণী জয়দাত্রী চ রণমত্তা রণপ্রিয়া । দুর্গা জয়ন্তী কালী চ ভদ্র-  
 কালী মহোদরী ॥ নারসিংহী চ বারাহী সিদ্ধিদাত্রী সুখপ্রদা ।  
 ভয়ঙ্করী মহারৌদ্রী মহাভয়বিনাশিনী ॥

ইতি ব্রহ্মসামলে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে আত্মস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

যে মহুশ্য এই পাবত্র আত্মাস্তব সন্ধান পাঠ করে, তাহার  
 সৰ্ববিধ জ্বরের ভয় থাকে না, এবং সৰ্বব্যাদি বিনাশ হয় । তাহার  
 কোটি তীর্থের ফললাভ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ জয়া আমার  
 সম্মুখ ভাগ রক্ষা করুন, বিজয়া পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা করুন, নারায়ণী  
 মস্তক রক্ষা করুন, সিংহবাহিনী সৰ্বান্ধ্র রক্ষা করুন ॥ শিবদূতী  
 উগ্রচণ্ডা পরমেশ্বরী, বিশালাক্ষী মহামায়া কোমারী শঙ্খিনী শিবা  
 চক্রিণী, জয়দাত্রী রণমত্তা, রণপ্রিয়া, দুর্গা জয়ন্তী কালী ভদ্রকালী  
 মহোদরী নারসিংহী বারাহী সিদ্ধিদাত্রী সুখপ্রদা ভয়ঙ্করী মহারৌদ্রী  
 মহাভয়বিনাশিনী আমার সমস্ত প্রত্যঙ্গ ( স্মৃদ্ধ অঙ্গ ) রক্ষা করুন ॥

ইতি আত্ম-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## শঙ্করাচার্য্যকৃত গঙ্গাস্তব । -

দেবি সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবন তারিণি তরল-তরঙ্গে ।  
শঙ্কর-মৌলি-নিবাসিনি বিমলে, মম মতি-রাস্তাং তব পদ-কমলে ॥১  
ভাগীরথি সূতদায়িনি মাতঃ, তব জল মহিমা নিগমে খ্যাতঃ ।  
নাহং জানে তব মহিমানং, ত্রাহি রূপাময়ি মামজ্ঞানং ॥২  
হরিপাদ-পদ্ম-তরঙ্গিণি গঙ্গে, হিম-বিধু-মুক্তা-ধবল-তরঙ্গে ।  
দূরীকুরু মম দুষ্টত-ভারং, কুরু রূপয়া ভব-সাগর-পারং ॥৩  
তব জল-মমলং যেন নিপীতং, পবন-পদং খলু তেন গৃহীতং ।  
মাতর্গঙ্গে স্থয়ি যো ভক্তঃ, কিঞ্চ তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শতঃ ॥৪  
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিত-গর্গরিবর-মণ্ডিত-ভঙ্গে ।

## শঙ্করাচার্য্য কৃত গঙ্গাস্তব

হে সুরেশ্বরী ভগবতি, ত্রিভুবনতারিণী দেবী তরল তরঙ্গ-  
শালিনী, শিবশিরোবাসিনী, নির্মলে, গঙ্গে, তোমার পাদপদ্মে  
আমার মতি থাকুক । ১ ।

হে সূতদায়িনী মাতঃ ভাগীরথি, বেদেতে তোমার জলের  
মহিমা খ্যাত আছে, আমি তোমার মহিমা জানি না হে রূপাময়ি  
আমি অজ্ঞান, আমাকে পরিজ্ঞান কর । ২ ।

হে হরিপাদপদ্ম হইতে শৈবলিনী রূপে সমুদ্ভূতে গঙ্গে এবং  
তুষার চন্দ্র ও মুক্তার স্রায় শুভ্র তরঙ্গশালিনী ; মাতঃ ! আমার পাপ-  
ভার দূর করিয়া আমাকে রূপা পূর্ব্বক ভব সাগর পার কর । ৩ ।

মা ! তোমার পবিত্র জল যে পান করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই

ভীষ্মজননি খলু-শ্রুনিবর-কণ্ঠে, পতিত-নিবারিণি ত্রিভুবন-ধণ্ডে ॥৫

কল্পলতা-মিব ফলদাং লোকে, প্রথমতি যন্তাং ন পততি শোকে ।

পারাবার-বিহারিণি গন্ধে, বিবুধ-বধু-কৃত তরলাপাঙ্গে ॥৬

তব কুপয়া চেৎ শ্রোতঃস্নাতঃ, পুনরপি জঠরে সোহপি ন জাতঃ ।

নরক-নিবারিণি জাহ্নবি গন্ধে, কলুষ-বিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ।

পরিলসদগ্ধে পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে ।

ইন্দ্রমুকুট-মণি-রাজিত-চরণে, সুখদে শুভদে সেবক-শরণে ॥৮

রোগিং শোকং পাপং তাপং হর মে ভগবতি কুমতি-কলাপং ।

পরমপদ (ঈশ্বরের পদ) লাভ কবিয়াছে, হে মাতর্গন্ধে ! তোমার  
ভক্তকে যমেরও দেখিবার অধিকার (সামর্থ্য) নাই । ৪ ।

হে পতিতোদ্ধাবিণী জাহ্নবি গন্ধে ! হে খণ্ডিত হিমালয় হইতে  
শোভিত তরঙ্গশালিনী, হে ভীষ্ম জননী জহু-স্বতে, হে পতিত  
নিবারিণি, হে ত্রিভুবন প্রশংসিতে ॥৫

কল্পলতার ন্যায় পৃথিবীতে সর্ব ফলদায়িনী তুমি, তোমাকে যে  
প্রণাম করে সে শোকে পতিত হয় না, হে সমুদ্রবিহারিণী গন্ধে,  
হে দেববধু (কর্তৃক) চঞ্চল দৃষ্টি বিলোকিতে (তোমাকে সমুদ্র  
বিহারিণী দেখিয়া দেববধুগণ তোমার উপর চঞ্চল কটাক্ষপাত  
করিয়াছিলেন) । ৬ ।

তোমার কুপায় যদি কেহ তোমার শ্রোতে স্নান করে, তাহাকে  
আর জননাজঠরে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, হে নরক নিবারিণি,  
জহু-স্বতে গন্ধে, হে পাপনাশিনি এবং মহিমা সর্বশ্রেষ্ঠে । ৭ ।

হে উজ্জ্বলাঙ্গি, পবিত্র তরঙ্গধারিণি, ইন্দ্রমুকুটরত্নোদ্ভাসিত

ত্রিভুবনসারে বহুধাহারে, অমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥৯  
 অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু ময়ি করুণাং কাতর-বন্দ্যে ।  
 তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥১০  
 বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ ।  
 অথ গব্যূতো স্থাপচো দীনঃ ন পুনর্দূরে নৃপতি-কুলীনঃ ॥১১  
 ভো ভুবনেশ্বরী পুণ্যে ধত্তে, দেবি দ্রবময়ি মূনিবর-কত্তে ।  
 গঙ্গাস্তব-মিম-মমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যং ॥১২  
 যেবাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ, তেবাং ভবতি সদা স্বধ মুক্তিঃ ।

চরণে, সুখদায়িনি মঙ্গলপ্রদে, সেবকাত্ম্যে কৃপাকটাক্ষদায়িনি  
 জাহুবি তোমার জয় হউক, সর্বত্র তোমার বিজয় লাভ হউক । ৮ ।

হে ভগবতি । আমার রোগ শোক পাপ তাপ কুমতি সমূহ  
 হরণ কর, হে ত্রিভুবন শ্রেষ্ঠে এবং পৃথিবীর হার স্বরূপে তুমিই  
 আমার একমাত্র গতি । ৯ ।

হে অলকানন্দদায়িনি ( কৈলাস পুরীর আনন্দদায়িনি ), পরমা-  
 নন্দ স্বরূপে, হে কাতরজনবন্দিতে, আমার প্রতি করুণা কর ।  
 তোমার কূলের নিকট যাহার নিবাস, নিশ্চয়ই তাহার বৈকুণ্ঠে  
 নিবাস । ১০ ।

তোমার এই জলে বরং কচ্ছপ বা মৎস্ত হওয়াও ভাল, কিংবা  
 তোমার তীরে ক্ষীণ সরট হওয়াও শ্রেয়ঃ, অথবা তোমার তীর  
 হইতে দুই ক্রোশের মধ্যে দরিদ্র চণ্ডাল হওয়াও ভাল, কিন্তু দুই  
 কুলীন নৃপতি হওয়াও ভাল নহে । ১১ ।

হে ভুবনেশ্বরী ত্রিভুবন পাবনি, সর্বজন প্রণয়িত্রে, দেবি জল-

মধুর-কান্তা-পঙ্কটিকাভিঃ, পরমানন্দ কলিত-ললিতাভিঃ ॥১৩

গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং, বাঞ্ছিত-ফলদং বিদিত-মুদারং ।

শঙ্কর-সেবক-শঙ্কর-রচিতং, পঠতু চ বিধয়ীদ-মতি সমাপ্তং ॥১৪

ইতি শ্রীশঙ্করার্ঘ্য-বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

যদি জন্মসূত্রে, যে নিত্য এই পবিত্র গঙ্গাস্তব পাঠ করে তাহার  
সত্যই সর্বত্র জয়লাভ হয় । ১২ ।

যাহাদের হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি আছে, তাঁহাদের সর্বদা সুখ  
মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে, শঙ্কর সেবক শঙ্করার্ঘ্য কর্তৃক পরমা-  
নন্দে নিবদ্ধ সুন্দর ও মধুর পঙ্কটিকাছন্দে রচিত এই  
অভীষ্ট ফলপ্রদ সংসারের সারবস্তু গঙ্গাস্তব বিষয়ী (সংসারী) পাঠ  
করুন । ১৩।১৪

ইতি গঙ্গাস্তব সমাপ্ত ।

## বাଲ্মীক-কৃত গঙ্গাস্টক ।

মাতঃ শৈলস্থতা-সপত্নী বহুধা-শৃঙ্গার-হারাবলি,  
স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে ।  
ত্বত্তীরে বসত-সুদম্বু পিবত-সুদবীচিমুৎপ্রেম্ভত-  
সুদ্রাম স্মরত-সুদর্পিতদৃশঃ স্যাম্যে শরীরব্যয়ঃ ॥১  
ত্বত্তীরে তরুকোটরাস্তরগতো গঙ্গে বিহঙ্গো বরং  
স্তু গীরে নরকীন্তকারিণি বরং মংস্তোহথবা কচ্ছপঃ  
নৈবাশ্রিত মদাক্ষ সিন্ধুর-ঘটা-সংঘট্ট-ঘটা-রণং-  
কার-ত্রস্ত-সমস্ত-বৈরিবিনিতা-লক্সস্ততিভূপতিঃ ॥ ২  
কাটৈর্নিক্ষিপিতং শ্ৰুতিঃ কবলিতং বীচীতি রান্মোলিতং  
শ্রোতোভিশ্চলিতং তটান্তমিলিতং গোমাধুভিলুপ্তিতং ।  
দিবাত্মী-কর-চাক-চামর-মরুং-সংবীজ্যমানঃ কদা  
দ্রক্ষ্যেহহং পরমেখরি ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ ॥ ৩

## গঙ্গাস্টক ।

হে মাতঃ পার্শ্বতী সপত্নী বহুধার বিলাসহার স্বরূপে,  
স্বর্গারোহণের বিজয় পতাকা, মাতঃ ভাগীরথি তোমার নিকট  
প্রার্থনা করি । ১ ।

মাতঃ ! তোমার তীরে বাস করিয়া, তোমার বারি পান  
করিয়া, তোমার তরঙ্গরাজ্য নিরীক্ষণ করিয়া, তোমার নাম স্মরণ  
করিয়া এবং তোমাতে ( তোমার জলে ) দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া,  
• আমার দেহের অবসান হউক । ২ ।

হে গঙ্গে ! তোমার তীরে বৃক্ষ বিবরে পক্ষী হওয়া ভাল, হে



অভিনব-বিষবল্লী পাদপদ্মশ্রু বিষ্ণো-

মর্দনমথন-মৌলের্মালতীপুষ্প-মালা ।

জয়তি জয়পতাকা কাপাসৌ মোক্ষলক্ষ্মা

ক্ষয়িত-কলি-কলঙ্কা জাহ্নবী মাং পুনাতু ॥ ৪

যন্তং তাল-তমাল-শাল-সরল-ব্যালোল-বল্লী-লতা-

চ্ছন্নং সূর্য্যকর-প্রতাপ-রহিতং শাশ্বদু-কুন্দোজ্জলং ।

গন্ধর্ব্বামর-সিন্ধু-কিরণবধু-ভুজস্তনাস্ফালিতং

নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলং ॥৫

নরকাস্তকারিণি ! তোমার জ্বলন্ত মংগু কিংবা কচ্ছপ হওয়াও ভাল, কিন্তু অন্যত্র ( তোমা ছীন দেশে ) মদ মত্ত হস্তিগণের আশ্ফালনে তাহাদের ঘণ্টাধ্বনিতে ভীত শক্রপত্নী কর্তৃক স্তব নৃপতি হওয়া ভাল নহে ( প্রবল রাজার মদ মত্ত হস্তীর ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক রাজগণ পলায়ন করেন এবং তাহাদের রমণীগণ স্তবে বলবান্ নৃপতিকে পরিতুষ্ট করেন ইহা তাৎপর্য্য ) । ৩ ।

হে পরমেশ্বর, ত্রিপথগামিনি ( স্বর্গ মর্ত্ত পাতালগামিনি ) ভাগীরথি ! কবে আমি স্বর্গীয় দেব পত্নীগণের হস্ত স্পৃহিত হৃন্দর চামর বায়ু বীজিত হইয়া আমার এই শরীরকে বায়ুসগণ কর্তৃক চঞ্চু দ্বারা বিলিখিত ( ঠোঁকরান ) কুকুরগণ কর্তৃক ভক্ষিত স্বরঙ্গে আশ্মেদলিত স্রোতে সঞ্চালিত এবং তট সংলগ্ন হইলে শৃগালগণ কর্তৃক লুপ্তি দেখিব ( গঙ্গাজলে তহু ত্যাগ করিয় স্বর্গ গমনকালে আমি গঙ্গাজলে ভাসমান স্বীয় দেহকে পুর্ব্বোক্ত অবস্থায় দেখিব ) ? ॥৪

বিষ্ণু পাদপদ্মের নবনলিনীলতা, হরশিরের মালতামালা,

গাঙ্গং বারি মনোহারি, মুরারি-চরণচ্যুতং  
 ত্রিপুরারি-শিঃস্চারি, পাপহারি পুনাতু মাং ॥ ৬  
 পাপপহারি হরিতারি তরঙ্গধারি  
 দূর-প্রচারি গিরিরাজ-গুহাবিদারি ।  
 ঝঙ্কারকারি হরিপাদ-রজোবিহারি  
 গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি ॥ ৭

যশের পতাকা এবং মোক্ষের নিদর্শন স্বরূপ কে ইনি ( জানিনা )  
 ইহার জয় হউক । এই কলিকলুষ নাশিণী জাহ্নবী আমাকে  
 পবিত্র করুন ॥৫

যে জল তীরের তাপ তমাল শাল সরল বৃক্ষগণের শিরস্থিত  
 লতা সমূহে আচ্ছন্ন থাকিয়া সূর্য্যাকিরণের তাপ রহিত, হইতেছে,  
 শব্দ চক্র এবং কুন্দপুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বল যে জল, এবং যে জল গঙ্গার্ব  
 দেবতা সিদ্ধ কিম্বদন্তীগণের উন্নত স্তনালোড়িত হইতেছে, সেই  
 নিখুঁত গাঙ্গাজল প্রতিদিন আমার স্নানের নিমিত্ত উপকল্পিত হউক  
 ( এইরূপ গাঙ্গাজলে যেন প্রত্যহ আমি স্নান করিতে পাই ) ॥৬

বিষ্ণুচরণ নিঃসৃত, শিবশিরোবাহিত পাপহারি মনোহর গঙ্গাবারি  
 আমাকে পবিত্র করুন । পাপ নাশন, দুঃখতদমন তরঙ্গধারী,  
 সুদূর প্রবাগী হিমালয় গুহা বিদারী, ঝঙ্কাররবকারী, হারপদ  
 ধূলা সহ বিহারী ( ভ্রমণকারী ) শুভকারী গাঙ্গাজল আমাকে সতত  
 ১ পবিত্র করুন ॥৭

বরমিহ গঙ্গাতীরে, সরটঃ করটঃ কুশঃ শুনীতনয়ঃ ।

ন পুনর্দূরতরহঃ, করিবর-কোটাশ্বরো নৃপতিঃ ॥ ৮

গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে

বান্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মহুঘাঃ ।

প্রক্ষাল্য সোহপি কলিকল্মষ-পঙ্ক-মাণ্ড

মোক্ষং লভেৎ পঠতি নৈব পুনর্ভবাকৌ ॥

ইতি—শ্রীবান্মীকি-বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তং ।

এই গঙ্গাতীরে সরট ( কুকলাস ) করট ( কাক ) কুশ কুকুরী  
শুত (কুকুর) হওয়াও ভাল, কিন্তু গঙ্গা হইতে দূরে কোট  
হস্তীর অধিপতি রাজা হওয়া ভাল নহে ॥ ৮

বান্মীকি বিরচিত এই মঙ্গল দায়ক গঙ্গাষ্টক যে মহুঘা যত্নের  
সহিত প্রাতঃ কালে পাঠ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ কলি কলুষরূপ  
পঙ্ক প্রক্ষালন করিয়া মোক্ষ লাভ করেন । তাঁহাকে আর সংসার-  
সাগরে পতিত হইতে হয় না ॥ ৯

ইতি শ্রীবান্মীকি বিরচিত গঙ্গাষ্টক স্তোত্র ।

# দরাফ্ খাঁ কৃত গঙ্গাষ্টক

যত্নাক্তং জননীগণৈর্ঘদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বাক্তবৈ-

যস্মিন্ পান্ডু-দৃগন্ত-সন্নিপতিতে তৈঃ স্মর্যতে শ্রীহরিঃ ।

স্বাক্ষে ন্যস্য তদীদৃশং বপূরহো সুপ্রীয়সে পৌরুষং

স্বং তাবৎ ককৃণাপরায়ণপরা মাতাসি ভাগীরথি ॥ ১

অচ্যুতচরণ-তরঙ্গিণি, শশি-শেখর-মৌলি-মালতীমালা ।

তস্মি তস্মু-বিতরণ-সময়ে, দেয়া হরতা ন মে হরিতা ॥ ২

শূন্যভূতা শমন-নগরী নীররা রোরবাদ্যা

যাতায়াতৈঃ প্রতিদিন-মহো ভিধ্যমানা বিমানাঃ ।

সিদ্ধেঃ সার্কং দিবি দিবিষদঃ সার্ঘ্যপাত্রৈকহস্তা

## দরাফ্ খাঁ কৃত গঙ্গাস্তব ।

জননীগণ বে দেহ ( মৃতদেহ ) ত্যাগ করেন, বন্ধুবান্ধবেরা যাহা স্পর্শ করেন না, এবং পথিকগণ যাহাতে দৃষ্টি পতিত হইলে শ্রীহরি স্মরণ করেন, এরূপ দেহ তুমি নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া অনন্তিত হও । অতএব হে ভাগীরথি তুমি সর্বপ্রধান দয়াময়ী মাতা হইবে ॥১

হে বিষ্ণু চরণ সমুদ্ভূতে তরঙ্গিণি এবং শিবশিরের মালতীমালা স্বরূপে, আমি যখন তোমাতে তহুত্যাগ করিব, তখন আমাকে শিবত্ব দিও বিষ্ণুত্ব দিওনা ॥২ ( কারণ, শিবত্ব লাভ হইলে, তুমি শিব শিরোবিহারিণী বলিয়া মন্তকে থাকিবে, কিন্তু বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা তুমি, বিষ্ণুত্বলাভ হইলে, তুমি চরণ স্পর্শ করিবে ইহা অসহনীয় ) ॥

• মাতর্গঙ্গে ষদবধি তব প্রাচুরাসীং প্রবাহঃ ॥ ৩

পয়ো হি গাঙ্গং তাজ্জতামিহাঙ্গং, পুনর্ন চাঙ্গং যদি বাপি চাঙ্গং ।

করে রপাঙ্গং শয়নে ভূজঙ্গং যানে বিহঙ্গং চরণে, চ গাঙ্গং ॥ ৪

কত্যাঙ্গাণি করোটয়ঃ কতি কতিদ্বীপি-দ্বীপানাং ত্রচঃ

কাকোলাঃ কতি পন্নগাঃ কতি সুধাধারশ্চ খণ্ডাঃ কতি ।

কিঞ্চ তঞ্চ কতি-ত্রিলোকজননি তদ্বারি-পুরোদরে

মঞ্জজঙ্ঘ-কদম্বকং সমুদয়তোয়ৈক-মানায় যং ॥ ৫

—হে মাতর্গঙ্গে ! যে দিন হইতে পৃথিবীতে তোমার পবাহ বহিতেছে, সেই দিন হইতে শমন নগরী ( যম পুরী ) শূন্য হইয়াছে, ( গঙ্গাতে তনু ত্যাগ করিয়া জনগণ স্বর্গে যাইতেছে, তাহাতে করিয়া যমপুরী শূন্য ) রৌরব প্রভৃতি নরক নীরব হইয়াছে ( নরকে পাপী নাই সুতরাং তাহাদের যন্ত্রণাসূচক চাঁৎকারও নাই ) পুষ্পকরথ সকল প্রতিদিন স্বর্গে যাতায়াত করিয়া ভগ্ন হইয়াছে, এবং স্বর্গে সিদ্ধগণের সহিত দেবগণ প্রত্যেকে একটী অর্ঘ্যপাত্র হস্তে লইয়া আছেন ( তোমার জলে তনুত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইলে ' দেবতারা পূজা ও সমাদর করেন ) ॥৩

এই গঙ্গাজল, যদি ইহাতে তনু ত্যাগ ঘটে আর দেহ ধারণ করিতে হয় না, অথবা যদি দেহ লাভ ঘটে তবে হস্তে স্নান চক্রে শয়নে সর্প ( অনন্ত ) যানে পক্ষী ( গরুড় ) এবং চরণে গঙ্গাজল এইরূপ দেই প্রাপ্তি হইয়া থাকে ( বিষ্ণুদেহ লাভ হয় ) ॥৪

হে জিহ্বন জননী ! তোমার জলপূর্ণগর্ভে, কত রক্তাক্ত আছে ? কত নরকলাপ আছে, কত হস্তি ও ব্যাঘ্রচর্ম আছে, আর

কুতোহবীচিবৌচিস্তুব যদি গতা লোচনপথং  
 ত্রমাপীতা পীতাস্বর-পুর-নিবাসং বিতরসি ।  
 ত্রুৎসঙ্গে গঙ্গে যদি পততি কায়স্তম্ভুতাং  
 তদা মাতঃ শাতক্রতব-পদলাভোহ্যাতিলঘুঃ ॥ ৬  
 ত্রমস্তো লোকানা-মপিলহরিতাত্তোব দহসি  
 প্ৰুগস্তৌ নিম্বানা-মপি নয়সি সর্কোপরি নতান্ ।  
 স্বয়ং জাতা বিফোজ্জনয়সিমুবা রাতি-নিবহা-  
 নহো মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতং তে বিজয়তে ॥ ৭

কত বিষ আছে, কত সর্প আছে, কত অর্দ্ধ চন্দ্র আছে, আর কত  
 তুমি আছ? যে তোমার জলে মগ্ন হইয়া জীব দেহ ত্যাগান্তে  
 প্রত্যেকে এক একটা এই সকল বস্তু লইয়া উঠিতেছে ।

( জনগণ তোমার জলে দেহ ত্যাগান্তে শিবস্ত্র লাভ করিতেছে  
 এবং সকলেই এই সমস্ত শিববিভূতি লাভ করিতেছে স্মতরাং  
 অসংখ্য শিববিভূতি তোমার গর্ভে নিহত আছে ) । ৫ ।

হে গঙ্গে! তোমার তরঙ্গ নয়নপথগামী হইলে অবীচি  
 প্রভৃতি নরক কোথায় থাকে? তুমি পীত হইলে বিষ্ণুপুরে বাস  
 প্রদান কর। হে মাতর্গঙ্গে! আর দেহধারিগণের দেহ যদি  
 তোমার ক্রোড়ে পতিত হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রস্ত্র লাভ ও তাহার  
 পক্ষে অতি তুচ্ছ । ৬ ।

হে মাতর্গঙ্গে! তুমি জল হইয়াও মনুষ্যগণের সমস্ত পাপ দহ  
 করিতেছে ( জলের দাহিকা শক্তি না থাকিলেও তোমার পাপ  
 লহন ক্ষমতা বিচিত্র ) । তুমি নিয়গা হইয়া ও প্রণতদিগকে

## স্তোত্ররত্নমালা ।

স্বরধুনি মুনিকণ্ঠে তারয়েঃ পুণ্যবস্তুং  
স তরতি নিজপুণ্যোস্তত্র কিস্তে মহত্বং ।  
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং  
তদিহ তব মহত্বং তন্নহত্বং মহত্বং ॥ ৮ ॥

সর্বোচ্চ স্থানে লইয়া যাও । তুমি বিষ্ণু হইতে জাত হইয়াও  
শত শত বিষ্ণু উৎপাদন কর । হে মাতঃ ! তোমার এই অদ্ভুত  
চরিত্র জগতে জয় লাভ করিতেছে । ৭।

স্বরধুনি ( দেবনাদি ) মুনিকণ্ঠে ! তুমি সৰ্বদা পুণ্যবান্কেই  
পরিত্ৰাণ করিয়া থাক । কিঙ্ক মতঃ ! পুণ্যবান্ নিজ  
পুণ্য বলেই উদ্ধার লাভ করে, তাহাতে তোমার মাহাত্ম্য কি  
আছে ? । যদি গতিহীন পাতকী আমি—আমাকে উদ্ধার করিতে  
পার তবেই জগতে তোমার মহত্ব প্রকাশিত হয় । এবং সেই  
মহত্বই প্রকৃত মহত্ব । ৮।

ইতি শ্রীদয়াক্ খাঁ কৃত গদ্যাস্তব ।

## গঙ্গান্টকম্—( শঙ্করাচার্য্যকৃতম্ ) ।

ভগবতি তব তীরে নীরমাশাশনোহং  
 বিগতবিষয়তৃষ্ণাঃ কৃষ্ণমারাধয়ামি ।  
 সকলকলুষভঞ্জে স্বর্গসোপানসঞ্জে  
 তরলতরুরঞ্জে দেবি গঞ্জে প্রসাদ ॥ ১  
 ভগবন্ত ভবলীলামৌলিমালে তবাস্তুঃ  
 কণমণুপরিমাণং প্রাণিনো য়ে স্পৃশন্তি ।  
 অমবনগবনারীচামরগ্রাণীণীনাং  
 বিগতকলিকলকাতকমঞ্জে লুপ্তি ॥ ২

### শঙ্করাচার্য্য বিরচিত গঙ্গাস্তব ।

হে ভগবতি ! আমি তোমার তীরে জলমাত্র পান করিয়া বিষয়  
 মৃগতৃষ্ণা বিস্মরিয়া কৃষ্ণের আরাধনা করিব ।\* হে সর্বকলুষ  
 ( পাপ ) ভঞ্জে, স্বর্গসোপানসঞ্জে ( সঙ্কিনি ) এবং তরলতরুরঞ্জ-  
 শালিনি, দেবি গঞ্জে ! আমার উপর সমুদ্র হও ( আমাকে কৃপা  
 কর ) । ১।

হে ভগবতি ! মণাদেবের ক্রোড়ার মস্তকমাল্য স্বরূপে

\* তোমার তীরে বিষয় চিন্তা পরিহার করিয়া, কৃষ্ণ আরাধনা করিব ।  
 যদি বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ আরাধনা করিলেই মোক্ষ হয়, তবে তোমার  
 তীরে বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ আরাধনার প্রয়োজন কি ? অন্যত্র একরূপ  
 করিলেও ত মুক্তি হইবে ।—ইহার কারণ—বিষয় তৃষ্ণা পরিহার স্তম্ভসাধা নহে  
 প্রভূত স্নহকর । কিন্তু তোমার তীরে বসিলে, তোমার রূপ দেখিয়া তোমার  
 শাস্তিপ্রদ বিশ্বমোহিনী মূর্তি দেখিয়া বিষয় চিন্তায় মন তৃপ্ত হয় না । স্বতঃই বিষয়  
 চিন্তায় বিস্মৃতি হয়—তখন অবাঞ্ছনসোগোচর বিশ্বনাথ পদে—অথবা তোমার  
 পদে আত্মা আত্মহারা হয় । ইহাই তোমার তীরে বসিয়া কৃষ্ণ আরাধনার  
 সার্থকতা ।



ব্রহ্মাণ্ডং খণ্ডয়ন্তী হরশিরসি জটাবল্লীমল্লাস্রয়ন্তী

বরোঁকাদাপতন্তী কনকগিরি শুভাগুণশৈলাং স্থলন্তী ।

কৌণীপৃষ্ঠে লুষ্ঠন্তী ছরিতচয়চমুনির্ভরং ভংগয়ন্তী

পাথোধিঃ পূরয়ন্তী সুরনগরসরিংপাবনী নঃ পুনাতু ॥ ৩

মজ্জান্নাতক-কুন্তচ্যুত মদমদিরামোদমতালিজ্বালং

স্নানৈঃ সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচযুগবিগলং-কুকুমাসঙ্কপিঙ্গম্ !

সায়ং প্রাতন্মুণীনাং কুশকুম্ভমচয়ৈশ্ছরতীরস্থনীরাং

“পায়ান্নো গাঙ্ঘ্যমন্তঃ করিকরভকরাক্রান্তরংহস্তরঙ্গম্ ॥ ৪

স্তোমার জলের অণু পরিমাণ কণা যাহারা স্পর্শ করে, তাহারা কলিকলুষভয় বিমুক্ত হইয়া চামরহস্তা স্বরাজনাগণের ( দেবী-গণের ) কোড়ে লুপ্তিত হয় ।২।

ব্রহ্মাণ্ড ভেদকারিণী, হরশিরে জটারাজির উল্লাসকারিণী, স্বর্গ লোক হইতে অবতরণ কারিণী, কনক ( স্বর্ণ ) পর্কতের গৃহা এবং কুণ্ডশৈল হইতে প্রচ্যুত হইয়া পৃথিবী পৃষ্ঠে লুপ্তিতা, পাপ রাশিরূপ সেনার সম্পূর্ণ তিরস্কারিণী সমুদ্রকে পূর্ণকারিণী দেবনদী পাবনৌ ( পবিত্রকারিণী ) আমাদিগকে পবিত্র করুন ।৩।

মজ্জনকারী হস্তিমন্তকচ্যুত মদমদিরামন্ত ভ্রমর পরিব্যাপ্ত (অর্থাৎ মদমন্ত হস্তিগণ গঙ্গায় নিমজ্জন করিলে তাহাদের মন্তক নিঃসৃত মদগন্ধে অতুগামী ভ্রমরগণ গঙ্গাজলের উপরে উড়িতে থাকে ) সিদ্ধ অঙ্গনাগণের স্নানকালে কুচযুগল বিগলিত কুকুম সংসর্গে পিঙ্গলবর্ণ, সায়ং ও প্রাতঃকালে মুণিগণের কুশ কুম্ভম রাজিতে আবৃত যাহার তীরস্থ জল এবং হস্তী ও হস্তিশাবকাক্রান্ত যাহার বেগ ও তরঙ্গ সেই গঙ্গাজল আমাদিগকে পরিজ্ঞাপ করুন ।৪।

আদ্যাদিপিতামহস্য নিয়ন্তব্যাপারপাত্রে জলং

পশ্চাৎ পন্নগশায়িনো ভগবতঃ পাদোদকং পাবনম্ ।

ভূয়ঃ শত্ৰুজটাবিভূষণ-মণির্জহোম'হর্ষেরিয়ং

কণ্ঠা কলুষনাশিনী ভগবতী ভাগীরথী ভূতলে ॥ ৫

শৈলেন্দ্রাদ্যতারণী নিজজলে মজ্জজ্জনোত্তারণী

পান্নাবারিক্কারিণী ভবভয়শ্রেণী সমুৎসারণী ।

শেষাহেরুকারিণী হরশিরোবন্দীদলাকারিণী

কাশী-প্রাস্তবিহারিণী বিজয়তে গঙ্গা মনোহারিণী ॥ ৬

কুতো বীচির্বাচিস্তব যদি গতা লেচনপথং

অমাপীতা পীতাস্বরপুরনিবাসং বিতরাস ।

অদুঃসঙ্গে গঙ্গে পততি যদি কায়স্তনুভূতাং

তদা মাতঃ শাতক্রুবপদলাভোহপ্যতিলঘুঃ ॥ ৭

প্রথমে আদ্য পিতামহের ( ব্রহ্মার ) কমণ্ডলুস্থ জল স্বরূপা অনন্তর শেষ শয্যাশায়ী ভগবানের পবিত্রকারি পাদোদক, পুনর্বার শত্ৰুজটার ভূষণ মণি স্বরূপা জহুমুনির এই কলুষনাশিনী, কণ্ঠা ভগবতী ভাগীরথী ভূতলে আবিভূত হইয়াছেন । ৫।

পর্বতরাজ ( হিমাগয় ) হইতে অবতারণী, নিজজলে মজ্জন-কারীর নিস্তারিণী, সমুদ্রবিহারিণী ভবভয় শ্রেণী ( সংসার ভয় সমূহ ) দূরীকারিণী, সর্পের ( সর্পগতির ) অহুকারিণী ( বক্রগামিনী ) হর-শিরের জটাসমূহের অহুগামিনী, কাশী প্রাস্তবিহারিণী, মনোহারিণী গঙ্গার বিজয় হউক । ৬।

কোনও স্থান হইতে, তোমার, তরঙ্গ, যদি নয়নপথে পতিত

মাতঃ শান্তিবি শঙ্কুসঙ্গমিলিতে মৌলৌ নিপায়াঞ্জলিং

ত্বদ্বীরে বপুষোহবসানসময়ে নারায়ণাঙ্ঘ্রিঘ্রম্ ।

সানন্দং স্মরতো ভবিষ্যতি মম প্রাণ-প্রয়াণোৎসবে

ভূয়াস্ত্যক্তিরবিচ্যুতা হরিহরাদৈবতাত্ত্বিকা শাশ্বতী ॥ ৮

গঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নবঃ ।

সর্বপাপাবিনিমুক্তৌ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংসপরিব্রাজকার্চ্য-শ্রীমদ্ভক্তরাচাঃ

বিরচিতং গঙ্গাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

হইলে, ( অথবা ) তোমাকে আচমন করিলে তুমি পীতাম্বরপুবে ( বৈকুণ্ঠ ) বাস দান কর । আর দেহধারিগণের দেহ যদি তোমার ক্রোড়ে পতিত হয় । তাহা হইলে মাতঃ ! ইন্দ্রপদলাভও অতি তুচ্ছ । ৭।

মাতঃ ! শঙ্কুশিরোবিহারিণী, শঙ্কুসঙ্গমিলিতে ! তোমার তীরে মন্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া দেহাবসান সময়ে নারায়ণ পাদপদ্ম-বন্দনানন্দে স্মরণ করিতে করিতে আমার প্রাণপ্রয়াণ উৎসব ( মৃত্যু-উৎসব ) \* হউক এবং হরিহরে অভেদ শাশ্বতী অচ্যুতাভক্তি হউক । ৮।

যে মনুষ্য যতপূর্বক এই পবিত্র গঙ্গাষ্টকস্তোত্র পাঠ করে সে সর্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলাকে গমন করে । ৯।

\* প্রাণ প্রয়াণ—মৃত্যু অপেক্ষা আর কিছু ভয়াবহ নাই—মনুষ্য মৃত্যুর চিন্তাতেও শিরিয়া উঠে—এতই স্তবীৰণ মৃত্যু ; কিন্তু গঙ্গার তীরে নারায়ণ পদ চিন্তা করিতে করিতে যে মৃত্যু হয় তাহা মৃত্যু-উৎসব বলিয়া বিদিত । এইজন্য হিন্দু বুদ্ধের চরমকালে গঙ্গাষাত্রা বিহিত ।

## কাশীপঞ্চক স্তোত্রম্ ।

মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ, সা তীর্থবৰ্ঘ্যা মণিকর্ণিকা চ ।  
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদি-গঙ্গা, সা কাশিকাং নিজবোধরূপা ॥১  
যশ্চামিদং কল্লিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং ভাতি মনো-বিলাসম্ ।  
সচ্চিদ্রূপৈকা পরমাত্মরূপা, সা কাশিকাং নিজবোধরূপা ॥২  
কোশেষু পঞ্চাশধিরাজনানা, বুদ্ধিভবানী প্রতিদেহগেহম্ ।  
সাক্ষী শিবঃ সঙ্গতোহন্তরাত্মা, স কাশিকাং নিজবোধরূপা ॥৩  
কাশ্যাং হি কাশতে কাশী কাশী সর্বপকাশিকা ।  
সা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্য তি কাশিকা ॥৪

---

## কাশী পঞ্চক ।

মনের নিবৃত্তি পবন উপশান্তি সেই তীর্থ শ্রেষ্ঠ মণিকর্ণিকা ও  
বিমলাদি গঙ্গা যেখানে আছেন আমি সেই নিজ বোধরূপ  
কাশী হই ॥ ১ ।

যে স্থানে কাশীতে ) মনের বিলাস কল্লিত এই চরাচর বিশ্ব  
ইন্দ্রজাল তুলা প্রতীত হয়, যিনি সচ্চিদানন্দ এবং পরমাত্ম-স্বরূপা  
আমি সেই নিজ বোধরূপ কাশী ॥ ২ ।

প্রত্যেক ( জীব ) দেহ স্বরূপ গৃহে অন্তর্ময়াদি পঞ্চ কোষে  
অবস্থিত বুদ্ধি স্বরূপ ভবানী যেখানে আছেন এবং সর্বাক্ষয়ামী  
অন্তরাত্মা সাক্ষী শিব যেখানে অবস্থিত আমি নেই নিজ বোধরূপ  
কাশী ॥ ৩ ।

কাশীতে ( জ্ঞান ) কাশীর প্রকাশ হয় এবং কাশী ( জ্ঞান )

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগন্ধা  
ভক্তিঃ শ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ ।  
বিশ্বেশোহরং তুরীয়ঃ সকলজনমনঃসাক্ষিভূতোহস্তরাশ্মা  
দেহে সৰ্ব্বং মদীয়ে যদি বসতি গুনস্তীর্থমন্ত্ৰং কিমস্তি ॥৫

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতঃ কাশীপঞ্চকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

সকলের প্রকাশ কারিণী, সেই কাশী ঘিনি বিদিত হইয়াছেন তিনি  
কাশী লাভ করিয়াছেন ॥ ৪ ।

মনুষ্যের শরীর-কাশীক্ষেত্র ত্রিভুবন জননী সৰ্বলোক ব্যাপিনী  
জ্ঞানগন্ধা, ভক্তি শ্রদ্ধা-গয়া, স্বীয় গুরু চরণ ধ্যান রূপ যোগ-প্রয়াগ  
সকল লোকের মনের সাক্ষীস্বরূপ তুরায় ( জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি  
তিনে অতীত চতুর্থ ) ব্রহ্ম বিশ্বেশ্বর এই সমস্ত আমার দেহ মধ্যে  
যখন আছেন তখন আর তত্ত্ব তীর্থ কি আছে ॥ ৫ : ( অন্য তীর্থকে  
প্রয়োজন কি ) ?

ইতি শঙ্করাচার্য্য রচিত কাশীপঞ্চক ।

## কাশীস্তোত্রম্ ।

মাত্ৰা পিত্ৰা পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ ।

যেবাং কাপি গতির্নাস্তি তেবাং বারাণসী গতিঃ ॥১

জরয়া পরিভূতা যে যে ব্যাধিকবলীকৃতাঃ ।

যেবাং কাপি গতির্নাস্তি তেবাং বারাণসী গতিঃ ॥২

পদে পদে সমাক্রান্তা যে বিপদভিরহর্নিশম্ ।

যেবাং কাপি গতির্নাস্তি তেবাং বারাণসী গতিঃ ॥৩

পাপরাশিসমাক্রান্তা যে দারিদ্র্য-পরাজিতাঃ ।

## কাশী স্তোত্র ।

যাঁহার মাতা পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং নিজ বন্ধুগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহাদের আর কোথায়ও গতি নাই তাঁহাদের বারাণসী গতি ॥ ১ । [ অর্থাৎ বারাণসী সন্ন্যাসীগণের গতি, তাহারা মাতা পিতা এবং বন্ধুজন কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং সর্ব-বাসনার নিবৃত্তি হওয়াতে আর কোথায়ও গতি অর্থাৎ গমন নাই ]

যাঁহারা জরা কর্তৃক পরিভূত এবং ব্যাধির কবলে পতিত হইয়াছেন, যাঁহাদের আর কোথায় গতি নাই তাঁহাদের বারাণসী গতি ॥ ২ । [ জরা, বৃদ্ধত্ব, বহুজন্য ভ্রমণ করিয়া শেষে বৃদ্ধত্ব-অভি-ভূত অর্থাৎ মুক্তির পূর্বেদেহ লাভ করিয়াছেন ; ব্যাধি কবলে পতিত—সংসার ব্যাধির কবলে পতিত ]

যাঁহারা অহর্নিশ পদে পদে বিপদাক্রান্ত এবং যাঁহাদের আর কোথায়ও গতি নাই তাঁহাদের বারাণসী গতি ॥ ৩ ।

যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারানসী গতিঃ ॥৪

সংসার-ভয়ভীতা য়ে য়ে বদ্ধাঃ কৰ্ম্মবদ্ধনৈঃ ।

যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারানসী গতিঃ ॥৫

শ্রুতিস্মৃতিবিহীনা য়ে শৌচাচার-বিবর্জিতাঃ ।

যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারানসী গতিঃ ॥৬

যে চ যোগপরিভ্রষ্টা স্তপোদানবিবর্জিতাঃ ।

যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারানসী গতিঃ ॥৭

। সন্ন্যাসীদিগের সংসারিক বিপদ্ পদে পদে—সে সকল বিপদ্ তাঁহাদের সংসারাসক্তি দূর করে ]

যাহারা পাপরাশি সমাক্রান্ত এবং দগিদ্ৰতা কর্তৃক পরাজিত  
যাঁহাদের আর কোথায়ও গতি নাই তাহাদের বারানসী গতি ॥ ৪ ।  
( স্তগম )

যাহারা সংসারভয়ে ভীত এবং কৰ্ম্মবদ্ধনে বদ্ধ এবং যাঁহাদের  
আর কোথায়ও গতি নাই তাহাদের বারানসী গতি ॥ ৫ । [ যে  
সকল সন্ন্যাসী কৰ্ম্মফল ক্ষয় না হওয়ার দেহ ধারণ করিয়াছেন কিন্তু  
সর্বদা সংসারভয়ে ভীত তাঁহাদের গতি বারানসী )

যাহারা শ্রুতি ( বেদ ) স্মৃতি বিহীন এবং শৌচ ও আচার  
বর্জিত এবং যাঁহাদের আর কোথায়ও গতি নাই তাহাদের বারানসী  
গতি ॥ ৬ । [ সন্ন্যাসীদিগের শ্রৌত স্মার্তকৰ্ম্ম, শৌচ আচার প্রভৃতির  
শেষ হইয়াছে স্তবরাং সে সকল বর্জিত ]

যাহারা যোগভ্রষ্ট এবং তপস্যা ও দান বর্জিত এবং যাঁহাদের  
আর কোথায়ও গতি নাই তাহাদের বারানসী গতি ॥ ৭ । ( স্তগম )

মধ্যে বন্ধুজনং যেষামপমানঃ পদে পদে ।

আনন্দবর্দ্ধকং তেষাং শস্তোরানন্দকাননম্ ॥৮

আনন্দকাননে যেষাং সততং বসতি সতাম্ ।

বিশেষানুগৃহীতানাং তেষামানন্দনোদয়ঃ ॥৯

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য-বিরচিত কাশীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

যাহাদের বন্ধুজন মধ্যে পদে পদে অপমান, তাহাদেরই শিবের  
আনন্দ কানন ( কাশী ) আনন্দ বর্দ্ধক হয় ॥ ৮ ।

সাধুগণের বিশিষ্ট অনুগৃহীত যে সকল লোকের ( সন্ন্যাসীর )  
আনন্দকানন অর্থাৎ কাশীতে সৰ্বদা বসতি হয়, তাহাদের  
আনন্দোদয় হইয়া থাকে ॥ ৯ ।

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য কৃত কাশীস্তোত্র ।



## মণিকর্ণিকাষ্টক-স্তোত্রম্ ।

যতীরে মণিকর্ণিকে হরিহরৌ সাযুজ্যমুক্তিপ্রদৌ  
বাদং তৌ কুরুতঃ পরস্পরমুভৌ জন্তোঃ প্রয়াণোৎসবে ।  
মজ্জপো মনুজোহয়মন্ত হরিণা প্রোক্তং শিবস্তৎক্ষণাৎ  
তন্ন্যাদ্যদুত্তুলাঙ্কনো গরুড়গঃ পীতাস্বরো নির্গতঃ ॥১  
ইন্দ্রাণ্যাদিত্তিদেবাঃ পতন্তি নিয়তং ভোগক্ষয়ে যে পুনঃ  
জায়ন্তে মনুজাস্ততোহপি পশবঃ কীটাঃ পতঙ্গাদয়ঃ ।  
যে মাতঙ্গমণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি নিষ্কলুষাঃ  
সায়ুজ্যোহপি কিরীটকৌস্তভধর। নারায়ণাঃ স্থানরাঃ ॥২

## মণিকর্ণিকাষ্টক স্তোত্র

হে মণিকর্ণিকে । তোমার তীরে প্রাণীর প্রাণ প্রয়াণ উৎসব  
অর্থাৎ মৃত্যু হইলে সাযুজ্য মুক্তিপ্রদ হরি ও হর পরস্পর  
বিবাহ করেন অর্থাৎ হরি মুক্তি দিতে চাহেন ও হর মুক্তি দিতে  
চাহেন, কিন্তু হরি হরকে—এই মানব আমার রূপ লাভ করুক,  
এই কথা বলিতে না বলিতে সেই দেহ হইতে ভৃগু পদ চিহ্নধারী  
গরুড় বাহন পীতাস্বর হরি নিম্নত হইয়া হরিতে বিলীন হয় ॥ ১ ।

ইন্দ্রাদি দেবতাগণ নিম্নত স্বর্গাদি ভোগের অবসানে পতন  
লাভ করে এবং ক্রমশঃ মনুষ্য পশু কীট পতঙ্গাদি দেহ প্রাপ্ত হয় ;  
কিন্তু হে মণিকর্ণিকে ! তোমার জলে বাহারা নিমজ্জন করে  
তাহারা নিষ্পাপ হইয়া সাযুজ্য মুক্তিতেও কিরীট কৌস্তভ ধারী  
নারায়ণ হয় ॥ ২ ।

কাশী ধন্যতমা বিমুক্তিনগরী সালঙ্কতা গঙ্গয়া  
 তত্রৈয়ং মণিকর্ণিকা স্মথকরী মুক্তির্হি তৎকিঙ্করী ।  
 স্বলোকস্তলিতঃ সর্হিব বিবৃধৈঃ কাশ্যা সন্মং ব্রহ্মণা  
 কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিতা গুরুতরা স্বর্গো লঘুঃ খে গতঃ ॥৩  
 গঙ্গাতীরমনুত্তমং হি সকলং তত্রাপি কাশ্যাত্মমা  
 তস্তাং স্যা মণিকর্ণিকোত্তমতমা যত্রৈধরো মুক্তিদঃ ।  
 দেবানামপি দুর্লভং স্থলমিদং পাপোঘনাশক্ষমং  
 পূর্বোপার্জিতপুণ্যপুঙ্গবমকং পুণ্যৈর্জটনৈঃ প্রাপ্যতে ॥৪  
 দুঃখাস্তোনিধিমুগ্ধজন্তুনিবহাস্তেষাং কথং নিষ্কৃতি-  
 জ্ঞাত্বা তদ্ধি বিরিক্ণিনা বিয়চিতা বারাগসী শর্মদা ।  
 লোকাঃ স্বর্গমুখাস্ততোহপি লঘবো ভোগাস্তপাতপ্রদাঃ  
 কাশী মুক্তিপুরী সদা শিবকরী ধর্মার্থকামোত্তরা ॥৫

এই বিশ্বের মধ্যে গঙ্গায় অলংকৃত কাশী ধন্যতম বিমুক্তিনগরী  
 এবং কাশীমধ্যে মণিকর্ণিকা সর্বস্মথকরী । কারণ মুক্তি তাহার  
 কিস্করী ; ব্রহ্মা দেবগণ সহিত স্বর্গকে কাশীর সহিত তৌল ( ওজন )  
 করিয়াছিলেন, কিন্তু কাশী গুরুতর হওয়ায় নিম্নে পৃথিবীতে আসিল  
 এবং স্বর্গ লঘু হওয়ায় উপরদিকে আকাশে উঠিল ॥ ৩ ।

সকলের অপেক্ষা গঙ্গাতীর সর্বোত্তম, তাহার মধ্যে কাশী  
 উত্তমা এবং কাশীর মধ্যে মণিকর্ণিকা উত্তমোত্তমা, যেখানে মুক্তি-  
 দাতা বিষ্ণুশ্বর আছেন ; সর্বপাপ নাশনক্ষম, দেবতাগণের দুর্লভ  
 বহুজন্মের বহুপুণ্য অর্জন ফলে পুণ্যবান্ কর্তৃক এই স্থান অধিগত  
 হয় ॥ ৪ ।

দুঃখসমুদ্রে নিমগ্ন জীবগণের কিরূপে নিষ্কৃতি হইবে, ইহা

একো বেণুধরো ধরাধরধরঃ শ্রীবৎসভূষাধরঃ  
 মোহপ্যেকঃ কিল শকুরো বিষধরো গঙ্গাধরো মাধরঃ ।  
 যে মাতর্ম্মকিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি তে মানবা  
 রুদ্রা বা হরয়ো ভবন্তি বহবস্তেষাং বহুদং কথন্ ॥৬  
 ত্বত্তীরে মরণস্ত মঙ্গলকরং দেবৈরপি শাখাতে  
 শক্রস্তং মতুজং সহস্রনয়নৈর্দ্রষ্টুং সদা তং ॥৭।  
 আয়াস্তং সবিতা সহস্রকিরণৈঃ প্রত্যাঙ্গতোহভূৎ সদা  
 পুণ্যোহিসৌ বুধগোহথবা গরুড়গঃ কিং মন্দিরং যাস্ততি ॥ ৭

বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মা সুখদায়ক বারান্দা নির্মাণ করেন; যে  
 সকল লোক স্বর্গ অভিলাষ করে তাহারা অতি লঘুচিত্ত, কারণ  
 স্বর্গাদি ভোগাবসানে পতন জনক, কিন্তু শিবকরী কাশী ধর্ম্মার্থ কাম  
 প্রদান করিয়াও অন্তে মোক্ষ দান করে ॥ ৫।

বেণুধর, পদ্মতধারী, শ্রীবৎসলাঞ্ছন হরি এক, এবং বিষধর  
 গঙ্গাধর উমাপতি হরও এক; কিন্তু হে মণিকর্ণিকে তোমার জলে  
 নিমজ্জনকারী মানব হরি বা হর হয়, তবে কিরূপে হরি হরের,  
 বহুত্ব হইয়া থাকে ॥ ৬।

তোমার তীরে মরণ মঙ্গলকর, দেবতারাও প্রশংসা করেন,  
 দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে সহস্র নয়নে দর্শন করিতে তৎপর হন, সে  
 লোক স্বর্গে আসিতে থাকিলে সূর্য্য সহস্র রশ্মিতে তাহাকে সম্বর্দ্ধনা  
 করেন, সেই পুণ্যবান্ বুধগাহন বা গরুড়বাহন হইয়া কোন লোকে  
 যাইবে স্থির হয় না ॥ ৭।

মধ্যাহ্নে মণিকর্ণিকাস্তপনজং পুণ্যং ন বক্তুং ক্ষমঃ •  
 স্বীয়ৈরঙ্গশটৈত্ৰতুম্মুখধরো বেদার্থদীক্ষাগুরুঃ ।  
 যোগাভ্যাসবলে চন্দ্রশিখরস্তং পুণ্যপারংগত-  
 স্বতীরে প্রকরোতি স্তম্ভপুরুষং নারায়ণং বা শিবম্ ॥৮  
 ক্লৃষ্টৈঃ কোটিশটৈঃ স্বপাপনিধনং যচ্চাস্ত্রমেধৈঃ ফলং  
 তৎ সৰ্ব্বং মণিকর্ণিকাস্তপনজ্ঞে পুণ্যে প্রবিষ্টং ভবেৎ ।  
 স্নাত্বা স্তোত্রমিদং নরঃ পঠতি চেৎ সংসারপাথোনিধিং  
 তীৰ্ত্বা পবনবৎ প্রয়াতি সদনং তেজোময়ং ব্রহ্মণঃ ॥৯  
 ইতি শ্রীমচ্ছ্রীচাৰ্য্যবিবচিতং মণিকর্ণিকাষ্টক-স্তোত্র সমাপ্তম্ ।

মধ্যাহ্নকালে মণিকর্ণিকায় স্নান করিলে যে পুণ্য হয় তাহা  
 বেদার্থ দীক্ষাগুরু চতুম্মুখ ব্রহ্মা স্বীয় শতবৎসর কাল ধরিয়াও বর্ণন  
 করিতে সমর্থ নহেন । চন্দ্রশেখর শিব যোগাভ্যাস বলে সে পুণ্য  
 নির্দেশ করিতে পারক । তোমার তীরে বাহার দেহত্যাগ হয়  
 তাহাকে নারায়ণ বা শিব করেন ॥ ৮ ।

শতকোটি কৃচ্ছ সাধ্য যজ্ঞ ব্রতাদিতে এবং তৎপরিমিত অশ্ব-  
 মেধে যে ফল হয় মণিকর্ণিকায় স্নান নিমিত্ত পুণ্যে সেই সমস্ত ফল  
 লাভ হইয়া থাকে ; মনুষ্য স্নান করিয়া এই স্তব পাঠ করিলে  
 সংসার সমুদ্র পবনের ( ডোবার ) মত পার হইয়া তেজোময় ব্রহ্ম-  
 ধামে প্রয়াণ করে ॥ ৯ ।

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্য কৃত মণিকর্ণিকা স্তোত্র ।

## পিতৃস্তোত্র ;

ব্যাস উবাচ ।—শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি পিতৃস্তোত্রং মহাকবঃ ।

পঠনীয়ং প্রযত্নেন তনয়ৈর্ভাক্তপূর্বকম্ ॥১

পিত্রে তুভ্যং নমো নিত্যং সদা আরাধ্যতমাজ্জয়ে ।

বিমলজ্ঞানদাত্রে চ নমস্তে গুরবে সদা ॥২

নমস্তে জীবনাধিক্যদর্শিনে স্থথহেতবে ।

নমঃ সদাশুতোষয় শিবরূপায় তে নমঃ ॥৩

অপরাধক্ষমিণে চ স্থদায় স্থথায় চ ।

দুর্লভং মাহুর্ষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ ।

সম্ভাবনীয়ং ধর্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ ॥৪

## পিতৃস্তোত্র ।

ব্যাস বলিলেন । হে বিপ্র ! আমি মহাকলপ্রদ পিতৃস্তোত্র বলিতেছি শ্রবণ কর । পুত্রগণ যত্ন সহকারে ভক্তি পূর্বক ইহা পাঠ করিবে ॥ ১ ।

হে পিতঃ ! আপনাকে সর্বদা প্রণাম করি, আপনাবা পাদ-  
পদ্মযুগল সর্বপেক্ষা আরাধ্যতম, আপনি নির্মল জ্ঞানদাতা ও গুরু  
আপনাকে সর্বদা প্রণাম করি ॥ ২ ।

আপনি পুত্রকে জীবনর অধিক দর্শন করেন, সমস্ত স্থখের  
নিদান আপনি, আপনি সর্বদা আশুতোষ ও শিব রূপ, আপনাকে  
প্রণাম করি ॥ ৩ ।

পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করাই, আপনার ঐশ্বর্য, আপনি স্থখদাতা

ইদং স্তোত্রং পিতৃঃ পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ।  
 প্রত্যহং প্রাতঃকথায় পিতৃশ্রাদ্ধদিনেহপি চ ॥১  
 স্বজন্মদিবসে সাক্ষাৎ পিতুরগ্রে স্থিতোহপি বা ।  
 ন তস্মাৎ হুলভং কিঞ্চিৎ সৰ্বং জপ্যাদিবাঙ্কিতম্ ॥২  
 অকৰ্ম্মণ্যস্ত যঃ স্তূয়াৎ পিতরং সুরভাবতঃ ।  
 পিতৃঃ প্রীতিকরো নিত্যং সৰ্বকৰ্ম্মাশ্রিতে ভবেৎ ॥৩  
 ইতি শ্রীবৃহদ্রক্ষপুৰাণে পিতৃস্তোত্রম্ ।

এবং সুখস্বরূপ; ধর্ম্মার্থে সম্ভব পর এই হুলভ মনুষ্য শরীর  
 যাহার ক্রপায় লাভ করিয়াছি সেই পিতৃদেবকে বার বার প্রণাম  
 করি ॥ ৪ ৷

এই অতি পবিত্র পিতৃ স্তোত্র যে মানব প্রযত হইয়া প্রত্যহ  
 প্রাতঃকালে উঠিয়া পাঠ করে, এবং পিতৃশ্রাদ্ধদিনে পাঠ করে,  
 তাহার জপ্যাদি বাঙ্কিত কিছুই দুশ্রাপা থাকে না ॥ ৫ । ৬ ।

অকৰ্ম্মণ্য হইয়াও যে পিতাকে দেবভাবে স্তব করে সে পিতার  
 প্রীতিকর এবং সৰ্বকৰ্ম্ম পারক হইয়া থাকে ॥ ৭ ৷

ইতি শ্রীপিতৃ স্তোত্র ।

## মাতৃস্তোত্রম্ ।

ব্যাস উবাচ ।—মাতা ধরিদ্রী জননী দয়া ব্রহ্মদয়া সতী ।

দেবী তু রমণী শ্রেষ্ঠা নির্দোষা সর্বভূতঃপহা ॥

আরাধ্যা মায়া পরমা, দয়া শান্তিঃ কমাগতিঃ ।

‘স্বাহা স্বধা চ গোত্রী চ পদ্মা চ বিজয়া জয়া ॥২

ভূতহন্ত্রী চ নামান মাতুর্কৈপঞ্চবিংশতিঃ ।

শ্রবণাং পঠনাম্নতাং সৰ্ব্ব ভূত্বাৰিমুচ্যতে ॥৩

ভূত্বান্ স্তবান্ বাপি দৃষ্ট্বা মাতরমৌশ্বরীম্ ।

মহানন্দং লভেন্নত্যং মোক্ষং বা চোপপদাতে ॥৪

ইতি তে কথিতং বিপ্র মাতৃস্তোত্রং মহাশুগম্ ।

পরশরমুখোৎপন্নং শৃণুতে মাতৃবৎসলঃ ॥৫

## মাতৃস্তোত্র ।

ব্যাস বলিলেন । মাতা, ধরিদ্রী জননী, দয়া, ব্রহ্মদয়া সতী, দেবী, রমণীশ্রেষ্ঠা, নির্দোষা সর্বভূতঃপ হাবিণী, আরাধ্যা, মায়া, পরমা, জয়া, শান্তি, কমা, গতি স্বাহা স্বধা গোত্রী, পদ্মা, বিজয়া জয়া, ভূতহন্ত্রী মাতার এই পঞ্চ বিংশতি নাম সর্বদা শ্রবণ ও পাঠ করিলে সর্ব ভূত্বা ইহাতে বিমুক্ত হয় ॥ ১ । ২ । ৩ ।

ভূত্বান্ অথবা স্তবান্ ব্যক্তি মাতৃরূপী ঈশ্বরীকে দেখিয়া সর্বদা মহানন্দ লাভ করেন বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ৪ ।

হে বিপ্র ! মহাশুগ যুক্ত পরশর মুখোৎপন্ন এই মাতৃস্তোত্র তোমাকে কহিলাম মাতৃবৎসল পুত্র ইহা শ্রবণ করে ॥ ৫ ।

যঃ স্তোতি মাতরং সাক্ষাৎপদাজং প্রণিপত্য চ ।

প্রায়শ্চিত্তো পাপমুক্তো দুঃখবান্চ মুখী ভবেৎ ॥৬

• ইতি শ্রীবৃহদ্রুগ্নপুরাণে মাতৃস্তোত্রম্ ।

### নবগ্রহস্তোত্রম্ ।

জবাকুঁহুম-সন্ধ্যাং কান্তপেয়ং মহাভ্যাতিম্ ।

ধ্বাস্তারিং সর্গপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ -!

দধি-শম্ভু তুষারভং ক্ষীরার্ণব-সমুদ্ভবম্ ।

নমামি শশিনং তন্ত্যগ্না শস্তোমুকুটভূষণম্ ॥২

যে মাতার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া মাতার প্রত্যক্ষ এই কৃত  
পাঠ করে, সে পাপমুক্ত হইলেও কৃত প্রায়শ্চিত্ত হয় এবং দুঃখবান্  
মুখী হয় ॥ ৬ ।

ইতি শ্রীমাতৃস্তোত্র ।

### নবগ্রহস্তোত্র ।

জবাপুল্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ, মহাভ্যাতিবিশিষ্ট অঙ্গকারের  
অগ্নি (নাশক) সমস্ত পাপনাশক কণ্ঠপ-পুত্র সূর্য্যকে আমি প্রণাম  
করি ॥ ১ ।

দধি (দধি) শম্ভু ও তুষারের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, ক্ষীরোদ সমুদ্র  
সমুদ্ভূত, শিবের মুকুটভূষণ চন্দ্রকে আমি ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার  
করি ॥ ২ ।



ଧରଣୀଗର୍ଭ-ସନ୍ତତଃ ବିଦ୍ୟାଂପୁଞ୍ଜ-ସମସ୍ତତଃ ।  
 କୁମାରଃ ଶକ୍ତିହସ୍ତଃ ଲୋଚିତାଂ ନମାମ୍ୟହମ୍ ॥୩॥  
 ପ୍ରିୟକୃ-କଳିକା-ଆମଂ ରୂପେଣାପ୍ରତିମଂ ବୁଧଂ ।  
 ମୌର୍ଯ୍ୟଃ ସର୍ବଶ୍ରେଣୋପେତଂ ତଂ ବୁଧଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍ ॥୪॥  
 ଦେବତାନାଂ ଅକ୍ଷୀଣାଂ ଶୁକ୍ରଂ କନକସରିତଂ ।  
 ବନ୍ଦ୍ୟତତଃ ତ୍ରିଲୋକେଷଂ ତଂ ନମାମି ବ୍ରହ୍ମସ୍ପତିମ୍ ॥୫॥  
 ହିମ-କୁନ୍ଦ ଯୁଗାଳାଭଂ ଦୈତାନାଂ ପରମଂ ଶୁକ୍ରମ୍ ।  
 ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର-ପବିତ୍ରାଂ ଭାର୍ଗବଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍ ॥୬॥  
 ନୀଳାଞ୍ଜନ-ସମାନ୍ତାଂ ରବିପୁତ୍ରଂ ସମାସ୍ତ୍ରଜମ୍ ।  
 ଛାୟାଂ ଗତସନ୍ତତଂ ତଂ ନମାମି ଶନୈଶ୍ଚରମ୍ ॥୭॥

ପୃଥିବୀଗର୍ଭ-ସନ୍ତତ ବିଦ୍ୟାଂ ରାଶି ସମାନ ପ୍ରଭାଶାଳୀ, ହସ୍ତେ ଶକ୍ତି  
 ଅନ୍ତର୍ଧାରୀ ରକ୍ତବର୍ଣ କୁମାର ଗଞ୍ଜଲକେ ଆମି ନମସ୍କାର କରି ॥ ୩ ॥

ପ୍ରିୟକୃକଳିକାର ନାୟ ଆୟବର୍ଣ, ଅତୁଳ ରୂପ ସମ୍ପନ୍ନ, ସର୍ବ  
 ଶ୍ରେଣୀବିତ, ଶାସ୍ତ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଶାନ୍ତିପୁତ୍ର ବୁଧକେ ଆମି ନମସ୍କାର କରି ॥ ୪ ॥

ଦେବତା ଓ ଅକ୍ଷିଗଣେର ଶୁକ୍ର, ସ୍ୱର୍ଣବର୍ଣ, ବନ୍ଦନୀୟ, ତ୍ରିଲୋକଶ୍ରେଷ୍ଠ,  
 ବ୍ରହ୍ମସ୍ପତିକେ ନମସ୍କାର କରି ॥ ୫ ॥

ହିମ, କୁନ୍ଦ ଓ ଯୁଗାଳ ଆଭା ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରବଳା ଦୈତାନ୍ତର  
 ପରମ ଶୁକ୍ର ଶୁକ୍ରକେ ପ୍ରଣାମ କରି ॥ ୬ ॥

ନୀଳ କଞ୍ଚଳ ରାଶି ତୁଳ୍ୟ ରକ୍ତବର୍ଣ, ଛାୟାଗତ ସନ୍ତତ ରବିପୁତ୍ର, ସମା-  
 ସ୍ତ୍ରଜ ( ମହାସ୍ତ୍ର ପାଠାନ୍ତର ) ଶନିକେ ଭକ୍ତି ପୂର୍ବକ ବନ୍ଦନା କରି ॥ ୭ ॥

অর্দ্ধকায়াঃ মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দকম্ ।  
 সিংহিকায়াঃ সূতং রৌদ্রং তং রাজং প্রণমামহম্ ॥৮  
 পলালধূম-নক্ষাশং তারাগ্রহবিমর্দকম্ ।  
 রৌদ্রং রৌদ্রাঘ্নকং ক্রুরং তং কেতুং প্রণমামাহম্ ॥৯  
 ইতি ব্যাসমুখোদগীতং য পঠেৎ সুসমাহিতঃ ।  
 দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শান্তিস্তত্ত্ব ন সংশয়ঃ ॥১০  
 ঐশ্বর্যমতুলং তেষামারোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ।  
 নব-নারী নৃপাণাঞ্চ ভবেদ্ধঃস্বপ্ননাশনম্ ॥১১  
 গহ-নক্ষত্রজাঃ পীড়াস্তস্করাগ্নি-সমুদ্ভবাঃ ।  
 তাঃ সর্বাঃ প্রাশম্য যান্তি ব্যাসো ক্রতে ন সংশয়ঃ ॥১২  
 ইতি শিবাসনিসিদ্ধিতং নবগ্রহ-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অতি ভয়ানক, চন্দ্র সূর্য্য পীড়াদায়ক, অর্দ্ধদেহ বিশিষ্ট, উগ্র  
 স্বভাব সিংহিকাপুল্ল রাজকে প্রণাম করি ॥ ৮ ।

কৃষ্ণকাবের পলেব ধূমের ন্যায় ধূম্রবর্ণ, তারা গ্রহের পীড়া  
 কারক, রুদ্রাংশ উগ্র ও ক্রুর স্বভাব কেতুকে প্রণাম করি ॥ ৯ ।

যে ব্যক্তি ষড়্ সহকারে শুচি হইয়া ব্যাস কথিত এই স্তব  
 দ্বিবসে কিংবা রাত্রিতে পাঠ করেন তাঁহার নিঃশংসয় শান্তি লাভ  
 হয় । তাঁহার সর্বদা অতুল ঐশ্বর্য্য, পুষ্টিবর্দ্ধক আরোগ্য এবং সমস্ত  
 নর নারীর প্রিয়ত্ব লাভ হয় । ভস্কর অগ্নি, যম, বায়ু এবং অন্ত্রাত্ম  
 গ্রহপীড়করা সকলেই শমতা প্রাপ্ত হয় । ব্যাস এই কথা  
 বলিয়াছেন ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১০ । ১১ । ১২ ।

## আদিত্য হৃদয়ম্ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ শতানীক উবাচ । কথমাদিত্য মুখ-  
রূপাভ্যৈক্জ্যোত্তম । এতন্নে ক্রুহি বিপ্রেজ্ঞ প্রপত্তে শরণং তব ॥ ১ ॥  
স্বমস্তকবাচ । ইদমেব পুরা পৃষ্টঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ । প্রণম্য িরসা  
দেবমৰ্জ্জুনেন মহাত্মনা ॥ ২ ॥ কুরুক্ষেত্রে মহারাজ প্রবৃত্তে ভারতে  
রণে । কৃষ্ণনাথং সমাসাশ্র্য প্রার্থয়িত্বাবীদিদম্ ॥ ৩ ॥ অৰ্জ্জুন  
উবাচ । জ্ঞান চ ধৰ্ম্মশাস্ত্রাণাং গুহ্যাদগুহ্যতরং তথা । ময়া কৃষ্ণ  
পরিজ্ঞাতং বাছয়ং সচরাচরম্ ॥ ৪ ॥ সূর্যাস্ততিময়ং নাসং বন্ধু-

## আদিত্য হৃদয় ।

শতানীক বলিলেন—হে বিপ্রেজ্ঞ ! উদয়কালীন আদিত্যকে  
কিভাবে পূজা করিতে হইবে, তাহা আমাকে বর্ণন করুন, আমি  
আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । ১ স্বমস্তক বলিলেন—পূর্বে  
মহাত্মা অৰ্জ্জুন প্রণত মস্তকে শঙ্খচক্রধারী দেব হরিকে এই কথা  
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । ২ । হে মহারাজ ! কুরুক্ষেত্রে ভারত-  
সমর আরম্ভ হইলে কৃষ্ণ-স্বামীকে প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রার্থনা পূর্বক  
ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । ৩ । অৰ্জ্জুন বলিয়াছিলেন—হে  
কৃষ্ণ ! আমি সমস্ত ধৰ্ম্ম শাস্ত্রের গুহ্য হইতেও গুহ্যতর সচরাচর বাছয়  
জ্ঞান পরিজ্ঞাত হইয়াছি । ৪ । এক্ষণে সূর্যাস্ততিময় ভাস আমাকে

মহীসি মাধব । ভক্তা পূছামি দেবেশ কংঘর প্রসাদতঃ ॥ ৫ ॥  
 সূর্য্যভক্তিং করিষ্যামি কথং সূর্য্যং প্রপূজয়েৎ । তদহং শ্রোতু-  
 মিচ্ছামি ত্বং প্রসাদেন যাদব ॥ ৬ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । রুদ্রাদি-  
 দৈবতৈঃ সর্কৈঃ পৃষ্টেন কথিতং ময়া । বক্ষ্যেহং সূর্য্যবিন্যাসং শৃণু  
 পাণ্ডব বহুতঃ ॥ ৭ ॥ অস্মাকং যত্নয়া পৃষ্টমেকচিত্তো ভবাজ্জুন ।  
 তদহং সংপ্রবক্ষ্যামি আদিমধ্যাবসানকম্ ॥ ৮ ॥ অর্জুন উবাচ ।  
 নারায়ণ সুরশ্রেষ্ঠ পূছামিত্যং মহাশয়ঃ । কথমাদিত্যমুত্তমুপতি-  
 ঠেৎ সনাতনম্ ॥ ৯ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । সাধু পার্থ মহাবীৰ্য্যো বুদ্ধি-  
 মানসি পাণ্ডব । যন্মাঃ পৃচ্ছত্যাপুত্ৰানং তং পবিত্রং বিভাবসোঃ ॥ ১০ ॥

বলুন, হে সঙ্গ দেবের ঈশ্বর ! আমি আপনাকে ভক্তিপূৰ্ব্বক ইহা  
 জিজ্ঞাসা করিতেছি, অহুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন । ৫ । কিরূপে  
 সূর্য্যকে ভক্তি করিব এবং কিরূপে সূর্য্যকে পূজা করিতে হয়, হে  
 বাদব ! আপনার অহুগ্রহে আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি । ৬ ।  
 শ্রীভগবান্ বলিলেন—পূৰ্ব্বের রুদ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবতা কর্তৃক  
 জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি ইহা কহিয়াছিলাম, হে পাণ্ডব ! আমি  
 সূর্য্যের বিব্রাদ বলিব, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । ৭ । অর্জুন !  
 তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ  
 কর আমি আদি মধ্যমন্ত পবিত্রারে বলিব । ৮ । অর্জুন বলিলেন  
 —হে মহাশয় দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণ ! উদয়কালীন সনাতন আদিত্যকে  
 কিরূপে পূজা করিতে হয় তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ।  
 ৯ । শ্রীভগবান্ বলিলেন—সাধু ! সাধু ! মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র পার্থ !  
 তুমি বড় বুদ্ধিমান, যেহেতু সূর্য্যের সেই পবিত্র উপস্থান (পূজা)  
 আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে । ১০ । সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গলময়,

সৰ্বমঙ্গলমঙ্গল্যং সৰ্বপাপ-প্রণাশনম্ । সৰ্বরোগ-প্রশমন-মায়ুবৰ্দ্ধন-  
 মুত্তমম্ ॥ ১১ ॥ অমিত্রদমনং পার্শ্ব সংগ্রামে জয়বৰ্দ্ধনম্ । বৰ্দ্ধনং  
 ধনপুত্রাণামাদিত্যহৃদয়ং শৃণু ॥ ১২ ॥ বচ্ছ্রুত্বা সৰ্বপাপেভ্যো  
 মুচ্যেত নাত্র সংশয়ঃ । ত্রিষু লোকেषু বিখ্যাতং নিঃশ্রেয়সকরং  
 পরম্ ॥ ১৩ ॥ দেবদেবং নমস্কৃত্য প্রাতঃকথায় চাক্ষুণ । বিদ্বান্যনেক-  
 রূপাণি নশ্বস্তি অরণাদপি ॥ ১৪ ॥ তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন তদ্যামা-  
 বাহয়েৎ সদা । আদিত্যহৃদয়ং নিত্যং জপাৎ তচ্ছৃণু পাণ্ডব ॥ ১৫ ॥  
 যজ্ঞপানুচাতে জন্তুর্দারিদ্র্যাদান্তদন্তরাং । লভতে চ মহাসিদ্ধিং কুষ্ঠ-  
 ব্যাধিবিনাশিনীম্ ॥ ১৬ ॥ অগ্নিগ্নস্তে অষিচ্ছান্দা দেবতা শক্তিবৈব  
 চ । সৰ্বমেব মহাবাহো কথয়ামি তবাগতঃ ॥ ১৭ ॥ ময়া তে  
 সমস্ত পাপ-প্রণাশন, সমস্ত রোগের প্রশমক এবং উত্তম ও আয়ু  
 বৰ্দ্ধক ॥ ১১ ॥ পার্শ্ব! শত্রুর দমন কারক, সংগ্রামে জয় বৰ্দ্ধক  
 এবং ধন ও পুত্রের বৃদ্ধিকারক আদিত্যহৃদয় শ্রবণ কর । ১২ ॥  
 ইহা শুনিলে নিঃসংশয় সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি হয়, ইহা পরম  
 মঙ্গলজনক বলিয়া ত্রিভুবনে খ্যাত । ১৩ ॥ হে অৰ্জুন প্রাতঃকালে  
 উঠিয়া দেবদেবকে নমস্কার করিলে অথবা অরণ করিলে অনেক  
 প্রকার বিষয় বিনষ্ট হইয়া থাকে । ১৪ ॥ অতএব সৰ্ব প্রযত্নে  
 সৰ্বদা সূর্য্যকে আরধনা করিবে, আদিত্যহৃদয় নিত্য জপনায়;  
 হে পাণ্ডব ইহা শ্রবণ কর । ১৫ ॥ জীব যাহা জপ করিলে তৎ-  
 কণাৎ হস্তর দরিদ্রতা হইতে মুক্ত হয় এবং কুষ্ঠব্যাধি বিনাশিনী  
 মহাসিদ্ধি লাভ করে । ১৬ ॥ এই মন্ত্রের অষি, ছন্দ, দেবতা, শক্তি,  
 হে মহাবাহো! সমস্তই তোমাকে বলিতেছি ॥ ১৭ ॥ আমি

পোষিতং ন্যাসং সৰ্বশাস্ত্র-প্রবোধিতম্ । অথতে কথয়িষ্যামি উত্তমং  
মন্ত্রমেব চ ॥ ১৮ ॥ ওমস্ত শ্রীআদিত্যহৃদয়-স্তোত্র-মন্ত্রস্তা শ্রীকৃষ্ণ  
ঋষিঃ । শ্রীসূর্য্যাত্মা ত্রিভুবনেশ্বরো দেবতা । অমৃতপ্ ছন্দঃ ।  
হরিত-হর্যরথং দিবাকরং যুগিরিতি বীজম্ । ওঁ নমো ভগবতে  
জিতবৈশ্বানর জাতবেদস ইতি শক্তিঃ । ওঁ নমো ভগবতে আদিত্যায়  
নম ইতি কীলকম্ । ওঁ অগ্নি-গৰ্ভ দেবতা ইতি মন্ত্রঃ । ওঁ নমো  
ভগবতে তুভ্যাদিত্যায় নমোনমঃ । শ্রীসূর্য্যানারায়ণ প্রীতার্থং জপে  
বিনিয়োগঃ । অথ ন্যাসঃ । ও হ্রাঁ অকৃষ্টাভ্যাং নমঃ । ওঁ হ্রীং  
তর্জনীভ্যাং নমঃ । ওঁ হ্রুঁ মধ্যমাভ্যাং নমঃ । ওঁ হ্রৌঁ অনামিকা-  
ভ্যাং নমঃ । ওঁ হ্রৌঁ কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ । ওঁ হ্রঃ করতল কর-  
পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ হ্রাঁ শিরসে স্বাহা ।  
ওঁ হ্রুঁ শিখায়ৈ বসট্ । ওঁ হ্রৌঁ কবচায় হুম্ ওঁ হ্রৌঁ নেত্র-  
জয়ায় বৌষট্ । ওঁ হ্রঃ অস্তায় ফট্ । ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রুং হ্রৌঁ হ্রোঃ  
হ্রঃ ইতি দিগ্ধক্ ।

অথ ধ্যানম্ । ভাস্বত্রভ্রাত্যামোলিঃ সুরদধর-রুচা রঞ্জিতশাক  
কেশো ভাস্বান্ যো দিব্যতেজাঃ করকমলযুতঃ স্বর্ণবর্ণ প্রভাভিঃ  
সৰ্বশাস্ত্র জ্ঞাপিত জ্ঞাস তোমাকে গোপন করিয়াছি ( বলি নাই )  
একণে তোমাকে সেই উত্তম মন্ত্র বলিতেছি । ১৮ ।

এই আদিত্যহৃদয় স্তোত্র মন্ত্রেব শ্রীকৃষ্ণ ঋষি, ত্রিভুবনেশ্বর  
সূর্য্যাত্মা দেবতা, অমৃতপ্ ছন্দ, হরিতহর্য বথ দিবাকর যুগি (কিরণ)  
বীজ, নমো ভগবতে জিতবৈশ্বানর-জাতবেদসে এই শক্তি, নমো  
ভগবতে আদিত্যায় নমঃ ইতি কীলক, অগ্নি-গৰ্ভদেবতা ইহা মন্ত্র,

বিশ্বাকাশাবকাশগ্রপতি-শিখরে ভাতি যশোদয়াজৌ সর্বানন্দ-  
 প্রদাতা হরিহরনমিতঃ পাতুমাং বিশ্বচক্ষুঃ ॥ ১। গ্রাসঃ। অর্কঃ-  
 তুমুগ্নিঃ বিব্রান্ত ললাটে তু রবিং গ্রাসেৎ। বিব্রাসেন্নেত্রযোঃ সূর্য্যং  
 কর্ণযোশ্চদিবাকরম্ ॥ ২। নাসিকায়ঃ গ্রাসেন্ভানুঃ মুখেণৈ  
 ভাস্করংগ্রাসেৎ। পঙ্ক্ৰান্মোষ্ঠয়োশ্চৈব তীক্ষ্ণং জিহ্বাস্তরে গ্রাসেৎ।  
 ৩। স্বৰ্ণরেতসং কণ্ঠে স্বক্লয়োস্তিগ্নতেজসম্। ব্রাহ্মোস্ত, পৃষণং  
 চৈব মিত্রং বৈ পৃষ্ঠতো নাসেৎ ॥ ৪। বরুণং দক্ষিণেহস্তে  
 শুটোরং বামতঃ করে। হস্তাবুষ্ণকবঃপাতু হৃদয়ং পাতু ভাহুমান ॥ ৫।

হে ভগবন্ আদিত্য তোমাকে প্রবর প্রণাম। ত্রীসূর্য্যানারয়ণের  
 প্রীতির অর্থ্যে ভূপে বিনিয়োগ ( প্রয়োগ )। অনন্তর গ্রাস  
 ( অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গুলি দ্বারা করান্ন-গ্রাস পরে মন্ত্রগ্রাস করিতে  
 হয় )।—ধ্যান যোগার মন্তক উজ্জল রত্ন-রাজীতে বিভূষিত, অধর  
 শুষ্ঠ কান্তিতে দীপ্তিমান, যিনি রঞ্জিত স্তন্যর কেশ পাশধারী,  
 জ্যোতির্ময়, দিবা তেজবিশিষ্ট, হস্তে কমলধারী, স্বর্ণাভবর্ণ এবং  
 বিশ্বাকাশের অবকাশে গ্রহপতিগণেব মন্তকে উদয়-পর্কতে দীপ্তি  
 পাইতেছেন সেই সর্বানন্দদায়ী হরিহর-নমিত বিশ্বচক্ষু ( সূর্য্য )  
 আমাকে রক্ষা করুন। ১। মন্তকে অর্ককে গ্রাস করিবে ( মন্তকে  
 হস্তস্পর্শ করিয়া অর্কায় নমঃ বলিবে ) ললাটে রবিকে গ্রাস করিবে,  
 নেত্রদ্বয়ে সূর্য্যকে, কর্ণদ্বয়ে দিবাকর, নাসিকায় ভানু, মুখে ভাস্কর  
 ওষ্ঠদ্বয়ে পৃথ্যাক্ত, জিহ্বামধ্যে তীক্ষ্ণ, কণ্ঠে স্বৰ্ণরেতাঃ, স্বক্লদ্বয়ে  
 তিগ্নতেজাঃ, বাহুদ্বয়ে পৃষণ, পৃষ্ঠে মিত্র, দক্ষিণ হস্তে বরুণ, এবং  
 বাম হস্তে শুটাকে গ্রাস করিবে ( এই সকল স্থানে মন্ত্র বলিবার্

উদরেতু যমংবিদ্যাদাদিত্যং নাভিমণ্ডলে । কট্যাংতু বিন্যাসে-  
 ধ্বংসং ক্রদ্রমূর্বোস্ত্রবিন্যাসেং ॥ ৩। জাষোস্ত গোপতিংন্যস্ত  
 সবিতারংতুজজ্বয়োঃ । পাদয়োশ্চ বিবস্বস্তং গুল্ফয়োশ্চ দিবাকরম্ ॥  
 ৭। বাহুতস্ত তমোধ্বংসং ভগমভ্যস্তরে নস্তেং । সর্বাঙ্গেষু  
 সহস্রাংস্তং দিগ্ধদিক্ ভগং ন্যাসেং ॥ ৮। ইতি দিগ্ধক্ । এষ  
 আদিত্যবিন্যাসো, দেবতানামপি দুর্লভঃ । ইমং ভক্ত্যা ন্যাসেং  
 পার্শ্বস্যতি পরমাং গতিম্ ॥ ৯। কামক্ৰোধকৃত্যং পাপান্শু-  
 চাতে নাত্র সংশয়ঃ । সর্পাদপি ভয়ং নৈব সংগ্রামেষু পৃথিব্যপি ॥  
 রিপুসংঘটকালেষু তথা চৌবসমাগুমে । ত্রিসঙ্খ্যং জপতো ন্যাসং  
 মহাপাতক-নাশনম্ ॥ ১১। বিষ্ণোটক-সমুৎপন্নং তীব্রজর-  
 স্পর্শ করিবে ) উষ্ণকর হস্তদ্বয় রক্ষা করুন, ভাহু হৃদয় রক্ষা করুন,  
 উদরে যম, নাভিমণ্ডলে আদিত্য, কটিতে হংস, উরুদ্বয়ে রুদ্রকে  
 জ্ঞাস করিবে । জাহুদ্বয়ে গোপতি, জজ্বাদ্বয়ে সবিতা, পাদদ্বয়ে  
 বিবস্বান, গুল্ফদ্বয়ে দিবাকর, বাহুতঃ তমোধ্বংস, অভ্যস্তরে ভগ্ন,  
 সর্বাঙ্গে সহস্রাংস্ত, দিগ্ধদিকে ভগকে জ্ঞাস করিবে । ২।৩—৮।  
 ইহা দিগ্ধক ।

এই আদিত্য বিজ্ঞাস দেবতাদেরও দুর্লভ, হে পার্শ্ব, ইহা  
 ভক্তিপূর্বক ন্যাস করিলে পরম গতি প্রাপ্তি হয় । ৯। কামক্ৰোধ  
 জনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়, তাহাতে সংশয় নাই, তাহার সর্প  
 ভয় থাকে না, সংগ্রামে বা পথে ভয় থাকে না । ১০। শত্রু  
 সংঘটকালে, তদ্বয় আগমনে ভয় থাকে না, ত্রিসঙ্খ্য এই ন্যাস  
 জপ করিলে মহাপাতক নাশ হয় । ১১। বিষ্ণোটক সঙ্কৃত বা



সমুদ্ভবম্ । শিবোরোগং নেত্ররোগং, সৰ্ব্বাধি-বিনাশনম্ ॥১২।  
 কুষ্ঠব্যাধিস্তথা দক্ষরোগাশ্চ বিবিধাশ্চ যে । জপমান-  
 নশ্চাস্তি শৃণুভক্ত্যা তদৰ্জুন ॥ ১৩ । আদিত্যঃ মন্ত্রসংযুক্ত আদিত্যো-  
 ভুবনেশ্বরঃ । আদিত্যান্নাপরো দেবো হাদিত্যঃ পরমেশ্বরঃ ॥  
 ১৪ । আদিত্য মৰ্চ্চয়েদ্ভুকা শিব আদিত্য মৰ্চ্চয়েৎ । বদাদিত্য-  
 ময়ং তেজো মম তেজস্তদৰ্জুন ॥ ১৫ । আদিত্যঃ মন্ত্রসংযুক্ত  
 মাদিত্যং ভুবনেশ্বরম্ । আদিত্যং যে প্রপশ্যসি মাং পশ্যসি ন  
 সংশয়ঃ ॥ ১৬ । ত্রিসঙ্খ্যামচ্ষেৎ সূৰ্য্যঃ স্মরেদ্বক্ত্যাতু যো নরঃ  
 ন স পশ্যতি দারিদ্র্যং জন্মজন্মুনি চার্জুন ॥ ১৭ । এতন্তে  
 কথিতং পার্শ্ব আদিত্যজদয়ংময়া । শৃণুযুক্তশ্চ পাপেভ্যঃ সূৰ্য্য-  
 তীত্ৰ অর সমুদ্ভূত শিরোরোগ, নেত্ররোগ সৰ্ব্বব্যাধি বিনাশ হয় ॥১২।  
 ইহা জপ করিলে কুষ্ঠব্যাধি, বিবিধ দক্ষরোগ নাশ হয়, অৰ্জুন  
 তুমি ইহা ভক্তিপূৰ্ব্বক শ্রবণ কব। ১৩। আদিত্য সৰ্ব্ব মন্ত্রে  
 সংযুক্ত, আদিত্য সৰ্ব্ব ভুবনের ঈশ্বর, আদিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ  
 দেবতা নাই, আদিত্য পরমেশ্বর । ১৪ । ব্রহ্মা আদিত্যকে অৰ্চনা  
 করেন, শিব আদিত্যের অৰ্চনা করেন, হে অৰ্জুন ! আদিত্যের  
 তেজই আমার তেজ । ১৫ । আদিত্য মন্ত্র-সংযুক্ত, আদিত্য  
 ভুবনেশ্বর, আদিত্যকে যাঁহারা দর্শন করেন তাঁহারা নিঃসংশয়  
 আমাকেই দর্শন করেন । ১৬ । যে মনুষ্য ত্রিসঙ্খ্যা আদিত্যকে  
 অৰ্চনা করে এবং ভক্তিপূৰ্ব্বক চিন্তা করে, হে অৰ্জুন ! সে  
 জন্মজন্মান্তরে দারিদ্র্যের মুখ দর্শন করে না । ১৭ । হে পার্শ্ব !  
 আমি তোমাকে এই আদিত্যজদয় বলিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে

লোকে মণীয়তে ॥ ১৮। নমো ভগবতেভূভামাদিত্যায় নমো-  
 নমঃ । আদিত্যঃ সবিতা সূর্য্যঃ খগঃ পূষা গভস্তিমান্ ॥ ১৯।  
 সূর্য্যঃ ক্ষতিকে ভানুঃ ক্ষুরিতো বিশ্বতাপনঃ । রবিবিশ্বো মগা-  
 তেজাঃ সূর্য্যঃ স্তপ্রবোধকঃ ॥ ২০। হিরণ্যগর্ভ দ্বিশিরাস্তপনো  
 ভাস্বরো রবিঃ । মাহুগো গোপতিঃ শ্রীমান্ কৃতজ্ঞশ্চ প্রতাপবান্  
 ॥ ২১। তমিস্রহা ভগো হংসো নাসত্যশ্চ তমোহুদঃ । শুকো  
 বিরোচনঃ কেশী সংশ্রাংস্তমহাপ্রভুঃ ॥ ২২। বিবস্বান্ পুষ্যো  
 যুত্যা মিহিরো জামদগ্ন্যজিৎ । যশ্নরশ্মিঃ পতঙ্গশ্চ শরণ্যো মিত্রহা-  
 তপঃ ॥ ২৩। ভূবিজ্ঞেয়গতিঃ শূরন্তেজোরশিমহাবশাঃ । শতুশ্চিভ্রাজদঃ  
 সৌম্যো হব্যকব্য-প্রদায়কঃ ॥ ২৪। অংগুমানুস্তমোদেব ঋগ্-  
 যজুঃ সাম এবচ । হরিদশ্বস্তমোদারঃ সপ্তসপ্তিমরীচিমান্ ॥ ২৫।  
 অগ্নি-গর্ভোদিতৈঃ পুত্রঃ শত্ৰুস্তিমির-নাশনঃ । পুষা বিশ্বস্তরো  
 মিত্রঃ সূর্য্য স্তপ্রতাপবান্ ॥ ২৬। যাতপী মণ্ডলী ভাস্রাংস্তপনঃ  
 সৰ্বতাপনঃ । কৃতবিশ্বো মগাতেজাঃ সৰ্ব্বরত্নময়োদ্রবঃ ॥ ২৭।  
 অক্ষরশ্চ ক্ষরশ্চৈব প্রভাকরবিতাকরো । চন্দ্রশ্চিভ্রাজদঃ সৌম্যো  
 হব্য কব্য প্রদায়কঃ ॥ ২৮। অঙ্গারকো গদোগস্তী রক্তাক্ষচাক্র-  
 বর্দ্ধনঃ । বুধো বুদ্ধাসনো বুদ্ধি বুদ্ধায়া বুদ্ধিবর্দ্ধনঃ ॥ ২৯।  
 বৃহস্তানু বৃহস্তাসো বৃহদ্ধামা বৃহস্পতিঃ । শুক্রশ্চ শুক্ররেতাস্তৃঃ  
 শুক্রাঙ্গঃ শুক্রভূষণঃ ॥ ৩০। শনিমান্ শনিরূপস্তৃঃ শনৈর্গচ্ছাসি  
 সৰ্বদা । অনাদিরাদিরাদিত্যন্তেজোরশিমহাতপাঃ ॥ ৩১।  
 অনাদিরাদিক্রপ-স্বমাদিত্যোদিকৃপতির্থমঃ । ভাহুমান্ ভাহুরূপস্তৃঃ  
 সৰ্ব পাপ মুক্ত হইয়া সূর্যালোকে পূজিত হয় ॥ ১৮। হে ভগবন্

স্বর্ভাশ্বর্ভান্দীপ্তমান্ ॥ ৩২ । ধূমকেতুম্হ্নাকেতুঃ সৰ্বকেতুরহস্তমঃ ।  
 তিমিরাবরণঃ শঙ্কুঃ শ্রষ্টা মার্ত্তণ্ড এবচ ॥ ৩৩ । নমঃ পূৰ্বায় গিরয়ে  
 পাশ্চিমায় নমোনমঃ । নমোত্তরায় গিরয়ে দক্ষিণায় নমোনমঃ ॥ ৩৪ ।  
 নমোনমঃ সহস্রাংশো হাদিত্যায় নমোনমঃ । নমঃ পদ্মপ্রবোধায়  
 নমন্তে দ্বাদশাত্মনে ॥ ৩৫ । নমো বিশ্বপ্রবোধায় নমোভ্রাজিষ্ণু-  
 জিষ্ণবে । জ্যোতিষে চ নমস্তভ্যং জ্ঞানকায় নমোনমঃ ॥ ৩৬ ।  
 প্রদীপ্তায় প্রগলভায় যুগান্তায় নমোনমঃ । নমন্তে হোতৃপতয়ে  
 পৃথিবীপতয়ে নমঃ ॥ ৩৭ । নমোস্কার বষট্কার সৰ্ব্বযজ্ঞ  
 নমোস্তুতে । ঋগ্বেদায় যজুর্বেদ সামবেদ নমোস্তুতে ॥ ৩৮ ।  
 নমো হাটক-বর্ণায় ভাস্করায় নমোনমঃ । জয়ায় জয়ভদ্রায়  
 আদিত্য ! তোমাকে বার বার প্রণাম করি, আদিত্য সবিত্তা  
 সূর্য্য প্রভৃতি নাম সকল পঠনায় । ১৩২০—১৩৩০ । পূৰ্ব-গিরিকে  
 প্রণাম করি, পাশ্চিম-গিরিকে প্রণাম করি, উত্তর-গিরি ও দক্ষিণ-  
 গিরিকে প্রণাম করি । ৩৪ । হে সহস্রাংগ আদিত্য তোমাকে  
 বারংবার প্রণাম করি, তুমি পদ্মের প্রবোধক ও তুমি দ্বাদশাত্মক-  
 তোমাকে প্রণাম করি । ৩৫ । তুমি বিশ্বের প্রবোধক, তুমি  
 দীপ্তিশীল, তুমি বিষ্ণু (সূর্য্য) তোমাকে প্রণাম করি, তুমি  
 জ্যোতির্শ্বর এবং জ্ঞানার্ক তোমাকে প্রণাম করি । ৩৬ । তুমি  
 প্রদীপ্ত প্রগল্ভ ও যুগান্ত স্বরূপ তোমাকে প্রণাম করি, তুমি  
 হোতৃপতি এবং পৃথিবীপতি তোমাকে প্রণাম করি । ৩৭ । তুমি  
 ঋকার, বষট্কার এবং সৰ্ব্ব-যজ্ঞের তোমাকে প্রণাম করি, তুমি  
 ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ তোমাকে প্রণাম করি । ৩৮ । তুমি

হরিদশায় তে দমঃ ॥ ৩৬ ৷ দিব্যায় দিব্যরূপায় গ্রহাণাং পতয়ে  
নমঃ । নমস্তে শুচয়ে নিত্যং নমঃ কুরুকুলাত্মনে ॥ ৪০ ৷ নমঃ  
ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ । ননঃ কৈবল্যনাথায়  
নমস্তে দিব্য চক্ষুষে ॥ ৪১ ৷ অং জ্যোতিঃ স্তুঃ দ্যুতিব্রহ্মা অং  
বিষ্ণু স্তুঃ প্রজাপতিঃ । অমেব রুদ্রো রুদ্রাত্মাবায়ু বয়িস্তু মেব চ ॥ ৪২ ৷  
যোজনানাং সহস্ৰেণ শতেষু যোজনে । একেন নিমিষাক্ষেন  
ক্রমমাণ নমোস্তুতে ॥ ৪৩ ৷ নবযোজনলক্ষাণি সহস্রদ্বিশতানি  
চ । যাবদ্ব্যটী-প্রমাণেন ক্রমমাণ নমোস্তুতে ॥ ৪৪ ৷ অগ্রতশ্চ  
নমস্তুভ্যাং পৃষ্ঠতশ্চ সদা নমঃ । পার্শ্বতশ্চ নমস্তুভ্যাং নমস্তে চাস্ত  
অৰ্ঘবর্ণ, ভাস্কর জয়, জয়ভদ্র এবং হরিদশ বাহন, তোমাকে বারং-  
বার প্রণাম করি। ৩৯ । তুমি দিব্য, দিব্যরূপ এবং গ্রহগণের  
পতি তোমাকে প্রণাম করি, তুমি শুচি এবং কুরুকুলাত্মা তোমাকে  
প্রণাম করি। ৪০ । তুমি ত্রৈলোক্যনাথ এবং ভূতপতি তোমাকে  
প্রণাম করি, তুমি কৈবল্য ( মুক্তি ) নাথ এবং দিব্য চক্ষু বিশিষ্ট  
তোমাকে প্রণাম করি। ৪১ । তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ, তুমি দীপ্তি,  
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি প্রজাপতি, তুমি রুদ্র, তুমি রুদ্রকৰ্ম্মা,  
তুমি বায়ু এবং তুমি অগ্নি। ৪২ । তুমি নিমিষের অর্ধকালে অষ্ট  
লক্ষ যোজন গমন কর তোমাকে প্রণাম করি এবং ষটী প্রমাণ  
সময়ে অষ্টাদশ যোজন লক্ষ পথভ্রমণ কর তোমাকে প্রণাম করি।  
৪৩ । তোমার সম্মুখভাগে প্রণাম, পশ্চাৎভাগে প্রণাম, পার্শ্বে  
• প্রণাম, তোমাকে বারংবার প্রণাম করি। ৪৪ । তুমি দেব-শত্রু  
নাশক, চক্রে অর্ঘ্য তোমার দুই নেত্র, তুমি দিব্য আকাশ এবং তুমি

অন্নমৃত্যুজরাব্যাধি-সংসার ভয়-নাশনঃ ॥৬১॥ দারিদ্র্যাব্যসনধ্বংসী  
 শ্রীমান্ দেবো দিবাকরঃ। কীর্তনীয়ো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডোভাস্করো  
 রবিঃ ॥৬২॥ লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমার্কচক্ৰগ্রহেশ্বরঃ। লোক-  
 সাক্ষী জিলোকেশঃ কর্তা হর্তা তমিস্রহা ॥৬৩॥ তপনস্তাপনশ্চৈব  
 শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ। গভস্তিহস্তো ব্রহ্মণ্যঃ সর্বদেবনমস্কৃতঃ ॥৬৪॥  
 আয়ুরাবোগ্যমৈশ্বর্যং নরনার্ধ্যশ্চ মন্দিরে। যস্য প্রসাদাৎ  
 সন্ততিরাদিত্যহুদয়ং জপৎ ॥৬৫॥ ইত্যেতৈর্নামভিঃ পার্থ আদিত্যং  
 স্তোত্বা নিত্যশঃ। প্রাতঃকথায় কোশ্চৈষ তস্য রোগভয়ং নহি ॥৬৬॥  
 পাতকান্মুচ্যতে পার্থ ব্যাধিভ্যশ্চ ন সংশয়। একসংখ্যং দ্বিসংখ্য বা  
 সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৬৭॥ ত্রিসংখ্যং জপমানস্ত পশ্চোচ্চ পরমং পদম্।

ইনি কালাত্মা, সৰ্বভূতাত্মা, দেবাত্মা এবং সৰ্বতোমুখ, ইনি অন্ন  
 মৃত্যু জরা ব্যাধি ও সংসার ভয় নাশন, ইনি দরিদ্রতা দুঃখ নাশন,  
 শ্রীমান্ দেব দিবাকর, ইনি কীর্তনীয় বিবস্বান্, মার্ত্তণ্ড, ভাস্কর ও  
 রবি। ৬১।৬২। ইনি লোক-প্রকাশক, শ্রীমান্ লোকচক্ৰ, মহেশ্বর  
 লোক-সাক্ষী, জিলোকেশ্বর, কর্তা, হর্তা, তমিস্রহা, তপন,  
 তাপন, শুচি, সপ্তাশ্ব-বাহন, গভস্তিহস্ত, ব্রহ্মণ্য এবং সর্বদেব-  
 নমস্কৃত। যাহার প্রসাদে নর-নারীগণ আয়ু, আরোগ্য, ভবনে  
 ঐশ্বর্য ও সন্ততি লাভ করেন সেই আদিত্যহুদয় জপ করিবে। ৬৫।  
 হে কুন্তি পুত্র পার্থ! এই নামগুলি দ্বারা যে প্রত্যহ প্রাতঃকালে  
 ঊঠিয়া আদিত্যকে স্তব করে তাহার রোগভয় থাকে না, সে  
 নিঃসংশয় পাতক ও সমস্ত ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়, এক সঙ্খ্য বা  
 দুই সঙ্খ্য পাঠ করিলে সৰ্বপাপ মুক্ত হয় এবং ত্রিসংখ্য জপ করিলে

যদহা কুরুতে পাপং তদহা প্রতিমুচ্যতে ॥৬৮। যজ্ঞাত্মা কুরুতেপাপং  
তজ্ঞাত্মা প্রতিমুচ্যতে । ঙ্গ্ৰেফোটককুষ্ঠানি মণ্ডলানি বিষূচিকা॥৬৯  
সর্বব্যাদিমহারোগভূতবাধা স্তথৈব চ ডাকিনী শাকিনীচৈব মহা রোগ  
ভয়ং কুতঃ ॥৭০। যে চান্যে দুষ্টরোগাশ্চ জরাতীসারকাদয়ঃ জপমানস্ত  
নশ্চন্তি জীবেষু শরদাং শতম্ ॥৭১। সংবৎসরেণ মরণং যদা যস্য ক্রবং  
ভবেৎ । অশীর্ষাং পশ্যতিচ্ছায়ামহোরাত্রং ধনঞ্জয় ॥ ৭২। যন্তিদং  
পঠতে ভক্ত্যা ভানোবাঁরে মহাত্মনঃ । প্রাতঃস্নানে কৃতে পার্থ একাগ্র-  
কৃতমানসঃ । ৭৩। সুবর্ণচক্ষুঃ ভবতি ন চাক্ষুষ প্রজায়তে । পুত্রবান্  
ধনসম্পন্নো জায়তে চাক্ষুজঃ সুখা ॥ ৭৪। সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি  
সর্বত্র বিজয়ী ভবেৎ । আদিত্যহৃদয়ং পুণ্যং সূর্য্যনামবিভূষিতম্ ॥৭৫।

পরমপদ অর্থাৎ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয় । দিনমানে যে পাপ করে  
দিনমানেই তাহা হইতে মুক্ত হয় এবং রাত্রিতে যে পাপ করে  
রাত্রিতে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয় । ৬৯। দ্রুগ, ফোটক কুষ্ঠ,  
মণ্ডল বিষূচিকা, সর্ষপ্ৰকার ব্যাধি, মহারোগ, ভূতপীড়া ডাকিনী,  
প্রভৃতি মহারোগ থাকে না, এবং ইহা জপ করিলে অপর দুষ্টরোগ  
জরাতীসার প্রভৃতি নাশ হয় এবং সে লোক শত বৎসর জীবন  
ধারণ করে । সংবৎসর মধ্যে, যাহার নিশ্চয় মরণ হইবে, সে দিন-  
রাত্র মন্তকহীন ছায়া দর্শন করে । ৬৬—৭২। যে মহাত্মা রবি-  
বারে প্রাতঃস্নানপূর্ব্বক ভক্তিসহ একাগ্র মানসে ( আদিত্য হৃদয় )  
পাঠ করে, সে সুবর্ণচক্ষু হয়, কখনও অন্ধ হয় না, এবং পুত্র ও  
ধন লাভ করিয়া নীরোগ ও সুখী হয়, সে সর্ষ সিদ্ধিলাভ করে,  
সর্বত্র বিজয়ী হয় । ৭৩-৭৫। হে পার্থ ! এই সূর্য্য নাম বিভূষিত

ঈশ্বা চ নিখিলং পার্থ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । অতঃ  
 পরতরং নাস্তি সিদ্ধিকামস্য পাণ্ডব ॥ ৭৬ ॥ এতৎজপন্ত কৌন্তেয়  
 যেন শ্রেয়োহবাপাসি । আদিত্যহৃদয়ং নিত্যং যঃ পঠেৎ  
 হুসমাহিতঃ ॥ ৭৭ ॥ ভ্রূহা মুচ্যতে পাপাং কৃতঘ্নো ব্রহ্মঘাতকঃ ।  
 গোঘ্নঃ স্বরাপো দুর্ভোজী দুশ্রুতিগ্রহকারকঃ ॥ ৭৮ ॥ পাতকানি  
 চ সর্বাণি দহত্যেব ন সংশয়ঃ । য ইদং শৃণুয়ামিত্যং জপেদ্বাপি  
 সমাহিতঃ ॥ ৭৯ ॥ সর্বপাপনিবৃত্তির্ভাষ্যে স্বর্ঘ্যালোকে মহীয়তে  
 অপুত্রো লভতে পুত্রান্নির্ধনো ধনমাপুয়াৎ ॥ ৮০ ॥ কুরোগী মুচ্যতে  
 রোগান্তক্তা যঃ পঠতে সদা । যন্তাদিত্যাদিনে পার্থ নাভিমা-  
 জলে স্থিতঃ ॥ ৮১ ॥ উদয়াচলমারুঢ়ং ভাস্করং প্রণতঃ স্থিতঃ ।  
 জপতে মানবো ভক্ত্যা শৃণুয়াদপি ভক্তিতঃ ॥ ৮২ ॥

---

আদিত্য হৃদয় শ্রবণ করিলে সর্বপাপ মুক্ত হয়, সিদ্ধি কামীর ইহা  
 অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই । হে কৌন্তেয় ! তুমি ইহা জপ  
 কর, মঙ্গল লাভ করিবে । ৭৬-৭৭ । যে সমাহিত হইয়া নিত্য  
 আদিত্যহৃদয় পাঠ করে, সে ভ্রূহ হত্যাকারী হইলেও পাপমুক্ত  
 হয়, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মহত্যাকারী, গোহত্যাকারী, মদ্যপায়ী, দুর্ভোজী,  
 নিষিদ্ধের প্রতিগ্রহকারক, ইহাদের সমস্ত পাতক নিঃশেষ দগ্ধ হয় ।  
 ৭৮ । যে ইহা নিত্য শ্রবণ করে অথবা সমাহিত হইয়া জপ করে সে  
 সমস্ত পাপমুক্ত হইয়া স্বর্ঘ্যালোকে পূজিত হয়, অপুত্র পুত্র লাভ  
 করে, ধনপ্রার্থী ধনপ্রাপ্ত হয়, ভক্তিপূর্বক পাঠ করিলে কুরোগী  
 রোগ মুক্ত হয় । ৮০-৮১ । যে রবিবারে নাভি পর্যন্ত জলে  
 অবস্থিত হইয়া উদীয়মান ভাস্করকে প্রণাম-পূর্বক জপ করে অথবা

পরমংস্থানং যত্র দেবো দিবাকরঃ । অমিত্রদমনঃ পার্থ যদা কর্তুং  
সমারভেৎ ॥ ৮৩ ॥ তদা প্রতিকৃতিং কৃত্বা শত্রোশ্চরণপাংগুভিঃ  
আক্রম্য বামপাদেন হ্যাদিত্যহৃদয়ং জপেৎ ॥ ৮৪ ॥ এতন্নম্রং  
সমাহুয় সর্বসিদ্ধিকরং পরম্ । ওঁ হ্রীং হিমালীঢ়ং স্বাহা । ওঁ হ্রীং  
নিলীঢ়ং স্বাহা । ওঁ হ্রীং মালীঢ়ং স্বাহা । ইতি মন্ত্রঃ ॥ ৮৫ ॥  
ত্রিভিচ্চ রোগী ভবতি জরী ভবতি পঞ্চভিঃ । জপৈস্ত্ব সপ্তভিঃ  
পার্থ রাক্ষসীং তনুমা বিশেৎ ॥ ৮৬ ॥ রাক্ষসেনাভিভূতস্ত  
বিকারাজ্জু পাণ্ডব । গীয়তে নৃত্যাত নগ্ন আক্ষোড়য়তি ধাবতি  
॥ ৮৭ ॥ শিবাকৃতং চ কুরুতে হসতে ক্রন্দতে পুনঃ । এবং সংপী-  
ড়্যতে পার্থ যদ্যপি সান্নাহেখরঃ ॥ ৮৮ ॥ কিংপুন র্মানুষঃ কশ্চিচ্ছৌ-  
চাচারবিবর্জিতঃ । পীড়িতস্য ন সন্দেহো জরো ভবতি দারুণঃ ॥ ৮৯ ॥

ভক্তিপূর্বক হইয়া শ্রবণ করে, সে যেখানে সূর্য্য আছেন সেই পরম  
স্থানে গমন কবে । ৮২ । যদি শত্রু দমন করিতে প্রবৃত্তি হয়,  
তাহা হইলে পদের ধূলি দ্বারা শত্রুর প্রতিকৃতি (প্রতিমূর্ত্তি)  
করিয়া বামপদে তাহা আক্রমণ করিয়া আদিত্যহৃদয় পাঠ করিবে ।  
নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে (মন্ত্র মূলে দ্রষ্টব্য) । তিন বার পাঠ  
করিলে (শত্রু) রোগী হয়, পাঁচ বার পাঠ করিলে জরাভিভূত হয়,  
সপ্ত বার জপ করিলে সে রাক্ষসী তনু ধারণ করে । হে পাণ্ডব !  
রাক্ষসাবিভূত হইলে তাহার বিকৃতি শ্রবণ কর, উলঙ্গ হইয়া  
কখনও গান গায়, কখনও নৃত্য করে, কখনও আক্ষালন করে  
এবং কখনও দৌড়িয়া বেড়ায় ; সে শৃগালের ন্যায় চীৎকার করে  
এবং কখনও হাস্ত করে ও কখনও ক্রন্দন করে । হে পার্থ !



যদা চাহুগ্রহং তস্য কৰ্ত্তুমিচ্ছেচ্ছুভংকরম্ । তদা সলিল-  
 মান্নায় জপেন্নজ্জমিমংবুধঃ ॥ ১০ ॥ নমো ভগবতে তুভ্যাদিত্যায়  
 নমো নমঃ । জয়য় জয়ভদ্রায় হরিদশ্বায়তে নমঃ ॥ ১১ ॥  
 আগয়েতেন মস্ত্রেণ শুভং ভবতি নান্যথা । অন্যথা চ ভবেদ্বোষো  
 নশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥ অতন্তে নিখিলং প্রোক্তং পূজাংচৈব  
 নিবোধ মে । উপলিপ্তে শুচৌ দেশে নিয়তো বাগ্‌মতঃ শুচিঃ ॥ ১৩ ॥  
 বৃন্তং বা চতুরশ্রং বা লিপ্তভূমৌ লিখেচ্ছুচি । ত্রিধাতত্ৰ লিখেৎ  
 পদ্মমষ্টপত্রং সর্কণিকম্ ॥ ১৪ ॥ অষ্টপত্রং লিখেৎ পদ্মং লিপ্তা  
 মহেশ্বর হইলেও মন্ত্র প্রভাবে এইরূপ পীড়ানান হয়, আর শোচাচাব-  
 বর্জিত মনুষ্যের ত কথাই নাই । পীড়িত হইয়া সে নিঃসন্দেহ  
 দারুণ জর রোগে আক্রান্ত হয় । ৮৩৮২ । যখন তাহার উপর  
 শুভ অহুগ্রহ করিতে ইচ্ছা হয়, তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তি জলগ্রহণ  
 করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে । “হে ভগবন্‌ আদিত্য ! তোমাকে  
 পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি, তুমি জয় ও জয়ভদ্র ও হরিদশ্ববাহন  
 তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ।” এই মন্ত্রে স্নান করাইলে  
 শুভ হইয়া থাকে ইহা কখনও অন্যথা হইবার নহে, এবং ইহা না  
 করিলে পোষ হয় এবং সে প্রাণত্যাগ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই ।  
 এই সমস্ত তোমাকে বলিলাম এক্ষণে পূজার কথা শ্রবণ কর । ১৩

শুচি ও সংযতবাক্য হইয়া পবিত্র গোময়লিপ্ত ভূতাগে  
 গোলাকার বা চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে ।  
 পদ্মের পূৰ্ণদলে সূর্য্য (বৰ্ত্তুলাকার সূর্য্যাকৃতি) অগ্নিকোণে রবি  
 দক্ষিণে বিবদ্বান্‌, নৈঋতে ভগ, পশ্চিমে বরুণ, বায়ুকোণে শিউ,

গোময়মণ্ডলে । পূর্বপক্ষে লিখেং সূর্যমাগ্নেয়াং তু রবিং  
 ন্যাসেং ॥ ৯৫ ॥ যাম্যায়্যং চ বিবস্বন্তং নৈঋত্যাং তু ভগং ন্যাসেং ।  
 প্রতীচ্যাং বরুণং বিদ্যাধ্যায়ব্যাং মিত্রমেব চ ॥ ৯৬ ॥ আদিত্যমুত্তরে  
 পক্ষে ঐশান্যাং বিষ্ণুমেব চ । মধোতু ভাস্করং বিদ্যাং ক্রমেণৈব  
 সমর্চয়েং ॥ ৯৭ ॥ দীপ্তা স্তম্ভা জয়া ভদ্রা বিভূতি বিমলা তথা ।  
 অমোঘা বিছাতা চেতি মध्ये শ্রীঃ সর্বতোমুখী ॥ ৯৮ ॥ অতঃ পরন্তরং  
 নাস্তি সিদ্ধিকারস্য পাণ্ডব । মহাতেজঃ সমুদ্যন্তং প্রণমেং স কৃত-  
 ঙ্গলিঃ ॥ ৯৯ ॥ সকেশরাণি পদ্মানি করবীরাণি চাজ্জুন । তিলতণ্ডুল-  
 যুক্তানি কুশগন্ধোদকানি চ ॥ ১০০ ॥ রক্তচন্দনমিশ্রাণি কৃত্বা বৈ তাম্র-  
 ভাজনে । দ্বত্বা শিরসি তংপাত্রং জাহ্নুভ্যাং ধরণীং স্পৃশেং ॥ ১০১ ॥  
 মন্ত্রপূতং গূড়াকেশ চার্ঘ্যং দত্ত্বাঙ্গভন্তয়ে । সাযুধং সরথং চৈত্র সূর্যমাবা-  
 উত্তরদলে আদিত্য, ঈশানে বিষ্ণু, এবং মধ্যস্থলে ভাস্কর লিখিয়া  
 (অঙ্কন করিয়া) পুষ্প ও তণ্ডুলাদি দ্বারা আহ্বান করতঃ পূজা  
 করিবে । [অনন্তর ষোড়শোপচারে সূর্যের পূজা করিয়া পূর্বা-  
 দিক্ ক্রমে দীপ্তা স্তম্ভাজয়া ভদ্রা, বিভূতি বিমলা অমোঘা বিছাতা  
 এবং মध्ये ছায়ার মতান্তরে শ্রীর পূজা করিবে] । সিদ্ধিকামীর  
 ইহা অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই, উদীয়মান, মহাতেজশালী  
 সূর্য্যকে কৃত্যঙ্গলি পূর্ব্বক প্রণাম করিবে । ১০২ । অনন্তর কেশরযুক্ত  
 পদ্ম করবীর পুষ্প, তিল তণ্ডুল কুশাগ্র, চন্দন, জল, রক্তচন্দন  
 মিশ্রিত করিয়া তাম্র পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক মন্ত্ৰকে তাহা ধারণ করিয়া  
 ভূতলে জাহ্নু পাতিয়া বসিবে । ১০১ । হে অর্জুন তদনন্তর গভস্তিকে  
 (সূর্য্যকে) মন্ত্রপূত অর্ঘ্য প্রদান করিবে । ১০২ । আমি সাযুধ সরথ

হয়ামাহম্ ॥ ১০২ । স্বাগতো ভব । সুপ্রতিষ্ঠো ভব । সন্নিধো ভব ।  
 সন্নিহিতো ভব । সন্মুখো ভব । ইতি পঞ্চমুদ্রাঃ । স্মৃতিয়িত্বাহং য়েং সূর্য্যঃ  
 ত্বক্তিং মুক্তিং লভেম্বরঃ ॥ ১০৩ । ওঁ শ্রীং বিজ্ঞাকিলিকিলি কটকেষ্ট-  
 সর্বার্থসাধনার স্বাহা । ওঁ শ্রীং হ্রীং হ্রুং হংসঃ সূর্য্যায় নমঃ স্বাহা ।  
 ও শ্রীং হ্রাং হ্রীং হ্রুং হ্রঃ সূর্য্যমূর্ত্তয়ে স্বাহা ওঁ শ্রীং হ্রীং স্বং স্বঃ  
 লোকায় সর্বমূর্ত্তয়ে স্বাগ । ওঁ হ্রুং মার্ত্তণ্ডায় স্বাহা । নমোহস্ত  
 সূর্য্যায় সহস্রজানবে নমোহস্ত বৈশ্বানরজাতবেদসে । ত্বমেব চার্য্যঃ  
 প্রতিগৃহ্ণ দেব দেবাধিদেবায় নমো নমস্তে ॥ ১০৪ ॥ নমো ভগবতে  
 তুভ্যং নমস্তে জাতবেদসে । দত্তমর্থং ময়া ভানো ত্বং গৃহাণ  
 নমোহস্ততে ॥ ১০৫ । এহিসূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরশৈ জগৎপতে ।  
 অমুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্য্যং দিবাকর ॥ ১০৬ । নমো ভগবতে  
 সূর্য্যকে আবাহন করিতেছি স্বাগত হও, সুপ্রতিষ্ঠিত হও, সন্নিধ্য হও  
 সন্নিহিত হও, সন্মুখ হও । পঞ্চমুদ্রাপ্রদর্শন করতঃ সূর্য্যকে আবাহনাদি  
 করতঃ পূজা করিয়া মহুশ্য ভোগমোক্ষ লাভ করে । যথোক্ত মন্ত্রে  
 এহি সূর্য্য প্রভৃতি মন্ত্রে ( উপরে মূলে দ্রষ্টব্য ) সূর্য্যকে অর্থ প্রদান  
 করিবে । হে সূর্য্য তুমি সহস্র কিরণবিশিষ্ট, তুমি বৈশ্বানর  
 জাতবেদা ( অগ্নি ) এবং দেবাবিদেব, হে দেব তুমি অর্থ গ্রহণ কর,  
 তোমাকে প্রণাম করি । ১০৪ । হে ভগবান্ জাতবেদঃ ভানো,  
 তোমাকে প্রণাম করি, আমার প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করুন । ১০৫ । হে  
 সহস্ররশ্মি, তেজোরশিবিশিষ্ট জগৎপতি সূর্য্য আপনি আগমন করুন,  
 আমার অর্থ গ্রহণ করিয়া আমাকে অমুকম্পা করুন আপনাকে  
 প্রণাম করিতেছি । ১০৬ । হে ভগবন্ জাতবেদঃ তোমাকে প্রণাম

তুভ্যং নমস্তেজাতবেদসে । মমেদমর্ঘ্যং গৃহুত্বং দেবদেব নমোহিস্ততে  
 ॥ ১০৮ ॥ সর্বদেব্যাধিদেবায় আধিব্যাধিবিনাশিনে । ইদং গৃহাণ মে  
 দেব সর্বব্যাধির্বিনশ্য তু ॥ ১০৮ ॥ নমঃ সূর্যায় শাস্ত্রায় সর্বরোগ-  
 বিনাশিনে । মমেপ্সিতং ফলং দত্ত্বা প্রসাদ পরমেশ্বর ॥ ১০৯ ॥  
 ও নমো ভগবতে সূর্যায় স্বাহা । ও শিবায় স্বাহা । ও সর্বাঙ্গনে  
 সূর্যায় নমঃ স্বাহা । ও অক্ষযাতেজসে নমঃ স্বাহা । সর্ব-সঙ্কট-  
 দারিদ্ৰ্য্যং শত্রুং নাশয় নাশয় । সর্বলোকেষু বিশ্বাত্মনু সর্বাঙ্গনু সর্বদর্শক  
 ॥ ১১০ ॥ নমো ভগবতে সূর্য্য কুষ্ঠরোগান্বিধুয় । আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং  
 দেহি দেব নমোহিস্ততে ॥ ১১১ ॥ নমো ভগবতে তুভ্যাদিত্যায়  
 নমো নমঃ । ও সূর্য্যায় নমঃ । ও বিশ্বমূর্ত্তয়ে নমঃ । ১১২ ॥

করি, আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর, হে দেবদেব তোমাকে প্রণাম  
 করি । ১০৭ । হে দেব, তুমি সর্ব দেবের অধিদেব, এবং আধি  
 ব্যাধি (মানসিক ও শারীরিক রোগ) বিনাশক, আমার এই অর্ঘ্য  
 গ্রহণ কর; আমার সর্বব্যাধি বিনষ্ট হউক । ১০৮ । হে সূর্য্য, শাস্ত্র,  
 সর্ব রোগ বিনাশিন! আপনাকে প্রণাম করি, আমার অভীষ্ট ফল  
 দান করত আমার উপর সন্তুষ্ট হন । ১০৯ । ভগবান্ সূর্য্যকে প্রণাম  
 করি, শিবকে প্রণাম করি, সর্বাঙ্গা সূর্য্যকে প্রণাম করি;  
 (স্বাহামন্ত্র) হে সমস্ত লোকে বিশ্বাত্মনু, সর্বাঙ্গনু সর্বদর্শক আমার  
 সর্বসঙ্কট দারিদ্ৰ্য্য ও শত্রু নাশ কর । ১১০ । হে ভগবন্ সূর্য্য  
 আপনাকে প্রণাম করি আপনি কুষ্ঠ রোগ সকল খণ্ডন করুন এবং  
 আয়ু আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্য দান করুন, আপনাকে প্রণাম করি । ১১১ ।  
 হে ভগবন্ আদিত্য! তোমাকে বারংবার প্রণাম করি । অকৃত

আদিত্যং চ শিবং বিজ্ঞাচ্ছিবমাদিত্যরূপিণম্ । উভয়োরন্তরং-  
 নাস্তি আদিত্যস্ত শিবস্ত চ ॥ ১১৩ ॥ এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং  
 পুরুষো বৈ দিবাকরঃ । উদয়ে ব্রহ্মণো-রূপং মধ্যাহ্নে তু মহেশ্বরঃ  
 ॥ ১১৪ ॥ অস্তমানে স্বয়ং বিষ্ণুস্ত্রিমূর্তিঃ দিবাকরঃ । নমো ভগবতে তুভ্যং  
 বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ॥ ১১৫ ॥ মমেদমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণদেব দেবাধিদেবায়  
 নমো নমস্তে । শ্রীসূর্য্যনারায়ণায় সাক্ষায় সপরিবারায় 'ইদমর্ঘ্যং  
 সমর্পয়ামি ॥ ১১৬ ॥ হিমালয় তমোদ্রায় রক্ষোদ্রায় চ তে নমঃ ।  
 কৃতদ্রায় চ সত্যায় তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ ॥ ১১৭ ॥ জয়োহজয়শ্চ  
 বিজয়োজিতপ্রাণো জিতশ্রমঃ । 'মনোজবো জিতক্রোধো বাজিনঃ  
 সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ ॥ ১১৮ ॥ হরিতহয়রথং দিবাকরং কণকময়াদ্বজ-

তেজাকে প্রণাম করি, সূর্য্যকে প্রণাম করি, বিশ্বমূর্ত্তিকে প্রণাম  
 করি । আদিত্যকে শিব বলিয়া জানিবে, শিবকে আদিত্যরূপী  
 জানিবে উভয় শিবের এবং আদিত্যের প্রভেদ নাই । দিবাকর  
 যে পরম পুরুষ ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি—উদয়কালে ব্রহ্মার রূপ,  
 মধ্যাহ্নে মহেশ্বর, এবং অস্তকালে স্বয়ং বিষ্ণু—দিবাকর ত্রিমূর্ত্তিদারী  
 । ১১৪ ॥ হে ভগবন্ বিষ্ণু, প্রভবিষ্ণু, তোমাকে প্রণাম করি, আমার  
 এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর । হে দেব, দেবাধিদেব আপনাকে প্রণাম  
 করি । সাক্ষ, সপরিবার সূর্য্যনারায়ণকে এই অর্ঘ্য সমর্পণ করিলাম  
 । ১১৬ ॥ তুমি হিমালয় তমোদ্র রক্ষোদ্র কৃতদ্র সত্য ও সূর্য্যাত্মা  
 তোমাকে নমস্কার করি । ১১৭ ॥ জয়, অজয়, বিজয়, জিতপ্রাণ  
 জিতশ্রম, মনোজব, জিতক্রোধ, সূর্য্যের সপ্ত অশ্ব কীর্ত্তিত আছে ।

১১৮ ॥ আমি হরিতহয়রথ, কনকময় পদ্যরেণু বিশিষ্ট, প্রতিদিন

রেণুপিঞ্জরম্ । প্রতিদিনস্নদয়ে নবং নবং শরণমুপৈমি হিরণ্য-  
 রেতসম্ ॥ ১১৯ । ন তং ব্যালাঃ প্রবাস্তে ন ব্যাধিত্যো ভয়ং  
 ভবেৎ । ন নাগেভ্যো ভয়ং চৈব ন চ ভূতভয়ং কচিৎ ॥ ১২০ ।  
 অগ্নিশক্রভয়ং নাস্তি পার্থিবৈভাস্তথৈব চ । দুর্গতিং তরতে ঘোরাং  
 প্রজাংশ্চ লভতে পশূন্ ॥ ১২১ । সিদ্ধিকামো লভেৎ সিদ্ধিং কন্ডা-  
 কামস্ত্বেককামম্ । এতৎ পঠেৎ স কৌন্তেয় ভক্তিয়ুক্তেন চেতসা ॥  
 ১২২ । অশ্বমেধসহস্রশ্চ বাজপেয়শতশ্চ চ । কণ্ডাকোটসহস্রশ্চ  
 দত্তশ্চ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১২৩ । ইদাদিত্যহৃদয়ং যোহধীর্থে সততং  
 নরঃ । সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সূর্যলোকে মহীরতে ॥ ১২৪ । নাস্ত্যা-  
 দিত্যসমো দেবো নাস্ত্যাদিত্যসমা গতিঃ । প্রত্যক্ষ্যো ভগবান্  
 বিষ্ণুর্ধেন বিষ্ণুং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১২৫ । নবতির্যোজনং লক্ষং সহস্রাণি  
 শতানি চ । যাবদ্বটীপ্রমাণেন তাবচ্চরতি ভাস্করঃ ॥ ১২৬ । গব্যাং  
 উদয় কালে নূতন নূতন, দিবাকর, হিরণ্যারেতাকে আশ্রয় করিলাম  
 ১১৯ । যিনি ইহা ভক্তযুক্তচিত্ত পাঠ করেন তাঁহার হিংস্র জন্তু  
 ভয়, ব্যাধিভয়, সর্পভয় এবং ভূতভয় থাকেনা, তাহার অগ্নিভয়,  
 শক্রভয়, রাজভয় থাকে না, তিনি ঘোর দুর্গতি উত্তীর্ণ হন এবং পশু  
 ও প্রজা (সন্ততি) লাভ করেন । সিদ্ধিকামী সিদ্ধি লাভ করেন  
 কন্ডাকামী কন্ডা লাভ করেন ১২২ । তিনি সহস্র অশ্বমেধ, শত  
 বাজপেয়, এবং কোটি কন্ডা দানের ফল লাভ করেন ১২৩ । যে  
 মানব এই আদিত্য হৃদয় সতত পাঠ করে, সে সর্বপাপ বিমুক্ত  
 হইয়া সূর্য লোকে পূজিত হয় ১২৪ । আদিত্যের সমান দেবত  
 নাই, আদিত্যের তুলা গতি নাই, ভগবান বিষ্ণু যে মূর্তিতে প্রত্যক্ষ  
 বিধে প্রতিষ্ঠিত আছেন । নব্বই শত যোজন পথ একদণ্ডকাবে  
 ভাস্কর ভ্রমণ করেন ১২৫ । ১২৬ । যে শাস্ত্র স্বভাব বিধান ব্যক্তি

শতসহস্রশ্চ সমাগ্ধতস্ত বৎফলম্ । তৎফলং লভতে বিদ্বাঞ্ শাস্ত্রাত্মা-  
 , স্তোতি যো রবিম্ ॥ ২ ॥ যোহধীতে সূর্য্যাহুদয়ং সকলং সফলং  
 ভবেৎ । অষ্টানাম্ ব্রাহ্মণানাং ৫ লেখয়িত্বা সমর্পয়েৎ ॥ ১২৮ ॥ ব্রহ্ম-  
 লোকে ঋষীণাং ৫ জাগতে ম'হুযোহপিবা । জাতিস্মরত্মাপোতি  
 শুদ্ধাত্মা নাত্র সংশয় ॥ ১২৯ ॥ অত্রায় লোকত্রয়পাবনায় ভূতাত্মনে  
 গোপতয়ে বুধায় । সূর্য্যায় সর্বপ্রলয়াস্তকায় নমো মহাকুরূণি-  
 কোস্তমায় ॥ ১৩০ ॥ বিবশ্বতে জ্ঞানভূমন্তরাত্মনে জগৎপ্রদীপায়  
 জগদ্ধিতৈষিণে । স্বয়ংভূবে দাপ্তসহস্রচক্ষুষে সুরোত্তমায়ামিততেজসে  
 নমঃ ॥ ১৩১ ॥ সূরৈরনেকৈঃ পরিসেবিতায় হিরণ্যগর্ভায় হিরণ্ময়ায় ।  
 মহাত্মনে মোক্ষপদায় নিত্যং নমোহস্ততে বাসরকারণায় ॥ ১৩২ ॥  
 সূর্য্যাকে স্তব করেন, তিনি লক্ষ ধেহু দানের ফল প্রাপ্ত হন । 'যি'  
 আদিভক্তদয় পাঠ করেন তাঁহার সমস্ত সফল হয় । আটজন ব্রাহ্মণকে  
 ইহা লেখাইয়া দান করিবে । তাহাইহলে ব্রহ্মলোকে বা ঋষিকুলে  
 বা মহাত্মলোকে জাতিস্মরত্ম লাভ করিয়া শুদ্ধাত্মা হইয়া জন্ম গ্রহণ  
 করে । ইহাতে সংশয় নাই । ১২৯ । হে ভগবন্ তুমি জন্মরহিত  
 ত্রিলোকপাবন । ভূতাত্মা, গোপতি, বুধ, সর্বপ্রলয়ের অন্তক, এবং  
 মহাকুরূণকোস্তম সূর্য্য তোমাকে নমস্কার করি । তুমি বিবশ্বান্  
 জ্ঞানভূম্ অন্তরাত্মা জগৎপ্রদীপ, জগদ্ধিতৈষী, স্বয়ম্ভু, দীপ্তসহস্রচক্ষু  
 সুরোত্তম এবং অমিততেজাঃ তোমাকে প্রণাম করি । ১৩১ ।  
 অনেক দেবতা তোমাকে পরিসেবা করে, তুমি হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্ময়,  
 হাত্মা, মোক্ষপদ এবং বাসর (দিবস) কারণ তোমাকে প্রণাম  
 রি । ১৩২ । আদিত্য অর্চিতদেব, আদিত্য পরম পদ, আদিত্য

আদিত্যশ্চাৰ্চিতো দেব আদিত্যঃ পরমং পদম্ । আদিত্যো মাতৃকো-  
ভূত্বা আদিত্যো বাঙ্‌ময়ং জগৎ ॥ ১৩৩ । আদিত্যং পশ্যতে ভক্ত্যা  
মাং পশ্যতি ধ্রুবং নরঃ । নাদিত্যং পশ্যতে ভক্ত্যা ন স পশ্যতি মাং  
নরঃ ॥ ১৩৪ । ত্রিগুণং চ ত্রিসমুৎ চ ত্রয়োদেবাস্ত্রয়োহয়মঃ । ত্রয়াণাং  
চ ত্রিমূর্তিস্থং তুবীয়স্থং নমোহস্ততে ॥ ১৩৫ ।

নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে ।  
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিকি-নারায়ণ-শঙ্করাঙ্কনে ॥১  
যশোদয়েনেহ জগৎ প্রবুধ্যতে প্রবর্ততে চাখিল-কৰ্ম্মক্ষিয়ে ।  
ব্রহ্মেন্দ্র-নারায়ণবন্দিতঃ সনঃ সদা যচ্ছতু মঙ্গলং ববিঃ ॥২  
নমোহস্ত সূর্য্যায় সহস্ররশ্ময়ে সহস্রশাখাধিত-শম্ভবাত্মনে ।  
সহস্রযোগোদ্বব-ভাবভাগিনে সহস্রসংখ্যায়ুগ-সন্ধারিণে নমঃ ॥৩

মাতৃক স্বরূপ এবং আদিত্য বাজয় জগৎ । যে মহুশ্য ভক্তিপূরক  
আদিত্যকে দর্শন করে, সে নিশ্চয় আমাকে দর্শন করে, এবং  
আদিত্যকে যে ভক্তিপূরক না দর্শন করে সে আমাকেও দর্শন  
করে না । তুমি ত্রিগুণ ত্রিসমুৎ, ত্রিদেব, তিন অগ্নি দেবত্রয়ের ( ব্রহ্মা  
বিষ্ণু মহেশ্বর ) ত্রিমূর্তি এবং তুরায় ! তোমাকে প্রণাম করি । ১৩৪ ।

জগতের একমাত্র চক্ষু, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি নাশের হেতু  
স্বরূপ, দেবস্বরূপ, ত্রিগুণদেহধারী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-স্বরূপ সূর্য্যকে  
নমস্কার করি । ১ ।

যাঁহার উদয়েতে জগৎ প্রবুদ্ধ হয় ( জাগিয়া উঠে ) এবং সমস্ত  
কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত চেষ্টিত হয়, যিনি ব্রহ্মা ইন্দ্র নারায়ণ ও  
কৃত্ত কর্তৃক বন্দিত সেই সূর্য্য আমাদের সর্বদা মঙ্গলদান করুন ॥২  
যিনি সহস্ররশ্মি, সহস্রবেদশাখাধিত, আত্মসংভূত, সহস্র



যন্মগুলং দীপ্তিকরং বিশালং রত্নপ্রভং তীর্থমনাদিরূপম্ ।

দারিদ্র্যাহঃখক্ষয়কারণং চ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্ববেণ্যম্ ॥৪

যন্মগুলং দেবগণৈঃ স্পৃহিতং বিটপ্রঃস্বতং ভাবনমুক্তিকোবিদম্

তং দেবদেবং প্রণমামি সূর্য্যং পুনাতুমাং তৎসবিতুর্ববেণ্যম্ ॥৫

যন্মগুলং জ্ঞানধনং ভগমাং ত্রৈলোক্যপূজ্যং ত্রিগুণাঙ্করূপম্ ।

সমস্ততেজোময়দিব্যরূপং পুনাতু মাং তৎসবিতুর্ববেণ্যম্ ॥৬

যন্মগুলং গৃঢ়মতিপ্রবোধং ধর্ম্মস্ত বুদ্ধিং কুরুতে জনানাম্ ।

যং সর্ব্বপাপক্ষয়কারণং চ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্ববেণ্যম্ ॥৭

যন্মগুলং ব্যাধি-বিনাশদক্ষং যদৃগ্যজ্জঃসামসু সম্প্রসীতম্ ।

প্রকাশিতং যেন চ ভূতুর্বিঃ স্বঃ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্ববেণ্যম্ ॥৮

যোগসম্ভূতভাবশালী এবং সহস্রযুগধাবী সূর্য্য তাঁহাকে নমস্কার  
করি ॥৩

যে সূর্য্যমগুল দীপ্তিকর, বিশাল (বৃহৎ) বত্নপ্রভাবিশিষ্ট  
তীর্থ অনাদিরূপ এবং দারিদ্র্যাহঃখ ক্ষয়েব কারণ—সবিতৃ দেবের  
সেই বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন ॥৪

যে সূর্য্যমগুল দেবগণ শুদ্ধভাবে পূজা করেন, বান্ধব  
স্তুত্ব করেন, ভাবনা ও মুক্তিদায়ক সেই দেবদেব সূর্য্যকে প্রণাম  
করি সূর্য্যদেবের সেই বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন ॥৫

যে সূর্য্যমগুল জ্ঞানধনস্বরূপ, অগম্য ত্রিভুবন পূজিত ত্রিগুণ-  
স্বরূপ, সমস্ত তেজোময়রূপ এবং দিব্যরূপ সবিতৃদেবের সেই বরণীয়  
জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৬ ॥

যে সূর্য্যমগুল গৃঢ় অতি জ্ঞান স্বরূপ, এবং মনুষ্যদিগের ধর্ম্ম  
বৃদ্ধি করে এবং যাহা সমস্ত পাপক্ষয়ের কারণ সবিতৃদেবের সেই  
বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৭ ॥

যে সূর্য্যমগুল ব্যাধি বিনাশে নিপুণ, যে মণ্ডল ঋক, যজু ও

যন্মণ্ডলং বেদবিদোবদ্ধন্তি গায়ন্তি যচ্চারণসিদ্ধসংঘাঃ ।

যজোগিনো যোগজুষাং চ সংঘাঃ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরৈণ্যম্ ॥৯

যন্মণ্ডলং সর্বজনেষু পূজিতং জ্যোতিশ্চ কুর্ধ্যাদিহ মর্ত্যালোকে ।

যৎকালকালাদিমনাদিরূপং পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরৈণ্যম্ ॥১০

যন্মণ্ডলং বিষ্ণুচতুর্মুখাখ্যং যদক্ষরং পাপহরং জনানাম্ ।

যৎ কালকল্পক্ষয়কারণঞ্চ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরৈণ্যম্ ॥১১

যন্মণ্ডলং বিশ্বসৃজাং প্রসিদ্ধমুৎপত্তিরক্ষাপ্রলয়প্রগলভম্ ।

যস্মিঞ্জগৎসংহরতেহখিলং চ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরৈণ্যম্ ॥১২

সামবেদে সম্যক গীত হই, এবং যে সূর্য্যমণ্ডল ভূঃ ভুবঃ ও  
স্বর্লোক প্রকাশ করিয়াছে, সবিতৃ দেবের সেই বরণীয় জ্যোতিঃ  
আমাকে পবিত্র করুন । ৮ ।

বেদজ্ঞগণ যে মণ্ডলের কথা বলিয়া থাকেন, চারণ সিদ্ধসমূহ  
এবং যোগী ও যোগনিষ্ঠগণ যাহা গান করেন সবিতৃদেবের সেই  
বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন । ৯ ।

যে সূর্য্যমণ্ডল সমস্ত লোকে পূজিত হয় এবং এই মর্ত্যালোকে  
যাহা জ্যোতিঃ দান করেন, যাহা কালস্বরূপ কালেরও আদি এবং  
অনাদিরূপ, সবিতৃদেবের সেই বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র  
করুন । ১০ ।

যে সূর্য্যমণ্ডল ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নামে অভিহিত, যাহা অক্ষর এবং  
এবং মনুষ্যাগণের পাপনাশক, যাহা মহাপ্রলয়েরও কারণ সবিতৃ  
দেবের সেই বরণীয় জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন । ১১ ।

যে সূর্য্যমণ্ডল, বিশ্বসৃষ্টাগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ, এবং যাহা উৎপত্তি,

যন্নগুণং সৰ্বগতস্ত বিষ্ণোরাত্মা পরং ধাম বিশুদ্ধতত্ত্বম্ ।  
 সূক্ষ্মান্তর্গৈবোংগ পথানুগমাং পুনাতু মাং তৎসবিতুব্রহ্মণ্যম্ ॥১৩  
 যন্নগুণং ব্রহ্মবিদো বদন্তি গায়ন্তি যচ্চারণসিদ্ধসংঘাঃ ।  
 যন্নগুণং বেদবিদঃ স্মরন্তি পুনাতু মাং তৎসবিতুব্রহ্মণ্যম্ ॥১৪  
 যন্নগুণং বেদবিদোপগীতং যচ্ছোগিনাং যোগপথানুগমাম্ ।  
 তৎ সৰ্ববেদং প্রণমামি সূৰ্য্যং পুনাতুমাং তৎ সবিতুব্রহ্মণ্যম্ ॥১৫  
 মণ্ডলাষ্টমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ ।  
 সৰ্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সূৰ্য্যালোকে মণীয়তে ॥১৬

ব্রহ্মা ও প্রলয় নিদান, বাহাতে সমস্ত জগৎ সংহার প্রাপ্ত হয়,  
 সবিতৃদেবের সেই বরগীর্ণ জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন । ১২ ।

যে সূৰ্য্যমণ্ডল সৰ্বস্থিত বিষ্ণুর আত্মা ও শ্রেষ্ঠপদ এবং যাহা  
 অতি সূক্ষ্ম যোগপথগমা বিশুদ্ধতত্ত্ব, সবিতৃদেবের সেই বরগীর্ণ  
 জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন । ১৩ ।

বেদজগণ যে মণ্ডলের কথা বলেন, চরণ সিদ্ধ সমূহ যাহা  
 গান করেন এবং বেদজগণ স্মরণ করেন, সবিতৃ দেবের সেই  
 বরগীর্ণ জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন । ১৪ ।

বেদজগণ যে সূৰ্য্যমণ্ডলের গান করেন যাহা যোগিগণের  
 যোগপথে গমা, সেই সৰ্বদেবরূপ সূৰ্য্যকে প্রণাম করি এবং  
 সবিতৃ দেবের সেই বরগীর্ণ জ্যোতিঃ আমাকে পবিত্র করুন । ১৫

যে মানব এই অষ্টমণ্ডল সৰ্বদা পাঠ করে, সে সৰ্বপাপ বিশুদ্ধ  
 হইয়া সূৰ্য্যালোকে পূজিত হয় । ১৬ ।

ধোয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ ।

কেয়ুরবান্ মকরকুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরণ্ময়বপুর্ষতশ্চক্রধরঃ ॥১৭

শশ্চক্রধরঃ রবিমণ্ডলে স্থিতঃ কুণেশয়া ক্রান্তমনস্তম্ভচ্যুতম্ ।

ভঙ্গামি বুদ্ধা তপনৌষমূর্তিঃ সুরোত্তমঃ চিত্রবিভূষণোজ্জলম্ ॥১৮

এবং ব্রহ্মাদয়ো দবাঞ্চায়শ্চতপোধনাঃ ।

কীর্ত্তয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং বিভূম্ ॥১৯

বেদবেদাঙ্গশরীরং দিব্যদীপ্তিকরং পরম্ ।

রক্তোদ্রং রক্তবর্ণঞ্চ সৃষ্টিসংহারকারকম্ ॥২০

একচক্রোরথো যন্ত দিবাঃ কনকভূষিতঃ ।

স মে ভবতু স্প্রীতঃ পদ্মহন্তো দিবাকরঃ ॥২১

সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী পদ্মাসীন, সর্ক প্রাণিহৃদয়ে সন্নিবিষ্ট নারায়ণ—যিনিকেয়ুর, মকরকুণ্ডল, কিরীট ও হারধারী এবং শশ্চক্রধারী হিরণ্ময়বপু—তিনি সর্বদা ধোয় ( চিত্তনোয় ) । ১৭ ।

শশ্চক্রধারী, রবিমণ্ডলে স্থিত পদ্মাসিদ্ধিত অনন্ত অতীতকে বুদ্ধি পূর্বক ভঙ্গনা করি, তিনি স্বর্ণমূর্তি, সর্কদেবোত্তম, এবং বিচিত্র ভূষণে উজ্জল । ১৮ ।

ব্রহ্মাদিদেব এবং তপোধন ঋষিগণ এইরূপে দেবশ্রেষ্ঠ দেব নারায়ণকে কীর্ত্তন করেন । ১৯ ।

বেদ ও বেদাঙ্গ ধাহার দেহ, যিনি দিব্য দীপ্তিকর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মস্ব রক্তবর্ণ, সৃষ্টি সংহারকারক, এবং ধাহার দিব্য স্বর্ণভূষিত একচক্রমথ সেই পদ্মহন্ত দিবাকর আমার উপর প্রীত হউন । ২০।২১

আদিত্যঃ প্রথমং নাম দ্বিতীয়স্ত দিবাকরঃ ।  
 তৃতীয়ং ভাস্করঃ প্রোক্তং চতুর্থস্ত প্রভাকরঃ ॥২২  
 পঞ্চমং তু সহস্রাংস্তঃ ষষ্ঠং চৈব ত্রিলোচনঃ ।  
 সপ্তমং হরিনদনং অষ্টমং তু বিভাবন্তুঃ ॥ ২৩  
 নবমং দিনকৃতং প্রোক্তং দশমং দ্বাদশাঙ্ককম্ ।  
 একাদশং ত্রয়োমূর্তি বাদশং সূর্য্য এব চ ॥২৪  
 দ্বাদশাদিত্যনামানি প্রাতঃকালে পাঠেদ্রবঃ ।  
 দুঃষপ্ননাশনং চৈব সৰ্ব্বদুঃখং চ নশ্বতি ॥২৫  
 দক্ষকুষ্ঠহরং চৈব দারিদ্র্যং হরতে ধ্রুবম্ ।  
 সৰ্ব্বতীর্থপ্রদং চৈব সৰ্ব্বকামপ্রবৰ্দ্ধনম্ ॥ ২৬  
 যঃ পঠেৎ প্রাতঃকথায় ভক্ত্যা নিত্যমিদং নরঃ ।  
 সৌখ্যমায়ুস্তথারোগ্যং লাভতে মোক্ষমেব চ ।  
 অগ্নিমীলে নৃমন্তভ্যমিষেদ্বোজৈ স্বরূপিনে ।  
 অগ্নি আয়াহিবীতস্তং নমস্তে জ্যোতিবাংপতে ॥২৮  
 শরোদেবি নমস্তভ্যং জগচ্চকুর্নমোস্ততে ।  
 পঞ্চমায়োপদেবার নমস্তভ্যং নমোনমঃ ॥২৯

তাহার প্রথম নাম আদিত্য, দ্বিতীয় নাম দিবাকর, তৃতীয় ভাস্কর,  
 চতুর্থ প্রভাকর, পঞ্চম সহস্রাংস্ত, ষষ্ঠ ত্রিলোচন, সপ্তম হরিনদন,  
 অষ্টম বিভাবন্তু, নবম দিনকৃত, দশম দ্বাদশাঙ্কক, একাদশ ত্রয়োমূর্তি  
 (বেদব্রত মূর্তি) দ্বাদশ সূর্য্য। মনুষ্য আদিত্যের দ্বাদশ নাম  
 প্রাতঃকালে পাঠ করিলে, তাহা হইলে দুঃষপ্ন নাশ, সৰ্ব্বদুঃখ  
 নাশ হইবে, তাহার দক্ষ কুষ্ঠ নাশ হইবে, এবং দারিদ্র্য নাশ হয়;  
 সমস্ত তীর্থ লাভ হয় এবং সৰ্ব্বকাম সিদ্ধ হয়। ২২।২৩।২৪।২৫।২৬

যে মনুষ্য প্রতিদিন প্রাতঃকালে ভক্তিসহকারে ইহা পাঠ করে  
 সে সুখ, আয়ু, আরোগ্যলাভ করিয়া অস্তে মোক্ষলাভ করে। ২৭।  
 চারি বেদের চারিমন্ত্র অগ্নিমীলে প্রভৃতি তোমারই স্বরূপ  
 তোমাকে নমস্কার—পুনঃ পুনঃ নমস্কার। ২৮।২৯।

পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মপুংসঃ পদ্মকৃষ্ণঃ ।  
 সপ্তাশ্ববৎসংযুক্তো দ্বিভুজঃ শ্রাংসদাববিঃ ॥  
 আদিত্যশ্চ নমস্কারঃ যে কুর্ষন্তি দিনে দিনে ।  
 জন্মান্তর্বসহশ্রেষু দাবদ্র্যঃ নোপজায়তে ॥  
 উদয়গবিমূপেতং ভাস্ববঃ পদ্মহস্তঃ ।  
 নিখিলভূবনেনৈত্রং রত্নবস্ত্রোপমেষম্ ।  
 তিমিবকবিমূগৈস্ত্রং বোধকং পদ্মনীনাং  
 স্বববরমভিবন্দৈ শ্রবণং বিশ্ববন্দ্যম্ ॥  
 জবাকুসুমস্ফাণং কাশ্যপেবং মহাদ্রাতিম্  
 ধ্বাস্তাবিং সৰ্পপাণয়ং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ॥  
 ইতি আদিত্যহৃদয়-সূক্তস্তোত্রং ।

সূর্য্যাপদ্মাসন, পদ্মকর, পদ্মপুংস, পদ্মকৃষ্ণ, সপ্তাশ্ববৎসংযুক্ত, দ্বিভুজধারী ॥৩০॥

যাহাবা প্রতিদিন আদিত্যের নমস্কারি কবে তাহারা সহস্রজন্মেও  
 দুঃখিত হয় না ॥৩১॥  
 উদয় পুরুষে অদ্বিতীয়, হস্ত, পদ্মধারী, সমস্ত ভুবনে চন্দ্র-  
 স্বরূপ, সর্বোত্তম রত্নতুলা, অন্ধকাররূপ মাতঙ্গের সিংহস্বরূপ  
 পদ্মিনীর বোধক বিমূগৈস্ত্রং দ্বিভুজা, পদ্মকর দেবদেবী ভাস্ববঃ  
 (কৃষ্ণকর) অস্ত্রবন্দ্যম্ (৩ প্রকার) অস্ত্রবিশিষ্ট, তে হৃদয়োত্তরো  
 বাহুজোক্তস্বস্তিক্য বোধিত্বর্গরূপকরম্, মহাভূতি শাকীনাগক  
 কাবের হস্তা (শুক্র) এবং সৰ্পপাণনাশক সূর্য্যকে পূজ্য করি ॥৩২॥  
 ইতি আদিত্যহৃদয় সূর্য্যস্তোত্রং ।  
 ১৮মী সূর্য্যহৃত্যাক্রম্য সূর্য্যকৃত্যাদি ১৮ ভক্ত চরিত্র্যাত্মক

## শীতলাস্তোত্রম্ ।

শ্রীশীতলাঠৈ নমঃ । অস্ত্র শ্রীশীতলাস্তোত্রস্ত মহাদেব ঋষিঃ  
অহুষ্টুপ্‌ছন্দঃ, শীতলা দেবতা, লক্ষ্মীবীজং, ভবানী শক্তিঃ, সৰ্ব-  
বিষ্ফোটকনিবৃত্তয়ে জপে বিনিয়োগঃ ।

নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্তাং দিগম্বরাম্ ।

মার্কজনীকলসোপেতাং সূৰ্পালঙ্কৃতমন্তুকাম্ ॥

ঋক্ষ উবাচ ।

ভগবন দেবদেবেশ শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্ ।

নক্তমুহূৰ্ত্তশেষেণ বিষ্ফোটকভয়াপহম্ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

বন্দেহং শীতলাং দেবীং বিষ্ফোটকভয়াপহাম্ ।

বামাসাদা নিবর্ত্তেত বিষ্ফোটকভয়ং মহত্ ॥ ১ ॥

---

## শীতলাস্তোত্র ।

শ্রীশীতলাদেবীকে প্রণাম করি । শীতলাস্তোত্রের মহাদেব  
ঋষি, অহুষ্টুপ্‌ ছন্দ শীতলা দেবতা, লক্ষ্মীবীজ, ভবানীশক্তি সৰ্ব্ব  
প্রকার বিষ্ফোটক নিবৃত্তির নিমিত্ত জপে বিনিয়োগ (প্রয়োগ) ।  
গর্দভ উপরিস্থিতা, দিগম্বরী, সম্মার্কজনী ও কলসহস্তা ও মন্তকে  
কুলাধারিণী শীতলা দেবীকে নমস্কার করি । কাণ্টিকের জিজ্ঞাসা  
করিলেন—হে ভগবন্‌ সৰ্ব্ব দেবের ঈশ্বর ! বিষ্ফোটক ভয় নিবারক  
শীতলাদেবীর শুভ স্তব আমাকে অশেষ প্রকারে উপদেশ দিন ।

শীতলে শীতলে জ্বাহি যো ক্রমাদাহপীড়িতঃ ।  
 বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং কিপ্রং তন্তু প্রণশ্যতি ॥ ২ ॥  
 শীতলে জ্বরদগ্ধস্ত পুতিগন্ধগতস্য চ ।  
 প্রণষ্টচক্ষুষঃ পুংসস্ত্র্যামাহজীবনৌষধম্ ॥ ৩ ॥  
 শীতলে তনুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি দ্রুস্তাজান্ ।  
 বিস্ফোটকবিশীর্ণানাং ত্রমেকামৃতবর্ষিণী ॥ ৪ ॥  
 গলগণ্ডগ্রহা রোগা য়ে চাত্তে দারুণা নৃণাম্ ।  
 ত্বদমুখানমাত্রেণ শীতলে বাস্তি সংক্ষয়ম্ ॥ ৫ ॥  
 ন মন্ত্রে নৌষধং তন্তু পাপরোগস্য বিদ্যাতে ।  
 ত্রমেকা শীতলে জ্বাত্রী নানাং পশ্যামি দেবতাম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন । যাহাকে আশ্রয় করিলে মহৎ বিস্ফোটক ভয় নিবৃত্ত হয়, সেই বিস্ফোটকভয়-নাশিনী শীতলাদেবীকে আমি বন্দনা করি । ১ । যে দাহ পীড়িত হইয়া, হে শীতলে, হে শীতলে, আমাকে মুক্ত কর এই কথা বলিতে থাকে তাহার ভয়ানক বিস্ফোটক জনিত ভয় শীঘ্র বিনষ্ট হয় । যে শীতলে, জ্বরদগ্ধ, পুতিগন্ধগাপ্ত, নষ্টচক্ষু পুরুষের তোমাকেই জীবনৌষধ বলিয়াছেন (ঋষিরা) । ৩ । হে শীতলে মহুস্ত্রগণের দুঃসাধ্য দৈহিক ব্যাধি তুমি দূর করিয়া থাক, এবং বিস্ফোটকবিশীর্ণ ব্যক্তিগণের তুমি একমাত্র অমৃতবর্ষিণী । ৪ । হে শীতলে মহুস্ত্রদিগের গলগণ্ড ও গ্রহ-জন্ম দারুণ রোগ সকল তোমার অমুখান মাত্র ক্ষয় হয় । ৫ । এই সকল পাপ রোগের মন্ত্র ও ঔষধ নাই, হে শীতলে তুমিই ইহার



যুগলতন্তুসদৃশীং নাভিস্তম্মাধাসংস্থিতাম্ ।  
 যন্তাং সক্ষিস্তয়েন্দেবি তন্তু মূতান্ জায়তে ॥  
 যন্তামৃদকমধ্যে, তু, ধ্যাত্বা, যন্তপুঞ্জয়েন্নরঃ ।  
 বিক্ষেপটিকুভয়ং ঘোবং গৃহে তস্য ন জায়তে ॥ ১  
 অষ্টকং শীতলাদেব্যো যো নরঃ প্রপঠেৎ সদা ।  
 বিক্ষেপটিকভয়ং ঘোবং গৃহে তস্য ন জায়তে ॥  
 শ্রোতবাং পঠিতব্যঞ্চ শ্রদ্ধাভক্তিসম্মুখিতৈঃ ।  
 উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্তায়নং যতঃ ॥  
 শীতলে ত্বং জগন্মাতা শীতলে ত্বং জগৎপিতা ।  
 শীতলে ত্বং জগদ্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমো নমঃ ॥  
 রাসভোগকুভৈশ্চৈব খরো বৈশাখনন্দনঃ ।  
 শীতলাবাহনশ্চৈব দূর্ধ্বা কন্দানিকুন্তনঃ ॥

ত্রাণকারিণী, অস্ত্র দেবতা দেখিনা। ৬। নাভি ও হৃদয়মধ্যে সংস্থিত।  
 যুগলতন্তুসদৃশী স্তম্মাধাসংস্থিতাম্ তোমাকে যে চক্ষু কপের, হেঁ দোঁষি,  
 তাঁহার মূতাই হয় না। ৭। যৈ মূতায় জলমধ্যে (ঘটিল) হতোমাৎ  
 যন্তঃ করিয়া পুঞ্জ্য করিত, তাহার গৃহে ভয়ানক বিক্ষেপটিক ভয় হয়।  
 ৮। যৈ শীতলাদেবীর এই জাই শ্রোতুম্বর সর্বদা পাঠ করি।  
 তাহার গৃহে ভয়ানক বিক্ষেপটিক ভয় জন্মায় না। ৯। ভক্তিপ্রদা  
 সময়িত ব্যক্তিগণ কর্তৃক ইহা শ্রোতব্য ও পঠিতব্য, উপসর্গবিনাশের  
 নিমিত্ত ইহা যতঃ পঠিতঃ ১০। হেঁ শীতলে তুমি জগন্মাতা, জগৎপিতা  
 জগদ্ধাত্রী হেঁ শীতলায়ৈ নমো নমঃ ১১। রাসভোগকুভৈশ্চৈব খরো বৈশাখ  
 নন্দন, শীতলাবাহন এবং দূর্ধ্বা কন্দানিকুন্তন এই গর্দভের নাম শুনি

এতানি খরনামানি শীতলাগ্রে তু যঃ পঠেৎ ।  
 তস্য গেহে শিশুনাক শীতলাক ন জায়তে  
 অষ্টকং শীতলাদেব্যা ন দেয়ং যস্য কসাচিৎ ।  
 দাতব্যং হি সদা তস্মৈ ভক্তিশ্রদ্ধাষিতো হি যঃ ॥  
 ইতি স্বল্পপুরাণে শীতলাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

### যজ্ঞোত্তোত্রম্ ।

স্তোত্রং শৃণু মনিশ্রেষ্ঠ সৰ্ব্ব কামপ্রভাবহম্ ।  
 আজ্ঞাপদঞ্চ যাক্ষে যাং গুঢ়ং বেদেয়ং নারদঃ ॥ ১ ॥  
 প্রিয়ব্রত উবাচ ।  
 নমো দেবৈবা মহাদেবৈ সিদ্ধৈশ্চ শাস্ত্রৈশ্চ নমো নমঃ ।  
 শুভায়ে দেবসেনায়ে যজ্ঞদেবৈ নমো নমঃ ॥ ২ ॥

পাঠ করেন, তাহার গৃহে শিশুদিগের ও শীতলাগিরি হয় না । ১২  
 ১৩ । এই শীতলাষ্টক বাহ্যিক তাহারই দেওয়া উচিত নহে ।  
 ব্যক্তি ভক্তি শ্রদ্ধা বিশিষ্ট হইয়া সৰ্ব্বদা তাহারই দেওয়া উচিত ।  
 ইতি শীতলাষ্টক সমাপ্ত ।  
 যজ্ঞোত্তোত্রম্ ।  
 হে মনিশ্রেষ্ঠ (নারদ) সৰ্ব্বপ্রকার অভ্যুত্তি এবং মঙ্গলকর,  
 সকলের আজ্ঞাপদ, বেদেতে অতি গুঢ় স্তোত্র শ্রবণ কর । ১ । যিনি  
 দেবী, মহাদেবী, সিদ্ধ শাস্ত্র স্বরূপ শুভা, দেবসেনা, যজ্ঞদেবী

বরদাটের পুত্রদাটের ধনদাটের নমো নমঃ ।

সুখদাটের মোক্ষদাটের ষষ্ঠীদেব্য নমো নমঃ ॥ ৩ ॥

শক্তিবঠাংশুরূপাটের সিদ্ধাটের চ নমো নমঃ ।

মায়াদাটের সিদ্ধযোগিনী ষষ্ঠীদেব্য নমো নমঃ ॥ ৪ ॥

সারাদাটের সারদাটের চ পবিত্রের সর্বকারিণ্য ।

বালাধিষ্ঠাতৃদেব্য চ ষষ্ঠীদেব্য নমো নমঃ ॥ ৫ ॥

কল্যাণদাটের কলাণ্য কলদাটের চ কাম্যগাম্ ।

প্রত্যক্ষাটের চ ভক্তানাং ষষ্ঠীদেব্য নমো নমঃ ॥ ৬ ॥

পূজ্যাদাটের স্বন্দকাস্তাটের সর্ব্ববাং সর্ব্বকাম্যহু ।

দেবরক্ষণকারিণ্য ষষ্ঠীদেব্য নমো নমঃ ॥ ৭ ॥

শুদ্ধসত্ত্বরূপাটের বলিতাটের নৃণাং সদা ।

হিংসাক্রোধবর্জিতাটের ষষ্ঠীদেব্য নমো নমঃ ॥ ৮ ॥

তীহাকে বার বার প্রণাম করি । ২ । যিনি বরদা, পুত্রদা, ধনদা, সুখদা, মোক্ষদা ষষ্ঠীদেবী তীহাকে বার বার প্রণাম করি । ৩ । যিনি শক্তির ষষ্ঠাংশুরূপ, সিদ্ধা, মায়াদা, সিদ্ধযোগিনী ষষ্ঠীদেবী তীহাকে বার বার প্রণাম করি । ৪ । যিনি সকলের সারা, সার দায়িনী, পরা, সর্বকারিণী, বালকগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই ষষ্ঠীদেবীকে বার বার প্রণাম কবি । ৫ । যিনি কল্যাণদায়িনী, কল্যাণী, কাম্যফলদায়িনী এবং ভক্তগণের প্রত্যক্ষমূর্ত্তি সেই ষষ্ঠীদেবীকে বার বার প্রণাম কবি । ৬ । যিনি সকলের সকল কাম্যে পূজ্য, কাঙ্ক্ষিককাম্য দেবরক্ষণকারিণী ষষ্ঠীদেবী তীহাকে বার বার প্রণাম করি । ৭ । যিনি শুদ্ধ সত্ত্বরূপা, মহত্ত্বগণের সর্বদা বন্দিত, হিংসা ক্রোধ বর্জিত

ধনং দেহি প্রিয়াং দেহি পুত্রং দেহি সুরেশ্বরি ।  
 ধর্মং দেহি যশো দেহি যষ্টীদেবৈ নমো নমঃ ॥ ৯ ॥  
 দেহি ভূমিং প্রজাং দেহি বিদ্যাং দেহি স্থপূজিতে ।  
 কল্যাণঞ্চ জয়ং দেহি যষ্টীদেবৈ নমো নমঃ । ১০ ॥  
 ঈতি দেবীঞ্চ সংস্কৃত্য লেভে পুত্রং প্রিয়ব্রতঃ । \*  
 বশশ্বিনঞ্চ রাজেন্দ্রং যষ্টীদেবীপ্রসাদতঃ ॥ ১১ ॥  
 যষ্টীস্তোত্রমিদং ব্রহ্মন্ যঃ শৃণোতি চ বৎসরম্ ।  
 অপুত্রো লভতে পুত্রং বরং স্থচিরজীবিনম্ ॥ ১২ ॥  
 বর্ষমেকঞ্চ বা তন্তুয়া সংস্কৃত্যোদং শৃণোতি চ ।  
 সৰ্বপাপবিনির্মুক্তা মহাবক্ষ্যা প্রসূরতে ॥ ১৩ ॥  
 বীরপুত্রঞ্চ শুণিনং বিদ্যাবন্তং বশশ্বিনম্ ।  
 সা চিরায়ুঃস্বস্ত্যেব যষ্টীদেবী প্রসাদতঃ । ১৪ ॥

যষ্টীদেবী তাঁহাকে প্রণাম করি। ৮ । হে সুরেশ্বর, ধন দাও প্রিয়  
 পত্নী দাওপুত্র দাও, ধর্ম দাও যশ দাও আমি যষ্টীদেবীকে বার বার  
 প্রণাম করি। ৯ । হে স্থপূজিতে ! ভূমি দাও সম্ভুতি দাও বিজ্ঞা দাও  
 কল্যাণ ও জয় দাও, আমি এই সকলের দাত্রী যষ্টীদেবীকে বার বার  
 প্রণাম করি। ১০ । প্রিয়ব্রত রাজা এইরূপে যষ্টীদেবীকে স্তব করিয়া  
 যষ্টীদেবীর অনুগ্রহে বশশ্বী রাজকুমার লাভ করিয়াছিলেন। ১১ ।  
 হে ব্রাহ্মণ ! যে ব্যক্তি এই যষ্টীস্তোত্র সংবৎসর কাল শ্রবণ করে  
 সে অপুত্র হইলে চিরজীবী হইবে পুত্র লাভ করে। ১২ । যে ক্রীলোক  
 এক বৎসর ইহা তত্ত্বিপূরক পাঠ করিয়া শ্রবণ করে সে মহাবক্ষ্যা  
 হইলেও সৰ্বপাপ মুক্ত হইয়া যষ্টীদেবীর অনুগ্রহে বীর, শুণী, বিজ্ঞা-  
 বান, বশশ্বী চিরায়ু পুত্র লাভ করে। ১৩ । ১৪ । যে নারী কাকবক্ষ্যা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

का क व ल ङा ह वा न ना सौ मृदा पा द्वा ५. या अवे २५ . ५

বর্ষঃ শ্রাবণ মাসঃ পূর্ণিমা তিস্তিঃ বিজয়া দশমীঃ ১৬ ১৫ ১৪

বোম্বাই-চন্দ্র গঙ্গা, দাগিলা, লাক্ষ্য, শুল্লো ক্রিক্ট

যালাক মেচায়েক বালাক যক্ষিদের সন্তান: ॥ ৬৬ ॥

ইতি-ব্রহ্মসংহিতাপ্রবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে মতীয়া চতুর্থঃ সূত্রঃ।

॥ ८८ मङ्गलार्थार्थविनायकानामस्तु ॥ १८ '८८८' ॥

विश्वं दमपिदम्यामाननगवातुन्यं निजोत्तुगुत्तु १२. १०।

'पञ्चानामाद्यानि मयि विवर्तन्ते' इति वाक्ये 'तु' यथा निश्चितम् ।

বঃ সান্দীকুরুতে প্রবেশসময় স্বাশ্রমমেবাবয়

তমৈশ্ৰী গুরুমহোদয়ে নমঃ সৰ্ব্বৈশ্ৰীদক্ষিণামৃতো ॥ ১ ॥

বা মৃতদেহ। সে বস্তুদেবার অল্পগ্রহে স.বৎসরকাল এই স্তব শ্রবণ

করিলে পুত্রলাভ করে। ১৫। বালক রোগ যুক্ত হইলে, মাতাপিতা

একমাস যদি ইহা শ্রবণ কবেন, তাহা হইলে ষষ্ঠীদেবীর অনুগ্রহে

বালক রোগ মৃত্যু হয়।

[illegible]

ନୀଳ ହାତ ଚାରିଆଡ଼ିକ ଶିଳିକାଗୁଡ଼ିକଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ନୀଳ ହାତ ଏ ପଦ୍ମକ

১৯৩৬ চক্ৰ ক্যাণ্ডিডাচিৰ প্ৰায় হুইল'ভাৰ বহুতালী ০৫। চৌক মাণ্ড  
দৰ্পণমাধ্য দখমান নগৰাতলা এউ বিখাক নিজৰ স্বাক্ষৰ

৫৫। নতিব্রাহ্মণ্যক লোক হাঁসিকুতার বিশেষ ব্যাঘ্রভুক্তি চানিহাতি  
 জাতিভাষ্যে অবস্থিত আদিয়া-জাতির আনায়ে অবস্থঃ বহিঃ প্রকাশিত

बुधवारि हाराङ्गसम्पत्तक (काठमाडौं) को आचार्यको स्वागतार्थ भर्ति

ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ४८ । ७८ । ह्यक आन आन आनतो ह्यक आन

বীজস্যান্তরিবাকুরো জগদিদং প্রাণনিবিকুলং পুন-  
 মায়াকুলিত্ত্বকালকলনাবৈচিত্র্যচিত্তকৃত্য  
 মায়ানীলবিরজন্তুতাপি মহামোগীর মঃ স্বেচ্ছয়া ॥ ১ ॥

তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নমঃ ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তিস্তোত্রং ॥ ২ ॥  
 যটমোবক্ষুণং সলায়কমদং কলার্থকম ভাসতে ॥

সাক্ষাৎ তত্ত্বমসীতি বৈদবচসা বো বোধয়ন্ত্যভির্ভান্ ।  
 যৎসাক্ষাৎকরণান্তবেদ পুনরাবৃত্তির্ভবাত্তোনিধৌ ॥

তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নমঃ ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তিস্তোত্রং ॥ ৩ ॥

তাৎপর্যম্—দর্পণ-মধ্যে যেরূপ নগরী দৃষ্ট হয়, তদ্রূপে দর্পণে  
 বাস্তবিক নগরের জ্ঞান না থাকিলেও যেরূপ প্রতিবিম্বিত হয়,  
 আত্মাতে বিশ্ব তদ্রূপ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, কিন্তু যীশ্বা কর্তৃক  
 সৃষ্ট, স্বতন্ত্র নগরী তুল্য বিশ্ব পৃথক্ অস্তিত্ব হয়, আগুরু  
 জগতের উদ্দেশ্য স্বপ্ন বা স্বতন্ত্র বিশ্ব অপগত হইয়া আসিয়াছে  
 প্রতীতি হয়; সেই অধিতার আত্মাকে যিনি দর্শন করেন সেই  
 গুরুমূর্তি দক্ষিণামূর্তিকে শ্রীয়ায় ॥

৩৮। বাস্তবের মধ্যে যেরূপ অঙ্কুর নিহিত থাকে তদ্রূপ শ্রীখর্মে নির্বিকর  
 (নাম রূপাদি রহিত) এবং পূর্ণ, মায়াকর্তৃক দেহ কাল-  
 স্থানাদি বিচিত্রতার চিত্রকৃত ভূগুণ ঐশ্বর্যালিঙ্গের ভাস্কর মহামোগীবৎ  
 স্বেচ্ছয়াইচ্ছয়া সনাক্ষেপে যিনি প্রকাশিত করেন সেই গুরুমূর্তি দক্ষিণামূর্তি  
 মূর্তিকে সাক্ষাৎ কর ॥ ৩ ॥ তাৎপর্যম্—১। তদ্রূপ ব্যাচরণী-ভাষায়  
 ২। অঙ্কুরের সহিত অঙ্কুর বিকাশ করেন প্রত্যক্ষ অঙ্গসংগমে প্রকাশিত

তইয়া থাকে, সেই আত্মাকে “তত্ত্বমসি” এই বেদ বাক্য দ্বারা যিনি  
 প্রকাশ করেন তাহাকে দক্ষিণামূর্তি মূর্তি মাত্রে মূর্তি মূর্তি মূর্তি

নানাচ্ছিপ্রষট্টোদয়স্থিতমহাদীপপ্রভাভাস্বরং

জ্ঞানং বস্য তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃ স্পন্দতে ।

জানামৌতি তমেব ভাস্তমহুভাত্যোতৎ সমস্তং জগৎ

তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৪

দেহপ্রাণমপীন্দ্রিয়ান্যপি চলাং বুদ্ধিং চ শূন্যং বিহুঃ

স্ত্রীবালাকুজডোপমাস্তহমিতি ভ্রান্ত্যা ভৃগুং বাদিনঃ ।

মায়াশক্তিবিলাসকল্লিতমহাব্যামোহসংহারিণে

তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৫

বাহুগ্রন্থদ্বিবাকরেন্দুসদৃশো মায়াসমাচ্ছাদনাং

সন্নাতঃ করণোপসংহরণতো যোহভূৎ স্মৃষ্টঃ পূমান্ ।

প্রাগবাস্পমিতি প্রবোধসময়ে যঃ প্রত্যভিজায়তে

তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৬

শিশ্নাগণকে বুঝাইয়া দেন—যে আত্মার সাক্ষাৎকার হইলে সংসার-সমুদ্রে আর পুনরাবর্তন হয় না—সেই গুরুমূর্তি দক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার । ৩ ।

বহুছিদ্র বিশিষ্ট ঘট মধ্যস্থ মহাপ্রদীপ-প্রভাদীপ্ত যাহার জ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় পথে বহিঃ স্পন্দিত হয়, আমি জানি সেই প্রকাশিভের ( আত্মার ) অন্তপ্রকাশিত ( পশ্চাৎ প্রকাশিত ) এই জগৎ—এরূপ দক্ষিণামূর্তিধারি গুরুমূর্তিকে নমস্কার । ৪ ।

দেহ প্রাণ ইন্দ্রিয় চঞ্চলবুদ্ধি এ সমস্ত শূন্য, কিন্তু স্ত্রী বালক অন্ধ জড় তুল্য ভ্রান্ত জনগণ নিরন্তর আমি আমি বলিয়া থাকে, মায়াশক্তি বিলাসে কল্লিত যে মহামোহ তাহারই এই প্রভাব—সেই মোহকে যিনি সংহার করেন সেই দক্ষিণামূর্তিধারী গুরুমূর্তিকে নমস্কার । ৫ ।

বাহুগ্রন্থ চন্দ্রসুৰ্য্যের ত্রায় মারায় আচ্ছাদনে সন্নাত পুরুষ ইন্দ্রিয়,

বাল্যাদিষ্পি জাগ্রদাদিসু তথা সর্কাস্ববহাষপি  
 ব্যাবৃত্তা স্বহুবর্তমানমহমিত্যন্তঃসূরন্তঃ সদা ।  
 স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো মুদ্রয়া ভদ্রয়া  
 তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৭

বিশ্বং পশুতি কার্য্যকারণতয়া স্বস্বামিসম্বন্ধতঃ  
 শিষ্যাচার্য্যতয়া তথৈব পিতৃপুত্রাচ্ছাত্মনা ভেদতঃ ।  
 স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এব পুরুষো মায়াপরিভ্রামিত  
 তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৮

গণের উপসংহারে সুসুপ্ত হইয়া—জাগরণ কালে আমি ঘুমাইয়াছিলাম  
 বলিয়া যাহার চৈতন্ত থাকে সেই গুরুমূর্তি দক্ষিণামূর্তিকে  
 নমস্কার । ৬ ।

বাল্যাদি (যৌবন, বার্ক্য) জাগ্রৎ স্বপ্ন সুসুপ্তি সমস্ত অবস্থার  
 ব্যাবৃত্তি কালেও যিনি অন্তঃসূরিত থাকেন, ভজনাকারিগণের  
 উৎকৃষ্ট মুদ্রা প্রদর্শন করত যিনি স্বকীয় আত্মার সাক্ষাৎকার  
 করেন সেই গুরুমূর্তি দক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার । ৭ ।

যিনি আত্মার ভেদ বুদ্ধিতে বিশ্বকে কার্য্যকারণরূপে অর্থাৎ  
 স্বয়ং ও স্বামী, শিষ্য ও আচার্য্য, পিতা পুত্র এইরূপ পৃথকরূপে দর্শন  
 করেন এবং স্বপ্নে বা জাগরণে যে পুরুষ মায়া কর্তৃক পরিভ্রামিত  
 হন—সেই গুরুমূর্তি দক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার । ৮ ।





চিত্রং বটতরোশ্চ লেখ্যঃ শিখ্য গুরুমূর্তিঃ ।

গুরোস্ত মোনং ব্যাখ্যানং শিখ্যাস্ত ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ১২

ওঁ নমঃ প্রণবার্থ্য গুরুদক্ষিণামূর্তয়ে ।

নিখলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ ॥ ১৩

নিধয়ে সর্ববিদ্যানাং ভিক্ষকে ভবদ্বাগিকাম্ ।

গুরবে সর্বলোকানাং দক্ষিণা মূর্তয়ে, নমঃ ॥ ১৪

মৌনব্যাখ্যাপ্রকটিতপবত্রক্ষ তত্ত্বং যুগানং

বর্ধিষ্ঠাষ্টৈবসদৌষগণৈর্নাপাতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ ।

আচায্যেন্দ্রং করকালং তচিদ্মদমানন্দকপং ।

স্বাত্মবামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্তমাভে ॥ ১৫

কৃতি শ্রীমৎপরমং সপ্তবিবাহকীর্ত্য শ্রীবজ্রহাচার্য্য বিবৃতিতঃ

দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

ইহা বড় বিচিত্র যে বটতরু ব ও সে শিখ্য বা বুদ্ধ এবং গুরু যুবা \*  
এবং গুরু মৌন অবস্থিত এবং শিখ্যাগণেব সর্ব সংশয় ছেদ  
হইয়াছে । ১২ ।

প্রণবার্থ বরুপ শুদ্ধ জ্ঞানমাত্র মূর্তিস্বরূপ নিখলা প্রশান্ত দক্ষিণা-  
মূর্তিকে লক্ষ্য করি ১৩ ।

সর্ব বিদ্যার নিধান ভবদ্বাগীগণের ভিক্ষু (চিকিৎসক), সর্ব  
লোকের গুরু দক্ষিণামূর্তিকে নমস্কাৰ ॥ ১৪ ।

যিনি মৌন ভাবে আসান থাকিয়া পরব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত  
করিতেছেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ বুদ্ধাযুগপাত যুবা, আচায্যশ্রেষ্ঠ, হস্তে জ্ঞান-  
মুদ্রা উপকারী আনন্দস্বরূপ স্বাত্মারাম মুদিতবদন সেই দক্ষিণা-  
মূর্তিকে নমস্কাৰ (পূজা) করি ১৫ ।

\* শিষ্যগণ নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া এবং নানা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া  
হইয়াছেন গুরুদেবকে যুবা ।

## শ্রীপুরুষসূক্তমন্ত্ৰঃ ।

(বোড়শোপচারেণ বৈদিকপূজা) ।

ওঁ সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।

সভূমিং সৰ্ব্বতোবৃহাত্যতিষ্ঠদশাকুলম্ ॥ ১

পুরুষ এবৈদং সৰ্বং যদভূতং যচ্চ ভাব্যম্ ।

উতামৃতশ্চৈশানো যদগ্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ।

ত্রিপাদুধ্বং উদৈৎ পুরুষঃ পাদোহশ্চৈহাভবৎপুনঃ

ততো বিষঙ্ ব্যক্রামৎসাশনানশনে অভি ॥ ৩ ॥

সেই অনন্ত মন্তক, অনন্ত চক্ষু, অনন্তপদ পুরুষ এই সমগ্র বিশ্ব সৰ্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া সৰ্ব্বজীবের নাভির উর্দ্ধ দশাকুলি পরিমিত স্থানে অর্থাৎ হৃদয়ে বিরাজমান আছেন । ১ । (এই মন্ত্রে মহাপুরুষের আবাহন কর্তব্য)

(সেই) পুরুষই এই বর্তমান কালীন পরিদৃশ্যমান জগৎ, এবং অতীত কালীন ও ভবিষ্যৎ কালীন সমস্ত সেই পুরুষ, আরও অগ্নাদি ভক্ষণে যে জীব পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করে তাহাও (সেই) পুরুষ এবং মোক্ষদাতাও সেই পুরুষ হন । ২ । (এই মন্ত্রে আসনদান কর্তব্য) ।

(এই) পুরুষের উক্ত প্রকার সৰ্ব্বদেশকালব্যাপিত ও মোক্ষদাতৃত্ব মহিমা আছে, এই নিমিত্ত এই পুরুষ সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ । চরাচরাঙ্গক সমস্ত বিশ্ব পুরুষের এক পাদ (অংশ) অত্র তিন পাদ স্বকৃৎ স্বজু সামাজিক স্বর্গে অমৃত বা মোক্ষের দ্বার স্বরূপ আছেন । (এই মন্ত্রে পাণ্ডু দানীয়) । ৩

এতাবানস্ত মহিমাংস্তা জ্যায়াম্শচ পুরুষঃ ।

পাদোহস্ত বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতংদিবি ॥ ৪

ততো বিরাজজায়ত বিরাজোহৃষিপুরুষঃ ।

স জাতোহত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ ॥ ৫

তস্মাদ্ যজ্ঞাং সৰ্ব্বহৃতঃ সংভূতং পৃষদাজাম্ ।

পশুংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্য গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৬ ॥

এই চতুস্পাদ লক্ষণাক্রান্ত পুরুষের যিনি ত্রিপাৎ—ঋক্ যজু সামাত্মক পুরুষ, তিনি কর্মবদ্ধ স্থাবর জঙ্গমাদির উপরে ভগবান্ আদিত্যরূপে অভূদিত হইলেন, এই পুরুষের চতুর্থ পাদ (অংশ) কশ্মের অধিকারী ও অনধিকারী জীবগণের শরীর ব্যাপিয়া হিরণ্যগর্ভ রূপে অবস্থান করিয়াছিলেন, অনন্তর সেই পুরুষ সমস্ত বিশ্বব্যাপী হইলেন (এই মন্ত্রে অর্থ্য দান কর্তব্য) ॥ ৪ ।

সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ হইতে ব্রহ্মা জন্মিলেন, ব্রহ্মা হইতে মনু জন্মিলেন সেই মনু পুরুষ অগ্রে এবং পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর অতিরিক্ত অর্থাৎ অধিক হইয়াছিলেন ॥ ৫ । (এই মন্ত্রে পুরুষকে আচমনীর জল দান কর্তব্য) ।

সেই চতুস্পাদ লক্ষণ স্বর্কযজ্ঞ স্বরূপ যজ্ঞ পুরুষ হইতে আজ্য (দধি মিশ্রিত হবি) উৎপন্ন হইয়াছিল সেই উৎপন্ন হবি বায়ুদৈবত —গ্রাম্য এবং আরণ্য পশুগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৬ । (এই মন্ত্রে পুরুষকে প্রানীয় জল দিতে হয়) ।

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহৃতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে ।

ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৭

তস্মাদস্থানজায়ন্ত যৈ কে চোভয়াদিতঃ ।

গাবোহজ্ঞিরে তস্মান্তিস্মাজ্জাতী অজ্ঞা বঃ ॥ ৮ ॥

তং যজ্ঞং বর্চিষি প্রৌকিন্ পুরুষং জাতিমগ্রতঃ ॥

তেন দেবা অযজন্ত সোধ্যন্ত ঋষয়ন্ত যৈ ॥ ৯ ॥

যং পুরুষং বাদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্ ।

মুখং কিমশ্রাদাৎ কিং বাহু কিমুক্ পাদা উচ্যেতে ॥ ১০ ॥

সেই সর্বযজ্ঞস্বরূপ যজ্ঞ পুরুষ হইতে ঋক ও সাম বেদ জন্মিয়া-  
ছিলেন, গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ জন্মিয়াছিল এবং পুরুষ হইতে যজু বেদ  
সকল জন্মিয়াছিল ॥ ৭ ॥ (এই মন্ত্রে আচ্ছাদন দান করা কর্তব্য) ।

সেই সর্বযজ্ঞ স্বরূপ যজ্ঞ পুরুষ হইতে অশ্বগণ এবং দুই পাটী  
দন্ত বিশিষ্ট পশুগণ জন্মিয়াছিল, সেই যজ্ঞপুরুষ হইতে গো, ছাগ  
এবং মেষ জন্মিয়াছিল ॥ ৮ ॥ (এই মন্ত্রে যজ্ঞপুরুষকে যজ্ঞোপবীত  
দান কর্তব্য) ।

যজ্ঞ-সাধন-ভূত সেই অগ্রেজাত যজ্ঞময় পুরুষকে ব্রহ্মা প্রভৃতি  
দেবগণ, সাধ্যগণ ও ঋষিগণ কুশে প্রোক্ষণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ  
যজ্ঞ পুরুষকে প্রোক্ষণাদি সংস্কারে সংস্কৃত করিয়াছিলেন, সেই  
যজ্ঞসাধনভূত পুরুষ দ্বারা তাঁহারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ (এই  
মন্ত্রে পুরুষকে গন্ধ দান কর্তব্য) ।

দেবাদি যৈ যজ্ঞপুরুষকে প্রোক্ষণাদি সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া

ব্রাহ্মণেহিহু মুখমাসীদ বাহুরাগ্ন্যঃ কৃতঃ ।  
 উরু তদন্ত যবৈশ্চ পদ্মাং শূদ্রোহিজায়ত ॥ ১১ ॥  
 চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যোহিজায়ত ।  
 শ্রোত্রাঘ্রায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত ॥ ১২ ॥  
 নাত্যা আসীদন্তরীক্ষং শীর্ষোহ্যোঃ সমবর্ত্তত ।  
 পদ্মাং ভূমিদ্ভিশ্চ শ্রোত্রাং তথা লোকানকল্পয়ন্ ॥ ১৩ ॥  
 যৎ পুষ্কঃ যৎ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত  
 বসন্তোহিস্রাসাদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্যাঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ১৪ ॥

ছিলেন তাঁহাকে কত প্রকারে বিভাগ করিয়াছিলেন? পুরুষের  
 মুখ বাহু উরু পাদ কি হইয়াছিল? ১১। (এই মন্ত্রে পুষ্প দান  
 কর্তব্য)।

ব্রাহ্মণ এই পুরুষের মুখ হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয় ইহার বাহু  
 হইয়াছিল, বৈশ্য উরুদ্বয় বৈশ্য হইয়াছিল এবং শূদ্র ইহার পদ  
 হইয়াছিল ॥ ১১। (এই মন্ত্রে পুরুষের ধূপ দান কর্তব্য)।

এই পুরুষের মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য, বর্ণ হইতে বায়ু  
 এবং প্রাণাদি পঞ্চবায়ু এবং মুখ হইতে অগ্নি জন্মিয়াছিল ॥ ১২  
 (এই মন্ত্রে যজ্ঞ পুরুষকে দীপ দান কর্তব্য)।

এই পুরুষের নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, পদদ্বয়  
 হইতে পৃথিবী এবং কর্ণ হইতে দিক্ সকল উৎপন্ন হইয়াছিল, এই  
 পুরুষ দেব মনুষ্যাদি সমস্ত লোক কল্পনা করিয়াছিলেন ॥ ১৩। (এই  
 মন্ত্রে মহাপুরুষকে নৈবেদ্য দান কর্তব্য)।

দেবগণ যে পুরুষ অর্থাৎ যে যজ্ঞসাধনভূত স্তুত কিংবা যে পশুভূত  
 যজ্ঞসাধন পুরুষ দ্বারা যজ্ঞ সাধন করিয়াছিলেন, বসন্ত সেই যজ্ঞের  
 স্তুত, গ্রীষ্ম সেই যজ্ঞের সমিধ্ (যজ্ঞকাষ্ঠ) এবং শরৎ সেই যজ্ঞের  
 পুরোডাশ্ (পিষ্টক) হইয়াছিল ॥ ১৪। (এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি  
 দিতে হয়)।

সপ্তান্তাসন্ পরিধয় জিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃত্যঃ

দেবা বদ্ যজ্ঞঃ তদ্বান্না অবধন্ পুরুষঃ পশুন্ ॥ ১৫ ॥

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবান্তানি ধর্ম্মাণিপ্রথমাভাসন্

তেহনাকং মহিমানং স চন্ত যত্রপূর্কে সাধ্যাঃ সন্তিদেবাঃ ॥১৬॥

দেবগণ যে যজ্ঞে পশুভূত যজ্ঞ পুরুষকে বধ করিয়াছিলেন, লবণাদি সপ্ত সমুদ্র বা ভূরাদি সপ্তলোক যেই যজ্ঞ ভূমির বেষ্টন হইয়াছিল, একবিংশতি সংখ্যক গায়ত্রীউষ্ণিক্ আদি ছন্দ সেই যজ্ঞের সমিধ্ বিষ্ঠিত হইয়াছিল ॥ ১৫ ॥ (এই যজ্ঞে পুরুষকে প্রদক্ষিণ করিতে হয়) ।

ইন্দ্রাদি দেবতারা যজ্ঞসাধনভূত পুরুষ অথবা হবিবাদি দ্বারা যজ্ঞ পুরুষকে পূজা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত যজ্ঞসাধনরূপ স্বর্গজনক ধর্ম্মকর্ম্ম প্রথম হইয়াছিল, এই হেতু যে স্বর্গে পূর্কে আদিভূত দেব সাধ্য প্রভৃতি বর্তমান ছিলেন, ত্রাঙ্গগণ এইরূপে যজ্ঞ করিয়া সেই স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥ (এই যজ্ঞে হে ভগবন্ যজ্ঞপুরুষ আপনি স্বর্গে গমন করুন এই বলিয়া বিসর্জন করিতে হয়) ।

ইতি ত্রীপুরুষশ্রুত সমাপ্ত ।

সমাপ্ত ।

# স্তোত্ররত্নমালা

দ্বিতীয় ভাগ ।



উপমন্যুকৃতং শিবস্তোত্রম্ ।

জয় শঙ্কর পার্বতীপতে মৃড় শস্তো শশিধ্বজমণ্ডন ।

মদনাস্তক ভক্তবৎসল প্রিয়কৈলাস দয়াস্বধামুখে ॥ ১

সহপায়কথাস্বপণিতো হৃদয়ে হুঃখশরেণ খণ্ডিতঃ

শশিধ্বজ-শশিধ্বজ-মণ্ডনঃ শরণং যামি শরণ্যামীশ্বরম্ ॥ ২

মহতঃ পরিতঃ প্রসর্পতস্তমসো দর্শনভেদিনোভিদে ।

দিননাথ ইব স্বতেজসা হৃদয়ব্যোমি মনাগুদেহিনঃ ॥ ৩

হে পার্বতীপতি মৃড় শঙ্কু শশিভূষণ মদনাস্তক ভক্তবৎসল  
কৈলাসপ্রিয়, দয়ানিধি শঙ্কর তোমার জয় হউক । ১ ।

আমি সহপায়ের কথাতে বিমুখ, ( সে নিমিত্ত ) আমার হৃদয়  
হুঃখরূপবাণে বিদ্ধ হইতেছে ; ( সূতরাং ) আমি আশ্রয়ণীয় শশাঙ্ক  
শেখর মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম । ২ ।

দৃষ্টিবৈষম্যজনক চতুর্দিকে—প্রসর্পণশীল অতি মহৎ তমোগুণের  
নাশের নিমিত্ত, আমার হৃদয়াকাশে সূর্য্যের ন্যায় নিজ তেজে একবার  
উদ্ভিত হও । ৩



ন বয়ং তব চক্ষুচক্ষুয়া পদবীমপ্যাপবীক্ষিতুং ক্রমাঃ  
 কৃপয়াভয়দেন চক্ষুয়া সকলেনেশ বিলোকয়াণ্ড নঃ ॥ ৪  
 হৃদনুস্বতিরেব পাবনী স্ততিযুক্তা নহি বক্তৃমীশ সা  
 মধুরং হি পয়ঃ স্বভাবতো ননু কীদৃক্ সিতশর্করান্বিতম্ ॥ ৫  
 সবিস্মোহপ্যমৃতায়তে ভবাঙ্ঘ্রবমুণ্ডাভরণোহপি পাবনঃ ।  
 ভব এব ভবান্তকঃ সত্যং সমদৃষ্টিবিবমেক্ষণোহপি সন্ ॥ ৬  
 অপি শূলধরো নিরানয়ো দৃঢ়বৈরাগ্যরতোহপি রাগবান্ ।  
 অপি ভৈক্ষ্যচরো মহেশ্বরশ্চরিতং চিত্রমিদং হি তে প্রভো ॥  
 বিতরত্যভিবাঙ্জিতং দৃশ্য পরিদৃষ্টঃ কিল কল্পপাদপঃ ।  
 ঙ্গদয়ে স্মৃতএব ধীমতে নমতেহ্ভীষ্টকলপ্রদো ভবান্ ॥ ৮

কিম্ব আমি এই চক্ষুচক্ষুতে তোনার মার্গ দর্শন করিতে শক্ত  
 হইব না, রূপাপূর্বক সম্পূর্ণ অভয়দায়ক চক্ষুতে একবার শীঘ্র  
 আমাকে দর্শন কর । ৪

হে ঈশ, তোমার অনুধ্যানই পবিত্রতা কারক, তাহা আশ্রয়  
 স্ততিযুক্ত হইলে যে কি মহিমান্বিত হয় তাহা বলিতে পারি না ; দুগ্ধ  
 স্বভাবতঃ মধুর, চিনি মিছরি যুক্ত হইলে কত মধুর হয় ? ৫

তুমি বিষধারক হইয়াও অমৃত হইয়াছ, শবমুণ্ডের আভরণ  
 ধারণ করিয়াও পাবন হইয়াছে, ভব হইয়াও, সাধুগণের ভব  
 ( উৎপত্তি ) নাশক এবং সমদৃষ্টি হইয়াও বিবমেক্ষণ ( অগ্রগ্গানেত্র )  
 হইয়াছ । ৬

তুমি শূলধর হইয়াও ব্যাধিশূন্য, দৃঢ় বৈরাগ্যশীল হইয়াও অনুরাগ-  
 বান্ ( ভক্তের প্রতি ) এবং ভৈক্ষ্যচর হইয়াও মহেশ্বর ; হে প্রভো  
 তোমার ইহা কি চরিত ? ৭

যদি চক্ষুতে ( জ্ঞানে ) দৃষ্ট হইত, তাহা হইলে কল্পতরুর ন্যায়

সহসৈব ভুজঙ্গপাশবান্ বিনিগৃহ্নাতি ন যাবদন্তকঃ ।  
 অভয়ং কুরুতাবদাশু মে গতজীবন্ত পুনঃ কিমৌষধৈঃ ॥ ৯.  
 সবিষৈরিব ভীমপন্নগৈর্কিষ্যৈরেভিরলং পরিক্ষতম্  
 অমৃতৈরিব সংদ্রমেণ মামভিষিদ্ধাশু দয়াবলোকনৈঃ ॥ ১০  
 মুনয়োবহবোহু ধন্ততাং গমিতাঃ স্বাভিনতার্থদর্শিনঃ ।  
 করুণাকর যেন তেন মামবসন্নং নহু পশু চক্ষুষা ॥ ১১  
 প্রণমান্যথ যানি চাপরং শরণং কং রুপণাভয়প্রদম্ ।  
 বিরহীব বিভৌ প্রিয়াময়ং পরিপশ্যামি ভবন্ময়ং জগৎ ॥ ১২

বাঞ্ছিত ফল প্রদান কর, এবং হৃদয়ে স্মৃত হইলে ধীমান প্রণতকে  
 অভীষ্ট ফল প্রদান কর ॥ ৮\*

ভুজঙ্গপাশধারী বম যাবৎ সহসা আমাকে বিশেষরূপে নিগ্রহ  
 না কবে তাবৎকালে আমাকে অভয় দান কর, জীবন গত হইলে আর  
 ঔষধে কি হইবে ? ৯

আমি ভয়ানক বিষধর সর্পের ন্যায় এই সমস্ত বিষয় কর্তৃক  
 পরিক্ষিত ( ক্ষতবিক্ষত ) হইয়াছি ; রুপাদৃষ্টিতে অমৃতের ন্যায় শীঘ্র  
 আমাকে অভিষিক্ত কর ॥ ১০

হে করুণার আকর ! বহু মুনিজনকে যে রূপানেত্রে স্বাভীষ্ট  
 ফলদর্শনে ধন্য করিয়াছ আমি অবসন্ন, অগু আমাকে সেই নেত্রে  
 , দর্শন কর ॥ ১১

আমি তোমাকে প্রণাম করি, দীনের অভয় দাতা তুমি, তোমা  
 ছাড়া আমি আর কাহার শরণ লইব, হে বিভো ! বিরহী যেরূপ  
 সর্ববস্তুকেই প্রিয়াময় দর্শন করে আমি তদ্রূপ তোমাময় জগৎ  
 দৃশ্য করিতেছি ॥ ১২

বহুবো ভবতাম্বুকম্পিতাঃ কিমিতীশান ন মাম্বুকম্পসে  
 দধতা কিমু মন্দ্রাচলং পরমাণুঃ কমঠেন হৃদরঃ ॥ ১৩  
 অন্তচিং যদি মাম্বুকম্পসে কিমিদং মূর্ধ্নি কপালদাম তে ।  
 উত শাঠ্যমসাধুসঙ্গিনং বিঘলস্বাসি ন কিং দ্বিজিহ্বধৃক্ ॥ ১৪  
 ক দৃশং বিদধামি কিং কবোমানুতিষ্ঠামি কথং ভয়াকুলঃ ।  
 ক নু তিষ্ঠসি রক্ষ রক্ষ মাময়ি শস্তো শবণাগতোহস্মি তে ॥ ১৫  
 বিলুঠাম্যবনো কিমাকুলঃ কিমুরোহান্মি শিরচ্ছিনদ্বি বা ।  
 কিমু রোদিমি রারটামি কিং রূপণং মাং ন যদাক্ষসে প্রভো ॥ ১৬  
 শিব সর্বগ শর্ব শর্মদ প্রণতোদেব দয়াং কুরুষ মে ।  
 নম ঈশ্বর নাথ দিকৃপতে পুনবেবেশ নমো নমোহস্ত তে ॥ ১৭

তুমি ত অনেককে অম্বুকম্পা করিয়াছ, তবে কেন আমাকে  
 অম্বুগ্রহ করিতেছ না ? কুর্ন্যবতাব মন্দর পর্বত ধারণ করিয়া  
 পরমাণু ধারণ করিতে কি অশক্ত হইবেন ? ১৩

যদি আমাকে অন্তচিং মনে কর, তোমার মস্তকে নড়ার মাথার  
 মালা রহিয়াছে, যদি আমাকে শঠ ও অসাধু সংসর্গী মনে কর,  
 তুমি সর্পধারণ করিয়া কি বিঘচিহ্ন ধারণ কর নাই ? ১৪

ভয়াকুল আমি, কোথায় দেখি, কি করি, কি বা অনুষ্ঠান করি,  
 একে কোথায় বা থাকি, হে শস্তো ! আমায় রক্ষা কর বক্ষা কর ।  
 আমি তোমার শরণাগত ॥ ১৫

আকুল হইয়া আমি ভূমিতে লুপ্তিত হইব, না বক্ষে করাঘাত  
 করিব, না মাথা কুটিব, না ক্রন্দন করিব, না পুনঃ পুনঃ রোদন  
 করিব, যে দীন আমি, আমাকে তুমি দোখিতেছ না প্রভু ॥ ১৬

হে শিব, হে সর্বগামিন্ হে শর্ক, হে শর্মদায়ক আমি তোমায়

শরণং তরুণেন্দুশেখরঃ শরণং মে গিরিরাজকন্তকা ।

শরণং পুনরেব ভাবভৌ শরণং নাগ্নহুৈমি দৈবতম্ ॥ ১৮

উপমন্ব্যকৃতং স্তবোত্তমং জপতঃ শঙ্কুসমীপবর্তিনঃ ।

অভিবাঞ্ছিতভাগ্যাসম্পদঃ পরমায়ুঃ প্রদদাতি শঙ্করঃ ॥ ১৯

উপমন্ব্যকৃতং স্তবোত্তমং প্রজপেদ যন্ত শিবস্ত সন্নিধৌ ।

শিবলোকমবাপা সোহচিরাৎ সহ তেনৈব শিবেন মোদতে ॥ ২০

ইতি উপমন্ব্যকৃতং শিবস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

—:—

## লিঙ্গাষ্টক-স্তোত্রম্ ।

ব্রহ্মমুরারিসুস্বাচ্ছিতলিঙ্গং নিম্নলভাসিতশোভিতলিঙ্গং ।

জন্মজহুঃখবিনাশকলিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্ ॥ ১

প্রণাম করি ; দেব ! আমাকে দয়া কর ; হে ঈশ্বর, হে নাথ ! হে দিক্‌পতি তোমাকে নমস্কার করি, হে ঈশ । তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ১৭

• আমি কিশোর চন্দ্রশেখরের শরণ লইলাম, আমি গিরিরাজ-কন্যার শরণ লইলাম ; আবার পুনর্বার তাঁহাদের উভয়েরই শরণ লইলাম । আমি অথ দেবতাকে আশ্রয় করিব না ॥ ১৮

শঙ্কুসকাশে অবস্থিত হইয়া উপমন্ব্যকৃত এই উৎকৃষ্ট স্তব জপ ( পাঠ ) করিলে, শঙ্কর বাঞ্ছিত ভাগ্য সম্পদ পরমায়ু দান করেন ॥ ১৯

যে শিব-সন্নিধানে এই উপমন্ব্যকৃত উত্তম স্তব জপ ( পাঠ ) করে, সে শিবলোক লাভ করিয়া অচিরে শিবের সহিত বিরাজ করে ॥ ২০

ইতি উপমন্ব্যকৃত শিবস্তোত্র সমাপ্ত ।

ব্রহ্মাবিস্মু এবং দেবগণ যে শিবলিঙ্গের অর্চনা করেন, যে শিব-

দেবমুনিপ্রবরার্চ্চিতলিঙ্গং কামদহং করুণাকরলিঙ্গম্ ।  
 রাবণদৰ্পবিনাশনলিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্ ॥ ২  
 সৰ্বসুগন্ধিস্তলেপিতলিঙ্গং বুদ্ধিবিবৰ্দ্ধন-কারণলিঙ্গম্ ।  
 সিদ্ধসুরাসুরবন্দিতলিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্ ॥ ৩  
 কনকমহামণিভূষিতলিঙ্গং ফণিপতিবেষ্টিতশোভিতলিঙ্গম্ ।  
 দক্ষসুযজ্ঞবিনাশনলিঙ্গং তৎ প্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্ ॥ ৪  
 কুঙ্কুমচন্দনলেপিতলিঙ্গং পঙ্কজহারসুশোভিতলিঙ্গম্ ।  
 সঙ্কিতপাপবিনাশনলিঙ্গং তৎ প্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্ ॥ ৫

লিঙ্গ নিম্নলীদীপ্তিতে শোভিত এবং যিনি জন্মজন্মিত সমস্ত দুঃখের  
বিনাশক সেই সদাশিবলিঙ্গকে আমি প্রণাম করি ॥ ১

দেবেন্দ্র এবং মুনীন্দ্রগণ যে শিবলিঙ্গের অর্চনা করেন, যিনি  
কামদেবের ভস্মকারক ও করুণার আকর এবং রাবণের দৰ্প বিনাশন  
সেই সদাশিবলিঙ্গকে ( অথবা শিবলিঙ্গকে সৰ্বদা ) প্রণাম করি ॥ ২

যে শিবলিঙ্গকে সর্বপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্যে বিলেপন করে, যিনি  
বুদ্ধিবিবৰ্দ্ধনকারী এবং সমস্ত সিদ্ধ সুরাসুর-পূজিত সেই সদা শিব-  
লিঙ্গকে আমি প্রণাম করি ॥ ৩

যে শিবলিঙ্গ সূবর্ণ এবং মহারত্নে ভূষিত, যে শিবলিঙ্গ ফণীন্দ্র-  
বেষ্টিত হইয়া শোভা ধারণ করেন এবং যিনি দক্ষযজ্ঞ বিনাশ  
করিয়াছেন, সেই সদাশিবলিঙ্গকে আমি প্রণাম করি ॥ ৪

— যে শিবলিঙ্গ কুঙ্কুম চন্দনে বিলেপিত, যিনি পদ্মের মালায়  
সুশোভিত, যে শিবলিঙ্গ সঙ্কিত পাপসমূহ বিনাশ করেন সেই  
সদাশিবলিঙ্গকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫

## লিঙ্গাষ্টক-স্তোত্রম্ ।

দেবগণার্চিতসেবিতলিঙ্গং ভাইবৈভক্তিভিরেব চ লিঙ্গম্ ।

দিনকবকে দ্রুতপ্রভাকরলিঙ্গং তৎ প্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্ ॥

অষ্টদলোপরি নেষ্টিতলিঙ্গং সর্বসমুদ্ভবকারণলিঙ্গম্ ।

অষ্টদারিদ্রাবিনাশিতলিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্ ॥ ৭

সুরগুরুচরবনপূজিতলিঙ্গং সুরবনপুষ্পসদার্চিতলিঙ্গম্ ।

পদাংপরং পবমান্নকলিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্ ॥ ৮

লিঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ ।

শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ ৯

ইতি লিঙ্গাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

—\*—

দেবগণ যে শিবলিঙ্গকে সেবা ও অর্চনা করেন, এবং বিশুদ্ধ ভাব ও ভক্তিতে বাহার পূজা হয়, সেই কোটি-সূর্য্যতুল্য দীপ্তিমান সদাশিবলিঙ্গকে আমি প্রণাম করি ॥ ৬

যে শিবলিঙ্গ অষ্টদলপদ্মোপরি শোভিত, যিনি সকলের উৎপত্তির কারণ এবং যিনি অষ্টপ্রকার দারিদ্র্য নাশ করেন সেই সদাশিবলিঙ্গকে আমি প্রণাম করি ॥ ৭

দেবগুরু বৃহস্পতি ও ইন্দ্র যে শিবলিঙ্গের পূজা করেন, নন্দন কাননের কুসুমে বাহার অর্চনা হয়, যিনি শ্রেষ্ঠ হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ পরমান্বস্বরূপ সেই সদাশিবলিঙ্গকে আমি প্রণাম করি ॥ ৮

এই পবিত্র লিঙ্গাষ্টকস্তোত্র যে ব্যক্তি শিব-সন্নিধানে পাঠ করেন তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হইয়া শিবের সহিত আনন্দে বিরাজ করেন ॥ ৯

ইতি লিঙ্গাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

## হরিহর-স্তোত্রম্

গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ হরে মুরারে  
 শম্ভো শিবেশ শশিশেখর শূলপাণে ।  
 দামোদরাচ্যুত জনার্দন বাসুদেব  
 ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনস্তি ॥ ১  
 গঙ্গাধরাক্করিপো হর নীলকণ্ঠ  
 বৈকুণ্ঠ কৈটভরিপো কমঠাজপাণে  
 ভূতেশ খণ্ডপরশো মৃড় চণ্ডিকেশ  
 ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনস্তি ॥ ২  
 বিষ্ণো নৃসিংহ মধুসূদন চক্রপাণে  
 গৌরীপতে গিরিশ শঙ্কর চক্ৰচূড় ।  
 নারায়ণাস্বরনিবহণ শাস্ত্রপাণে  
 ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনস্তি ॥ ৩

( যমরাজ স্বীয় দূতগণকে বলিয়াছেন ) হে দূতগণ যাঁহারা সর্বদা  
 গোবিন্দ, মাধব, মুকুন্দ, হরি, মুরারি, শম্ভু, শিব, ঈশ, শশিশেখর  
 শূলপাণি, দামোদর, অচ্যুত, জনার্দন, বাসুদেব বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন  
 তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে । ( আমার অধিকার নাই  
 স্তুরাং ত্যাগ করিবে । ) ১

যাঁহারা সর্বদা গঙ্গাধর, অঙ্কক- ( অসুর ) রিপু, হর, নীলকণ্ঠ,  
 বৈকুণ্ঠ, কৈটভরিপু, কমঠ, পদ্মপাণি, ভূতেশ, খণ্ডপরশু, মৃড়,  
 চণ্ডিকেশ, বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন, হে দূতগণ তোমরা তাঁহাদিগকে  
 ( আমার অধিকার নাই বলিয়া ) ত্যাগ করিবে । ২

যাঁহারা সর্বদা বিষ্ণু, নৃসিংহ, মধুসূদন, চক্রপাণি, গৌরীপতি,

মৃত্যুঞ্জয়োগ্র বিষমেক্ষণ কামশত্রো  
 শ্রীকান্ত পীতবসনাম্বুদনীল শোরে ।  
 ঈশান কুন্তিবসন ত্রিদশৈকনাথ  
 ত্যাজ্য ভটা য ইতি সন্তত মামনস্তি ॥ ৪  
 লক্ষ্মীপতে মধুবিপো পুরুষোত্তমাদ্য  
 শ্রীকণ্ঠ দিগ্বসন শান্ত পিনাকপাণে  
 আনন্দকন্দ ধরণীধর পদ্মনাভ  
 ত্যাজ্য ভটা য ইতি সন্তত মামনস্তি ॥ ৫  
 সর্বেশ্বর ত্রিপুরসুদন দেবদেব  
 ব্রহ্মণ্যদেব গরুড়ধ্বজ শঙ্খপাণে ।  
 ত্র্যক্ষোরগাভরণ বালমৃগাঙ্কমৌলে  
 ত্যাজ্য ভটা য ইতি সন্তত মামনস্তি ॥ ৬

গিরিশ, শঙ্কর, চন্দ্রচূড়, নারায়ণ, অম্বর-নিবর্হণ (বিনাশন) শাস্ত্রপাণি  
 বলিয়া কীৰ্ত্তন কবেন, হে দূতগণ তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ  
 করিবে । ৩

(যমরাজ উপদেশ দেন)—হে দূতগণ, যাহারা সর্বদা মৃত্যুঞ্জয়  
 উগ্র, বিষমেক্ষণ, কামশত্রু, শ্রীকান্ত, পীতবসন, অম্বুদনীল (মেঘ-  
 শ্রাম), শোরি, ঈশান, কুন্তিবসন, ত্রিদশৈকনাথ (দেবপতি), বলিয়া  
 কীৰ্ত্তন করেন, তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে । ৪

(যমরাজ উপদেশ দেন)—হে দূতগণ, যাহারা সর্বদা লক্ষ্মীপতি  
 মধুরিপু, পুরুষোত্তম, আগু, শ্রীকণ্ঠ, দিগ্বসন, শান্ত, পিনাকপাণি,  
 আনন্দকন্দ, ধরণীধর (পর্যতধারা), পদ্মনাভ, বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন  
 তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে । ৫

(যমরাজ উপদেশ দেন)—হে দূতগণ, যাহারা সর্বদা সর্বেশ্বর,



শ্রীরাম রাঘব রামেশ্বর রাবণারে  
 ভূতেশ নম্মথরিপো প্রমথাদিনাথ  
 চাণ বর্মদন হবীকপতে মুরারে  
 ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমান্নান্তি ॥ ৭  
 শূলিন্ গিরীশ রজনীশ-কলাবতংশ  
 কংসপ্রণাশন সনাতন কেশিনাশ  
 ভর্গ ত্রিনেত্র ভব ভূতপতে পুরারে  
 ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমান্নান্তি ॥ ৮  
 গোপীপতি যত্নপতি বস্তুদেবস্বনো  
 কর্পরগৌর রূষভধ্বজ তালনেত্র  
 গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ধর্মধুরীণ গোপ  
 ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমান্নান্তি ॥ ৯

ত্রিপুরসুন্দন, দেবদেব, ব্রহ্মণ্যদেব, গকুড়ধ্বজ, শঙ্খপাণি, ব্রাহ্ম  
 ( ত্রিনয়ন ) উরগাভরণ ( সর্পভূষণ ), বালমৃগাস্কমোলি ( কিশোর  
 চন্দ্রশেখর ) বলিয়া কীর্তন করেন তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ  
 করিবে । ৬ ।

হে দূতগণ ! যাহারা সর্বদা শ্রীরাম, রাঘব, রামেশ্বর, রাবণাবি,  
 ভূতেশ, নম্মথরিপু, প্রমথাদিনাথ, চাণূরমদন, হবীকপতি, মুরারি,  
 বলিয়া কীর্তন করেন, তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে । ৭

হে দূতগণ, যাহারা সর্বদা শূলী, গিরীশ-রজনীশ, কলাবতংশ  
 ( শশিভূষণ ), কংসপ্রণাশন, সনাতন, কেশিনাশন, ভর্গ, ত্রিনেত্র,  
 ভব, ভূতপতি, পুরারি ( ত্রিপুরারি ) বলিয়া কীর্তন করেন, তোমরা  
 তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিবে । ৮

হে দূতগণ ! যাহারা সর্বদা গোপীপতি, যত্নপতি বস্তুদেবস্বনো,

স্থানো ত্রিলোচন পিনাকধর স্মরারে

কৃষ্ণানিরুদ্ধ কমলাকর কল্মষারে

বিশ্বেশ্বর ত্রিপথগার্ভজটাকলাপ

•তাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ১০

অষ্টোত্তরাধিকশতেন স্মচাকনাম্নাং

সন্দর্ভিতাং লালিতরত্ন-কদম্বকেন

•সন্মায়কাং দৃঢ়গুণাং দ্বিজকণ্ঠগাং যঃ

কুর্গাদিমাং সজমহো স বমং ন পশ্যেৎ ॥ ১১

ইথাং দ্বিজেন্দ্র নিজভূত্যাগণান্ সদৈব

সংশিক্ষয়েদবনিগান্ স হি ধর্ম্মরাজঃ ।

অনোহ পি যে হরিহরাস্বধরা ধরায়্যঃ

তে দূরতঃ পুনরতো পবিবর্জ্জনীরাঃ ॥ ১২

কপূরগৌর, বৃষধ্বজ, ভালনেত্র, গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ, ধর্ম্মধুরীণ, গোপ  
বলিয়া কীর্ত্তন করেন তোমরা তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিবে । ৯

হে দূতগণ । যাঁহারা, সর্ব্বদা স্থানু, ত্রিলোচন, পিনাকধর  
স্মরারি, কৃষ্ণ, অনিরুদ্ধ, কমলাকর, কল্মষারি, বিশ্বেশ্বর, ত্রিপথগার্ভ-  
জটাকলাপ, ( গঙ্গাসিক্ত জটাকলাপ ) বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তোমরা  
তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে । ১০

হে দ্বিজ ( শিবশশ্মন ) সুললিত পদ-সমূহরূপ বহু রত্নদ্বার  
সুদৃঢ়গুণে ( রজ্জুতে অথবা ভগবদাশ্রয়রূপ অসাধারণ গুণে ) গ্রীথিত  
সুন্দর মণিমণ্ডিত ( অথবা হরিহরাস্বক ভগবদ্বোধক ) এই স্মচার  
অষ্টোত্তর শতনামের মালা যিনি কণ্ঠস্থিত করিবেন তাহাকে আ-  
মৃত্যুমুখ দর্শন করিতে হইবে না । ১১

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শিবশশ্মন ! সেই ধর্ম্মরাজ যম পৃথিবীচারী নিম্ন

যো ধর্মরাজ রচিতাং ললিত প্রবন্ধাং  
 নানাবলাং সকলকল্মষবীজহন্তীং  
 ধীরোহত্র কৌস্তভভূতঃ শশিভূষণস্ত  
 নিতাং জপেং স্তনরসং সর্পিবেন্ন মাতুঃ ॥ ১৩

ইতি স্বল্পপুরাণাস্তগত কাশীখণ্ডে ধর্মরাজ-বিরচিত-হরিহরস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

—:~:—

### হরগৌর্য্যষ্টকং ।

কস্তুরিকাচন্দনলেপনায়ৈ আশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়  
 সৎকুণ্ডলায়ৈ কণিকুণ্ডলায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ১

দূতগণকে সর্বদা এইরূপ শিক্ষাদান করেন এবং আরও শিক্ষা  
 দেন, যে, পৃথিবীতে, যে মানবগণ হরিহরের প্রীতিকর চিহ্নধারণ  
 করেন ( তুলসী, তিলক, কদ্রাক্ষ ) তোমরা দূর হইতেই তাঁহাদিগকে  
 ত্যাগ করিবে । ১২

যে মহাত্মা এই পৃথিবীতে ধর্মরাজ-বিরচিত সর্বপাপ-নাশক,  
 ললিত রচনা-পারিপাট্যযুক্ত হরিহরের নামাবলী প্রত্যহ জপ (কীর্তন)  
 করেন তাঁহাকে আর মাতৃস্তনহৃদ পান করিতে হয় না অর্থাৎ পুন-  
 -জন্ম হয় না । ১৩

ইতি হরিহরস্তোত্র সমাপ্ত ।

যাঁহার অঙ্ক গৌরীদেহে কস্তুরিচন্দন বিলেপিত, অপরাঙ্ক হর-  
 দেহে আশানভস্মের বিলেপন; অঙ্ক অঙ্গের কর্ণে মনোহর কুণ্ডল  
 শোভিত, অপরাঙ্কে সর্পকুণ্ডল শোভা সম্পাদন করিতেছে সেই শিবা  
 ( হর্গা ) এবং শিবকে প্রণাম করি ॥ ১

মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ কপালমালাপরিশোভিতায় •

দিব্যাস্বরায়ৈ চ দিগম্বরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ২

চলৎকণৎকঙ্কণনুপুরায়ৈ বিলৎফণাভাস্বরনুপুরায়

হেমাঙ্গদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৩

বিলোললীলোৎপললোচনায়ৈ বিকাশিপঙ্কেরুহলোচনায়

ত্রিলোচনায়ৈ চ বিষমেক্ষণায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৪

প্রপন্নপৃষ্ঠে সুখদাশ্রয়ায়ৈ ত্রৈলোক্যসংহারকতাণ্ডবায় ।

কৃতাস্বরায়ৈ বিকৃতাস্বরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৫

চাম্পেয়গোৱার্কশরীবকায়ৈ কপূরগোৱার্কশরীরকায় ।

ধম্মিল্লবতৌ চ জটাধরায় \* নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৬

যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গে গলে পারিজাত মালা পরিশোভিত অপরাধে শব-মস্তকাস্থি পরিশোভিত, অর্দ্ধাঙ্গে দিবা অম্বব এবং অপবাদে দিগম্বর সেই শিবা এবং শিবকে প্রণাম করি ॥ ২

যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গে চরণে চঞ্চল শঙ্কায়মান নুপুর শোভিত, অপরাধে-ভাগে সর্পের ফণা চরণের নুপুর হইয়াছে, অর্দ্ধাঙ্গে হস্তে সুবর্ণ বাজু, অপরাধে সর্পের বাজু সেই শিবা ও শিবকে প্রণাম করি । ৩

মুখমণ্ডলে অর্দ্ধাংশে যাঁহার চঞ্চল নীলপদ্মের ন্যায় ত্রিনেত্র অপরাধে বিকশিত পদ্মের ন্যায় নয়ন, সেই ত্রিনয়না এবং অযুগ্মনেত্র ( ত্রিনয়ন ) শিবা এবং শিবকে প্রণাম করি ॥ ৪

যিনি অর্দ্ধাঙ্গে আশ্রিত সিংহপৃষ্ঠে সুখাসীনা অপরাধে ত্রৈলোক্য সংহারনিমিত্ত তাণ্ডবনৃত্য করিতেছেন অর্দ্ধাঙ্গে কামের রচয়িত্রী,— অপরাধে কামের সংহর্ত্তা সেই শিবা ও শিবকে প্রণাম করি ॥ ৫

যাঁহার দেহাৰ্দ্ধ চম্পক-কুম্ভমের ন্যায় গৌরবর্ণ অপরাধে কপূর-

অসৌধরশ্রামলকুস্তলায়ৈ বিভূতিভূষাঙ্গজটাদরায়  
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৭  
সদাশিবানাং পরিভূষণায়ৈ সদাশিবানাং পরিভূষণায়  
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৮

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যাবিরচিতঃ হরগৌষ্ঠ্যষ্টকঃ সমাপ্তঃ ॥

—:~:—

### তুলসীদাসকৃতং শিবাস্তকং ।

নমামীশমীশান নির্বাণরূপং বিভুং ব্যাপকং ব্রহ্মবেদস্বরূপং  
অজং নিগুণং নির্বিকল্পং নিবীহং চিদকাশাকাশবাসং ভজেহম্ ॥১  
বৎ শুভ্র, অন্ধভাগে কেশপাশে কবচা ধারণ করিয়াছেন, অপরাদ্ধে  
জুটা ( অথবা গঙ্গা ) প্রলম্বিত সেই শিবা ও শিবকে প্রণাম করি ॥ ৬  
যাহার মস্তকে অন্ধাংশে নবান মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম  
অপরাদ্ধে জুটাবিভূতি শোভিত সেই জগজ্জননী এবং জগতের এক-  
মাত্র পিতা শিবা ও শিবকে প্রণাম করি ॥ ৭  
শিবগণ যাহার ভূষণরূপে বিরাজমান এবং যিনি শিবা পরিবাস্ত  
অথবা কেবল মঙ্গলই যাহার ভূষণ এবং যিনি মঙ্গলব্যাপ্ত সেই  
শিবশিবান্বিত মূর্ত্তি অর্থাৎ হবগৌরীকে বারবার প্রণাম করি ॥ ৮

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যাবিরচিতঃ হরগৌষ্ঠ্যষ্টকঃ সমাপ্তঃ

যিনি ঈশ্বর, বিভু, সর্বব্যাপক ব্রহ্ম ও বেদস্বরূপ এবং নির্বাণরূপ  
ঈশান তাঁহাকে প্রণাম করি, যিনি জন্মরহিত, নিগুণ, নির্বিকল্প,  
নিরীহ, চিদাকাশ স্বরূপ এবং আকাশবাসী তাঁহাকে ভজনা করি ॥ ১

নিবাকারনাকারমূলং তুরীয়ং গিরাজ্জানগোহ তীতমীশং গিরীশম্ ।  
 করালং মহাকালকালং রূপালং গুণাগারদংসারপারং নতোহহম্ ॥ ২  
 তুষারাদ্রিসঙ্কশগোরং গভীরং ননোভূতকোটীপ্রভাসি শরীরম্ ।  
 ক্ষুরম্মোলি-কল্লোলিনীচারণঙ্গা লসদ্ভালবালেন্দু কণ্ঠে ভুজঙ্গাঃ ॥ ৩  
 চলংকুণ্ডলং শুভ্রনেত্রং বিশালং প্রসন্নাননং নীলকণ্ঠং দয়ালম্ ।  
 মৃগাধীশচর্ম্মাশ্বরং মুণ্ডমালং প্রিয়ং শঙ্কবং সর্ব্বনাথং ভজামি ॥ ৪  
 প্রচণ্ডং প্রকৃষ্টং প্রগল্ভং পরেশং অথগুং ভজে ভাস্ককোটীপ্রকাশম্ ।  
 দ্রব্যশূলম্মূলনং শূলপাণিং ভজেহং ভবানীপতিং ভাবগম্যম্ ॥ ৫

যিনি নিরাকার কিন্তু সমস্ত সাকার বস্তুর মূল, যিনি তুরীয়,  
 বাকা জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়ের অতীত ঈশ্বর, গিরীশ, করাল, মহাকালের  
 কালস্বরূপ, রূপাল, সমস্ত গুণের আলয় এবং সংসারের অতীত  
 তাহাকে প্রণাম করি ॥ ২

যিনি তুষার পর্ব্বতের তুল্য গৌরবর্ণ ও গভীর, যাহার দেহ, মন  
 ও কোটীভূতগণকে প্রকাশ করে, যাহার দীপ্তমস্তকে কল্লোলিনী  
 চারু গঙ্গা আছেন, কপালে তরুণ শশাঙ্ক শোভিত এবং কণ্ঠে সর্প  
 আছে ॥ ৩

যিনি চঞ্চল কুণ্ডল ধারণ করিয়াছেন যাহার নেত্র শুভ্র, যিনি  
 বিশাল, প্রফুল্ল বদন, নীলকণ্ঠ, দয়াল, মৃগাধিপতি, চর্ম্মাশ্বরপরিহিত  
 শবমুণ্ডমালাধারী, সর্ব্বলোকের প্রিয়, কল্যাণকারী এবং সকলের  
 নাথ তাহাকে ভজনা করি ॥ ৪

যিনি প্রচণ্ড, প্রকৃষ্ট প্রগল্ভ পরমেশ্বর, অথগু কোটি সূর্য্য-  
 তুল্য দীপ্তিধারী, তাহাকে ভজনা করি ; যিনি তাপত্রয়রূপ শূলের  
 উন্মূলনকারী এবং শূলপাণি সেই ভাবগম্য ভবানীপতিকে ভজনা  
 করি ॥ ৫

কল্দীতকল্যাণকল্লাস্তকারী সদা সজ্জনানন্দদাতা পুরারী ।  
 চিদানন্দসন্দোহমোহাপকারী প্রসীদ প্রসীদ প্রভো মন্থথারি ॥ ৬  
 ন যাবহমানথামপাদারবিন্দঃ ভজন্তীহ লোকে পরে বা নবাণাম্ ।  
 ন তাবৎ সুখং শান্তিঃসস্তাপনাশঃ প্রসীদ প্রভো সর্বভূতাধিবাস ॥ ৭  
 ন জানামি যন্তং ন চ স্তোত্রমন্তং নতোহহং সদা সর্বথা শম্তু তুভ্যং ।  
 জ্বরাজন্মহুঃখৌষতাতপ্যমানং প্রভো পাহি শাপানমামীশ শস্তো ॥ ৮

ইতি শ্রীতুলসীদাসকৃতশিবাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

—:~:—

হে সকল কল্যাতীত কল্যাণ স্বরূপ এবং কল্লাস্তকারী, সর্বদা  
 সজ্জনের আনন্দদাতা, ত্রিপুরারি, চিদানন্দ এবং মোহের অপকারী,  
 প্রভো মদনারি ! তুমি সন্তুষ্ট হও ॥ ৬

বদবধি লোকে উমানাথের পাদুপদ্ম না ভজনা করে তদবধি  
 তাহাদের ইহলোক বা পরলোকে সুখ শান্তি ও সস্তাপ নাশ হয়  
 না । হে প্রভো সর্বভূতাধিবাস প্রীত হও ॥ ৭

আমি যন্ত স্তোত্র মন্ত কিছই জানি না । হে শম্তু ! কেবল সর্বদা  
 তোমাকে প্রণাম করিতেছি; জ্বর জন্মের হুঃখরাশিতে আমি  
 সস্তাপিত, হে প্রভো ! আমাকে এই সকল শাপ হইতে মুক্ত কর ।  
 হে ঈশ শস্তো ! আমি তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৮

ইতি শ্রীতুলসীদাসকৃত শিবাষ্টক সমাপ্ত ।

—:~:—

## বীরেশ্বরস্তোত্রম্ ।

অহমপাত্র বীরেশঃ সমারীধ্য ত্রিকালতঃ । আশু পুত্রমবাপ্যামি  
বথাভিলষিতং জিয়া ॥ ১ ॥ ইতি কুত্ৰা মতিং বীরো বিপ্রো বিশ্বানরঃ  
কৃতী । চন্দ্রকূপজলে স্নাত্বা জগ্রাহ নিয়মং ব্রতী ॥ ২ ॥ একাহারোহ-  
বব্ধাসং মাসঃ শাকফলাশনঃ । মাসানষ্টৌ তিলাহারো মাসঃ  
চান্দ্রায়ণব্রতী ॥ ৩ ॥ মাসঃ কুশাগ্রজলভুজ্যাসং শ্বসনভক্ষণঃ । অথ  
ত্রয়োদশে মাসি স্নাত্বা ত্রিপথগাস্তসি ॥ ৪ ॥ প্রত্যুষেব বীরেশ-  
নাবদায়াতি স দ্বিজঃ । তাষদ্বিলোকয়াপ্তক্রে লিঙ্গমধ্যে তপোধনঃ ॥ ৫ ॥  
বিভূতিভূষিতং বালমষ্টবর্ষাক্রুতিং শিশুম্ । আকর্ণপূর্ণনেত্রঞ্চ স্তবন্ধ-  
দশনচ্ছদম্ ॥ ৬ ॥ চাক্রপিঙ্গজটামোলিং নগ্নং প্রহসিতাননং । শৈশবেণো-

আমিও ত্রিকাল বীরেশ্বরকে আরাধনা করিয়া, আশু পুত্রের  
অভিলাষান্তরূপ পুত্র লাভ করিব । ১ । ধীর ও কৃতী বিপ্র বিশ্বানর এই  
চিন্তা করিয়া চন্দ্রকূপের জলে স্নান করিয়া ব্রতী হইয়া নিয়ম অবলম্বন  
করিলেন ॥ ২ ॥ একমাস একাহারী হইয়া বহিলেন, এক মাস শাক ও  
ফল খাইয়া রহিলেন, অষ্টমাস তিল আহার করিলেন, একমাস চান্দ্রায়ণ  
ব্রত আচরণ করিলেন ॥ ৩ ॥ একমাস কুশাগ্রে করিয়া জল পান  
করিয়া রহিলেন, এবং একমাস বায়ু ভক্ষণ করিয়া রহিলেন । অনন্তর  
ত্রয়োদশ মাসে গঙ্গায় স্নান করিয়া ॥ ৪ ॥ প্রত্যুষে যাবৎ সেই ব্রাহ্মণ  
বীরেশ্বরের নিকটে আগমন করিলেন তখন তপোধন লিঙ্গমধ্যে  
বিভূতি-ভূষিত অষ্টবর্ষাক্রুতি এক শিশু দর্শন করিলেন । সেই শিশুর  
আকর্ণপূর্ণিত নয়ন, সুন্দর বদনে দন্তপংক্তি বিরাজিত, মস্তকে চাক্র  
পিঙ্গলবর্ণ জটাজাল, হস্ত বদন ও বালক উলঙ্গ এবং শৈশবোচিত চিত্ত-



চিত্রেনেপথ্যধারিণং চিত্তহারিণম্ ॥ ৭ ॥ পঠন্তুঃ শ্রুতিসূক্তানি হসন্ত্যৈব  
লীলয়া ৭ তমালোক্য স্ততিঞ্চক্রে রোমাঞ্চিতবপুর্মদা । প্রোচ্চরন্  
গদগদালাপো শমোহস্থিতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনর উবাচ ।

একং ব্রহ্মৈবাদ্বিতীয়ং সমন্তং সত্যং সত্যং নেতরচ্চাপ্তি কিঞ্চিৎ ।

একোকদ্রো ন দ্বিতীয়োহবতস্তে তস্মাদেকংদ্বাং প্রপত্তে মহেশম্ ॥ ১

একঃ কন্তা ত্বং হি সর্বগু শস্তো নানারূপোহপ্যেকরূপস্বরূপঃ ।

১২ প্রত্যক্ সর্ব একোহপ্যনেকস্তস্মান্নান্যং ত্বাং মতেশং প্রপত্তে ॥ ২

বজ্রো সর্পঃ শুক্তিকায়াক্ষ রূপাম্ অস্তোবিন্দাবরকসোমৌ বিশালৌ ।

যদ্বং তদ্বদ্বিশ্ব এষ প্রপঞ্চো যস্মিন জ্ঞাতে তং প্রপত্তে মহেশম্ ॥ ৩

হারি বেশ ভূষায় শোভিত ॥ ৫ । ৬ । ৭ ॥ তিনি বেদসূক্ত মন্ত্র পাঠ  
করিতেছিলেন, এবং লীলাক্রমে হাস্য করিতেছিলেন । তাঁহাকে দেখিয়া  
বিপ্র আনন্দে রোমাঞ্চিত কলেবরে গদ্যাদ-বাক্যে পুনঃপুনঃ শাস্তি  
হউক বলিয়া—স্ততি করিলেন ॥ ৮ ॥ বিশ্বানব বলিলেন । এই সমস্ত  
( ব্রহ্মাণ্ড ) সত্য সত্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ; তদ্ভিন্ন আর কিছু নাই,  
এক রূপ ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না, অতএব হে মহেশ্বর একমাত্র  
তোমারই শরণ লইলাম ॥ ১ ॥ হে শস্তো ! তুমি সকলের একমাত্র,  
কন্তা, তুমি বহুরূপ হইয়াও একরূপ-স্বরূপ । তুমিই যখন এক  
মাত্র হইয়াও সর্বব্যাপী ও অনেক তখন মহেশ্বর তোমা ভিন্ন অপরকে  
আশ্রয় করিব না ॥ ২ ॥ রজুতে যেরূপ সর্পভ্রম হয়, শুক্তিকাতে  
( বিলুকে ) রোপ্য ভ্রম হয়, জলবিন্দুতে বিশাল সূর্য-চন্দ্রের প্রতিবিম্ব  
দৃষ্ট হয় তদ্রূপ বাহ্যিক জ্ঞাত হইলে এইপ্রপঞ্চ বিশ্ব ভ্রম বলিয়া উপলব্ধি  
হয়, সেই মহেশ্বরকে আশ্রয় করিলাম । ৩ । জলে শৈত্য অগ্নিতে

তোয়ে শৈত্যং দাহকত্বঞ্চ বহ্নৌ তাপো ভানৌ শীতভানৌ প্রসাদঃ ।

পুষ্পে গন্ধো দুগ্ধমধ্যে চ সপরিষৎ তৎ শস্তো ত্বং ততস্ত্বাং প্রপত্ত্ব ॥ ৪ ।

শব্দং গৃহ্নাত্ত্রযাণস্ত্বং হি জিহ্বাশ্রাণস্ত্বং ব্যাঙ্‌ঘ্রিরায়াসি দুর্য্যত্ ।

ব্যাঙ্কঃ পশ্চেষ্টং বসন্তোহপ্যজিহ্বঃ কস্ত্বাং সমাগ্‌ বেত্তাতস্ত্বাং প্রপত্ত্বো ॥ ৫

নো বেদ ত্বামীশ সাক্ষাচ্চি বেদো নো বা বিষ্ণুর্নেত্রী বিধাতাখিলস্ত্ ।

নো যোগীন্দ্রো নেক্রমুখ্যাশ্চ দেবা ভক্তো বেদ ত্বামতস্ত্বাং প্রপত্ত্বো ॥ ৬

নো তে গোত্রং নাপি জন্মাপি নাখ্যা নো বা রূপং নৈবশীলং ন দেশঃ

ইথস্ত্বোতৌহ পীষ্যব ত্বং ত্রিলোকাঃ সর্বান্‌ কামান্‌ পূরয়েত্তত্ত্বজ্ঞে ত্বা

ত্বত্বঃ সর্বং ত্বং হি সর্বং পুরাবে ত্বং গোবীশ ত্বঞ্চ নগ্নোহতিশ্যাস্তঃ ।

ত্বং বৈ বৃদ্ধ ত্বং যুবা ত্বঞ্চ বালস্ত্বং যৎ কিং নান্যত ত্বাং নতোহস্মি ॥ ৮

দাহকত্ব, সৃষ্টি তাপ, চন্দ্রে প্রসাদ, পুষ্পে গন্ধ এবং দুগ্ধ মধ্যে যে দ্রুত

তাহা তুমি, অতএব তোমাকে আশ্রয় করিলাম ॥ ৪ । তুমি কর্ণহীন

হইয়া শব্দ শ্রবণ কর, ভ্রাণহীন হইয়া ভ্রাণ গ্রহণ কর, পদহীন

হইয়া দূরে গমন কর, চক্ষুহীন হইয়া দর্শন কর এবং জিহ্বাশূন্য

হইয়াও রস আন্বাদন কর । কে তোমাকে সম্যক্ অবগত হইতে

পারে ? অতএব তোমাকে আশ্রয় করিলাম ॥ ৫ । বেদ তোমাকে

প্রত্যক্ষ অবগত নহে, অথবা বিষ্ণু, বিশ্বশ্রষ্টা ব্রহ্মা, যোগীন্দ্র, বা ইন্দ্র-

প্রমুখ দেবতাগণ কেহই তোমাকে অবগত নহেন, কেবল ভক্ত

তোমাকে জানেন, অতএব তোমাকে আশ্রয় করিলাম ॥ ৬ । তোমার

গোত্র নাই, জন্ম নাই, নাম, রূপ, লীল, দেশ কিছুই নাই ; কিন্তু এইরূপ

হইয়াও তুমি ত্রিলোকের ঈশ্বর এবং সর্ব কামনা পূর্ণ কর, অতএব

তোমাকে ভজনা করি ॥ ৭ । হে ত্রিপুরারি ! তোমা হইতে সর্ব

সম্বৃত হইয়াছে, এবং তুমি সর্বস্বরূপ এবং তুমি গৌরিপতি । তুমি নম্র

তুমি শাস্ত তুমি বৃদ্ধ, যুবা বালক ও তবু তুমি ; অতএব তোমাকেই

## স্তোত্ররত্নমালা ।

স্বধেতি ভূমৌ নিপপাত বিপ্রঃ স দণ্ডবদ্যাবদতীব হৃষ্টঃ ।

তাবৎ স বালোহথিল-বৃদ্ধবৃদ্ধঃ প্রোবাচ ভূদেবং বরং বর্শাষ ॥ ৯ ॥

তত উথায় হৃষ্টাত্মা মুনির্বিদ্বানরঃ কৃতী । পিত্রাব্রবীৎ কিমজ্ঞাতং সর্বজ্ঞস্ত

তব প্রভো ॥ ১০ ॥ সর্বাস্তুরাত্মা ভগবন্ সর্বং সূর্য্যপ্রদো ভবান্ ।

যাচ্ঞা চ প্রতীয়ুক্তে মাং কিমীশাদনাকারিণী ॥ ১১ ॥ ইতি শ্রুত্বা

বচস্তস্য দেবো বিশ্বানরগুহি । শুচিঃ শুচিব্রতশ্রুতঃ শুচিৎ স্বত্বা-

ব্রবাচ্ছিবঃ ॥ ১২ ॥ বাল উবাচ ॥ হুয়া শুচৌ শুচিস্মিত্যাং যোহভিলাষঃ

গা হৃদি । অচিরেণৈব কালেন স ভবিষ্যতাসংশয়ম্ ॥ ১৩ ॥

। পুত্রভ্রূমেষ্যামি শুচিস্মিত্যাং মহামতে । খ্যাতো গৃহপতিনাম্মি

দিবি সর্বামরপ্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥ অভিলাষাষ্টকং পুণ্যং স্তোত্রসেতং

স্বয়োরিতম্ । অদং ত্রিকালপাঠ্যং কামদং শিবসন্নিধৌ ॥ ১৫ ॥

প্রণামি কবি ॥ ৮ ॥ ব্রাহ্মণ তুষ্ট চিত্তে এইরূপ স্তব করিয়া এখন দণ্ডবৎ

ভূতলে প্রণত হইলেন, তখন সেই বালক অতিবুদ্ধতব হইয়া বলিলেন

ব্রাহ্মণ বর প্রার্থনা কর ॥ ৯ ॥ অনন্তর কৃতী মুন বিশ্বানর হৃষ্ট চিত্তে

উথিত হইয়া বলিলেন । প্রভো । তুমি সর্বজ্ঞ । তোমার কি অজ্ঞাত

আছে ? ১০ ॥ তুমি সকলের অন্তরাত্মা ভগবান্ সর্বদাতা, আমাকে

ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত অন্য প্রার্থনা করাইতেছ কেন ? ১১ ॥ সেই শুচি

দেব মহেশ্বর শুচিব্রত বিশ্বানবেশ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার

পবিত্রতা স্মরণ করিয়া বলিলেন ॥ ১২ ॥ বালক বলিলেন । তুমি

পবিত্র ভার্য্যা শুচিস্মিত্যতে হৃদয় যে অভিলাষ করিয়াছ, অচিরে

তাহা নিঃসংশয় সম্পন্ন হইবে । ১৩ ॥ হে মহামতে ! শুচিস্মিত্যের গর্ভে

সর্বদেবপ্রিয় গৃহপতি নামে খ্যাত তোমার পুত্র হইবে । তোমা

কর্তৃক পঠিত এই পবিত্র অভিলাষাষ্টক স্তোত্র শিবসন্নিধানে সংবৎসর

ত্রিকাল পাঠ করিলে সর্ব কামদায়ক হয় ॥ ১৫ ॥ এই স্তোত্র-পাঠ

এতৎস্তোত্রস্ত পঠনং পুত্রপৌত্রধনপ্রদম্ । সৰ্বশাস্তিকরঞ্চাপি সৰ্বপাপ-  
বিনাশনম্ । সর্গাপবর্গসম্পত্তেঃ কারণং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥ প্রাত-  
রুথার স্নানান্তো লিঙ্গমভার্চ্য শাস্ত্রবম্ । অদং জপাদিৎ স্তোত্রং অপুত্রঃ  
পুত্রবান্ ভবেৎ ॥ ১৭ ॥ বৈশাখে কার্ত্তিকে মাসে বিশেষনিয়মৈযুতঃ ।  
যঃ পঠেৎ স্নানসমনয়ে স লভেৎ সকলং ফলম্ ॥ ১৮ ॥ কার্ত্তিকস্ত চ  
নাব্যক্ত প্রসাদাদহমব্যয়ঃ । তস্ত পুত্রহমেয্যামি যন্তুযোক্তং পঠিষ্যতি ॥ ১৯ ॥  
অভিলাষাষ্টকমিদং ন দেবং যন্ত কন্তচিৎ । গোপনীয়ং প্রযত্নে  
মহাবক্ষ্যাপ্রসূতিকৃতং ॥ ২০ ॥ স্ত্রিয়া বা পুরুষেণাপি নিয়মা-  
সম্মিধৌ । অদং জপাদিৎ স্তোত্রং পুত্রদং নাত্র সংশয়ঃ । ইত্যুক্তান্তদধে  
বালঃ সোহপি বিপ্রৌ গৃহংগতঃ ॥ ২১ ॥

ইতি স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে অভিলাষাষ্টকং নাম বীরেশ্বরস্তোত্রং ।

পুত্রপৌত্র ধনপ্রদ, সৰ্বশাস্তি কারক, সৰ্বপাপবিনাশন, ও সুখ  
মোক্ষের কারণ । ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৭ ॥ প্রাতঃকালে উত্তীর্ণ  
হইয়া স্নান পূর্বক শঙ্কুগিষ্ঠ অর্চনা করিয়া বর্ষব্যাপিয়া এই স্তোত্র  
পাঠ করিলে অপুত্র পুত্রবান্ হয় ॥ ১৮ ॥ বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসে  
বিশিষ্ট নিয়মযুক্ত হইয়া যে স্নান কালে ইহা পাঠ কবে, সে সকল  
ফল লাভ করে ॥ ১৯ ॥ কার্ত্তিক ও মাঘ মাসের প্রসাদে তোমাব উক্ত  
এই স্তব যে পাঠ করিবে আমি তাহার পুত্র হইব । ২০ ॥ এই অভি-  
লাষাষ্টক স্তোত্র যাহাকে তাহাকে দিবে না, ইহা বড় পূর্বক গোপনে  
রাখিবে । ইহা মহাবক্ষ্যাব প্রসূতি কারণ ॥ ২১ ॥ স্ত্রী বা পুরুষ নিয়ম  
পূর্বক শিবলিঙ্গ-সন্নিধানে এক বৎসর কাল পরিয়া এই স্তোত্র জপ  
করিলে পুত্র লাভ করিবে ইহাতে সংশয় নাই । এই কথা বলিয়া  
বালক অন্তর্হিত হইলেন, ব্রাহ্মণও গৃহে গমন করিলেন ॥ ২১ ॥

ইতি স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে অভিলাষাষ্টকস্তোত্র সমাপ্ত ।

## বটুকভৈরবস্তবঃ ।

হৃত উবাচ ।—কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুং ।

শঙ্করং পরিপ্রচ্ছ পার্কতী পরমেশ্বরং ॥ ১

শ্রীপার্কতুবাচ ।

ভগবন্ সৰ্বধৰ্ম্মস্ত সৰ্বশাস্ত্রাগমাদিষু ।

আপহৃদ্ধারণং মন্ত্ৰং সৰ্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাং ॥

সৰ্বেষাঞ্চৈব ভূতানাং হিতার্থং বাঞ্ছিতং ময়া ।

বিশেষতস্ত রাজ্যাং বৈ শান্তিপুষ্টিপ্রসাধকং ॥ ৩

অঙ্গত্য়াস-করত্য়াস-বীজত্য়াস-সমম্বিতং ।

বক্তুমর্হসি দেবেশ মম ইষ্যবিবৰ্দ্ধনং ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

শৃণু দেবি মহামন্ত্ৰ-মাপহৃদ্ধারহেতুকং ।

সৰ্বদুঃখপ্রশমনং সৰ্বশক্ৰনিবহণং ॥ ৫

কৈলাসশিখরে আসীন, দেবদেব জগদ্গুরু পরমেশ্বর শঙ্করকে পার্কতী জিজ্ঞাসা করিলেন ।

শ্রীপার্কতী বলিলেন ।

হে সৰ্বধৰ্ম্মস্ত ভগবন্ । সমস্ত শাস্ত্র ও তন্ত্রাদিতে মনুষ্যাগণের সৰ্বসিদ্ধিদায়ক আপহৃদ্ধার মন্ত্ৰ বিশেষতঃ, বাহা নৃপতিগণের শান্তি ও পুষ্টিসাধক, সৰ্বপ্রাণীর মঙ্গলের নিমিত্ত আমি তাহা শুনিতে বাঞ্ছা করি । হে দেবদেব ! অঙ্গত্য়াস, করত্য়াস ও বীজত্য়াস সহ আমাব আনন্দবৰ্দ্ধন সেই মন্ত্ৰ বলুন । ৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন । হে দেবি ! আপহৃদ্ধারের নিদান স্বরূপ এই মহামন্ত্ৰ শ্রবণ কর । ইহা সৰ্বদুঃখপ্রশমক এবং সৰ্বশক্ৰসংহারক ॥ ৫

অপস্মাবাদিরোগাণাং জ্বরাদীনাং বিশেষতঃ ।

নাশনং স্মৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে ॥ ৬

গ্রহ-রাজভয়ানাঞ্চ নাশনং স্মৃথবর্দ্ধনং ।

স্নেহাদ্ভিক্ষ্যামি তে মন্ত্রং সর্বসারমিমং প্রিয়ে ॥ ৭

প্রণবং পূর্বমুচ্চাৰ্য্য দেবীপ্রণবমুচ্চরেৎ ।

বটুকায়ৈতি নৈ পশ্চাদাপহুঙ্কারণায় চ ॥ ৮

কুরুব্ধং ততঃ পশ্চাদ্-বটুকায় পুনঃ ক্ষিপেৎ ।

দেবীপ্রণবমুচ্চ্যতা মন্ত্রোদ্ধারমিমং প্রিয়ে ॥ ১০

মন্ত্রোদ্ধারমিমং দেবি ত্রৈলোক্যস্থতিহুল্ভং ।

অপ্রকাশ্যমিমং মন্ত্রং সর্বশক্তি-সমম্বিতং ॥ ১১

স্মরণাদেব মন্ত্রস্ত ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ ।

বিদ্রবন্তি ভয়ান্তা বৈ কালরুদ্রাদিব প্রজাঃ ॥ ১২

হে প্রিয়ে । এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র স্মরণমাত্র অপস্মারাদি রোগ বিশেষতঃ জ্বরাদি বোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৬

হে প্রিয়ে ! গ্রহনাশক, রাজভয়নাশক, স্মৃথবর্দ্ধন এই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র স্নেহবশতঃ তোমাকে বলিতেছি ॥ ৭

হে প্রিয়ে । প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া দেবীবাজ উচ্চারণ করিবে, অনন্তর, বটুকায় ও আপহুঙ্কারণায় বলিবে, তদনন্তর হুইবার কুরুকুরু বলিয়া পশ্চাৎ বটুকায় বলিবে ; তাহার পর দেববাজ বলিবে ; এইরূপে মন্ত্রোদ্ধার করিবে । অর্থাৎ ওঁ হ্রী বটুকায় আপহুঙ্কারণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রী । হে দেবি ! এই মন্ত্রোদ্ধার ত্রৈলোক্যে অতি হুল্ভ । এই মন্ত্র অপ্রকাশ্য ও সর্বশক্তি-সমম্বিত বলিয়া জানিবে ॥ ১১

এই মন্ত্র স্মরণমাত্র ভূত, প্রেত, পিশাচগণ ভয়ান্ত হইয়া বেক্রপ মহাকালভয়ে সর্বজন পলায়ন করে, তদ্রূপ পলায়ন করে ॥ ১২

পঠেদ্ বা পাঠয়েদ্ বাপি পূজয়েদ্ বাপি পুস্তকং  
 নাথিচৌবভরুকাপি গ্রহরাজভূয়ং তথা ॥ ১৩  
 ন চ মারীভরুস্ত্র সৰ্বত্র সুখবান্ ভবেৎ ।  
 আয়ুর্ব্যারোগ্যমৈশ্বর্যং পুত্রপৌত্রাদিসম্পদঃ ।  
 ভবন্তি সততং তস্মৈ পুস্তকস্ত্রাপি পূজনাং ॥ ১৪

শ্রীপার্কত্বাচ ।

য এষ ভৈরবো নাম আপচকারকো মতঃ ।  
 ইয়া চ কথিতো দেব ভৈরবঃ কল্পউত্তমঃ ॥ ১৫  
 তস্মৈ নামসহস্রাণি অযুতান্নর্কুদানি চ ।  
 সাধনুদ্ভ্য তেবাং বৈ নানাষ্টশতকং বদ ॥ ১৬  
 যস্ত সৰ্বকীৰ্ত্তয়েদেতং সৰ্বকুষ্ঠনিবহরণং ।  
 সৰ্বান কামানবাপ্নোতি সাধকঃ সিদ্ধিমেব চ ॥ ১৭

যাঁদ কেহ ইহা পাঠ করে বা পাঠ কবায় বা পুস্তক পূজা করে  
 তাহা হইলে অগ্নিভর, চৌরভর, গ্রহভর, রাজভর ও মারীভর থাকে  
 না, সে নোক সৰ্বত্র সুখবান হয় । পুস্তকের পূজা করিলে, আয়ু,  
 আবেগা, ত্রৈশ্বা, পুত্রপৌত্রাদি সম্পদ সতত লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৩। ১৪

শ্রীপার্কতী বলিলেন—এই যে ভৈরব আপচকারক বলিয়া জ্ঞাত  
 আছেন, এবং আপনিও যে ভৈরবকে উত্তম কল্প বলিয়াছেন  
 তাহার সহস্র অযুত ও অর্কুদ নামের সার সংগ্রহ করিয়া আমাকে  
 অষ্টোত্তর-শতনাম বলুন ॥ ১৬

যিনি সৰ্বকুষ্ঠবিনাশন এই ভৈরব নাম কীর্ত্তন করেন তিনি সৰ্ব-  
 বাঞ্ছিত লাভ করেন, এবং সাধক সিদ্ধিলাভ করেন ॥ ১৭

ঈশ্বর উবাচ ।

শুণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্ত মহাস্মনঃ ।  
 আপহৃদ্ধারকস্তেহ নামাষ্টশতমুত্তমং ॥ ১৮  
 সৰ্বপাপহরং পুণ্যং সৰ্বাপদ্বিনিবাহকং ।  
 সৰ্বকামার্থদং দেবি সাধকানাং স্তুতাবহং ॥ ১৯  
 দেহাঙ্গস্থাসকক্ষেত্রপং কপাং সমাহিতঃ ।  
 ভৈরবঃ মুগ্ধি বিচ্যুতঃ কপাং ভীমদর্শনং ॥ ২০  
 অক্ষৌভ্য তাত্ৰায়ং নাস্ত্য বদমে তাক্ষদর্শনং ।  
 ক্ষেত্রপং কণ্ঠয়োর্মধো ক্ষেত্রপালং হৃদি ত্র্যসং ॥ ২১  
 ক্ষেত্রাত্মাঃ নৰ্ভীভেদেণ তু কট্যাং সৰ্বাঘনাশনঃ ।  
 ত্রিনেত্রমূৰ্ব্বোবিচ্যুত জজ্বায়ো রক্তপাণিকং ।  
 পাদয়োর্দেবদেবেশং সৰ্বাঙ্গে বটুকং ত্র্যসং ॥ ২২

শ্রীঈশ্বর বলিবেন । হে দেবি । আপহৃদ্ধারক মহাস্মা ভৈরবেব  
 ১ অষ্টোত্তব শত নাম বলিব শুন । ১৮ হে দেবি । ইহা সৰ্বপাপহারক  
 পবিত্র, সৰ্ব আপদ নিবারক, সৰ্বকামার্থদায়ক এবং সাধকের স্তম্ভ-  
 জনক । ১৯

প্রথমে সমাহিত হইয়া দেহে অঙ্গস্থাস করিবে । নন্তকে ভৈরবকে  
 নাস করিয়া ( নন্তকে হস্ত দিয়া ভৈরবায় নমঃ বলিবে ) ললাটে  
 ভীমদর্শনকে নাস করিবে ( কপালে হস্ত দিয়া ভীমদর্শনায় নমঃ  
 বলিবে ) । চক্ষুদ্বয়ে ভূতাত্ৰয় স্থাস করিয়া, মুখে তাক্ষদর্শনকে স্থাস  
 করিবে । কণ্ঠদ্বয়ে ক্ষেত্রপ, হৃদয়ে ক্ষেত্রপাল, নাভিদেহে ক্ষেত্রাক্ষ,  
 কটিতে সৰ্বাঘনাশন, উরুদ্বয়ে ত্রিনেত্র, জজ্বাদ্বয়ে রক্তপাণিক, পদদ্বয়ে  
 দেবদেবেশ স্থাস করিয়া সৰ্বাঙ্গে বটুককে স্থাস করিবে । সৰ্বাঙ্গে



এবং গ্রাসবিধিং কৃষ্ণা তদনন্তরমুত্তমং ।

পঠেদেকমনাঃ স্তোত্রং নামাষ্ট্রশতসংজ্ঞকং ॥ ১৩

নামাষ্ট্রশতকগ্রাস্ত ছন্দোহনুষ্টু বৃন্দীকৃতং ।

বৃহদারণ্যকো নাম ঋষিষ্চ পরিকীর্তিতঃ ॥ ১৪

দেবতা কথিতা চাস্ত সপ্তির্বিটুকভৈরবঃ ।

সর্বকামার্থসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৫

ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ ।

ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাটু ॥ ১৬

অশ্বানবাসী মাংসার্শা থর্পরশা মথাস্তকুং ।

রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ ॥ ১৭

করালঃ কালশমনঃ কলাকাষ্ঠাত্মুঃ কবিঃ ।

ত্রিনেত্রো বহুনেত্রশ্চ তথা পিঙ্গললোচনঃ ॥ ১৮

শূলপাণিঃ খড়্গাপাণিঃ কঙ্কালী ধূমলোচনঃ ।

অভীরুভৈরবো-ভীরু-ভূতপো-যোগিনীপতিঃ ॥ ১৮

ধনদো ধনহারী চ ধনপঃ প্রতিভাবান্ ।

নাগহারো নাগকেশো-বোমকেশঃ কপালভূং ॥ ২০

কালঃ কপালমালী চ কমণীয়ঃ কলানিধিঃ ।

ত্রিলোচনো-জলম্নেত্র জিহ্বাশী চ ত্রিলোকপাং ॥ ২১

হস্ত দিয়া বটুকায় নমঃ বলিবে ) । এইরূপে ন্যাসকার্য্য করিয়া অনন্তর

একাগ্রাচন্তে উৎকৃষ্ট অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্র পাঠ করিবে ॥ ২৩

এই অষ্টোত্তর শতনামের অনুষ্টুপ ছন্দ, উক্ত হইয়াছে । ইহার ঋষি আরণ্যক কীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং ইহার দেবতা পণ্ডিতগণ কর্তৃক, বটুকভৈরব কথিত হইয়াছেন । সর্বকামার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত ইহার প্রয়োগ । ২৪ । ২৫

ত্রিবৃত্তনয়নোদ্ভিস্তঃ শাস্তঃ শাস্তজ্ঞানপ্রিয়ঃ ।  
 বটুকো বটুকেশচ খট্টাঙ্গবরধারকঃ ॥ ৩২  
 ভূতাদ্যক্ষঃ পশুপতি-ভিক্ষুকঃ পরিচায়কঃ ।  
 ধূর্তো দিগম্বরঃ সৌর-ইরিণঃ পাণ্ডুলোচনঃ ॥ ৩৩  
 প্রশান্তঃ শাস্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্করপ্রিয়বাক্তবঃ ।  
 অষ্টমূর্তিনিধীশচ জ্ঞানচক্ষুস্তমোময়ঃ ॥ ৩৪  
 অষ্টাধারঃ কলাধারঃ সর্পযুক্ত শশিশেখরঃ ।  
 ভূধরো ভূধরাধীশো-ভূপতিভূধরাশ্রয়কঃ ॥ ৩৫  
 কঙ্কালধারী মুণ্ডী চ নাগযজ্ঞোপবীতবান্ ।  
 জন্তুগোমোহনঃ স্তম্ভী মারণঃ ক্ষোভনস্তথা ॥ ৩৬  
 শুদ্ধনীলাঙ্গনপ্রথাদেহো মুণ্ডবভূষিতঃ ।  
 বলিভুগ্‌বলিভূতাত্মা কার্মা কামপরাক্রমঃ ॥ ৩৭  
 সৰ্ব্বাপত্তারকো-দুর্গো দুষ্টভূত-নিষেবিতঃ ।  
 কালী কলানিধিঃ কাস্তঃ কামিনীবশরুদ্ধবদী ।  
 সৰ্ব্বসিদ্ধিপ্রদোবৈষ্ণুঃ প্রভাবান্ ॥ ৩৮  
 অষ্টোত্তরশতং নাম ভৈরবস্ত মহাত্মনঃ ।  
 ময়া তে কথিতং দেবি বহুশ্চ শৰ্ম্মকামদং ॥ ৩৯  
 য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুক্তমং ।  
 ন তস্ত ছুরিতং কিঞ্চিন্ন রোগেভ্যো ভয়ং তথা ॥ ৪০

ভৈরব ভূতনাথ প্রভৃতি হইতে প্রভাবান্ অবধি অষ্টোত্তরশতনাম ॥ ৩৮  
 হে দেবি ! আমি তোমাকে গোপনীয় এবং সৰ্ব্বকামপ্রদ মহাত্মা  
 ভৈরবের এই অষ্টোত্তরশতনাম বলিলাম ॥ ৩৯  
 যে এই অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্র পাঠ করে তাহার কোন পাপ  
 থাকে না অথবা রোগভয় থাকে না ॥ ৪০

ন শত্রুভ্যাং ভয়ং কিঞ্চিং প্রাপ্নোতি মানবঃ কচিৎ ।

পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্র-মনন্যধীঃ ॥ ৪১

মারীভয়ে রাজ্যভয়ে তথা চৌরাগ্নিজে ভয়ে ।

ঔৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে ॥ ৪২

বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রমনন্যধীঃ ।

সর্বৈ প্রথমং বাস্তি ভয়াদ্ ভৈরবকীর্তনাং ॥ ৪৩

একাদশ সহস্রস্ত পুৰুশচরণমুচ্যতে ॥ ৪৪

ত্রিসন্ধাং যঃ পঠেদেবি সংবৎসরমতন্ত্রিতঃ ।

স সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াদিষ্টাং ছল্ভামপি মানবঃ ॥ ৪৫

যগ্মাসান্ ভূমিকামস্ত স্তোত্রং ছপ্তাখিলাং মহীং ।

রাজ্য শত্রুবিনাশায় জপেন্মাসাষ্টকং পুনঃ ॥ ৪৬

বাত্তৌ পাবত্রয়ৈকেব নাশয়তোব শাত্ৰবান্ ।

জপেন্মাসত্রয়ং বাত্তৌ বাজানং বশমানয়েৎ ॥ ৪৭

মানবের কোথায়ও কোন শত্রুভয় থাকে না কিংবা পাতকের ভয় থাকে না, একাগ্রচিত্তে এই স্তব পাঠ করিবে। মারাত্মকে, রাজ্য-ভয়ে, চোর ও অগ্নিভয়ে, মহাঘোর উৎপাতে, দুঃস্বপ্ন দর্শনে, ভয়ঙ্কর বন্ধনে অনন্তচিত্তে এই স্তব পাঠ করিবে। এ সমস্ত ভৈরব কীর্ত্তনে ভয়ে উপশম হয় ॥ ৪৩

এগার হাজার বাব এই মন্ত্র জপ করিলে পুৰুশচরণ হয়। হে দেবি! যে ব্যক্তি সংবৎসর একাগ্রমনে ত্রিসন্ধা এই স্তব পাঠ করে সে লোক ছল্ভি অর্ভীষ্ট সিদ্ধিলাভ কবে ॥ ৪৫

ভূমিকামী ব্যক্তি ছয় মাস এই মন্ত্র জপ করিলে ভূমি লাভ করে। রাজ্য শত্রু বিনাশের নিমিত্ত ইহা আট মাস জপ করিবেন। রাত্রিতে তিন বার পাঠ করিলে শত্রু নাশ হয়। যে রাত্রিতে তিন মাস কাল

ধনার্থী চ স্ত্রীতার্থী চ দারার্থী যন্ত মানবঃ ।

পঠেদ্ বারত্ৰয়ং যদ্বা বারমেকং তথা নিশি ॥ ৪৮

ধনং পুত্রাংস্তথা দধরান্ প্রাপ্নুয়ান্নাত্ৰ সংশয়ঃ ।

রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বন্ধো মুচ্যেত বন্ধনাং ॥ ৪৯

ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ ।

দান্দান্ সনোহতে কানাং স্তাংস্তানাপ্নোতি নিশিচতং ॥ ৫০

অপ্রকাশমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যত্র কশ্চিৎ ।

সংকুলীনায় শাস্তায় ঋজবে দম্ভবর্জিতে ॥ ৫১

দত্বাং স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্বকামফলপ্রদং ।

দ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্ত সখা ধ্যান্তা পঠেয়রঃ ॥ ৫২

শুদ্ধফটিকসঙ্কশঃ সহস্রাদিত্যবর্চসঃ ।

অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং চতুর্বাহুং দ্বিবাহুকং ॥ ৫৩

ভুজঙ্গমেখলং দেবমগ্নিবর্ণ-শিরোরতং ।

দিগম্ববং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলং ॥ ৫৪

ইহা পাঠ করবে, সে বাজাকে বশীভূত করিতে পারে । ধনার্থী, পুত্রার্থী এবং পত্নীপ্রার্থী মনুষ্য বাস্তবিত্তে তিনবার অথবা একবার পাঠ করিলে নিঃসন্দেহ ধন পুত্র বা পত্নী লাভ করবে । রোগী রোগ মুক্ত হয় এবং বন্ধ বন্ধন মুক্ত হয় । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ ।

ভীত ভয় হইতে মুক্ত হয় । হে দেবি । ইহাতে সংশয় নাই । যে যে কামনা অভিলাষ করে সে নিশ্চয় সেই সমস্ত লাভ করে । ৫০

এই গোপনীয় মন্ত্র অপ্রকাশ্য । যাহাকে তাহাকে ইহা বলিবে না । সংকুলীন, শাস্ত, সরল, নিরহঙ্কার ব্যক্তিকে এই পণ্ডিত সর্বকামফলপ্রদ মন্ত্র বলিবে । হে দেবি । দেবতার ধ্যানও বলিতেছি যাহা পাঠ করিলে স্তোত্র পাঠ করিবে । শুদ্ধ ফটিক তুল্য সহস্রস্রৃষা তুল্য বাহার

খট্‌গ-মসিপাশঞ্চ শূলকৈব তথা পুনঃ ।

চমরঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভূজগং তথা ॥ ৫৫

নীলজীমূতসঙ্কাশং নীলাঞ্জন চয়প্রভং ।

দংষ্ট্রাকরালবদনং নূপুরাঙ্গদসঙ্কুলং ॥ ৫৬

আম্ববর্ণসমোপেত-সারমেয়-সমম্বিতং ।

ধ্যাত্বা জপেং সূসংক্লষ্টঃ সর্বান্ কামানবাগ্নুদ্যতং ॥ ৫৭

এতচ্ছ্রুত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুক্তমং ।

ভৈরবায় প্রকৃষ্টাভূতং স্বয়ংকৈব নহেশ্বরী ॥ ৫৮

ইতি শ্রীকৃত্তবামলে আপহৃদ্ধাবকল্পে উমামহেশ্বরসংবাদে

বটুকভৈরবস্তবরাজঃ সমাপ্ত ।

অষ্টবাহু, চতুর্কোহ অথবা দিবাহু । ত্রিনয়ন, সর্পের মেথলাধারী  
অগ্নির ছায়া কেশজাল, দিগম্বর, কুমারীগণেব অধিপতি, মহাবল, বটুক-  
ভৈবব । খট্‌গ অসি, নাগপাশ ত্রিশূল ডমরু কপাল বর ও সর্প  
ধারণকারী, নীল মেঘের ন্যায় বর্ণ, নীল কঙ্কাল বাণির ছায়া প্রভা,  
মুখে ভয়ানক দস্ত এবং নূপুর ও অঙ্গদে ভূষিত । নিজের ন্যায় বর্ণ-  
বিশিষ্ট নিকটস্থিত কুকুবগণে বেষ্টিত । প্রকল্পচিত্তে এই ধ্যান করিয়া  
জপ করিলে সে মানব সর্ব কামনা লাভ করে ॥ ৫৭

অনন্তর দেবী নহেশ্বরী এই উৎকৃষ্ট অষ্টোত্তর শত নাম স্তোত্র  
শুনিয়া স্বয়ং ভৈরবের উপর সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৫৮

ইতি শ্রীকৃত্তবামলে আপহৃদ্ধাবকল্পে উমামহেশ্বরসংবাদে

বটুকভৈরবস্তবরাজঃ সমাপ্ত ।

## ভীষ্মকৃত-কৃষ্ণস্তবঃ ।

ইতি মতিরূপকল্পিতা বিতৃষ্ণা ভগবতি সাক্ষতপুঙ্গবে বিভূষি ।  
স্বস্বখমুপগতে কচিদিহর্তুং প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ববপ্রবাহঃ ॥ ১  
ভিভুবনকৃম্ননং তনালবর্ণং রবিকরণগোরবরাধরং দধানে  
বপূরলককুলাবতাননাজং বিজয়সথে রতিরস্তু মেহনবতা ॥ ২  
যুধি, তুরগরজোবিধুম্রবিষক্-কচলুলিত-শ্রমবায্যালঙ্কৃত্যগ্রে ।  
নম নিশিতসরৈর্বিভিগ্ধমান স্বচিবিলসংকবচেহস্ত কৃষ্ণ আত্মা-  
সপদি সখিবচো নিশম্য মধো নিজপরয়োর্বলয়ো রথং নিবেশ  
স্কৃতবতি পবসৈনিকায়রক্কা দ্রুতবতি পার্থসথে রতির্মাস্ত ॥ ৪

( শ্রীভীষ্ম বাগলেন ) যিনি স্বীয় আত্মানন্দে অবস্থিত হইয়াও  
দৃষ্টিপ্রবাহজনয়িত্রী প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়াছেন, যিনি সর্বৈশ্বর্য-  
সম্পন্ন, মহত্তম এবং যদুকুলশ্রেষ্ঠ সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার কামনা-  
রহিত চিন্তা ন্যস্ত হউক ॥ ১

যিনি ত্রিভুবন-সুন্দর তনাল তুল্য নীলবর্ণ, রবিকিরণসদৃশ পীত  
বসন পরিহিত এবং কুন্তলজালাবৃত মুখপদ্মশোভিত রুচির দেহধারী,  
সেই পার্থসথাতে আমার ফলকামনা শূণ্য রতি হউক ॥ ২

রণস্থলে অশ্বখুররজোতে যাহার ধূসরবর্ণ কেশজাল ইত্যন্ততঃ  
বিক্ষিপ্ত হইয়া বদনকমলে বিন্দু বিন্দু ঘর্ষজাল উৎপাদন করিয়াছিল,  
সেই রুচির বদন কমল ধারী এবং আমার তীক্ষ্ণশরে বিক্ষত দেহ ও  
উজ্জ্বল কবচ ধারী কৃষ্ণে আমার আত্মা স্থিত হউক ॥ ৩

যিনি সখা অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বকীয় ও  
পরকীয় সৈন্য মধ্যে রথ স্থাপন করত অবস্থিত হইয়া দৃষ্টি দ্বারাই যেন

খট্‌গ-মসিপাশঞ্চ শূলকৈব তথা পুনঃ ।

চমরঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভূজগং তথা ॥ ৫৫

নীলজীমূতসঙ্কাশং নীলাঙ্গন চয়প্রভং ।

দংষ্ট্রাকরালবদনং নৃপুংসদসঙ্কুলং ॥ ৫৬

আত্মবর্ণনমোপেত-সারমেয়-সমস্থিতং ।

ধাত্মা জপেৎ সূসংহৃষ্টঃ সর্বান্ কামানবাগ্নুদাং ॥ ৫৭

এতচ্ছ্রী ততো দেবী নামাষ্টশতমুক্তমং ।

ভৈরবায় প্রহৃষ্টোভূৎ স্বয়ংকৈব মহেশ্বরী ॥ ৫৮

ইতি শ্রীকৃষ্ণবামলে আপহৃদ্ধারকল্পে উমামহেশ্বরসংবাদে

বটুকভৈরবস্তবরাজঃ সমাপ্ত ।

অষ্টবাহু, চতুর্ভূজ অথবা দ্বিবাহু । ত্রিনয়ন, সর্পের মেথলাধারী  
অগ্নির গ্রায় কেশজাল, দিগম্বর, কুমারীগণের অধিপতি, মহাবল, বটুক-  
ভৈরব । খট্‌গ অসি, নাগপাশ ত্রিশূল ডমরু কপাল বর ও সর্প  
ধারণকারী, নীল মেঘের ন্যায় বর্ণ, নীল কঙ্কল রাশির গ্রায় প্রভা,  
মুখে ভয়ানক দস্ত এবং নৃপুং ও অঙ্গদে ভূষিত । নিজের ন্যায় বর্ণ-  
বিশিষ্ট নিকটস্থিত কুকুরগণে বেষ্টিত । প্রফুল্লচিত্তে এই ধ্যান কবিতা  
জপ করিলে সে মানব সর্ব কামনা লাভ করে ॥ ৫৭

অনন্তর দেবী মহেশ্বরী এই উৎকৃষ্ট অষ্টোত্তর শত নাম স্তোত্র  
শুনিয়া স্বয়ং ভৈরবের উপর সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৫৮

ইতি শ্রীকৃষ্ণবামলে আপহৃদ্ধারকল্পে উমামহেশ্বরসংবাদে

বটুকভৈরবস্তবরাজঃ সমাপ্ত ।

## ভীষ্মকৃত-কৃষ্ণস্তবঃ ।

ইতি মতিরূপকল্পিতা বিতুষা ভগবতি সাস্ত্রতপুঙ্গবে বিভূষ্মি ।  
 স্বস্বথুমুপগতে কচিদ্ধিহঁতুং প্রকৃতিমুপেয়ুধি যদ্ববপ্রবাহঃ ॥ ১  
 ত্রিভুবনকুশলং তমালবর্ণং রবিকরণগৌরবরাস্বরং দধানে  
 বপূরলককুলাবৃতাননাক্রং বিজয়সথে রতিরস্ত মেহনবদ্যা ॥ ২  
 যুধি তুরগরজ্জ্বাবিধুম্রাবিষক্-কচলুলিত-শ্রমবার্যালঙ্কৃতাস্ত্রে ।  
 মন নিশিতসরৈর্বিভিগ্ধমান ত্বচিবিলসংকবচেহস্ত কৃষ্ণ আত্মা  
 সপদি সখিবচো নিশমা মধ্যে নিজপরয়োর্বলয়ো রথং নিবেশ্য  
 স্থিতবতি পবসৈনিকায়ুর্জ্জ্বলা হ্রুতবতি পার্থসথে রতির্মমাস্ত ॥ ৪

( শ্রীভীষ্ম বর্ণিলেন ) যিনি স্বীয় আত্মানন্দে অবস্থিত হইয়াও  
 দৃষ্টিপ্রবাহজনয়িত্রী প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়াছেন, যিনি সর্বৈশ্বর্য-  
 সম্পন্ন, মহন্তম এবং যত্নকুলশ্রেষ্ঠ সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার কামনা-  
 রহিত চিন্তা ন্যস্ত হউক ॥ ১

যিনি ত্রিভুবন-সুন্দর তমাল তুল্য নীলবর্ণ, রবিকিরণসদৃশ পীত  
 বসন পরিহিত এবং কুস্তলজ্বালাবৃত মুখপদ্মশোভিত কচির দেহধারী,  
 সেই পার্থসথাতে আমার ফলকামনা শূণ্য রতি হউক ॥ ২

রণস্থলে অশ্বখুররজ্জ্বোতে যাঁহার ধূসরবর্ণ কেশজাল ইত্যন্ততঃ  
 বিক্ষিপ্ত হইয়া বদনকমলে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মজাল উৎপাদন করিয়াছিল,  
 সেই কচির বদন কমল ধারী এবং আমার তীক্ষ্ণশরে বিক্ষত দেহ ও  
 উজ্জ্বল কবচ ধারী কৃষ্ণে আমার আত্মা স্থিত হউক ॥ ৩

যিনি সখা অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বকীয় ও  
 পরকীয় সৈন্য মধ্যে রথ স্থাপন করত অবস্থিত হইয়া দৃষ্টি দ্বারাই যেন



বাবহিতপূতনামুখং নিরীক্ষ্য স্বজনবধাধ্বিমুখশ্চ দোষবুদ্ধ্যা ।  
 কুমতিমহরদাঙ্গবিভুয়া যশচরণরতিঃ পরমশ্চ মেহস্ত তস্ত ॥৫  
 শ্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা মৃতমধিকর্ত্ত মবপ্লুতো রথস্থঃ ।  
 ধৃতরথচরণোহভাষাচ্চলদণ্ডহরিবিব হস্তমিভং গতান্তরীরঃ ॥ ৬  
 শিতবিশিখহতো বিশার্ণদংশঃ ক্ষতজপরিপ্লুত আততায়িনো মে  
 প্রসভমভিমসার মদ্রথার্থং স ভবতু মে ভগবান্ গতিশ্চুকুন্দঃ ॥ ৭  
 বিজয়রথকুটুম্ব আন্তহোত্রে ধৃতহররশ্মিনি তচ্ছিরৈক্ষ্যগীরে ।  
 ভগবতি রুতিবস্ত্র মে নুমুর্যোধানিহ নিরীক্ষ্য হতাগতাঃ স্বরূপম্ ॥৮

নোর আয় হরণ করিয়াছিলেন সেই পার্শ্বপাশে আমার  
 মতি অচঞ্চল হউক ॥ ৪

অজ্ঞান বপস্কসৈন্যগণের অগ্রভাগে আত্মীরগণকে দেখিয়া দোষ-  
 বোধে স্বজনবধে বিমুখ হইলে যে কুম্ভ অধাঙ্গবিভা উপদেশ দ্বারা  
 অজ্ঞানের কুমতি দূর করিয়াছিলেন সেই পরমেশ্বর কুম্ভেব চরণে  
 আমার মতি হউক ॥ ৫

যিনি আমার প্রতিজ্ঞা সত্য ও অধিক করিবার নিমিত্ত নিজের  
 নিগম প্রতিজ্ঞা বিন্ধিত হইয়া, রথ হইতে লক্ষ্য পূর্বক চক্র ধারণ  
 করিয়া হস্তীবধোদ্যত সিংহের ন্যায় মদভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন,  
 বাহার ত্বরিত গমনে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল এবং দ্রুতগমনে  
 বাহার উত্তরীয় বস্ত্র ঝলিত হইয়াছিল ; পরে আততায়ী আমি আমার  
 সূতীক্ষ্ম শবে আহত, রক্তাক্ত দেহও ছিন্ন-কবচ হইয়া যিনি আমার  
 বধের নিমিত্ত ধাবিত হইয়াছিলেন, সেই ভগবান মুকুন্দ আমার গতি  
 হউন ॥ ৬ । ৭ ॥

যুদ্ধক্ষেত্রে, মৃত্যু সময়ে বাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্তগণ সাক্ষ্যপা  
 মুক্তিলাভ করিয়াছেন, সেই এক হস্তে অশ্ববরা ও অপর হস্তে

ললিতগতিবিলাসবস্তুহাস প্রণয়নিরীক্ষণকলিতোরুমানাঃ ।  
 কৃতমলুকৃতবত্যা উন্নাদাক্ষাঃ প্রকৃতিমগন কিল যন্ত গোপবধ্বঃ ॥ ৯  
 মুনিগণনূপবধ্যসঙ্কলেহন্তঃ-সদসি যুধিষ্ঠিররাজস্যয় এবাম্  
 অর্হণমুপেদ ঙ্গক্ষণীয়ো মম দৃশি গোচর এষ আবিরাট্মা ॥ ১০  
 তমিমমহমজঃ শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকলিতানাং ।  
 প্রতিদৃশমি নৈকধার্কমেকং সমধিগতোহস্মিবিধূতভেদমোহঃ ॥ ১১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ভীষ্মকৃত-কৃষ্ণস্তবঃ সমাপ্তঃ ।

—ঃঃ—

বেত্রদণ্ড ( চাবুক ) ধারণ করিয়া অর্জুন-রথে সারথিরূপে শোভমান  
 ভগবান কৃষ্ণে এই মৃত্যুকালে আমার মতি নাস্ত হউক ॥ ৮

ললিতগতি, মধুরহাস্য, বিলাস এবং প্রণয়-নিরীক্ষণাদি দ্বারা বর্ধিত  
 গুরুমান স্মৃতিরাত্ মদবিহ্বল হইয়া গোপবধুগণ যাহার গোবর্দ্ধন-  
 ধারণাদি লীলার অলুপ্ত করিয়া সাক্ষ্য মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল  
 আমারও মৃত্যু সময়ে সেই ভগবানে মতি হউক ॥ ৯

মুনিগণ এবং নৃপতিপ্রবর-পরিবাপ্ত যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয় যজ্ঞে  
 সভামধ্যে যিনি সর্বজনের দর্শনীয় হইয়া পূজোপহার গ্রহণ করিয়া  
 ছিলেন, সেই এই পরমাত্মা মৃত্যুকালে আমার চক্ষুর গোচরে বিরাজিত  
 হইয়াছেন ॥ ১০

প্রতিলোক্যেব দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান এক সূর্য্যের  
 ন্যায় স্বয়ংনির্মিত জীবের প্রতি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত জন্মরহিত এই বিষ্ণুকে  
 ভেদমোহহীন হইয়া আমি প্রাপ্ত হইলাম ॥ ১১

ইতি ভীষ্মকৃত-কৃষ্ণস্তব সমাপ্ত ।

—ঃঃ—

## অথ বিষ্ণুসহস্রনামারম্ভঃ ।

যন্ত স্মরণমাত্রেণ জন্মসংসারবন্ধনাং । বিমুচ্যতে নমস্তস্মৈ  
বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ॥ ১ । নমঃ সমস্তভূতানাং দিভূতায় ভূভূতে ।  
অনেকরূপরূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ॥ ২ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এত্বা ধৰ্ম্মানশেষেণ পাবনানি চ সৰ্ব্বশঃ । যুধিষ্ঠিরঃ শান্তনবঃ  
ব্রহ্মাভাভাষত ॥ ১ । যুধিষ্ঠিরউবাচ । কিমেকং দৈবতং লোকে  
কিঞ্চাপেকং পরায়ণম্ । স্তবন্তঃ কং কমৰ্চ্চন্তঃ প্রাপ্নুযুর্মানবাঃ  
শুভম্ ॥ ২ কো ধৰ্ম্মঃ সৰ্ব্বধৰ্ম্মাণাং ভবতঃ পরমোমতঃ । কিং জপ-  
মুচ্যতে জন্তু-জন্মসংসারবন্ধনাং ॥ ৩ । ভীষ্মউবাচ । জগৎপ্রভুং  
দেবদেবমনন্তং পুরুষোত্তমম্ । স্তবনামসহশ্রেণ পুরুষঃ সত্যোত্তমিতঃ ॥ ৪  
তমেব চার্চয়ন্তিতাং ভক্তা পুরুষমব্যয়ম্ । ধ্যায়ন্ স্তবনমগ্ৰং চ যজমান

গাহার শ্রবণ মাত্র জীব জন্ম ও সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়  
সেই সৰ্ব্বপ্রভু বিষ্ণুকে নমস্কার করি ॥ ১ । সমস্ত প্রাণিগণের আদীভূত  
বহুরূপ প্রভাবশালী বিষ্ণুকে নমস্কার করি ॥ ২ বৈশম্পায়ন বলিলেন ।  
—যুধিষ্ঠির সমস্ত ধৰ্ম্ম এবং বিগুহিকারক শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া পুনর্বার  
ভাষ্যকে বলিলেন ॥ ৩ যুধিষ্ঠির বলিলেন—এই লোকে সৰ্ব্বপ্রধান  
দেবতা কে, একমাত্র শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ই বা কে হন এবং কাহাকে স্তব ও  
অর্চনা করিয়া মনুষ্য শুভ গতি লাভ করে ? ২ আপনার মতে  
কোন ধৰ্ম্ম সৰ্ব্বধৰ্ম্মের শ্রেষ্ঠ এবং জীব কি জপ করিয়া জন্ম ও সংসার  
বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ? ভীষ্ম বলিলেন—জগৎপ্রভু দেবদেব অনন্ত  
পুরুষোত্তম, নারায়ণকে সহস্র নামে স্তব করিয়া পুরুষ সৰ্ব্বদা শ্রেয়  
লাভ করে । ৪ । সেই অব্যয় জন্মমৃত্যুহীন, সৰ্ব্বলোক-মহেশ্বর লোকা-

স্তুমেবচ ॥ ৫ । ব্রহ্মণ্যং সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞং লোকানাং কীর্তিবৰ্দ্ধনম্ । লোক-  
নাথং মহভূতং সৰ্বভূতভবোদ্ভবম্ ॥ ৭ । এষ মে সৰ্বধৰ্ম্মাণাং ধৰ্ম্মোহ-  
ধিকতমোমতঃ । যদ্বক্তা পুণ্ডরীকাক্ষং স্তবৈরর্চেরন্নরঃ সদা ॥ ৮ । পরমং  
যো মহভেজঃ পরমং যো মহন্তপঃ । পরমং যো মহদব্রহ্ম পরমং যঃ পরা-  
য়ণম্ ॥ ৯ । পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাং চ মঙ্গলম্ । দৈবতং  
দেবতানাঞ্চ ভূতানাং বোহবায়ঃ পিতা ॥ ১০ ॥ যতঃ সৰ্বানি ভূতানি  
ভবন্তাদিযুগাগমে । যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যাস্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে ॥ ১১ ॥  
তস্মৈ লোকপ্রধানস্ত জগন্নাথস্ত ভূপতে । বিষ্ণোৰ্নামসহস্র-  
শৃণু পাপভয়াপহম্ ॥ ১২ । যানি নামানি গোগানি বিখ্যাতানি  
মহাশ্বনঃ । ঋষিভিঃ পবিগীতানি তানি বক্ষ্যামি ভূতয়ে ॥ ১৩ ।  
বিষ্ণোৰ্নামসহস্রস্ত বেদব্যাসো মহানৃষিঃ । ছন্দোহম্বষ্টপ্ তথা দেবো  
ধাক্ষ বিষ্ণুকে যজ্ঞমান অর্চনা ধ্যান স্তুতি প্রণাম করিয়া এবং নিত্য  
স্তুত্ব করিয়া সৰ্বভূত অতিক্রম করেন ॥ ৫ । ৬ । তিনি ব্রহ্মণ্য সৰ্ব-  
ধৰ্ম্মজ্ঞ, লোকগণের কীর্তিবৰ্দ্ধন, লোকনাথ, মহভূত এবং সৰ্বপ্রাণীর  
উৎপত্তির নিদান ॥ লোকগণ সৰ্বদা ভক্তিপূৰ্বক স্তুত্ব দ্বারা  
পুণ্ডরীকাক্ষের যে অর্চনা করেন তাহাই সৰ্বধৰ্ম্মের শ্রেষ্ঠ ॥ ৮ । যিনি  
পরম মহা তেজঃ, যিনি পরম মহন্তপঃ, যিনি পরম মহদব্রহ্ম এবং যিনি  
পরম পরায়ণ, সকল পবিত্রের পবিত্র এবং মঙ্গলের মঙ্গল, সৰ্বদেবতার  
দেবতা এবং প্রাণিগণের অব্যয় পিতা ॥ ১০ । প্রথম যুগাগমে  
যাহা হইতে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে এবং যুগক্ষয়ে যাহাতে লীন  
হইবে ॥ ১১ । হে ভূপতে ! সেই লোকপ্রধান জগন্নাথ বিষ্ণুর পাপও  
ভয়হর সহস্রনাম শ্রবণ কর ॥ ১২ । যেগুলি শুদ্ধ ও যেগুলি বিখ্যাত  
নাম এবং ঋষিগণ যাহা গান করিয়াছেন মহাশ্বার সেই সকল নাম  
বলিব ॥ এই শ্রীকৃষ্ণ দিব্যসহস্রনামস্তোত্র মন্ত্রের ঋষি ভগবান্ বেদব্যাস,

ভগবান্ দেবকীমুতঃ ॥ ১ । অমৃতাংশুভবং বীজং শক্তির্দেবকীনন্দনঃ ।  
 ত্রিসামা হৃদয়ং তন্ত্ৰ শাস্ত্যর্থং বিনিযুক্ত্যতে ॥ ২ । বিষ্ণুং জিষ্ণুং  
 মহাবিষ্ণুং প্রভবিষ্ণুং মহেশ্বরম্ । অনেকরূপং দৈত্যাস্তং নমামি  
 পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩ । অস্ত্র শ্রীবিষ্ণোর্দেবাসহস্রনামস্তোত্রমহামন্ত্রস্ত  
 শ্রীভগবান্ বেদব্যাসঋষিঃ অমৃষ্টপুচ্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা শ্রীমন্নারায়ণো  
 দেবতা অমৃতাংশুভবো-ভানুব্রিতি বীজং দেবকীনন্দনঃ প্রষ্টেতি  
 শ্রীকৃষ্ণঃ । ত্রিসামা সামগঙ্গ্যমেতি হৃদয়ম্ । শঙ্খভূমন্দকী চক্রীতি  
 বুবাভ্যাম্ । শাস্ত্রধ্বাংগদাধর-ইত্যস্তম্ । রথাস্তপাণি রক্ষোভ্য ইতি  
 কবচম্ । উদ্ভবঃ ক্ষোভণোদেব ইতি পরমোমন্ত্রঃ । শ্রীকৃষ্ণ-  
 শ্রীত্যর্থং বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রজপে বিনিয়োগঃ ॥ অথ করগ্রাসঃ । ও  
 উদ্ভবায় অমৃষ্টাভ্যাং নমঃ ॥ ও ক্ষোভণায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা । ও  
 দেবায় মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ও উদ্ভবায় অনামিকাভ্যাং হুঁ । ও  
 ক্ষোভণায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । ও দেবায় করতলপৃষ্ঠাভ্যাং কট্ ।  
 ইতি করগ্রাসঃ ॥ অথ হৃদয়াদি-ষড়ঙ্গন্যাসঃ । সূত্রতঃ সূমুখঃ সূক্ষ্মঃ  
 জ্ঞানায় হৃদয়ায় নমঃ ও সহস্রমূর্ধা বিশ্বাত্মা ঐশ্বর্যায় শিরসে  
 স্বাহা । ও সহস্রার্চিঃ সপ্তজিহ্বঃ শক্তৌ শিখায়ৈ বষট্ । ও ত্রিসামা  
 সামগঃ সাম বলায় কবচায় হুঁ । ও রথাস্তপাণি রক্ষোভ্যস্তেজসে  
 নেত্রাভ্যাং বৌষট্ । শাস্ত্রধ্বাং গদাধরঃ বীর্য্যায় অস্ত্রায় কট্ । ও ক্রতুঃ  
 ছন্দ অমৃষ্টপুচ্ছ, দেবতা শ্রীকৃষ্ণ, পরমাত্মা শ্রীমন্নারায়ণ অমৃতাংশুভব  
 ভানু বীজ, দেবকী নন্দন প্রষ্টা, শক্তি ত্রিসাম সাম সামগঙ্গ্যাম হৃদয়,  
 শঙ্খভূমন্দকী চক্রী কীলক, শাস্ত্রধ্বাং গদাধর অস্ত্র, রথাস্তপাণি  
 (চক্রপাণি) রক্ষোভ্য কবচ, উদ্ভব ক্ষোভণদেব এই পরম মন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ  
 শ্রীতির নিমিত্ত বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্র জপে বিনিয়োগ । অনন্তর  
 উপরি উক্ত ষষ্ঠা মন্ত্রে করন্যাস, ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হইবে । অনন্তর-

সুদর্শনঃ কালঃ ভূভুবস্বরোমিতি দ্বিত্বকঃ । ইতি হৃদয়াদিন্যাসঃ ।  
 অথ ধ্যানম্ । শাস্ত্রাকারং ভূজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং, বিখ্যাদারং  
 গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্ । লক্ষ্মীকাস্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যান-  
 গম্যং বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্বলোকৈকনাথম্ ॥ ১ ॥ বিষ্ণুং বিষ্ণু-  
 ষট্কারো ভূতভব্যভবংপ্রভুঃ । ভূতকৃৎ ভূতভূতাত্মাত্মা ভূত-  
 ভাবনঃ ॥ ২ ॥ পূতাত্মা পরমাত্মা চ মুক্তানাং পরমা গতিঃ । অব্যয়ঃ পুরুষঃ  
 সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞোহঙ্কর এবচ ॥ ৩ ॥ যোগী যোগবিদাং নেতা প্রধান-  
 পুরুষেশ্বরঃ । নারসিংহবপুঃ শ্রীমান্ কেশবঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪ ॥ সৰ্বঃ  
 শিবঃ স্থাপুত্ৰাদিনিধিরব্যয়ঃ । সম্ভবো ভাবনো ভক্তা  
 প্রভুবীশ্বরঃ ॥ ৫ ॥ স্বয়ম্ভুঃ শম্ভুরাদিত্যঃ পুরুষাক্ষো-মহেশ্বরনঃ । অনাদি-  
 নিধনো ধাতা বিধাতা ধাতুরুত্তমঃ ॥ ৬ ॥ অপ্রমেয়ো-হৃষীকেশঃ  
 পদ্মনাভোহমরপ্রভুঃ । বিশ্বকর্মা মহাদেবো হৃষিকেশঃ ॥ ৭ ॥  
 অগ্রাহঃ শাশ্বতঃ কৃষ্ণো লোহিতাক্ষঃ প্রতর্দনঃ । প্রভূত-জ্বিককুজাম  
 পবিত্রং মঙ্গলং পরম্ ॥ ৮ ॥ ঈশানঃ প্রাণদঃ প্রাণো জ্যোষ্ঠঃ  
 শ্রেষ্ঠঃ প্রজাপতিঃ । হিরণ্যগর্ভো ভূগর্ভো মাধবো মধুসূদনঃ ॥ ৯ ॥  
 ঈশরো বিক্রমী ধন্বী মেধাবী বিক্রমঃ ক্রমঃ । অনুত্তমোদ্রাঘর্ষঃ কৃতজ্ঞঃ

ধ্যান । যিনি শাস্ত্র আকৃতি, ভূজগশায়ী, পদ্মনাভ, সর্বদেবের ঈশ্বর,  
 বিশ্বের আধার আকাশতুল্য মহান, মেঘবর্ণ, শুভাঙ্গবিশিষ্ট লক্ষ্মীকাস্ত  
 কমলনয়ন, যোগীগণের ধ্যানগম্য সেই ভবভয়হর সর্ব লোকের  
 একমাত্র অধিপতি বিষ্ণুকে বন্দনা করি । (১) । ভূতভব্য  
 ভবংপ্রভু ভূতভূৎ, ভাব । (২) মুক্তের গতি, ক্ষেত্রজ্ঞ, অঙ্কর ।  
 ৩। যোগবিদের নেতা । ৪। ভূতাদি, নিধি অব্যয় । ৫ শম্ভু,  
 আদিত্য, উত্তমধাতু । ৬। অমর, প্রভু ৭। জ্বিককুজাম, ৮। কৃতি,

କୃତିବାନ୍ନବୀନ ॥ ୧ ॥ ହୃଦୟେ: ଅରଣ୍ୟେ: ଅନ୍ୟ ବିଷୟେତା: ପ୍ରଜାଭବ: । ଅହ:  
 ସବ୍ୟସବୋତ୍ୟାଗ: ପ୍ରତ୍ୟୟ: ସର୍ବଦର୍ଶନ: ॥ ୧୦ ॥ ଅଜ: ସର୍ବେଶ୍ବର: ସିଦ୍ଧ:  
 ସିଦ୍ଧି: ସର୍ବଦାଦିଚ୍ଚାତ: । ବୃଦ୍ଧାକପିବଶେଷାନ୍ତା । ସର୍ବବୋଗବିନି:ସ୍ତତ: ॥ ୧୧ ॥  
 ବହୁର୍ବହୁମନା: ସତା: ସମାନ୍ତା ସନ୍ନିତ: ସମ: । ଅମୋଗ: ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ:  
 ବୃଦ୍ଧକର୍ମା ବୃଦ୍ଧକୃତି: ॥ ୧୨ ॥ ଋଦ୍ଧୋ ବହୁଶିରା ବହୁବିଷୟୋନି: ଗୁଚିତ୍ରବା: ।  
 ଅମୃତ: ଶାନ୍ତ: ହାତୁର୍ବବାବୋହୋ ମହାତପା: ॥ ୧୩ ॥ ସର୍ବଗ: ସର୍ବବିଦଭାନ୍ତ:  
 ବିଷ୍ଣୁକ୍ଷେନୋ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ: । ବେଦୋ ବେଦବିଦବାନ୍ତୋ ବେଦାନ୍ତୋ ବେଦବିଦ  
 ପୋ ॥ ୧୪ ॥ ଲୋକାଧ୍ୟକ୍ଷ: ସ୍ତବାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ: କୃତାର୍ଜୁନ: । ଚତୁର୍ବାନ୍ତା  
 ॥ ୧୫ ॥ ଚିତ୍ରତୁଳ୍ୟଃ ଚିତ୍ରତୁଳ୍ୟଃ ॥ ୧୬ ॥ ଶ୍ରୀଜିହ୍ଵାର୍ଦ୍ଧୋଜନଃ ଶ୍ରୀଜିହ୍ଵା-  
 ଶ୍ରୀଗଦାଦିଜ: ॥ ଅନନ୍ତୋ ବିଜୟୋଜେତା ବିଷ୍ଣୁଂ ଧ୍ୟାନ: ପୁନର୍ବହୁ: ॥ ୧୭ ॥  
 ଉପେକ୍ଷୋ ବାମନ: ପ୍ରାଂଶୁ ବମୋଷ: ଗୁଚିତ୍ରଜିତ: । ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ: ସଂଗ୍ରହ:  
 ସର୍ଗୋଦ୍ଧତାନ୍ତା ନିଷୟୋଦୟ: ॥ ୧୮ ॥ ବେଦୋ ବୈଦ୍ୟ: ସଦାବୋଗୀ ବୀବହା  
 ମାଧବୋ ମଧୁ: । ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟୋ ମହାମାୟୋ ମହୋତ୍ସାହୋ ମହାବଳ: ॥ ୧୯ ॥  
 ମହାବୁଦ୍ଧି ମହାବୀର୍ଯ୍ୟୋ-ମହାଶକ୍ତି-ମହାଦ୍ରାଘି: । ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ଵବପୁ: ଶ୍ରୀମାନମେଷାନ୍ତା  
 ମହାଦ୍ରାଘି ॥ ୨୦ ॥ ମହେଶ୍ଵାସୋ-ମହୀତର୍ଜା ଶ୍ରୀନିବାସ: ସତାଂ ଗତି: ।  
 ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ଵ: ସୁରାନନ୍ତୋ ଗୋବିନ୍ଦୋ ଗୋବିନ୍ଦାଂ ପତି: ॥ ୨୧ ॥ ମରୀଚିଦମ୍ବନୋ  
 ହଂସ: ସୁପର୍ଣ୍ଣୋ ଭୁଜଗୋତ୍ତମ: । ହିରଣ୍ୟାତ: ସୁତପା: ପଦ୍ମନାଭ: ପ୍ରଜା-  
 ପତି: ॥ ୨୨ ॥ ଅମୃତା: ସର୍ବଦୃକ୍ସିଂହ: ସକ୍ରାନ୍ତା ସକ୍ରିମାନ୍ ସ୍ଥିର: । ଅଜୋ  
 ହର୍ମ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ: ଶାନ୍ତା ବିଶ୍ରାନ୍ତାନ୍ତା ସୁରାବିହା ॥ ୨୩ ॥ ଶୁକ୍ରଶୁକ୍ରନ୍ତମୋ ଧାମ ସତା:  
 ସତାପରାକ୍ରମ: । ନିମିଷୋନିମିଷ: ଅଶ୍ଵୀ ବାଚସ୍ପତିରୁଦ୍ରାବଧୀ: ॥ ୨୪ ॥  
 ଅଶ୍ଵୀଶ୍ରୀମଣି: ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶ୍ରୀମାନେତା ସମୀବଣ: । ସହସ୍ରମୂର୍ଧା ବିଷ୍ଣାନ୍ତା  
 ଆସ୍ତବୀନ । ୧୧ ବୃଦ୍ଧାକପି ଅମେଷାନ୍ତା ୧୪ । ବେଦବିଦ୍, ଅବ୍ୟକ୍ତ ।  
 ୧୬ । ପ୍ରାଂଶୁ, ଅମୋଷ ଗୁଚି ଉର୍ଜିତ । ୧୭ । ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ଵବପୁ, ମହାଦ୍ରାଘି ।  
 ୨୦ । ସତେର ଗତି । ୨୧ । ଧାମ, ସତାପରାକ୍ରମ । ୨୨ । ବିଷ୍ଣୁ, ଅନିମିଷ

সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥ ২৪ আবর্তনো নিবৃত্তায়া সংবৃতঃ সংপ্রমুদনঃ ।  
 অহঃ সংবর্তকো বহুবিনিলো ধবণীধবঃ ॥ ২৫ সুপ্রসাদঃ প্রসন্নাত্মা  
 বিশ্বধ্বং বিশ্বভৃগুবিভূঃ । সংকুর্ভা সংকুতিঃ সানুর্জহুর্নাবায়ণো নবঃ ॥ ২৬  
 অসংখ্যোগ্রোহ প্রমেয়াত্মা বিশিষ্টঃ শিষ্টকৃচ্ছতিঃ । সিদ্ধার্থঃ সিদ্ধসংকল্পঃ  
 সিদ্ধিদঃ সিদ্ধিসাধনঃ ॥ ২৭ বৃষাহী বৃষভো বিষ্ণুর্বৃষপর্ক্য বৃষোদবঃ ।  
 বহ্ননো বহ্নমানশ্চ বিবিক্তঃ প্রতিসাগবঃ ॥ ২৮ সুভূজো দুর্ধবোবাগ্মী  
 মহেন্দ্রো বস্তুদো বস্তুঃ । নৈকরূপো বৃহদ্রূপঃ শিগিবিষ্টঃ প্রকাশনঃ ॥ ২৯  
 ওজস্তেজোদ্যতিধ্বজঃ প্রকাশাত্মাপ্রতাপনঃ । ঋদ্ধঃ স্পষ্টাঙ্কবো  
 শ্চন্দ্রাংস্তুর্ভাস্কবদ্রুতিঃ ॥ ৩০ অমৃতাংশুদ্রবো ভানুঃ শশবিন্দুঃ সু-  
 ওষধং জগতঃসেতুঃ সত্যাম্রপবাক্রমঃ ॥ ৩১ ভূতভব্যভবনাথঃ পবনঃ  
 পাবনোহনলঃ । কামহা কামরূৎকান্তঃ কামঃ কামপ্রদঃ প্রভুঃ ॥ ৩২  
 যুগাদিকৃদ যুগাবর্তোহনৈকমায়ো মহাশনঃ । অদৃগোহব্যাক্তরূপশ্চ  
 সহস্রজদনস্তজ্রিং ॥ ৩৩ ইষ্টো বিশিষ্টঃ শিষ্টেষ্ঠঃ শিখণ্ডী নভষো বৃষঃ ।  
 ক্রোধহা ক্রোধকৃৎকর্তা বিশ্ববাহুমহীধবঃ ॥ ৩৪ অচ্যুতঃ প্রথিতঃ প্রাণঃ  
 প্রাণদো বাসবানুজঃ । অপাংনিধিবিধিষ্ঠানমপ্রমত্তঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৩৫  
 স্কন্দঃ স্কন্দবরো ধুম্যো ববদো বায়ুবার্হনঃ । বাস্তুদেবো বৃহদ্রাষ্ণু-  
 বাদিদেবঃ পুন্দ্রবঃ ॥ ৩৬ অশোকস্তারগস্তাবঃ শুরঃ শৌবির্জনেশ্ববঃ ।  
 অমুকুলঃ শতাবর্তঃ পদ্মা পদ্মনিভেক্ষণঃ ॥ ৩৭ পদ্মনাভোহরবিলাকঃ

বাস্পশ্চতি, উদারধী । ২৪ । বহ্নি, অনিল । ২৬ । অপ্রমেয়াত্মা ,  
 শিষ্টকৃৎ, শুচি । ২৯ । চন্দ্রাংস্তু ভাস্করদ্রুতি । ৩০ । অমৃতাংশুদ্রব,  
 জগৎসেতু । ৩১ । পবন, অনল, অদৃশ্য অব্যাক্তরূপ । ৩৪ । অপের  
 নিধি ও অধিষ্ঠান, অপ্রমত্ত । ৩৬ । অশোক তারণ জনে-  
 শ্বর । পদ্মনিভেক্ষণ । ৩৭ । পদ্মনাভ, অরবিলাক মহাক্ষ ।



পদ্মগর্ভঃ শরীরভৃৎ । মহাৰ্দ্ধিৰ্দ্ধৌবুদ্ধাত্মা মহাকোণরুড়ধ্বজঃ ॥ ৩৮  
 অতুলঃ শরভোভীমঃ সমযজ্ঞো হবির্হরিঃ । সৰ্বলক্ষণলক্ষণো  
 লক্ষ্মীবান্ সমিতিজ্ঞয়ঃ ॥ ৩৯ বিষ্ণুরো রোহিতো মার্গো হেতুদামোদরঃ  
 সহঃ । মহীধরো মহাভাগো বেগবান্ অমিতাশনঃ ॥ ৪০ উত্তরঃ  
 ক্ষোভণোদেবঃ শ্রীগর্ভঃ পরমেশ্বরঃ । করণং কারণং কৰ্ত্তা বিকৰ্ত্তা  
 গহনোগুহঃ ॥ ৪১ ব্যবসায়ো ব্যবস্থানঃ সংস্থানঃ স্থানদোদ্রবঃ ।  
 পরাৰ্দ্ধিঃ পরমঃ স্পষ্টস্তম্ভঃ পুষ্টঃ স্তভেক্ষণঃ ॥ ৪২ বাঁমো বিরামো বিরজো  
 নৈষো নয়োহনয়ঃ । বীরঃ শক্তিমতাং শ্রেষ্ঠো ধর্মোদধ্ব-  
 ববান্ ॥ ৪৩ বৈকুণ্ঠঃ পুরুষঃ প্রাণঃ প্রাণদঃ প্রণবঃ পুথুঃ ।  
 হিরণ্যগর্ভঃ শক্রয়ো ব্যাপ্তো বায়ুরধোক্ক্ষজঃ ॥ ৪৪ ঋতুঃ সূদর্শনঃ কালঃ  
 পরমেষ্ঠী পরিগ্রহঃ । উগ্রঃ সংবৎসরো দক্ষো বিশ্রামো বিশ্বদক্ষিণঃ ॥ ৪৫  
 বিস্তারঃ স্থাবরঃ স্থাণুঃ প্রমাণং বীজমব্যয়ম্ । অর্থোহনর্থো মহাকোশো-  
 মহাভাগো মহাধনঃ ॥ ৪৬ অনির্বিল্লঃ স্থবিষ্ঠোভূধর্মযপো মহামথঃ ।  
 নক্ষত্রনেমিন্ ক্ষত্রী ক্ষমঃ ক্ষামঃ সমীহনঃ ॥ ৪৭ যজ্ঞঠজ্যো মতেজ্যশ্চ  
 ক্রতুঃ সত্রং সতাংগতিঃ । সৰ্বদর্শী বিমুক্তাত্মা সৰ্বজ্ঞো জ্ঞানমুক্তমম্ ॥ ৪৮  
 সূত্রতঃ সূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মঃ । মনোহরো জিতক্রোধো-  
 বীরবাহুর্বিদারণঃ ॥ ৪৯ স্বাপনঃ স্ববশো ব্যাপী নৈকাত্মা নৈককর্মকৃত্য ।  
 বৎসরো বৎসলো বৎসী রত্নগর্ভো ধনেশ্বরঃ ॥ ৫০ ধর্মগুপ্ ধর্মকৃত্যধ্বী  
 সদস্য কর্মক্ষরম্ । অবিজ্ঞাতা সহস্রাংগুর্বিধাতা কৃতলক্ষণঃ ॥ ৫১  
 গভস্তিনেমিঃ সঙ্কহঃ সিংহো ভূতমহেশ্বরঃ । আদিদেবো মহাদেবো  
 ৩৮ । হবিঃ ।, ৩৯ । বেগবান্ অমিতাশন । ৪১ । স্থানদ, দ্রব ।  
 ৪২ । নয় অনয় শক্তিমান্দিগের শ্রেষ্ঠ । উত্তম ধর্মবিৎ । ৪৩ ।  
 বায়ু, অধোক্ক্ষজ । ৪৫ । অর্থ, অনর্থ । ৪৭ । সতের গতি ।  
 উত্তমজ্ঞান । ৫০ । ধর্মগুপ্, ধর্মকৃত্য, ধর্মী । ৫১ । সিংহ,

দেবেশো দেবভৃঙ্গুকঃ ॥ ৫২ উত্তরো গোপতির্গোপ্তা জ্ঞানগম্যঃ  
 পুরাতনঃ । শরীরভূতভূতভোক্তা কপীন্দ্রোভূরিদক্ষিণঃ ॥ ৫৩ সোমপোহ-  
 মৃতপঃ সোমঃ পুরুজিংপুরুসন্তমঃ । বিনয়ো জয়ঃ সত্যসঙ্কো দাশাইঃ  
 সাত্ত্বতাংপতিঃ ॥ ৫৪ জীবো বিনয়িতা সাক্ষী মুকুন্দোহমিতবিক্রমঃ ।  
 অস্ত্রোনিধিরনস্ত্রাত্মা মহোদধিশয়োহস্তকঃ ॥ ৫৫ অজ্ঞো মহাহঃ  
 স্বাভাব্যো জ্ঞিতামিত্রঃ প্রমোদনঃ । আনন্দো নন্দনো নন্দঃ সত্য-  
 ধর্ম্মা ত্রিবিক্রমঃ ॥ ৫৬ মহর্ষিঃ কপিলাচার্য্যঃ কৃতজ্ঞো মেদিনীপতিঃ ।  
 ত্রিপদস্ত্রিদশাধ্যক্ষো মহাশৃঙ্গঃ কৃতাস্তকুং ॥ ৫৭ মহাবরাহো গোপ্তি-  
 স্মরণে কনকান্দী । গুহ্যোগস্ত্রীয়ো গহনো গুপ্তস্ত্রজগদাধরঃ ॥ ৫৮  
 বেধাঃ স্বাক্ষোজিতঃ কৃষ্ণো দূতঃ সংকর্ষণোহচ্যুতঃ । বরুণো বারুণো  
 বৃক্ষঃ পুরুষাক্ষো মহামনাঃ ॥ ৫৯ ভগবান্ ভগহা নন্দী বনমালী চলা-  
 যুধঃ । আদিত্যো জ্যোতিরাদিত্যঃ সহিস্কুর্গতিসন্তমঃ ॥ ৬০ সূর্য্য  
 ঋগুপরন্তর্দাক্ষিণ্যে দ্রবিণপ্রদঃ । দিবস্পৃক্ সর্ষদুখ্যাসো বাচস্পতির-  
 যোনিজঃ ॥ ৬১ ত্রিসামা সামগঃ সাম নির্ঝাণং ভেবজং ভিষক্ ।  
 সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শাস্তো নিষ্ঠা শাস্তিঃ পরায়ণঃ ॥ ৬২ শুভাঙ্গঃ শাস্তিদঃ  
 স্রষ্টা কুমুদঃ কুবলেশ্বরঃ । গোহিতো গোপতি গোপ্তা বৃষভাক্ষো  
 বৃষপ্রিয়ঃ ॥ ৬৩ অনিবর্ত্তী নিরুভাত্মা সংক্ষেপ্তা ক্ষেমকৃচ্ছিবঃ । শ্রীবৎস-  
 বক্সা শ্রীবাসঃ শ্রীপতিঃ শ্রীমতাংবরঃ ॥ ৬৪ শ্রীদঃ শ্রীশঃ শ্রীনিবাসঃ  
 শ্রীনিধিঃ শ্রীবিভাবনঃ । শ্রীধরঃ শ্রীকরঃ শ্রেয়ঃ শ্রীমাল্লোকত্রয়া-  
 চূতমহেশ্বর দেবভৃংগুঃ ॥ ৬৩ । সোমপ, অমৃতপ, সাত্ত্বতের  
 পতি । ৫৪ । মুকুন্দ, অমিতবিক্রম, মহোদধিশয়, অস্তক । ৫৬ ।  
 ত্রিদশাধ্যক্ষ । ৫৯ । সাক্ষ, অজিত, অচ্যুত । ৬০ । জ্যোতি,  
 আদিত্য, গতিসন্তম । ৬১ । ঋগুপরন্ত, দ্রবিণপ্রদ, ব্যাস । ৬২ ।  
 সন্ন্যাসকৃৎ । ৬৩ । ক্ষেমকৃৎ । ৬৪ । লোকত্রয়াশ্রয় । ৬৬ ।

শ্রয়ঃ ॥ ৬৫ স্বকঃ স্বকঃ শতানন্দো নন্দির্যোতির্গণেশ্বরঃ । বিজি-  
তাস্থা বিধেয়াস্থা সংকীর্তিশ্চিদ্রসংশয়ঃ ॥ ৬৬ উদীর্ণঃ সর্বতশ্চক্ষুর-  
নীশঃ শাস্বতঃ স্থিরঃ । ভূশয়ো ভূষণো ভূর্তির্বিশোকঃ শোকনাশনঃ ॥  
অচিহ্নানচিহ্নিতঃ কুন্তো বিগুহ্বাস্থা বিশোধনঃ । অনিরুদ্ধোহপ্রতি-  
রথঃ প্রহ্মায়োহমিতবিক্রমঃ ॥ ৬৮ কালনোমিনিহা বীরঃ শৌরিঃ শূর-  
জনেশ্বরঃ । ত্রিলোকাস্থা ত্রিলোকেশঃ কেশবঃ কেশিহা হরিঃ ॥ ৬৯  
কামদেবঃ কামপালঃ কামী কান্তঃ কুতাগমঃ । অনিরুদ্ধোবপুর্বিষ্ণু  
বৈরাহনস্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৭০ ব্রহ্মণো ব্রহ্মকৃদ্ ব্রহ্মা ব্রহ্ম ব্রহ্মবিব-  
-স্মনঃ । ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণো ব্রহ্মী ব্রহ্মজ্ঞো ব্রহ্মগপ্রিয়ঃ ॥ ৭১ মহাক্রমো  
মহাকর্মা মহাতেজা মহোরগঃ । মহাক্রতুর্মহাবজা মহাবজ্ঞো  
মহাহবিঃ ॥ ৭২ স্তব্যঃ স্তবপ্রিয়ঃ স্তোত্রঃ স্তুতিঃ স্তোতা রণপ্রিয়ঃ ।  
পূর্ণঃ পূরয়িতা পুণ্যঃ পুণ্যকীর্তিরনাময়ঃ ॥ ৭৩ মনোজবস্তীর্থকরো  
বসুপ্রেতা বসুপ্রদঃ । বসুপ্রদো বাসুদেবো বসুর্কসুমনা হবিঃ ॥ ৭৪  
সদগতিঃ সংকৃতিঃ সত্তা সদ্ভূতিঃ সংপরায়ণঃ । শূরসেনো যজ্ঞশ্রেষ্ঠঃ  
সন্নিবাসঃ সুষামুনঃ ॥ ৭৫ ভূতাবাসো বাসুদেবঃ সর্বাস্থনিলয়োহনলঃ ।  
দর্পহা দর্পদোহদৃপ্তো দুর্ধরোহথাপরাজিতঃ ॥ ৭৬ বিশ্বমুক্তির্মহামুক্তি  
দীপ্তমুক্তিরমুত্তিমান্ । অনেকমুক্তিরবাক্তঃ শতমুক্তিঃ সনাতনঃ ॥ ৭৭  
একো নৈকঃ স বঃ কঃ কিং বস্তৎপদমগুত্তমম্ । লোকবন্ধু লৌক-  
নাথো মাধবো ভক্তবৎসলঃ ॥ ৭৮ সুবর্ণবর্ণো হেমাক্ষো বরাঙ্গশ্চন্দ-  
নাঙ্গদী । বীরহা বিধমঃ শূত্রো ধৃতাশীরচলশ্চলঃ ॥ ৭৯ অমানী মানদো  
সর্বতশ্চক্ষু, অনীশ । ৬৭। অচিহ্নান অপ্রতিরথ । ৬৯ । কাল-  
নোমিনিহা । ৭০ । অনিরুদ্ধোবপুঃ, অনন্ত । ৭৩ । অনাময় ।  
৭৪ মনোজব, বসুপ্রদ, বাসুদেব, বসুমনা । ৭৫ । সর্বাস্থনিলয় ।  
৭৬ । অপারাজিত । ৭৭ । অব্যক্ত । ৮০ । শত্রুভৃৎ । ৮২ । চতুর্কোদবিঃ;

মাত্ৰো লোকস্বামী ত্রিলোকধ্বজ । হ্রমেধা মেধজ্ঞো ধন্তঃ সত্যমেধা  
 ধরাধরঃ ॥ ৮০ তেজো বৃষো হ্রাতিধরঃ সৰ্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ । প্রগ্রহো  
 নিগ্রহো ব্যগ্রো নৈকশৃঙ্গে গদাগ্রজঃ ॥ ৮১ চতুমুৰ্ত্তিশ্চতুর্ভূহাশ্চতু-  
 বৃহাশ্চতুর্গতিঃ । চতুরাশ্বা চতুর্ভাবশ্চতুর্বেদবিদেকপাৎ ॥ ৮২  
 সমাবর্ত্তো নিবৃত্তাশ্বা দুর্জয়ো দুহতিক্রমঃ । দুর্জতো দুর্গমো দুর্গো  
 দুরাবাসো দুরাশিহা ॥ ৮৩ শুভাক্ষো লোকসারঙ্গঃ স্ততস্তত্তত্তবর্দ্ধনঃ ।  
 ইন্দ্রকন্যা মহাকন্যা কৃতকন্যা কুতাগমঃ ॥ ৮৪ উদ্ভবঃ স্তন্দরঃ স্তন্দো  
 রত্ননাভঃ স্তলোচনঃ । অর্কো বাজসনিঃ শৃঙ্গী জয়ন্তঃ সূর্য-  
 বিজয়ী ॥ ৮৫ সুবর্ণবিন্দুরক্ষোভ্যঃ সর্ববাগীশ্বরেশ্বরঃ । মহাহ্রদে  
 মহাগর্ভো মহাভূতো মহানিধিঃ ॥ ৮৬ কুমুদঃ কুন্দরঃ কুন্দঃ পর্যগ্রো-  
 পাবনোহনিলঃ । অমৃতান্ধোহমৃতমপুঃ সর্বজ্ঞো সর্বতোমুখঃ ॥ ৮৭  
 সুলভঃ সুরতঃ সিদ্ধঃ শত্রুজিচ্ছত্রতাপনঃ । গ্রাগ্রোধোডুশ্বরোহশ্ব-  
 শাগুরাক্তনিষুদনঃ ॥ ৮৮ সহস্রার্চ্চিঃ সপ্তজিহ্বঃ সপ্তৈধাঃ সপ্তবাহনঃ ॥ ৮৮  
 অমুৰ্ত্তিরনঘোহচিন্ত্যো ভয়কৃদ্ভয়নাশনঃ ॥ ৮৯ অণুরূপঃ কৃষঃ  
 স্কুলো গুণভূমিগুণো মহান্ । অধৃতঃ স্বধৃতঃ স্বাগ্রঃ প্রাথংশো-  
 বংশবর্দ্ধনঃ ॥ ৯০ তারভূৎ কথিতো যোগী যোগীশঃ সর্বকামদঃ ।  
 আশ্রমঃ শ্রমণঃ ক্ষামঃ সুপর্ণো বায়ুবাহনঃ ॥ ৯১ ধমুধরো ধনুর্ধ্বেনো  
 দণ্ডো দময়িতা দমঃ । অপরাজিতঃ সর্বসহো নিয়ন্তা নিয়মো  
 ক্ষমঃ ॥ ৯২ সত্ত্বান্ সাধিকঃ সত্যঃ সত্যধর্মপরায়ণঃ । অভিপ্রায়ঃ  
 প্রিয়ার্হোহিঃ প্রিয়কৃৎ প্রীতিবর্দ্ধনঃ ॥ ৯৩ বিহাঙ্গসগতির্জ্যোতিঃ  
 স্কন্ধচিহ্নভূমিভূঃ । রবিবিরোচনঃ সূর্য্যঃ সবিতা রবিলোচনঃ ॥ ৯৪

একপাৎ । ৮৮ । শত্রুজিৎ, শত্রুতাপন, গ্রাগ্রোধ, উডুশ্বর, অশ্বথ,  
 চাগুরাক্তনিষুদন । ৮৯ গুণভূৎ, নিগুণ । ৯৪ বিহাঙ্গসগতি ।  
 হতভুক বিভূ । ৯৫, নৈকজ, অগ্রজ

অনন্তো হতভুগ্ভোক্তা সুখদো নৈকজ্যোত্গ্রহঃ । অনির্বিল্লঃ সদামৰ্ষী  
 লোকাধিষ্ঠানমদ্বৃতঃ ॥ ৯৫ সনাৎ সনাতনতমঃ কপিলঃ কপিরবায়ঃ ।  
 স্বস্তিদঃ স্বস্তিকৃৎ স্বস্তিঃ স্বস্তিভৃক্ স্বস্তিদক্ষিণঃ ॥ ৯৬ অরোদ্ৰঃ  
 কুণ্ডলী চক্রী বিক্রম্যজিতশাসনঃ । শব্দাতিগঃ শব্দসহঃ শিশিরঃ  
 শৰ্বরীকরঃ ॥ ৯৭ অকুরঃ পেশলো দক্ষো দক্ষিণঃ ক্ষমিণাং বরঃ ।  
 বিদ্বন্তমো বীতভয়ঃ পুণ্যশ্রবণকীৰ্ত্তনঃ ॥ ৯৮ উস্তারিণো হৃদ্ধতিহা  
 পুণ্যো দ্বঃস্বপ্ন-নাশনঃ । বীরহা রক্ষণঃ সন্তো জীবনং পর্যাবস্থিতঃ ॥ ৯৯  
 হনন্তরূপোহনন্তশ্রীজিতমহ্যভয়াপহঃ । চতুরশ্রো গভীরাশ্রা বিদিশো  
 ন্যাদিশোদিশঃ ॥ ১০০ অনাদিভূত্ বোলক্ষ্মীঃ সুবীরো রুচিরবদঃ ।  
 জননো জনজন্মাদিভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥ ১০১ আধারনিলয়ো-ধাতা  
 পুষ্পহাসঃ প্রজাগরঃ । উধ্বগঃ সৎপথাচারঃ প্রাণদঃ প্রণবঃ পণঃ ॥ ১০২  
 প্রমাণং প্রাণনিলয়ঃ প্রাণভৎ প্রাণজীবনঃ । তস্বং তস্ববিদেকাশ্রা  
 জন্মমৃত্যুজরাতিগঃ ॥ ১০৩ ভূভূবঃ স্বস্তরুস্তারঃ সবিভা প্রপিতামহঃ ।  
 যজ্ঞো যজ্ঞপতিৰ্যজ্ঞা যজ্ঞাক্ষো যজ্ঞবাহনঃ ॥ ১০৪ যজ্ঞভূদ্যজ্ঞকৃদ্যজ্ঞী  
 যজ্ঞভূগ্-যজ্ঞসাধনঃ । যজ্ঞাস্তকৃদ্যজ্ঞগুহ্য-মন্ন-মন্নাৎ এব চ ॥ ১০৫  
 আশ্রযোনিঃ স্বয়ংজাতো বৈখানো সামগায়নঃ । দেবকীনন্দনঃ স্রষ্টা  
 ক্ষিতীশঃ পাপনাশনঃ ॥ ১০৬ শঙ্খভূন্নন্দকী চক্রী শাস্ত্রধরা গদাধরঃ ।  
 রথাস্ত্রপাণি রক্ষোভ্যঃ সৰ্ব্বপ্রহরণায়ুধঃ । ঔ সৰ্ব্বপ্রহরণায়ুধঃ ॥ ১০৭।  
 ইতীদং কীৰ্ত্তনীয়ন্ত কেশবস্ত মহাশ্বনঃ । নাম্নাং সহস্রং দিব্যানাম-  
 শেষেণ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১০৮ য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং যচ্চাপি পরিকীৰ্ত্তয়েৎ ।  
 না ততঃ প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিৎ সোহমুদ্রেহ চ মানবঃ ॥ ১০৯ বেদান্তগো

কীৰ্ত্তনীয় মহাশ্রা কেশবের এই দিবা সহস্রনাম অশেষরূপে  
 কীৰ্ত্তিত হইল-॥ ১০৮ যিনি নিত্য ইহা শ্রবণ করেন এবং যিনি  
 পরিকীৰ্ত্তন করেন, সেই লোক ইহকাল ও পরকালে কোন অন্তত

ব্রাহ্মণঃ শ্রীং কৃত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ । বৈশ্ণো ধনসমৃদ্ধঃ শ্রীচ্ছূদ্রঃ  
 সুখমবাগ্নুয়াৎ ॥ ১১০ ধর্ম্মার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ধর্ম্মমর্থার্থীচার্থমাগ্নুয়াৎ ।  
 কামানবাগ্নুয়াৎ কামী প্রজার্থী প্রাপ্নুয়াৎ প্রজাঃ ॥ ১১১  
 ভক্তিমান্ যঃ সদেখায় শুচিস্তদগতমানসঃ । সহস্রং বাসুদেবশ্চ  
 নাম্যমেতৎ প্রকীর্ত্তয়েৎ ॥ ১১২ যশঃ প্রাপ্নোতি বিপুলং জ্ঞাতি-  
 প্রাধান্যমেব চ । অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি শ্রেয়ঃ প্রাপ্নোত্যনন্তমম্ ॥ ১১৩  
 ন ভয়ং কচিদাপ্নোতি বীৰ্য্যং তেজশ্চ বিন্দতি । ভবত্যরোগো  
 দ্যুতিমান্ বলরূপশ্চগাশ্বিতঃ ॥ ১১৪ রোগার্ভো মুচ্যতে রোগাদ্বন্ধো-  
 মুচ্যত বন্ধনাৎ । ভয়ান্মুচ্যেত ভীতস্ত মুচ্যেতাপন্নঃ আপদঃ ॥ ১১৫  
 দুর্গাপ্যতিতরত্যাশ্চ পুরুষঃ পুরুষোত্তমম্ । স্ববদ্রামসহস্রেন নিত্যং  
 ভক্তিসমম্বিতঃ ॥ ১১৬ বাসুদেবশ্রয়ো মর্ত্ত্যো বাসুদেবপরায়ণঃ ।  
 প্রাপ্ত হন না ॥ ১০৯ ( পাঠকারী ) ব্রাহ্মণ হইলে বেদান্তগামী  
 হন, কৃত্রিয় বিজয়ী হন, বৈশ্য ধনৈশ্বর্য্যশালী হন এবং শূদ্র সুখলাভ  
 করেন ॥ ১১০ ধর্ম্মার্থী ধর্ম্ম লাভ করেন, অর্থার্থী অর্থলাভ করেন,  
 কামী সমস্ত কামনাফল লাভ করেন এবং পুত্রার্থী পুত্র লাভ  
 করেন ॥ ১১ যে ভক্তিমান্ ব্যক্তি নিয়ত উখিত হইয়া শুচি ও  
 তদগতচিত্তে বাসুদেবের এই সহস্রনাম পাঠ করেন ॥ ১২ তিনি  
 বিপুল যশঃ, জ্ঞাতীগণের মধ্যে প্রাধান্য, অচলা লক্ষ্মী, এবং সর্ব্বোৎ-  
 কৃষ্ট শ্রেয়ঃ লাভ করেন ॥ ১৩ তাঁহার কোথায় ও ভয় থাকে না,  
 বীৰ্য্য ও তেজলাভ করেন, এবং তিনি আরোগ কাস্তি বল রূপশ্চ  
 যুক্ত হন ॥ ১৪ রোগার্ভ রোগ হইতে মুক্ত হন, বন্ধ বন্ধন হইতে মুক্ত  
 হয়, ভীত ভয়মুক্ত হন, এবং আপৎগ্রস্ত আপদ হইতে মুক্ত হন ॥ ১৫  
 ভক্তি সমম্বিত হইয়া সহস্র নাম পাঠ পূর্ব্বক নিত্য পুরুষোত্তমেব  
 ঠত্ব করিলে শীঘ্র পুরুষ সমস্ত বাধা অতিক্রম করেন ॥ ১৬ যে

সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা য়াতি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১১৭ ন বাসুদেব-  
ভক্তগণনামগুণং বিদ্বতে কচিৎ । জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিভয়ং নৈবোপ-  
জায়তে ॥ ১১৮ ইমং স্তবমধীযানঃ শ্রদ্ধাভক্তিঃ সমন্বিতঃ । যুজ্যেতাশ্ব-  
সুখকান্তি-শ্রীধৃতিস্বতীকীর্তিভিঃ ॥ ১১৯ ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্যং  
ন লোভো নাশুভা মতিঃ । ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ভক্তানাং পুরুষো-  
ত্তমৈঃ ॥ ১২০ দোঃ সচন্দ্রার্কনক্ষত্রা থং দিশো ভূর্মহোদধিঃ ।  
বাসুদেবস্ত বীৰ্যেন বিদ্বতানি মহাশ্বনঃ ॥ ১২১ সম্ভবাসুভগবদ্বর্কঃ  
সযশ্কারগরাক্ষসম্ । জগদ্বশে বর্ততেদং কৃষ্ণস্ত সচরাচরম্ ॥ ১২২  
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ সত্ত্বং তেজো বলং ধৃতিঃ । বাসুদেবাত্মকান্যাহঃ  
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ ॥ ১২৩ সর্বগনানামাচারঃ প্রথমং পরিকল্প্যতে ।  
আচারপ্রভবোধর্ষো ধর্ম্যস্ত প্রভুরচ্যুতঃ ॥ ১২৪ ঋষয়ো পিতরো  
মানব বাসুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যিনি বাসুদেব পরায়ণ  
হন তিনি সর্বপাপ বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন ॥ ১৭  
বাসুদেবের ভক্তগণের কোন অশুভ হয় না, জন্ম মৃত্যু জরা ও  
ব্যাদি ভয় থাকে না ॥ ১৮ শ্রদ্ধাভক্তি-সমন্বিত হইয়া এই স্তব  
পাঠ করিলে সুখ, কান্তি শ্রী, ধৈর্য, স্বতী কীর্তি অশ্বিত হয় ॥ ১৯  
পুণ্যাশীল পুরুষোত্তম-ভক্তগণের ক্রোধ, মাৎসর্য, লোভ বা অশুভে  
মতি হয় না ॥ ২০ মহাত্মা বাসুদেবের বীর্য, চন্দ্রসূর্য্য নক্ষত্র  
সহিত স্বর্গ, আকাশ, দশদিক্, পৃথিবী ও মহাসমুদ্র সমস্ত ধৃত  
হইয়াছে ॥ ২১ সুর ( দেব ) অসুর গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষস-  
সমন্বিত সমস্ত চরাচর জগৎ কৃষ্ণের বশীভূত ॥ ২২ ইন্দ্রিয়গণ, মন  
বুদ্ধি সত্ত্ব তেজ, বল, ধৈর্য, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সমস্ত বাসুদেবাত্মক  
পণ্ডিতগণ বলেন ॥ ২৩ সমস্ত আগমের আচার প্রথম ( প্রধান )  
কল্পিত হইয়াছে, ধর্ম্ম আচারপ্রভব, এবং অচ্যুত ধর্ম্মের প্রভু ॥ ২৪

দেবা মহাভূতানি ধাতবঃ । জঙ্গমাজঙ্গমং চেদং জগন্নারায়ণোদ্ভূতম্ ॥ ১২৫  
 যোগোজ্ঞানং তথা সাংখ্যং বিদ্যাঃ শিল্পাদিকর্ম চ । বেদাঃ শাস্ত্রাণি  
 বিজ্ঞানমেতৎসর্বং জনার্দনাং ॥ ১২৬ একোবিষ্ণুর্মহদুতং পৃথগ্ভূতানা-  
 নেকশঃ । ত্রীর্লোকান্ ব্যাপ্য ভূতান্ ভুঙক্তে বিশ্বভূগব্যসঃ ॥ ১২৭  
 ইমং স্তবং ভগবতো বিষ্ণোর্ব্যাসেন কীর্তিতম্ । পঠেদ্ য ইচ্ছেৎপুরুষঃ  
 শ্রেয়ঃ প্রাপ্তুং সূতানি চ ॥ ১২৮ বিশ্বেশ্বরমজং দেবং জগতঃ প্রভবা-  
 পায়ম্ । ভঙ্কন্তি যে পুরুষাঙ্কং ন তে বাস্তি পরাভবম্ ॥ ১২৯

অর্জুন উবাচ ।—পদ্মপত্রবিশালাক্ষ পদ্মনাভ সুরোত্তম । ভক্তা-  
 নামনুরক্তানাং ত্রাতা ভব জনার্দন ॥ ১৩০

শ্রীভগবানুবাচ ।—যো মাং নামসহস্রেন স্তোতুমিচ্ছতি পাণ্ডব ।  
 সোহমেকেন শ্লোকেন স্তুত এব ন সংশয়ঃ ॥ ৩১ নমোহনন্তায় সহস্র-  
 ঞ্চারিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, মহাভূত, বাতু, সমস্ত স্থাবর জঙ্গম এই  
 জগৎ নাবায়ণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ॥ ১৫ যোগ জ্ঞান,  
 সাংখ্য, বিদ্যা, শিল্পাদিকর্ম, বেদ, শাস্ত্র, বিজ্ঞান এ সমস্ত জনার্দন  
 হইতে সম্ভূত হইয়াছে ॥ ১৬ মহদুত এক বিষ্ণু পৃথকরূপে অনেক  
 হইয়াছেন । সেই অব্যয় বিশ্বভূক্ত ভূতান্ তিন লোক ব্যাপ্ত হইয়া  
 সমস্ত বিশ্ব ভোগ করিতেছেন ॥ ১৭ বেদব্যাস-কীর্তিত ভগবান  
 বিষ্ণুর এই স্তব যিনি পাঠ করেন তিনি শ্রেয় ও সুখ লাভ কবেন ॥  
 ১৮ যাহারা বিশ্বেশ্বর, অজ (জন্মহীন) জগতের উৎপত্তি ও লয় কারণ  
 কমল লোচন দেব বিষ্ণুকে ভজনা করেন তাঁহাদের কোথায়ও পরাভব  
 হয় না ॥ ১৯ অর্জুন বলিলেন । হে পদ্মপলাশলোচন, পদ্মনাভ দেব-  
 শ্রেষ্ঠ জনার্দন ! তুমি অমুরক্ত ভক্তগণকে ত্রাণ কর ॥ ৩০ শ্রীভগ-  
 বান্ বলিলেন । হে পাণ্ডব ! যে আমাকে সহস্রনামে স্তব করিতে  
 ইচ্ছা করে, আমি তাহার এক শ্লোকেই স্তুত হইয়া থাকি ॥ ৩১





ব্যাপোহতি ॥ ৩৯ দহ্যস্তে বিপবন্তস্ত সোম্যাঃ সর্বৈ সদা গ্রহাঃ ।  
 বিলীয়ন্তে চ পাপানি স্তবে হস্মিন্ প্রকীর্তিতে ॥ ৪০ যেন ধাতঃ  
 ক্রতো যেন যেনায়ং পাঠিতস্তবঃ । দত্তানি সর্বদানানি সুরাঃ  
 সর্বৈ সমচিঁতাঃ ॥ ৪১ ইহলোকে পরে বাপি ন ভয়ং বিজ্ঞতে কচিৎ ।  
 নাম্নাং সহস্রং যোহধীতে দ্বাদশ্যাং নম সন্নিধৌ ॥ ৪২ ন নিদহতি  
 পাপানি কল্পকোটিশতানি চ । অশ্বথ-সন্নিধৌ পার্থ কৃষ্ণা মনসি  
 কেশবম্ ॥ ৪৩ পঠেন্নামসহস্রংতু গবাং কোটিকলং লভেৎ ।  
 শিবালয়ে পঠেন্নিত্যং তুলসাবনসংস্থিতঃ ॥ ৪৪ নরো মুক্তিমবাগ্নোতি  
 চক্রপাণেৰ্বচো বখা । ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং সর্বং সত্থো বিনশ্চতি ॥ ৪৫

ইতি ঐমম্বহাভারতে-সহস্রসংহিতায়াং বৈরাসিকামানুশাসনিকে পঞ্চবি দানধর্মে  
 ভীষ্মযুধিষ্ঠিরসংবাদে ঐবিকোর্দিবাসহস্রনাম-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ । ঐকৃষ্ণার্ণবমস্ত ।

স্তব পাঠ করিলে তাহার সমস্ত শত্রু দম্ব হয়, গ্রহগণ সোমা হয় এবং  
 পাপ বিলীন হয় ॥ ৪০ এই স্তব যিনি চিন্তা করেন যিনি শ্রবণ  
 করেন এবং যিনি পাঠ কবেন, তাঁহার সর্ববিধ দান দত্ত হয় এবং সমস্ত  
 দেবতা পূজিত হন ॥ ৪১ ইহলোক বা পরলোকে কোথায়ও ভয়  
 থাকে না ॥ ৪২ দ্বাদশীতে আমার সন্নিধানে যিনি সহস্রনাম পাঠ  
 করেন তিনি কল্পকোটিশত-কৃত পাপ নাশ করেন ॥ ৪৩ অশ্বথ-  
 বৃক্ষের নিকটে কেশবকে মনে মনে চিন্তা করিয়া এই সহস্র নাম পাঠ  
 করিলে কোটি গোদান ফল লাভ হয় ॥ ৪৪ তুলসী বনস্থিত হইয়া  
 শিবালয়ে নিত্য পাঠ করিলে চক্রপাণির বচনানুসারে মনুষ্য মুক্তি  
 লাভ করেন এবং তাঁহার ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৫

ইতি মহাভারতে অনুশাসনপর্বে দানধর্মে ভীষ্মযুধিষ্ঠির সংবাদে বিষ্ণু

সহস্রনাম স্তোত্র সমাপ্ত ।

## রুচিস্তোত্রম্ ।

মার্কণ্ডের উবাচ ।

রুচিঃ প্রজাপতিঃ পূৰ্ণং নির্মমো নিরহংকৃতঃ । অরুন্তো মিতশায়ী  
চ চ্চাচাৰ পৃথিবামিমাম্ ॥ ১ ॥ অনগ্নিমনিকৈতকৈবৈকাহার-মনাশ্রম্য  
বিমুক্তসংজ্ঞং ত্বং দৃষ্ট্বা প্রোচুঃ স্বপিতরো মুনিম্ ॥ ২ ॥

পিতরউচুঃ ।

বৎস কস্মাৎ ত্বয়া পুণ্যো ন কৃতো দারসঙ্গহঃ । স্বর্গাপবর্গহেতু-  
ত্বাদ বন্ধস্তেনানিশং বিনা ॥ ৩ ॥ গৃহী সমস্তদেবনাং পিতৃগাঞ্চ তথা-  
র্চনম্ । ঋষীগামতিথীনাঞ্চ কুর্কল্লো কান্তুপান্ন তে ॥ ৪ ॥ স ত্বং দৈবা-  
দৃশাদ বৎস বন্ধমস্মদৃশাদপি । অবাগ্নোমি মনুবার্ষিভূতেভাশ্চ দিনে  
দিনে ॥ ৫ ॥ অন্তঃপাত্ত স্ততান্ দেবানসস্তপা পিতৃংস্তথা । অকৃত্বা

পূৰ্ণে প্রজাপতি রুচি মমতা ও অহংকার শূন্য হইয়া নিদ্রা সংব-  
পূৰ্ণক নিভয়ে এই পৃথিবীতে কারয়াছিলেন ॥ ১ ॥ তাহার  
পিতৃগণ তাহাকে নিরগ্নি, নিকেতনশূন্য, একাহারী, গৃহস্থাদি-  
আশ্রমহীন এবং মুক্তসঙ্গ দেখিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ২ ॥  
পিতৃগণ বলিলেন । হে বৎস ! দার-পারিগ্রহ স্বর্গ ও মোক্ষ-  
নিদান, তুমি কি নিমিত্ত, সেই পবিত্র দারপরিগ্রহ কর নাই ; দার-  
পরিগ্রহ বিনা নিরন্তর বন্ধন হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥ গৃহস্থ সমস্ত দেবতা,  
পিতৃগণ, ঋষি ও অতিথিগণের পূজা করিয়া স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত  
হইয়া থাকেন । বৎস ! তুমি দার পরিগ্রহ না করিয়া দৈবজ্ঞ, পিতৃ-  
জ্ঞ, মনুষ্য ও ভূতজ্ঞে দিন দিন বদ্ধ হইতেছে ॥ ৫ ॥ তুমি পুত্র উৎপাদ





